পুঁথি-পরিচয়

প্রথম খণ্ড

বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের উপাধ্যায়
শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, এম্‌-এ সঙ্কলিত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭

আষাঢ় ১৩৫৮

মূল্য দশ টাকা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, বীরভূম

সূচী

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই পাছে লোক সাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা জানেন যে, যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না—দ্বিতীয়তঃ যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্ব্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে—এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।[১]

বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই…অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়।…বাংলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে।…নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্ত্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্ত্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না।…ছাত্রগণ যদি স্বস্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যেসমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা, তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।…আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্ব্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্যছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে…।…দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্ব্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর

১ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "মেয়েলি ব্রত" গ্রন্থে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে লিখিত ভূমিকা হইতে গৃহীত।

কৃষিকুটিরে…তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই—কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিষমাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পারো, তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশ-প্রেমকে সার্থক করো।…কথাটা…শুদ্ধমাত্র এই যে, দেশীভাষার ব্যাকরণ চর্চা করো, অভিধান সঙ্কলন করো, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো।[২]

আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি সমস্তই এপর্যন্ত বিদেশী পণ্ডিতেরা সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন।…দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা আর নাই। ইহা আমাদের পক্ষে কত-বড়ো একটা গালি, তাহা আমরা অনুভব করি না।

…প্রদেশের উপভাষা, ইতিহাস, প্রাকৃতসাহিত্য, লোকবিবরণ…প্রাচীন দেবালয়, দীঘি ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের ফোটোগ্রাফ এবং প্রাচীন পুঁথি, পুরালিপি, প্রাচীনমুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।[৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ ১৩১২ বঙ্গাব্দে লিখিত "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ" প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

৩ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে লিখিত "সাহিত্যসম্মিলন" প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।

মুখবন্ধ

বিশ্বভারতীর কর্মধারায় একটি প্রধান অংশ ছিল দেশের নানা স্থান থেকে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও আলোচনা। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য যে বহু পরিমাণে ঐসব পুঁথিপত্রের মধ্যে নিবদ্ধ আছে সেকথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। সেই কারণেই অবসরমত পল্লীগীতিসংগ্রহে তিনি নিজে যত্নবান হয়েছিলেন, আশ্রমের কর্মী-দেরও পুঁথিপত্রসংগ্রহের কাজে উৎসাহিত করেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর সুসংবদ্ধভাবে পুঁথিসংগ্রহের কাজ আরম্ভ হয়। এ কাজে সহায়তা করেন ত্রিবাঙ্কুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী। তিনি কিছুকাল শান্তিনিকেতনে অবস্থান করেন ও নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে বহু সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করেন। পরে দক্ষিণ ভারত থেকেও গ্রন্থাক্ষরে লিখিত প্রায় আড়াই হাজার পুঁথি সংগ্রহ করা হয়। নেপাল রাজকীয় পুঁথিশালা থেকেও কিছু পুঁথির প্রতিলিপি আনানো হয়।

নানা কারণে পুঁথিসংগ্রহের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এ কাজ পুনরায় আরম্ভ করবার জন্য ১৯৪৬ সালে আমি বিশ্বভারতীর কর্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট একটি নূতন পরিকল্পনা পেশ করি। এই পরিকল্পনা অনুসারে শ্রীমান্ পঞ্চানন মণ্ডল পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজে নিযুক্ত হন। তিনি পূর্বেই এ কাজে সিদ্ধহস্ত হয়েছিলেন এবং অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের সহযোগিতায় পুঁথিসংগ্রহ ও পুঁথি-আলোচনার কাজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় গত কয়েক বছরের মধ্যে আমরা বাংলা পুঁথিসংগ্রহের কাজে যে আশাতীত সফলতা লাভ করেছি তার বিস্তৃত পরিচয় ভূমিকাতেই দেওয়া হয়েছে।

আমাদের পুঁথিসংগ্রহের পরিকল্পনা কার্যকরী করার বিষয়ে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন। সে-জন্য তাঁদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশ্বভারতীর যেসব কর্মী নিজেদের সংগৃহীত পুঁথি দান করে আমাদের পুঁথিশালা সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তাঁদের নাম শ্রীমান্ পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন (পৃ *৭)। তাঁদের এই সাহায্যের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশ্বভারতীর একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সংগৃহীত ২১৮ খানি পুঁথি বিশ্বভারতীকে দান করেছেন।

সেজন্য তাঁকেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর সংগৃহীত পুঁথিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থসংকলনে বিদ্যাভবনের অন্যতম কর্মী পণ্ডিত সুখময় শাস্ত্রী মহাশয় নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সেজন্য তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী
অধ্যক্ষ, বিদ্যাভবন

ভূমিকা

॥ শীর্ষক ॥

বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পুঁথিবিভাগ, পুঁথিসংগ্রহ ও বিশদতালিকা সম্পর্কে মৎসম্পাদিত (১৩৫৬) গোর্খ-বিজয়ের ভূমিকায় প্রসঙ্গতঃ কিছু বলিয়াছি। সমগ্র সংগ্রহের (৫৫০০) মধ্যে প্রথম পাঁচ শত পুঁথির কথা প্রস্তুত গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। প্রথম পাঁচ শত পুঁথির মধ্যে অপ্রকাশিত ও অজ্ঞাত পুঁথিগুলির পরিচয় এই শীর্ষকে সঙ্কলিত হইল। তাহার সংখ্যা ১৮১। বিবৃত পুঁথিগুলির মধ্যে কোনো গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়া থাকিলে তাহা আমাদের গোচরে আসে নাই বুঝিতে হইবে। প্রত্যেকটি পুঁথির সাধারণ পরিচয় প্রত্যেক সংখ্যার প্রথমেই পাওয়া যাইবে। যে সকল গ্রন্থের পুঁথি আরও যেখানে রক্ষিত আছে তাহাদের সাঙ্কেতিক নাম ও সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কোনো পুঁথি সম্পর্কে বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইয়া থাকিলে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ পুঁথিগুলি হইতে উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান অংশসকল উদ্ধৃত করিয়াছি। ছোটখাটো কিংবা খণ্ডিত অথচ মূল্যবান পুঁথিগুলি পুরাপুরি ছাপিয়া দিয়া সেগুলির স্থায়ী কিনারা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিচার করা হইয়াছে পুঁথির প্রকার দেখিয়া, আকার দেখিয়া নহে। খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলির সূচী করিয়া দিয়াছি। অজ্ঞাত পদগুলিকে সম্পূর্ণ ছাপানো হইয়াছে। কবির পরিচয়, ভনিতা, রচনার তারিখ, লিপিকরের পরিচয়যুক্ত পুষ্পিকাপদ ইত্যাদি সম্ভবস্থলে উদ্ধার করা হইয়াছে। অর্থাৎ "ইতিহাসে এবং সঙ্কলনে" এক শত একাশিখানি পুঁথির পরিচয় সর্ব্বাঙ্গীন করার চেষ্টা করিয়াছি।

গ্রন্থশেষে দুইটি নির্ঘণ্ট দেওয়া হইয়াছে, গ্রন্থনাম ও গ্রন্থকারনাম। প্রথম নির্ঘণ্টটিতে প্রথম পাঁচ শত গ্রন্থের নাম বর্ণানুক্রমিক সাজানো হইয়াছে। যে গ্রন্থগুলির পরিচয় প্রস্তুত পুস্তকে সঙ্কলিত হইল সেগুলিতে তারকাচিহ্ন ও বর্ত্তমান গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া আছে। পূর্ব্বে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির নাম, গ্রন্থকার, পত্রসংখ্যা ও সম্ভবস্থলে লিপির তারিখ দিয়াছি।

দ্বিতীয় নির্ঘণ্টে প্রথম পাঁচ শত গ্রন্থের গ্রন্থকারনাম বর্ণানুক্রমিক পাওয়া যাইবে। প্রসঙ্গতঃ তাঁহাদের গ্রন্থের সাধারণ সংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে। বন্ধনীর মধ্যে বিবৃত পুঁথিগুলির সংখ্যা পাওয়া যাইবে। কোনো কোনো গ্রন্থের একাধিক গ্রন্থকার আছেন। সেইজন্ত অনেক স্থলে পুঁথি-সংখ্যার পুনরুল্লেখ করিতে হইয়াছে।

প্রথম নির্ঘণ্টের তারকাচিহ্নহীন কোনো পুঁথির বৈশিষ্ট্য থাকিলে ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব কোনো লেখক ও তাঁহার রচনার বিবরণ বাদ পড়িয়া থাকিলে সেই লক্ষণীয় অংশসকল পরিশিষ্ট (ক)-এ পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্ট (খ)-এ আমাদের সংগৃহীত কতকগুলি নূতন পুঁথির সন্ধান ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় মিলিবে। এই গ্রন্থগুলির সংগ্রাহক সাহিত্যরসিক ও বিদ্যোৎসাহী ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। বর্ত্তমান গ্রন্থের পূর্ব্বে যে সকল প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি-বিবরণী ও তালিকাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট (গ)-এ সঙ্কলিত হইল।

পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে গবেষক যে কেহ প্রস্তুত পুঁথি-পরিচয়ের যে কোনো গ্রন্থ লইয়া কাজ করিতে চাহিলে হাতের কাছেই সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত রহিয়াছে, দেখিতে পাইবেন। অন্ততঃ সঙ্কলিত প্রত্যেকটি পুঁথির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সংবাদ প্রথম দৃষ্টিতেই মিলিবে। যাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে রস অনুসন্ধান করিবেন তাঁহাদের ভোজ্যও ইহাতে পরিবেশিত হইয়াছে। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বিগত আট শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ও সামাজিক রুচিবোধের দৃষ্টি লইয়া তৎকালীন সাহিত্যের ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। বর্ত্তমান কালের মান প্রাচীনে আরোপ করিলে প্রায়শঃই নিরাশ হইবেন।

পুঁথি-বিবরণী সঙ্কলন সম্পর্কে আমার পূর্ব্বগামী মনীষীদের কাজ উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহাদের ভুলত্রুটি সত্ত্বেও প্রথম যুগের কাজ বলিয়া সেগুলি অবশ্যই সম্মানার্হ। অসহিষ্ণু না হইয়া তাঁহাদের কীর্ত্তিসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করি নাই। বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ মহাশয়ের পরামর্শক্রমে আমরা বর্ত্তমান শীর্ষকে পুঁথি-পরিচয়ের এক অভিনব পন্থা অনুসরণ করিয়াছি। এবং এই পথ বিদগ্ধ-সমাজে আদৃত হইলে আমরা পরবর্ত্তী পর্য্যায়ের জন্য প্রস্তুত হইব।

পুঁথি-পরিচয় সঙ্কলনে শ্রীযুক্ত অজিতচন্দ্র ভট্টাচার্য এম্‌-এ কিছু কিছু প্রাথমিক সাহায্য করিয়াছেন।

॥ শঙ্কর ও সংগ্রহ ॥

সন ১৩৫৩ সালের ভাদ্রমাসে (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনে পুঁথিবিভাগের কাজ শুরু করি। এখানে আমার কর্ম্মধারার পরিকল্পনায় তিনটি অংশ, পুঁথিসংগ্রহ, তালিকাপ্রস্তুতি ও প্রাচীন পুঁথিসম্পাদন। শুরু হইতেই এখানে রক্ষিত পুঁথিগুলির তালিকাপ্রস্তুতি ও বিশেষ বিশেষ পুঁথির সম্পাদনার কাজ চলিতে থাকে। পুঁথিসংগ্রহও চলে।

পুঁথিসংগ্রহের জন্ত প্রথম শফর করা হয় ১৯৪৬ সালের ২৩এ নভেম্বর হইতে ২রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। এই শফরে দক্ষিণ বর্দ্ধমান ও উত্তর-পূর্ব্ব বাঁকুড়া অঞ্চলের শবপুর, গুমিদপুর, ভাহকা, কৈঁউট্যা, ছোটবৈনান, খাঁহার, গোপালপুর, যোমরেজপুর, আখিনা ও আলমপুর মোট এই দশখানি গ্রাম পরিভ্রমণ করা হয়। এই অঞ্চল হইতে এই শফরে মোট ৩৯খানি বাঙ্গালা, ১০খানি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং অগোছানো তাড়া ৫টি পাওয়া যায়। বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিকে আমাদের পুঁথির ক্রমিক-সংখ্যার ১২৯-১৬৭ সংখ্যায় পাওয়া যাইবে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলিকে সংস্কৃত পুঁথিবিভাগে ও অগোছানো তাড়াগুলিকে বাঙ্গালা পুঁথির ক্রমিক সংখ্যার পরবর্ত্তী অংশে বিন্যাস করা হইয়াছে।

২৭-১২-১৯৪৬ তারিখে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা পুঁথিবিভাগে দান করেন। তাঁহার গ্রন্থগুলি ১৬৮-১৮৭ সংখ্যায় পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় শফর করি ২৮-১-১৯৪৭ হইতে ৩-২-১৯৪৭ পর্য্যন্ত। এই সময় পশ্চিম বর্দ্ধমান এবং উত্তর-পশ্চিম বাঁকুড়া অঞ্চলে নিম্নলিখিত গ্রামগুলিতে অনুসন্ধান চালানো হয়: মদনপুর, পুবরা, পলাশবনী, বখতারনগর, নেপুরে, বেলুন্ডা, বল্লভপুর, কাজোরাগ্রাম, কাদাভাহুরে, মাজিয়া, তেওয়ারী ডাঙ্গা, ডাঙ্গমাজিয়া। এই শফরে মোট ৪৪খানি (১৮৮-২৩১) বাঙ্গালা ও ২খানি সংস্কৃত গ্রন্থ সংগৃহীত হয়।

১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মের বন্ধে তৃতীয় শফর করি। প্রতিবেদন প্রস্তুত সম্পূর্ণ হয় ৩-৭-১৯৪৭ তারিখে। এই শফরে মোট ৯৬খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয় ও বাঙ্গালা গ্রন্থের অবিন্যস্ত তাড়া পাওয়া যায় ২টি আর সংস্কৃতের ৩টি। ২৯৬ হইতে ৩৯১সংখ্যক পুঁথির মধ্যে এই শফরে সংগৃহীত গ্রন্থের পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাইবে।

চতুর্থ শফর করি ১৯৪৭ সালের পূজাবকাশে। এই সময় বীরভূমের নলহাটী, মুড়ারই, ভাদীশ্বর ও পাইকোড় এবং বাঁকুড়ার কেশিয়া ও আমদিয়া যাওয়া হয়। বীরভূমের ভাদীশ্বরে ভাদীশ্বর রাজার স্তূপ ও পাইকোড়ে সংগৃহীত প্রাচীন নানা প্রস্তর মূর্ত্তি ও লক্ষ্মণসেনের সুবিখ্যাত শিলালিপি দেখি। বীরভূমে কোনো পুঁথি পাওয়া যায় নাই। ২৮এ অক্টোবর তারিখে রওনা হইয়া ৩১এ অক্টোবর বীরভূমের শফর শেষ করি। বাঁকুড়া যাওয়া হয় ১২ই নভেম্বর তারিখে; ফিরি ১৭ই নভেম্বর। কেশিয়া ও আমদিয়া হইতে ৩৭খানি বাঙ্গালা ও ৩খানি সংস্কৃত গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। এই ৩৭খানি গ্রন্থের বিবরণ বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচনার বাহিরে। সাধারণ বিশদ-তালিকায় সেগুলি এবং অতঃপর যাহা সংগৃহীত হইয়াছে সমস্ত পাওয়া যাইবে।

ইহার পর আরও কয়েকটি শফর করা হয়। ৮ই ডিসেম্বর হইতে ১০ই ডিসেম্বর

পর্য্যন্ত বালিজুরির (বর্দ্ধমান) বিল্বমঙ্গল মঠে যাই। চব্বিশ পরগণা ও হাওড়ার সরার হাট, গুঠারি দৌলতপুর, মহাদেবপুর, বুড়ুল, পাশখালি, গঙ্গা চণ্ডীপুর, নলদাঁড়ী, বাঘাণ্ডা, তেঁতুলিপাড়া, পালপাড়া, শাবলপুর, হীরাগঞ্জ, বিড়লাপুর, চড়িয়াল ও বজবজ যাওয়া হয় ২৬-২-১৯৪৮ হইতে ১৯-৩-১৯৪৮ তারিখের মধ্যে। ১৯৪৮ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে গুস্করা ও মেমারী অঞ্চল হইতে পুঁথিবিভাগের কর্ম্মকর শ্রীমান্ শঙ্করপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনেকগুলি পুঁথি সংগৃহীত হয়। কর্ম্মসচিব মহাশয়ের নির্দ্দেশ-ক্রমে আমি বেহালা চতুষ্পাঠী হইতে স্বামী জ্ঞানানন্দের সংগ্রহ এখানে লইয়া আসি ২৫-৪ তারিখে। ২৪।২।৫এ যে বাঁকুড়ার ভাতুলে গ্রামে গিয়া শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের বিরাট পুঁথিসংগ্রহ দেখিয়া আসি। শতাধিক বাউল গান-সংগ্রহ, সম্পাদিত শুভঙ্করী গ্রন্থ, অন্যান্য পুঁথি ও প্রাচীন চিঠিপত্রাদির নকল প্রেরণ করিয়া শ্রদ্ধেয় পালিত মহাশয় আমাদের পুঁথিবিভাগের সহিত অদ্যাবধি যোগরক্ষা করিয়া চলিতেছেন। ইতোমধ্যে আমি বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে সহস্রাধিক প্রাদেশিক শব্দ ও পাঁচ শতাধিক মেয়েলি ছড়া, প্রবাদ প্রবচন ও নানাপ্রকার লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করি।

১৯৪৮ সালের শেষের দিকে সিউড়ি রতন লাইব্রেরীতে রক্ষিত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত অবশিষ্ট পুঁথি হইতে শ্রীযুক্ত অমলেন্দু মিত্র মহাশয়ের নিকট ৩৫৫০খানি বাঙ্গালা পুঁথি ক্রয় করা হয়। ১৯৪৯ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে পুঁথিগুলি এখানে আসিয়া পৌছায়।

ইহা ছাড়া বিগত কয়েক বৎসরে আমাদের পুঁথিবিভাগে উপহৃত পুঁথি গ্রহণ করিয়াও সংগ্রহ পুষ্ট করা হইয়াছে। প্রদাতৃ-মহোদয়গণের প্রদত্ত পুঁথিসমূহের প্রাপ্তিস্বীকার বিশ্বভারতী-নিউজে যথাসময়ে করা হইয়াছে। সেইসকল পুঁথিও সাধারণ বিশদতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এবং এইভাবে বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পুঁথিসংগ্রহের মোট সংখ্যা আজ দাঁড়াইয়াছে ৫৫০০।

শফরসঙ্গীদের ধন্যবাদ জানাই। প্রথম শফরে সাহায্য পাইয়াছি, শ্রীযুক্ত ভোলা-নাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বারিক, শ্রীযুক্ত শিবদাস নন্দী, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র দে, শ্রীমান্ তারকদাস মোহান্ত, শ্রীমান্ অনিলকুমার মণ্ডল, জনাব মজিদ মিঞা মহাশয়-গণের। দ্বিতীয় শফরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কালোকানাই ঘোষাল, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দে, শ্রীযুক্ত বিমলকুমার ভোমপণ্ডিত; তৃতীয় শফরে শ্রীযুক্ত মহাদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভবানীদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবকালী বন্দ্যোপাধ্যায়; চতুর্থ শফরে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্য্যোধন দুলে, শ্রীযুক্ত ফকির

ভুলে ; পঞ্চম শকত্রে শ্রীযুক্ত মহাদেব চট্টোপাধ্যায় ; ষষ্ঠ শকত্রে শ্রীযুক্ত অজয়কুমার কয়াল মহাশয় আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত দান যাঁহাদের পাওয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ঘোষ এম্‌-এ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-এল্‌, শ্রীযুক্ত বিমলকুমার দত্ত এম্‌-এ, শ্রীযুক্ত অজয়-কুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন মিত্র, শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ গিরি, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মেদ্দা, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মহাপাত্র, শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, স্বামী জ্ঞানানন্দ, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর।

॥ বাঙ্গালা পুঁথির কথা ॥

মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া বাঙ্গালাদেশের সকলেই "অনুন্নত" ও "অসংস্কৃত" ; কিন্তু তাঁহাদের লইয়াই আসল বাঙ্গালী সমাজ। এবং শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, এখন বাঙ্গালা পুঁথির মালিক প্রধানতঃ তাঁহারাই। কিভাবে মালিক হইলেন বলি।

এদেশে ছাপাখানা বসিবার আগে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা নিজেদের চৌপাড়িতে বিশাশয় বা ততোধিক পড়ুয়াদের পঠন পাঠনেই সগৌরবে ব্যাপৃত থাকিতেন। পড়ুয়া-দের খুঙ্গিতে থাকিত অমর, জুমর, মাঘ, নৈষধ, রঘু, পিঙ্গল, রামায়ণ প্রভৃতির হাতে-লেখা পুঁথি[১]। মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসাতে এবং সাধারণ ভদ্র মুসলমানের বাড়িতে থাকিত কোরাণ, কালাম, কেচ্ছা, বয়েতের পুঁথি নস্‌খ্‌, নস্তালিক কিম্বা শিকস্তা[২] হাতে লেখা। ব্রাহ্মণেতর জাতিদের ছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালা। সেখানকার কৃতিত্ব ছিল সাধারণতঃ কঠিন কঠিন অঙ্ক প্রকাশ করাতেই। অষ্টকোঠা, অষ্টশব্দী, অমর প্রভৃতির অধ্যাপনা অধ্যয়ন চলিত সেখানে সুখিরাম খাঁ-এর মতো তিলির ছেলের কর্ত্তৃত্বে[৩]। সেখানেও অবলম্বন হাতেলেখা পুঁথি। বৈষ্ণবের আখড়ায় থাকিত চৈতন্যজীবনী ও পদাবলি ; বাউলের আখড়ায় থাকিত গোর্খ-গোপীচাঁদের হেঁয়ালী ; মাঠে ঘাটে ছিল শাক্তপদাবলি ; মঙ্গলকাব্যের মন্দিরা বাজিত সমাজের সকল স্তরে ; কাশীরাম কৃত্তিবাস পূজিত হইতেন ঘরে ঘরে। কোকশাস্ত্র, কবিরাজি পুঁথি, হেকিমি তিব্‌ তাহারও বহুল প্রচলন ছিল হাতে লিখিয়া। ভাট, দৈবক, ঘটক মহাশয়দের

১ রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল (সেন-মণ্ডল), পৃ ১৮, ১৯

২ *Visva-Bharati Annals. vol IV. p 55* (*F. M. Asiri M. A.* লিখিত প্রবন্ধ *Chandar Bhan Brahman and his Chahar chaman* দ্রষ্টব্য)

৩ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ১০

বগলে ফিরিত হাতেলেখা গ্রন্থ কুলজী, পঞ্জী এই সবের। সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে পুরাণ পাঠ ও কথকতা হইত। তাহাও হাতেলেখা গ্রন্থ হইতে। অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, আচারব্যবহারের এই সকল সনাতন ধারা দেশের শিরায় শিরায় বিশেষ করিয়া বহিত হাতেলেখা পুঁথির মাধ্যমে।

এই সকল হাতেলেখা পুঁথির নকল হইতে নকলে দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি ছিল। প্রথম যুগের ইংরেজরাও এদেশে হাতেলেখা পুঁথিই কাজে লাগাইতেন[৪]। তখন প্রত্যেক ভদ্রঘরেই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সাধনার জন্য পুঁথি রাখা ছিল অপরিহার্য্য। এই সকল পুঁথি নকল করা ছিল তখনকার দিনের এক প্রধান পেশা। হস্তাক্ষর ভালো হইলে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই পেশা গ্রহণ করিতেন। শর, শকুনের পালক, কঞ্চি বা লোহার কলম দিয়া বড়ো এবং পোক্ত ছাঁদে বিশেষ প্রকার কালির[৫] দ্বারা সাধারণতঃ তুলোট কাগজের লম্বা ফর্দ্দে বা তালপত্রে এই সকল পুঁথি লেখা হইত প্রাচীনতর আদর্শদৃষ্টে। অধোমুখে স্তব্ধ দৃষ্টিতে পিঁড়াসিদ্ধ হইয়া দিনের পর দিন বসিয়া বসিয়া লেখকের পিঠ, কোমর, ঘাড় বাঁকিয়া যাইত যন্ত্রণায়। তবুও বিরাম ঘটিত না অনুলেখনে।

সাধারণ কাব্যসাহিত্যাদি লেখা হইত তুলোটের উপর; বিশেষ পূজাপদ্ধতির পুঁথি লেখা হইত তালপত্রে। তাগা তাবিজ মাদুলি দেওয়া হইত ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া। তেরেট পাতা, তূঁত, নোনা, বট ইত্যাদি গাছের বাকল বা পশুচর্ম্মের উপর লেখা বাঙ্গালা পুঁথিও দুর্ল্লভ নয়। অলঙ্করণের দিকেও পুঁথির লিপিকর বা পাঠকদের দৃষ্টি কম ছিল না। হরিতাল, অভ্রাদি তুলোট কাগজে প্রলিপ্ত করা হইত পোকামাকড়ের কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত। ছত্রের নীচে ও প্রত্যেক পৃষ্ঠার কিনারে চিত্রবিচিত্র করা রহিয়াছে ইহাও বহুস্থলে দেখা যায়। লিপিতে ভ্রম থাকিলে তাহা ছত্রসংখ্যা দিয়া উপরে বা নীচে লিখিয়া দেওয়া হইত। অক্ষর বা শব্দ কাটিতে গিয়া চিত্ররূপ দেওয়া হইয়াছে এরূপ পুঁথিও দেখা যায়। বিষয়বস্তুর উপর ছবিআঁকা বাঙ্গালা পুঁথিও পাওয়া যায়। পুঁথির মধ্যস্থলে ছিদ্র করিয়া উপরে সাধারণতঃ কাঠের পাটা দিয়া সজোরে বন্ধন করিতে হইত বায়ুপ্রবেশ বন্ধ করিয়া। পুঁথিকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার ইহা একটি পন্থা। বন্ধনে শিথিলতা পুঁথিকে দীর্ঘস্থায়ী করার পক্ষে প্রবল অন্তরায়। প্রবাদ আছে, পুঁথিকে পুত্রের মতো পাল্‌বে আর শত্রুর মতো বাঁধবে। পুঁথির

৪ *Catalogue of the Bengali and Assamese Manuscripts in the Library of the India office, J. F. Blumhardt M. A. p. 2*

৫ প্রস্তুত গ্রন্থ পৃ ১৯০

মলাট হিসাবে প্রায়ই দেখা যায় শাল শেগুন কাঠের পাটা। চামড়ার খোলও করা হইত। তালপাতার বিহুনির উপর বেতির সূক্ষ্ম কাজ তাহাও আছে। একই পুঁথিতে তালের বিনানো বাগড়া, চামড়া ও কাঠ সবই মলাট ও তাহার স্থায়িত্বের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। কাঠের পাটার উপর নানা নক্সা, চক্রাদি, চিত্রপাদি আধুনিক শিল্পাচার্য্যদিগেরও বিস্ময়ের বস্তু।

পুঁথির পুষ্পিকাপদে লিপিকরের আত্মকাহিনী মহা মূল্যবান উপকরণ সমাজতত্ত্ব বিষয়ে গবেষক প্রত্যেকের নিকট। পুঁথি নকল করার নিমিত্ত কে কত দক্ষিণা[৬] পাইলেন, কাপড়, গামছা, কৌড়ি বা তঙ্কা কে কত পাইলেন, পুঁথির মালিক কে, পাঠক কে, তাঁহার বিবরণ ও স্তুতিবাদ, কোথায় বসিয়া লিখিলেন, কখন পুঁথিনকল সমাপ্ত হইল তাহার সন তারিখ, বার, বেলা, তিথি, নক্ষত্র, প্রহর, দণ্ড, পল, কোন্ মুখে বসিয়া লেখা, পরগণা, তৌজি, সাকিম, মোকাম, এগনে ওসারার সমস্ত বিবরণ আমরা পাই গ্রন্থের শেষ দিকে, লিপিকরের পুষ্পিকাপদ বা অংশ হইতে। আবার লিপিকরের আত্মকাহিনী, ধর্ম্মমত, সাধআহ্লাদ, খ্যাতি, অপবাদ, গৃহবিবাদ, মুদ্রাদোষ সবই পাওয়া যায়। এবং এইগুলি যে কোনো দিনলিপির চেয়ে কোনো অংশে কম মূল্যবান নহে। গ্রন্থ নকল করায় এবং করানোতে পুণ্য ও শ্রীমন্ত হওয়া, হরণ করায় রৌরবনরক প্রাপ্তি, হরণকারীকে মাতাপিতার শূকরী ও গর্দ্দভ হইবার, কিম্বা সমাজবিগর্হিত অপকর্ম্মের বা গোব্রাহ্মণবধের অভিশাপ, নকলে ভুল থাকিলে মুনির মতিভ্রম, ভীমের রণে ভঙ্গ, সরস্বতীর কথা বিচলিত হওয়া, হাতীর পা টলা ইত্যাদি নজির দেখাইয়া উহার স্বাভাবিকত্ব প্রমাণ করার রীতিও চলিত ছিল। হিন্দু বা মুসলমানদের ব্যবহারের নিমিত্ত পারসিক অক্ষরে গ্রন্থ হিন্দু আচারে হিন্দুরাও নকল করিয়া দিতেন[৭]। মুসলমানেরাও রামায়ণাদির গ্রন্থ নকল করিয়াছেন এই নজিরও দুর্ল্লভ নয়। নকলের পর ধান, দুর্ব্বা, সুপারি দিয়া মঙ্গলাচরণের পর পোথার বহিরাবরণে ডোর পড়িত। এবং নূতন গামছা, কাপড়, চেলী বা নামাবলীতে আবৃত হইয়া শ্রদ্ধাভরে ও সন্তর্পণে ঠাঁই পাইত চণ্ডীমণ্ডপের কুলুঙ্গীতে। যাহাই হউক, ফলকথা হইতেছে, সামাজিক ইতিহাসের টুকরা হিসাবে প্রত্যেক গ্রন্থের এই সকল পুষ্পিকা অংশের প্রতি প্রত্যেক গবেষকের আলোচনা নিবদ্ধ হওয়া একান্ত উচিত।

কাল বদলাইল। দেশে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হইল। হ্যাল্‌হেডের ইংরেজিতে

৬ পুষ্পমূল্য, দ্রষ্টব্য পুঁ বি. ভা. ৫৮৬

৭ দ্রষ্টব্য *V. B. Annals IV, p 55*

বাঙ্গালা ব্যাকরণে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হুগলীতে বাঙ্গালা টাইপ সর্ব্বপ্রথম-ব্যবহৃত হইল। টমাস, কেরি, ওয়ার্ড, মার্শমান প্রভৃতি বিদেশীয়গণের উদ্যোগে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ দেশীয় লোকেদের আগ্রহে শ্রীরামপুর ও কলিকাতার বটতলা হইতে কৃত্তিবাস, কাশীরাম প্রভৃতির প্রধান প্রধান কতকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ ছাপা হইল। তখন ইংরেজি সংস্কৃতি ধীরে ধীরে তাহার গদ্যময় সমৃদ্ধতর সাহিত্যাদি লইয়া এদেশে প্রবেশ করিতেছিল। ইংরেজিশিক্ষায় পক্ষপাতী সকলে তখন সেইদিকেই ঢলিয়া পড়িলেন। ক্রমেক্রমে তাহার বেগ প্রবলতর হইল। দেশের লোকে দেশের সাহিত্য, হাতেলেখা পুঁথিপত্রাদির কথা ভুলিতে লাগিল। ভুলিতে লাগিল বিশেষ করিয়া দেশের আলোকপ্রাপ্ত উচ্চতর সম্প্রদায়ের সকলে। পুঁথি খুলিতে লাগিল মাত্র বাড়ির ইংরেজি-না-জানা মেয়েরা আর নিম্নবর্ণের লোকেরা। পাঁচালীর বদনামে দেশের কাব্য, সঙ্গীত, চিকিৎসা, জ্যোতিষের গ্রন্থরাজি একেবারে উপেক্ষিত হইয়া পড়িল পাশ্চাত্ত্য-সংস্কৃতিমুগ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট।

সংস্কৃতির চর্চ্চা করেন অথচ ইংরেজী জানেন না এইরূপ ব্যক্তিদের নিকট পুঁথির আদর এখনও কম নহে। বহু স্থানে এখনও সশ্রদ্ধ সংস্কারে গ্রন্থ নকল হইতেছে আমি জানি। বিশেষ করিয়া তিলি, মালি, সদগোপ, কামার, কুমোর, তাঁতি, ছুতার, বেনে, মাহিষ্য, যুগী, পোদ, রাজবংশী, ধোপা, কলু, বাগ্দী, ডোম, চাঁড়াল, নমঃশূদ্র প্রভৃতি এই সব বর্ণের যাঁহারা পূজাঅর্চ্চনা লইয়া থাকেন তাঁহাদের "পণ্ডিত", "দেয়াসী", "দেউলে" শ্রেণীর দরিদ্র লোকের ভিতর। তাঁহারা বিভিন্ন পূজা পর্ব্বে এখনও মঙ্গলকাব্যাদি গান করিয়া থাকেন। কোথাও কোথাও চৌপাড়ি পরিচালনাও করেন। দুর্গাপূজায় চণ্ডীমঙ্গল, মনসাপূজায় মনসামঙ্গল, ধর্ম্মঠাকুরের বারমতি গাজনে ধর্ম্মমঙ্গল গান এখনও বহুস্থলে "বাঁধা-আসরে" হইয়া থাকে। এখন সাধারণতঃ ব্রাহ্মণে করেন কথকতা আর রামায়ণ মহাভারতের গান। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সকলে করেন আর সমস্ত পাঁচালী গান। আগে ব্রাহ্মণেও করিতেন। কেবল লিখিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না।

দেবদেবীর স্বপ্নাদেশ, কচিৎ বদান্য ভূম্যধিকারীর পৃষ্ঠপোষকতায় মঙ্গলকাব্য তথা লোকসাহিত্যের জের সমাজে আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে। বিশেষ করিয়া লৌকিক দেবদেবীর বিশেষ পূজায় এইগুলি নিয়মিত গান করা হয়। সেই জন্য বিশুদ্ধি রক্ষার বিশ্বাসে তাঁহারা এখনও ছাপা বই ব্যবহার করিতে চাহেন না। মুদ্রিত প্রাচীন পুঁথির ভুলত্রুটিও তাঁহাদের চোখ এড়ায় না। সুতরাং ছাপা বইএর উপর তাঁহাদের স্বাভাবিক ঘৃণা। কিন্তু দেখিয়াছি গ্রন্থ-নকলের আয়াস এবং ছাপা বইএর সুলভতা তাঁহাদের এই মনোভাব ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। ছাপা বই

পাইলে তাহার বাহ্যিক মোহে অনেকে পুঁথি দিতে রাজি আছেন দেখিয়াছি। বাঙ্গালা পুঁথিসংগ্রাহকদের নমস্য রামকুমার দত্ত মহাশয় মুদ্রিত গ্রন্থের পরিবর্ত্তে বহু সহস্র পুঁথিসংগ্রহ করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন[৮]। তাহাদের অজ্ঞাতপূর্ব্ব, একমাত্র গ্রন্থের প্রচার হইবে, তাহাঁদের নাম ছাপা হইবে, সর্ব্বোপরি তাহাঁদের গৃহদেবতার জহরা জাহির হইবে, এইসব আশ্বাস অবশ্যই দিতে হইবে। গায়নদের ও "পণ্ডিত"দের বাড়িতে পুঁথির চর্চ্চা এখনও অব্যাহত আছে। ইহাঁরা প্রসন্ন হইলে ইহাঁদের বাড়িতে জীর্ণ আধারে রক্ষিত জীর্ণতর পুঁথিস্তূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহাতে তাহাঁদের অজ্ঞাতে পুরুষানুক্রমে নানা বিষয়ের গ্রন্থ সঞ্চিত থাকে। এইরূপ একটি পুঁথিস্তূপ বহুভাগ্যে আয়ত্ত হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের নানাদিকে আলোকপাত করিতে পারা যায়। সুতরাং আমাদের এদিকে অবহিত হওয়া বিশেষ দরকার। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, অবহিত হইলেই সংগ্রহ হয় না। বাঙ্গালা পুঁথিসংগ্রহ বড়ো কঠিন ব্যাপার।

॥ পুঁথিসংগ্রহ ॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এদেশে ছাপাখানার পত্তন হইতেই বাঙ্গালা পুঁথির কপাল পুড়িল। ছাপাখানা বসিল কিন্তু ছাপার যোগ্য বাঙ্গালা পুঁথি খুঁটিয়া সংগ্রহ করা হইল না। মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলনে কোনঠাসা পুরাতন পুঁথিরাশি অযত্নে উপেক্ষায় কালক্রমে ধ্বংস পাইতে লাগিল। পোকামাকড়, ইঁদুর, জলহাওয়া, বাদলবৃষ্টি, ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ, জলোচ্ছ্বাস, জলপ্লাবন তো আছেই। উপরন্তু রাজনৈতিক বিপর্য্যয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। রাঢ় অঞ্চলে পেশা হিসাবে বাঙ্গালা পুঁথি এখনও যাহাঁরা ব্যবহার করিতেছেন তাহাঁরা নিম্নশ্রেণীর। তাহাঁদের নিকট হইতে সহজে পুঁথি সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। উচ্চশ্রেণীর যাহাঁদের বাড়িতে পুঁথি আছে অনেক স্থলে তাহা গৃহস্বামীর অজ্ঞাতসারেই ঘরের পরিত্যক্ত ও স্তূপীকৃত আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই, চাহিতে গেলেই সেই আবর্জ্জনাস্তূপের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। "নষ্ট হয় আমার ভিঁটায় হউক, পৈতৃক পবিত্র জিনিষ হাতছাড়া করা চলিবে না," এই সংস্কার সর্ব্বত্র দেখা যায়। নাছোড়বান্দা হইলে না-দিবার ঝোঁকই চড়িতে থাকে। চরমে চড়িলে পুঁথি উবিয়া যায়।

৮ *The Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, vol. II (c.u), pp. Intro. vii-xii*

অথচ পুরাতন বাঙ্গালা পুঁথি অনাদরে ঠাঁই পাইয়াছে তাহাঁদের ঘুঁটের মাচায়, রান্নাঘরের শতদলে, গোয়ালঘরের পুরাতন আবর্জনাস্তূপের অন্তরালে, বড় জোর ভাঙ্গা সিন্ধুকের গুমোট গহ্বরে। বাঁশতলায়, সারকুড়ে, পুকুরের জলে, নদীর স্রোতেও বাঙ্গালা পুঁথি কম বিসর্জিত হয় নাই। বাঙ্গালা পুঁথি রোগশয্যায় ঠেকাইয়া বাঙ্গালী রোগমুক্তির চেষ্টাও করে। আবার দেবতা বা উপদেবতা পুঁথিতে ভর করিয়াছেন এইপ্রকার সংস্কারবশে সভয়ে এবং সশ্রদ্ধচিত্তে বাঙ্গালা পুঁথির স্তূপ দাহও করে। তান্ত্রিক বাঙ্গালী মন্ত্রের মতো পুঁথিকেও গোপন করিতে চাহে। বংশানুক্রমিক এই আচার লঙ্ঘন করিলে "হানি" হইবে সত্যিকার এই আতঙ্কে পুঁথিদেখার প্রশ্নই অনেক স্থলে ওঠে না। মন্ত্র লইব কবুল করিলেও বিশ্বাস করে না। জাত খোয়াইয়াও পেট ভরে না। "গানের দল" করিয়া বা ছাপাইয়া তাহাদের এই গুপ্তবিদ্যা ফাঁস করিয়া দিব এই আশঙ্কা। গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচরও ভাবে। "ট্যাক্স" বসাইবার জন্য দেবত্তর সম্পত্তির খুঁটিনাটি ভিতরের কথা জানিয়া লইবার গোপন উদ্দেশ্যে আসিয়াছি এই কথাও রটিয়া যায়। লোকজন অন্তরালে রাখিয়া আমি ছদ্মবেশে আসিয়াছি ; পুঁথিগুলি হস্তগত করিয়া তাহাদের দেবত্তর সম্পত্তি দখল করিয়া লইব তাহাদের এই ভুল ধারণা অনেকস্থলে কিছুতেই ভাঙ্গিতে পারি নাই। তাহাদের সশস্ত্র প্রহরাতেও একটিবার পুঁথির একখানি পাতাও অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখিতে পাই নাই। আবার পুঁথি আনিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া কাপালিকের আড্ডায় পড়িয়াছি। প্রাণ লইয়া টানাটানি চলিয়াছে। অবশেষে মেয়েদের করুণায় উদ্ধার পাইয়াছি, এইরূপ লোমহর্ষণ কাহিনীও আছে। সহরে বা সহরঘেঁষা পুঁথির মালিকদের মারোয়াড়ীআতঙ্কও অভিজ্ঞতালব্ধ। ইয়োরোপ আমেরিকায় বাঙ্গালা পুঁথির বাজার আছে এই ধারণাও জন্মিয়াছে।

ব্রাহ্মণের টোলের গ্রন্থ আমাদের দরকার নাই। সেখানে সংস্কৃত লইয়াই কারবার। এবং সেইসব সংস্কৃত পুঁথি সাধারণতঃ বহুবার ছাপা হইয়া গিয়াছে। তবে সেগুলি ঝাড়িয়া পুরাতন চিঠিপত্র, চিরকুটাদির আশায় আমরা তাহা সংগ্রহ করিতে ছাড়িব না। আমাদের বিশেষ আকর্ষণ ব্রাহ্মণ ছাড়া যে কোনো জাতির বাড়িতে এখনও রক্ষিত পুঁথিগুলির প্রতি। বিশেষতঃ যাহাঁরা পাঁচালীগায়ক এবং লৌকিক দেবদেবী বিশেষতঃ ধর্মঠাকুরের পূজক। তবে তাহাঁদের ধারণা, "ধর্মপণ্ডিত নিরস্ত্র," এই পুঁথিগুলিই তাহাঁদের "অস্ত্র"। সুতরাং পুঁথি হাতছাড়া করা তাহাঁদের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু এইসকল 'অস্ত্র'-ই আমাদিগকে সংগ্রহ করিতে

হইবে। নকল করাইয়া বরং একখণ্ড তাহাদিগকে দেওয়া যায়। কিন্তু পুঁথি আমাদিগকে চাই। জাতীয় সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় পাইতে হইলে লুপ্তাবশিষ্ট এই পুঁথিগুলি খুঁজিয়া সংগ্রহ করা প্রাথমিক কর্ত্তব্য। "যক্ষের ধন" তাঁহারা সহজে আমাদের হাতে তুলিয়া না দিলে আধুনিক "অস্ত্র" আমাদিগকে প্রয়োগ করিতে হইবে।

বাঙ্গালা দেশে বিশেষ করিয়া রাঢ় অঞ্চলের নানা জেলায় বিভিন্ন গ্রামে ঘুরিয়া আমাদের ধারণা জন্মাইয়াছে, পুঁথিসংগ্রহ অতি কঠিন ব্যাপার। শুধু কঠিন নয়, অনেক স্থলে অসাধ্য। ছলে, বলে, কৌশলে, সৎ এবং অসৎ কোনো উপায়েই প্রবেশ করা যায় না এমন স্থান অনেক রহিয়াছে। অথচ সেখানে বিশেষ বস্তু আছে। এবং এখনও তাহার কিছুই উদ্ধার হয় নাই।

তবে গ্রামে সহৃদয় লোক নাই তাহা নহে। তাঁহাদের মার্ফৎ পুঁথির মালিকদের বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে এবং পুঁথিগুলির উদ্ধার, সংরক্ষণ ও প্রকাশের যথাযথ বিবরণ সম্পর্কে প্রত্যয় করাইতে হইবে। কোথাও জবরদস্তি চলিবে না। কোনো প্রকারে বাগে আনিতে হইবে। জবরদস্তিতে পুঁথি উধাও হইবে। যাঁহারা এখনও পুঁথি দেখিয়া গান গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন তাঁহাদিগকে গ্রন্থের মূল্যবাবদ অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। তাঁহাদের প্রয়োজনমতো গ্রন্থের নকল বা ছাপা বই দিতে হইবে। কাঁহারো বাড়িতে গৃহদেবতা থাকিলে তাঁহার নামে দর্শনী বা নিত্যসেবা বাবদ স্থায়ী বৃত্তি সাহায্য দিবার সফল প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। অনেক স্থানে তাঁহাদের উপযুক্ত দীনহীন আচরণ করিতে হইবে; তাঁহাদের মন যোগাইতে হইবে দিনের পর দিন। তবে যদি "কায় মন চিত্ত লাগাইয়া" বহু কৃচ্ছ্র সাধনার পর আসে অভাবনীয় সফলতা। এইভাবে হাজার হাজার পুঁথিসংগ্রহ করিয়া আমাদের এইরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।

॥ আলোচনা ॥

ছোট বড়ো, সাধারণ অসাধারণ, লঘু গুরু নানা রকমের পুঁথি বর্ত্তমান গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ছোট, সাধারণ ও লঘু পুঁথিগুলি কেন আলোচিত হইয়াছে সে প্রশ্ন অবান্তর হইলেও দুই এক কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের মতে অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত বাঙ্গালা কোনো পুঁথিই তুচ্ছ নয়। মুদ্রিত গ্রন্থের পুঁথিও নহে। তুচ্ছ নয় স্বতন্ত্র মর্য্যাদায় বা মূল্যবান পাঠান্তররূপে। বাঙ্গালা পুঁথি আজ পর্য্যন্ত বেশী ছাপা হয় নাই; দুই একখানি ছাড়া ঠিক ছাপাও হয় নাই। কাজেই প্রথম প্রকাশের জন্য এবং যথাযথ পাঠ নির্দ্ধারণের জন্য বাঙ্গালা পুঁথির প্রত্যেকখানি পাতার বিশেষ মূল্য আছে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় অনেক উপকরণ

বর্ত্তমান কালে আমাদের হাতে আসিয়া জমিয়াছে। বঙ্গবাণীর বরপুত্র কণজন্মা দুই এক জন এদিকে বিশেষ অবহিতও হইয়াছেন। ইহা আশার কথা। তবে যতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পুঁথির একখানি পাতাও সংগ্রহ করিতে বাকী থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত কোনো বিষয়ে শেষ মতামত প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালা পুঁথি লোকের ঘরে ঘরে অবহেলায় অনাদরে প্রতিদিন ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ে শেষ কথা বলিবার জন্য সমস্ত পুঁথি নিঃশেষে সংগ্রহ করিবার সুসময় চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং ছোটো বড়ো, সাধারণ অসাধারণ, লঘু গুরু যে কোনো পুঁথি এখনও টিকিয়া আছে অবিলম্বে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া তালিকাভুক্ত করিয়া ফেলা আমাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য তাহাদের বিবরণী সঙ্কলন করিয়া ফেলা। তাহার পর তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার সময় আসিবে।

কবির হৃদয় আয়নার মতো। যে কালে জাতীর জীবনে যে ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহার সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক রীতিনীতি প্রণালী পদ্ধতি সব কিছু সেই কালের কবির কাব্যে প্রতিবিম্বিত হয়। এই হিসাবে কবি তাঁহার কালের ঐতিহাসিকও বটেন। তাঁহাদের রচনায় সেই সময়ের ইতিহাসের ছায়া পড়ে। পতন অভ্যুদয়ের ছায়া। কেবল ভালো এইরূপ ঘটনা জগতে কখনো ঘটে না। মন্দ না থাকিলে ভালোর ভারসাম্যও থাকে না। সুতরাং ভালো মন্দ বিজড়িত ঐতিহাসিক দলিল বলিয়া কোনো পুঁথিই ফেলিবার নহে। একটু দরদ কিঞ্চিৎ অন্তর্দ্দৃষ্টি থাকিলেই ধরা যাইবে যে তুচ্ছ ও একঘেয়ে পুঁথির জীর্ণ পাতাগুলির প্রত্যেকটি ছত্রে একটা জাতির অতীত কথা কহিতেছে।

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তুচ্ছ রচনাগুলি প্রাচীনতর কোনো বড়ো সাহিত্যবিশেষের টুকরা। সেটিতে অনেক ভুলিয়া যাওয়া ইতিহাস উঁকি দিতেছে বেশ বদলাইয়া। এই সূত্র ধরিয়া সন্ধান করিলে আমরা সেই মূল সাহিত্যের উৎসে গিয়া পৌছিব ইহা নিশ্চিত। প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ যেমন কালক্রমে নানা আকারে নানা নামে ছড়াইয়া পড়িয়া কোথাও প্রত্নবস্তু, কোথাও নিত্য ব্যবহার্য্য তৈজস, আবার কোথাও লৌকিক দেবদেবীর আকারে ভোল বদলাইয়া থাকে এই তুচ্ছ পুঁথির টুকরাগুলিও অনেকটা সেইরূপ আকারে বর্ত্তমান কালে আসিয়া পৌছিয়াছে। এইরূপ একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দিই। দেখিয়াছি একটি গ্রামে বেশ পুরাতন একটি সিংদরজার খিলান ষষ্ঠীঠাকুর বলিয়া মেয়েদের পূজা পাইতেছে, দুইটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তি দিদিঠাকরুণ বলিয়া মুচি পণ্ডিতের দ্বারা পূজিত হইতেছেন, একটি বুটপরা সূর্য্যমূর্ত্তির উপর খিড়কী ঘাটে বাসন মাজা হয়, কাপড় কাচা হয়, বিগ্রহহীন মাটির

ঢিবিকে রামসীতার তলা বলিয়া উল্লেখ করা হয়, গ্রামে যত্রতত্র মোটা বালি ও ছোট ইট সর্ব্বদাই দেখা যায়, এক মাইল বিস্তৃত একটি প্রায় মজা দীর্ঘিকাকে ছাতাদীঘি বলিয়া অভিহিত করা হয়। এবং ইহা রাজা ছত্রসিংহের খনিত বলিয়া প্রচলিত প্রবাদ আছে গ্রামবৃদ্ধদের মুখে মুখে। এখন এইগুলি জুড়িয়া আমরা অনায়াসেই এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি, প্রাচীন রাঢ় অঞ্চলের ছত্রসিংহ (বা -ধর -পতি) নামে কোনো হিন্দু রাজা এই দীঘিটি কাটাইয়াছিলেন। এখানে দেবালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এবং এই সকল বিগ্রহ সেই সকল মন্দিরে পূজিত হইতেন। সেই যুগের এই সকল কৃতি এই কালে এই দেশে আসিয়া পৌছিয়াছে। পুরাতন বাঙ্গালা পুঁথি সম্পর্কেও এই ধারা চলিয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও বিশদ হইবে। ৪৮০ সংখ্যক পুঁথিটি ধরা যাউক। দেড় শত বৎসর আগেকার দিনের এটি সাপের বিষ নামানোর একটি মন্ত্র। এই মন্ত্র এখনও "সজীব"। গ্রাম অঞ্চলে পেশাদার "গুণিনের" এখনও ইহা অন্নবস্ত্র সংস্থানের কাজে লাগে। কিন্তু কিভাবে এই মন্ত্রটির আবির্ভাব হইল সেই ইতিহাস আলোচনা অতীব কৌতুহলের বিষয়। মন্ত্রটির প্রথম বন্দে মন পবন, মনদ্বীপ, নিরঞ্জন, দ্বিতীয় বন্দে ডাউকার বৌড়ি, মনসাদেবি, তৃতীয় বন্দে জলে নাচে, কালকুটি বিষ, ভীমসরের মা, ভীমসরের পানি, লক্ষিন্দরের কাহিনী, চতুর্থ বন্দে পথে জাতে হল ঘা ডানে বাঞে কাড়ে রা, আফুটা ঠাই নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করিতেছে গোর্খ-বিজয়ের দর্শন ও কাহিনী, মনসামঙ্গলের কাহিনী ও ধর্ম্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব আর্য্যা-ছন্দে। ধর্ম্মমঙ্গলের জালালি কলিমা তথা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর বাদশাহ ফীরুজ-শাহ তুঘলকের উড়িষ্যা অভিযানের শোচনীয় কাহিনী[১] লুকাইয়া আছে ২১১ সংখ্যক পুঁথির "জখন দেয়ান গাই জবই করিল" ইত্যাদি অংশটিতে। ৪৮১ সংখ্যক পুঁথির "ডিউড়ি" চর্য্যাগীতিকে আবার ১২৬ সংখ্যক পুঁথির "কংকালি," "ফুল্লরা" স্থানীয় পীঠস্থানকে নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রত্যেক মন্ত্রেই উল্লিখিত 'হাড়িঝি'কে অনেকে ময়নামতী বলিয়া অনুমান করেন। এইরূপ টুকরাগুলির আলোচনা চলিলে আমরা মূল উৎসের সন্ধান পাইব। তবে এই ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস জুড়িতে সাহিত্যিকের ও ঐতিহাসিকের মিলিত অধ্যবসায় আবশ্যক।

তুচ্ছ টুকরা পুঁথি সম্পর্কে আর একটি কৌতুককর ব্যাপার আমাদের গোচরে আসিয়াছে। এক পাতা আধ পাতার তুচ্ছ পুঁথিতে হয়তো দৈবক্রমে কোনো অজ্ঞাতপূর্ব্ব গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নাম পাওয়া গেল। সেই গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নামটি

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খ, ২য় সং (শেষ), পৃ ৪৯৫-৯৭

নথিভুক্ত করিয়া রাখা হউক। পরে সম্পূর্ণ গ্রন্থ কোথাও না কোথাও পাওয়া যাইবেই। সম্পূর্ণ গ্রন্থ আবিষ্কার যিনিই করুন গৌরব প্রথম আবিষ্কারকেরই হইবে।

উপরন্তু রচনা যত তুচ্ছই হউক একদা কিছু লোকের যে তাহা চিত্তবিনোদন করিতে পারিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং বর্তমান কালে অচল সেই রচনাগুলি অতীত ইতিহাসের আলোচনার জন্য অপরিহার্য্য উপকরণ। সাহিত্য-রসেও "স্বাদপ্রভেদ এবং তারতম্য"[১০] আছে। সত্যিকার সাহিত্যরসিক উন্নাসিক হইতে পারেন না। তাঁহারা কেবল সাহিত্যপ্রাসাদের উচ্চশিখরে বসিয়া মলয় মারুতই সেবন করেন না, আঁকা বাঁকা গ্রাম্য গলিপথে বা শেওলাঢাকা ভাঙ্গা ঘাটে বসিয়াও সমান তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। জীবনের যোগে বাণীতে যেখানে সত্যের স্পর্শ লাগিয়াছে তাহা সার্ব্বজনীন এবং তাহা দরদি পাঠকের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবেই সন্দেহ নাই।

পুঁথি-পরিচয়ে বিবৃত প্রত্যেকখানি পুঁথি লইয়া বা কোনো পুঁথি লইয়াই আমি বিশেষ আলোচনা এখানে করিব না। ভবিষ্যৎ গবেষকদের নিমিত্ত এই বিষয়ে ভূমিপ্রস্তুতির কাজ করিয়া রাখা গেল। ইচ্ছা করিলে যে কেহ ইহা হইতে ফলফুল ধরাইতে পারিবেন। আমি মাত্র এখানে বিশেষ কয়েকটি পুঁথির কথা বলিব যেগুলির সর্ব্বভারতীয় অন্ততঃ পূর্ব্বী মাগধীয় ভাষাগোষ্ঠীর রূপ আছে। তবে এই পুঁথিগুলি সম্পর্কেও শেষ কথা বলা শক্ত। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে গবেষক ছাত্রদের এই বিষয়ে আমি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এবং তাঁহারা যাহাতে এইদিকে অবহিত হন এবং এই প্রসঙ্গে কাজ করিতে সূত্র খুঁজিয়া পান তাহারই হদিশ দিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের বিশ্বভারতীতে এই বিষয়ে কাজ করিবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যস্থতায় ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যেমন সংহত হইয়াছে তেমনি প্রাকৃতের ও লৌকিক সাহিত্যের মধ্য দিয়াও সমান তালে মেল বন্ধনের কাজ চলিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাকৃত ও লৌকিক সাহিত্য সমগ্রভাবে আলোচিত হইলে ভারতবর্ষের সমন্বিত সংস্কৃতি বিস্ময়াবহরূপে আমাদের নিকট ফুটিয়া উঠিবে। কেবল "হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টা" নহে, রাজনৈতিক কারণে প্রদত্ত প্রাদেশিকতার কৃত্রিম গণ্ডী উবিয়া যাইবে। ঐক্যের উন্মুক্ত অঙ্গনে ভারতবর্ষ সত্যকার স্বাধীনতা লাভ করিবে। সমগ্র ভারতবর্ষের নাড়ীর স্পন্দন একই ছন্দে অনুভূত হইতে থাকিবে।

১০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের ৮০৫ পৃষ্ঠায় ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় লিখিতেছেন, "পীর-মাহাত্ম্য কাব্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে সত্যনারায়ণের পাঁচালী। এই পাঁচালীর সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কাহিনী পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। এমন কি অর্ব্বাচীন পৌরাণিক সাহিত্যেও ঢুকিয়াছে। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে যে কাহিনী আছে তাহাতে ফকীরের বদলে পাই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

বর্ত্তমান গ্রন্থে সত্যপীর পাঁচালীর অজ্ঞাতপূর্ব্ব লেখকের পুঁথি (২, ৩, ১১, ১৩, ২৩, ৩৬, ৭৬, ২৭৫ ও পরিশিষ্ট (ক)-এ ৮৯, ৪৩১) আছে। ইহাতে মোট দুইটি (কাঠুরিয়া, সদাগর) গল্পকাহিনী আছে। আরও প্রধান তিনটি (মদনসুন্দর, লালমোন, মালঞ্চা), অপ্রধান কয়েকটি (শিশুপাল রাজার পালা, হীরা মুচির পালা, শশী বেশ্যার পালা, বগজোড়ের যশমন্ত সাধুর পালা, বনগ্রামের শুদ্দি সওদাগরের পালা)[১১] কাহিনী বাঙ্গালাদেশে জানা আছে। "মনোহর ফাসিয়ারার" বাঙ্গালা পুঁথিও ছাপা হইয়াছিল। এই সত্যপীর সাহিত্য (মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে "পীর" এবং হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে "নারায়ণ") সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া আছে। অন্ততঃ ওড়িষ্যায় যে প্রভূত পরিমাণে আছে তাহার নজির দিতেছি। এবং ওড়িষ্যার বেশীর ভাগ রচনাই বাঙ্গালী কবির নামাঙ্কিত। বিশ্বভবনের ওড়িয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস মহাশয় এদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ওড়িষ্যায় অদ্যাবধি সত্যপীর সম্পর্কে মোট চব্বিশটি গল্পকাহিনী পাওয়া গিয়াছে এবং মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কবি কর্ণের ১৭টি, ভৃগুরামের ১টি ও আরও ৬টি পালা বিভিন্ন লেখকের নামে চলিত আছে। শ্রীযুক্ত দাস অনুমান করেন ওড়িষ্যায় সত্যপীরের ধারা বাঙ্গালাদেশ হইতে গিয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙ্গালাদেশে অদ্যাবধি প্রধানতঃ ছয়টির বেশী কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ওড়িষ্যায় প্রধান যে ১৭টি পালা কবি কর্ণের নামে চলে সেই কবি কর্ণ আসলে অজ্ঞাতপূর্ব্ব একজন বাঙ্গালী কবি। আনুমানিক সপ্তদশ শতকে তিনি জীবিত ছিলেন। ভনিতায় তাঁহার বাঙ্গালীত্বের পরিচয় মাত্র এইটুকু পাওয়া যায়,

(১) দীন গোপীনাথ সুত কবি কর্ণ বিরচিত দয়া কর প্রভু পীতাম্বর
(২) দ্বিজ কবি কর্ণ কহে ভাবি নারায়ণ
(৩) ওড়িয়া বাঙ্গালা আর ফারসী পঢ়াইবে
(৪) ওড়িয়া বাঙ্গালা ফারসী পঢ়িলে সে পাঠ, সকল বিদ্যাবে যাহা হইল পরিষ্ঠ।

১১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খ, ২য় সং, পৃ ৮২০

এশিয়াটিক সোসাইটিতে কবি কর্ণের বিদ্যাধরপালা ও মনোহর ফাসিয়ারা ("কাসিয়ারা" নহে) পালার ওড়িয়া পুঁথিসংগ্রহ আছে (৪০৮৪এ, ৪০৮৪ বি)। দ্বিতীয় পুঁথির (৪০৮৪ বি) ভনিতা এই,

শ্রীকবি কর্ণতে গাএ সত্যপীর পাএ, হরি হরি বল ভাই পালা হৈল সাএ।

পুষ্পিকা,

শুভমস্তু। ইতি শ্রী মনোহরপালা সম্পূর্ণ হইলা। শ্রীসত্যনারায়ণ মহাপ্রভু রক্ষা করিবে অধম অরক্ষিত লেখনকারকু। বীরকিশোরীদেব মহারাজঙ্ক ২ অঙ্ক সন ১২৬২ সাল মীন ২৯ দিন মঙ্গলবার এই পুস্তক সম্পূর্ণ হইল। শ্রীনারায়ণ শরণ॥

পুষ্পিকায় ওড়িয়া ও বাঙ্গালা সাল ব্যবহৃত হইয়াছে। পুঁথিটি পাওয়া গিয়াছে বাঙ্গালাদেশে। শ্রীযুক্ত দাস অনুমান করেন কবি কর্ণ মেদিনীপুর ও ওড়িষ্যা সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসী। তাঁহার ভাষা ওড়িয়া শব্দবহুল বাঙ্গালা। এই বিষয়ে দাস মহাশয়ের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ "পালা" দ্রষ্টব্য। মুদ্রিত বই ওডিয়া ভাষায় "ষোলপালা", অরুণোদয় প্রেস, কটক, প্রকাশিত ১৯৪৬,৪৭ ইত্যাদি। বহুবার ও বহুস্থানে ছাপা হইয়াছে। বহুল প্রচলিত। কবি কর্ণের রচিত ১৭টি পালা যথাক্রমে এই,

(১) **সত্যপীরজন্মপালা** (উজির-সাহাজাদী-সত্যপীরের মা-ডাকিনীপ্রসঙ্গ, ব্যাঘ্র-ফৌজের কথা আছে, রায়মঙ্গলের অনুকরণে)।

(২) **পদ্মলোচনপালা** (বরুণসহরের রাজা-হাড়ি-দিব্যলোচন-ব্যাঘ্রফৌজ-রাজকন্যা কাহিনী)।

(৩) **মর্দ্দগাজীপালা** (চম্পাবতী-গজেন্দ্র-মর্দ্দগাজী কাহিনী)।

(৪) **বিদ্যাধরপালা** (ভৈরব দেশের রাজা নৃসিংহ-কর্ণাটরাজ-বিদ্যাধর-রাজকন্যা কাহিনী)।

(৫) **মদনসুন্দরপালা** (সপ্তগ্রামের সানন্দ বিনোদ-মদনসুন্দর, সুমতি-কুমতি-কুন্তলা কাহিনী; এই পালাটি বাঙ্গালা দেশে শ্রীকবিবল্লভের ভনিতায় চলে)।

(৬) **সদানন্দ সদাগরপালা** (সুমতি কুমতির মঞ্জুষায় ভাসিয়া যাওয়া; মনসামঙ্গল কাহিনীর ছায়া আছে, সানন্দ-বিনোদ-মদন-সদানন্দ-রাজপুত্র কাহিনী)।

(৭) **শঙ্করগুড়িআপালা** (কাঞ্চনপুরের শঙ্করগুড়িয়া-সাত পুত্রবধূ-কনিষ্ঠা অমূল্য-হামার্ম হুমাম কাহিনী)।

(৮) **দুর্জ্জনসিংহপালা** (অম্বিকানগরের রাজা তেজি-যুবরাজ প্রসঙ্গ)।

(৯) **হেয়াচান্দপালা** (মাণিক সহরের সনাতন মাণিক-কলাবতী-লীলাবতী-সত্যপীর-গোলাপফুল-সত্যপীর-সন্তান হেয়াচান্দ কাহিনী)।

(১০) **উগ্রতারাপালা** (হস্তিনানগরের গৃহবাসী মহাজন-সত্যপীর-উগ্রতারা-জামাতাকে সর্পদংশন কাহিনী ; মনসামঙ্গলের ছায়া আছে)।

(১১) **কাঠুরিআপালা** (স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডের প্রচলিত কাহিনী)।

(১২) **লক্ষ্মণকুমারপালা** (বিনায়ক দেশের রাজা শিলিপী-শতপুত্রনাশ-শঙ্খচূড়-লক্ষ্মণ প্রসঙ্গ)।

(১৩) **অভিন্নমদনপালা** (বীরসিংহ-সুশীলা-অভিন্ন মদনকে বিদ্যায় জয় করিয়া বিবাহ প্রসঙ্গ)।

(১৪) **শ্বেতবসন্তপালা** (নীলধ্বজ রাজপুত্র-বঢ়েই (বর্দ্ধকি)-জোঘোড়ায় চাপা সত্যপীর-শ্বেত বসন্তর সেই ঘোড়ায় চাপিয়া উড়িয়া যাওয়া ; গোর্খ-বিজয় কাহিনীর ছায়া আছে ; -মালিনী-চন্দ্রকলা প্রসঙ্গ)।

(১৫) **মনোহরকান্তাড়া বা রঙ্গলতাপালা** (বাঙ্গালা বই মুদ্রিত আছে। সুঘটন দেশের রাজা যুগল-সত্যপীর-সদানন্দ সদাগর-জয়ানন্দ-রঙ্গলতা-মনোহর কান্তাড়া-রাঙ্গামাটীপড়া-মালিনী প্রসঙ্গ)।

(১৬) **হরিঅর্জ্জুনপালা** (মণিবৎসরের রাজারানী-গোদা সত্যপীর-চম্পাবতী-মালিনী-জানদেই-হরিঅর্জ্জুন-কাঠের ছেলে-রানীর দুর্ভোগ-আশী হাজার বাঘসেনা ; দ্রষ্টব্য রায় মঙ্গল ; যুদ্ধ-অনুতাপ-সিরণি কাহিনী)।

(১৭) **স্বর্গারোহণপালা** (সমগ্র ষোল পালার সার কথা)।

ভৃগুরামের নামে **ভ্রমরবর পালা** (মানিক সহরের সনাতন-লক্ষাযাত্রী-কৃপণ সদাগর-ছোটছেলে ভ্রমরবর-রাজকন্যা রঙ্গলতা-গর্ভবতী স্ত্রী-সন্দেহ-জঙ্গলে দেওয়া-সত্যপীর-অবন্তীনগরের রাজা হওয়া-রঙ্গলতার না আসা-ছেলের যুবরাজ হওয়া-শিরনি দেওয়া ; ও কলাবতী-লীলাবতী কাহিনী) মুদ্রিত আছে। পালাটি বিশুদ্ধ ওড়িয়া ভাষায় লেখা। ইহা ছাড়া আরও ছয়টি পালা ওড়িয়া ভাষায় মুদ্রিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি।

যাহাই হউক বাঙ্গালা দেশের পীরমাহাত্ম্যসূচক এই একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ধারা বাঙ্গালার বাহিরে গিয়া পল্লবিত হইয়াছে। বাঙ্গালী কবিদের রচিত এই কাহিনীগুলি বাঙ্গালাদেশের নিজস্ব অন্যান্য কাহিনীগুলির সহিত মিশিয়া বিশেষভাবে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালীরা এই সকল কাহিনী ভুলিয়াছে। প্রতিবেশী রাজ্যে ভিন্ন অক্ষরের অন্তরালে এই সকল কাহিনী আত্মগোপন করিয়া আছে। এই বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনার নিমিত্ত উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ গবেষকদের অবিলম্বেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

বিদ্যাভবনের ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক কে. ভেঙ্কটরমননের নিকট শুনিয়াছি, দাক্ষিণাত্যে মহীশূর অঞ্চলে "সত্যনারায়ণ" পূজা প্রায় ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। "সত্য-পীর" সেখানে অজ্ঞাত। এই বিষয়ে কানাড়ী ভাষায় মুদ্রিত সাহিত্য আছে। উতকামন্দ হইতে ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন,[১২] কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রে সত্যনারায়ণ বিশেষ লোকপ্রিয় দেবতা। কানাড়ী ভাষায় লেখা "পূজা-কথা" নামক মুদ্রিত পুস্তকে সত্যনারায়ণ-ব্রতকথা বিবৃত আছে। এই সাহিত্যে ধৃত গল্পকাহিনীগুলি লইয়াও আলোচনা করিলে বাঙ্গালী গন্ধ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করি।

হিন্দী ভোজপুরী ও অবধীতেও সত্যনারায়ণ-সাহিত্য আছে এবং উহাতে প্রচলিত কাহিনীগুলিও বাঙ্গালা দেশ হইতে গিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ "ব্রাহ্মণ, সাবধান!" নামক গ্রন্থের মতামত এই আলোচনার পরিপূরক হইতে পারে। (ব্রাহ্মণ, সাবধান!, শ্রীসম্পূর্ণানন্দ, জ্ঞানমণ্ডল (পুস্তক-ভণ্ডার) লিমিটেড প্রকাশিত, কাশী, ২০০৪ বিক্রম সংবৎ, পৃ ১০-১৩ দ্রষ্টব্য[১৩])। গ্রন্থকার মাননীয় সম্পূর্ণানন্দজী লিখিতেছেন, "আজ উত্তর ভারত ঔর মহারাষ্ট্রমেঁ সত্যনারায়ণ ব্রত ঔর কথা সর্বত্র লোকপ্রিয় হৈ"। প্রথমেই বলা হইয়াছে, স্কন্দ পুরাণের রেবাখণ্ডের কাহিনীটিই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে (যেমন বিষ্ণু-নারদ সংবাদ এবং "সত্য-ফকীর" স্থলে দণ্ডী স্বামী জুড়িয়াছেন উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণেরা) ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতে লোকপ্রিয়। তবে এই কাহিনীটি যে বাঙ্গালা দেশেরই নিজস্ব লৌকিক বস্তু তাহা পণ্ডিত বিশ্বনাথপ্রসাদ মিশ্রের পত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে মাননীয় লেখক মহাশয় বলিতেছেন, " 'রম্ভাফলম্' 'অভাবে শালিচূর্ণ বা', 'গঙ্গা সিন্ধুসমীপে', 'রত্নসারপুরেরম্যে' আদি বাক্য উসকে বঙ্গীয় উদ্ভবকা অন্তঃসাক্ষ্য দে রহে হৈঁ"। এই মন্তব্যগুলি ধোপসহ কি না বিচার করিয়া দেখা দরকার।

বিদ্যাভবনের উর্দ্দু অধ্যাপক জনাব ফজলে মাহমুদ আসিরি বলেন, পঞ্জাবে জালন্ধরে সত্যপীর আছেন। সত্যপীরের মেলা হইত। তাহার নাম সঙের মেলা। সেই মেলায় বহু দূর হইতে যাত আসিত। খানপুরে থামিত। খানপুর শিখদের গ্রাম। হিন্দু, শিখ, মুসলমান নির্ব্বিশেষে সেই যাতে যোগ দিত। খানপুর হইতে যাত্রা করিয়া থামিত কাপুরথালা রাজ্যের সুলতানপুর লোদীতে গিয়া। যাত চলিত রাত্রে। থামিত দিনে। প্রত্যেক যাত্রীই এক একটি প্রকাণ্ড পতাকা

১২ ২৮-৩-১৯৫১ তারিখে লিখিত পত্র (*D. O. No. 576-638*), পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য

১৩ এই বইটির প্রতি বিশ্বভারতী হিন্দীভবনের উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামপূজন তেওয়ারী ও গবেষক শ্রীযুক্ত শিবনাথ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বহন করিত। সেই পতাকার নীচেই বিশ্রাম করিত দিনের বেলায়। রাত্রে আবার যাত্রা শুরু করিত। অবশেষে তাহাদের গন্তব্য মূলতানে পৌছিত। এই মূলতানে পীর বা সত্যপীরের পূজা করিত। পথে পয়সা কড়ি দক্ষিণা যাহা মিলিত তাহা দিয়াই সত্যপীরের পূজা হইত। পূজার বিবরণ জানা যায় নাই। মুদ্রিত কোনো সাহিত্য আছে কি না তাহারও খোঁজ পাওয়া যায় নাই। যাহাই হউক এই অনুষ্ঠানে সত্যপীরের সহিত বাঙ্গালা দেশে ধর্ম্মঠাকুরের গাজনের মিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান হইতেছে।

এদিকে সাঁওতালদের ভিতর সত্যপীর পূজা প্রচলিত হইয়াছে।[১৪] তাহা নিশ্চয়ই প্রতিবেশী বাঙ্গালীর প্রভাব। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই একটি সর্ব্বভারতীয় রূপের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার নিমিত্ত যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করা আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালা গবেষণা বিভাগের গবেষক ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যে শুভঙ্করীর আর্য্যা ও স্থাপত (৬) বিশেষ পরিচিত। ওড়িষ্যায় "লীলাবতীসূত্র" মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার ছন্দ আর্য্যা। পড়িতে বা গীত হয় "বঙ্গলা-শ্রী" রাগে। এই দিকেও সূত্রানুসন্ধান ও তুলনামূলক আলোচনা খুবই দরকার।

অঙ্গদের রায়বার (১৭)-এর সহিত ওড়িষ্যার 'অঙ্গদপড়ি'-র (মুদ্রিত) তৌলন আলোচনা প্রয়োজন। বারমাস্যা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হিন্দী গুজরাটী কাব্যে "বারহমাসা" যথেষ্ট আছে। অসমীয়াতেও আছে। ওড়িয়া ভাষায় শঙ্করদাসের "বারমাসী কোইলি" (১৭ শতক), বলরাম দাসের "কান্ত কোইলি" (১৬ শতক) সীতার বারমাসী জাতীয় রচনা। বর্ত্তমান গ্রন্থের ৩৪ সংখ্যক পুঁথির সহিত তাহার তুলনামূলক আলোচনা চলিতে পারে। অক্ষরবর্ণন (৫৪)-এর বিন্যাস প্রণালী ওড়িয়া এই "কোইলি" জাতীয় রচনার অনুরূপ। "দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে" বলিয়াছেন কৃষ্ণদাস তাঁহার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে। হরিবংশে আছে। সে হরিবংশকে ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন "লৌকিক হরিবংশ"[১৫]। অর্থাৎ ভাষার নৌকাখণ্ডের সংস্কৃত রূপ। ইহা সম্ভবপর। ভগবান চন্দ্র বিশারদ ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছিলেন[১৬]। গোর্খ-বিজয়ের ভূমিকায় ভাষার সংস্কৃত হওয়ার আরও অনেক নমুনা দেখাইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সময় হইতে গোপাল-বিজয়-

১৪ দ্রষ্টব্য *The Journal of the Bihar and Orissa Research Society, vol. xiii, pt II. pp. 145-157.* শরৎচন্দ্র মিত্র লিখিত প্রবন্ধ *On a Satya Pir Legend in Santali Guise.*

১৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খ, ২য় সং, পৃ ৩৩৪

১৬ ঐ ঐ পৃ ৪৭৬

এর[১৭] ধারায় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে নানা কবির নামাঙ্কিত নৌকাখণ্ড পাওয়া যাইতেছে। আমাদের নৌকাখণ্ড আছে বলরাম দাস (৫২), জীবন চক্রবর্ত্তী (৮৭), জগন্নাথ দাস (৯১), অজ্ঞাত (২০১) ভনিতায়। ওড়িয়াতে "নাবকেলি" আছে দীন কৃষ্ণদাসের ভনিতায়। অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে আছে কি না খোঁজ করা দরকার। এইসব লৌকিক ছড়ার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য, প্রাচীনতর উৎস কোথায়, এবং অভিন্ন কি না আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। বাঙ্গালাদেশে ওড়িয়া চৌতিশার পুঁথিও অনেক পাওয়া গিয়াছে। ওড়িয়া "হাটবোলির" সহিত আমাদের "হাটপত্তনের" (৫৫) তুলনা চলিতে পারে।

ধর্ম্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব আদ্য আগম পুরাণের (৯) এক খণ্ডিত ও জীর্ণ পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। পুঁথি (৬৭), শ্রীধর্ম্মপুরাণের প্রথম দিকে "আপতন্তব" অংশ আছে। অন্যত্র[১৮] কিছু টুকরা পাইয়াছি,

৭ শ্রীশ্রীরামঃ। জস্যান্তং নাদি মধ্যং ন চ করচরণং নাস্তি কায়া নিনাদং নাকারং নাদি রূপং ন চ ভয় মরণং নাস্তি জন্মান্তসোক সকল দলগত সর্ব্ব সঙ্কল্পহীনং অমরপদে প্রার্থিবং সন্নিমুর্ত্তি নিরাঞ্জনায় নমঃ ॥

ধর্ম্মের ধ্যান ॥ নিলানিল সমুৎপন্ন নিশ্চৈ পুত্র নিরাঞ্জনাং নিত্য সত্যং পরম ব্রহ্ম তমো ধর্ম্ম নমোস্তুতে। সর্ব্বব্যাধি হরশ্চৈব সর্ব্ব পাপ হরানহরাপরং। সর্ব্ব সিদ্ধস্ত কামার্থ তমো ধর্ম্ম নমোস্তুতে ॥

অভেদ ভেদ ব্রহ্মা হেন বস্তুতত্ত্ব কর সার
সকল বেদে ব্রহ্মা ভবনদী হইলা পার।
সেই সে ব্রহ্মা জে বেদ অবেদ সে ব্রহ্ম গগন মণ্ডপে।
আপেস্তম্ভে স্থর্ন্য মধ্যে ধরে ধ্যান
সেসে ব্রহ্মা জগতে পুজ্যমান
জ্ঞান উত্তরি নাহি পান।
বেদ বেদ করি ব্রহ্মা পাতয়স্থি রোল
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র ব্রহ্ম জো বক্ত করি বল।
আপেস্তম্ভে স্থর্ন্যমধ্যে অষ্ট ঘন্টা নাসিকা তালুকা সন্ধি আপ্যেন জ্ঞান
সেসে ব্রহ্ম জগতে পুজ্যমান।
অভয় মহারস কণ্টা ভরি পেও

১৭ বি. ভা. পুঁ. সং ২৬২৪ ; বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ৩য় খ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ১০৮-৯ দ্রষ্টব্য।
১৮ ত. ম. স. "কুটুম্বিতার বিবরণ" পুঁথির উল্টাপিঠে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া গিয়াছে।

নাথ বলন্তি ব্রহ্মা হেন তত্ত্ব নহ পরমান ।
না ভাঙ্গিহ ভেদ ইহাকে বলি ঋকবেদ
ই ধ্যানে হয় পাপের ছেদ ।
সাধিলে হয় অমর কায়
কহিয়া দিয়াছেন ব্রহ্মাকে জিবন উপায় ।
ঋকবেদ সমাপ্ত ॥

এই অংশ গোর্খ-বিজয়ের দার্শনিক অংশের সহিত ধর্ম্মপূজাবিধানের মিশ্রণ। এই অংশের ধারাবাহিকতা ও ব্যাপকতার কথা গোর্খ-বিজয়ের ভূমিকায় বিস্তৃত বলিয়াছি। ওড়িয়ায় "জ্ঞানোদয় কোইলি" (মুদ্রিত, অরুণোদয় প্রেস, কটক ১৯৩২) আছে। "আপতস্তব" অংশের পরিপূরক হিসাবে "জ্ঞানোদয় কোইলি" হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধার করিতেছি।

কোইলি, কালিন্দী শিখরে যাই, কমল ফুটি অছই,
কমলমধ্যে ত্রিবেণী, করুঅছি হংস শূন্যে ভ্রমণি লো,
কে কহু হংস মহিমামুখে, ক্রীড়া করে হংস অমনশিখে লো।

খেলুঅছি হংস শূন্য মন্দিরে লো।

গোলোক বৈকুণ্ঠদ্বারে, গঙ্গা যমুনা মধ্যরে, গুম্ফাকু ফিটিছি বাট,
গোলাহাট পরে পাইবু ভেট লো, গুপতে শূন্যে রহিছি হংস,
গর্ভ ভিতরে পুরাই অশেষ লো।

চন্দ্রসূর্য্য বন্দী কর, চেতনা ঘরে চৈতন্যকু ভর লো।

ঝরুছি ত্রিবেণী ধার, ঝর মুণ্ডে নিরাকার,
ঝলক জ্যোতির পরে, ঝটকুছি হংস শূন্যমন্দিরে লো।

নীল কল্পবটমূলে, নিত্যে খেলে হংস যমুনা জলে লো।
লেউটি হংস পিউছি পাণি, লাঙ্গরে ঘণ্ট তা দেউছি হাণি লো।
টলুছি পদ্মরে পাণি, টেকতু বায়ু উজাণি,

টেক ব্রহ্মরন্ধ্র পরে, টাকি চৈতন্যকু রথ সেঠারে লো ।

ঠিকে নাথিআকু বুঝাই দেলে লো ।

ঢেউকু জগি চোরকু ধর, ঢুলাইলে ঘরে পশিব চোর লো ।

ত্রিবেণী ত্রিকুট স্থান, তথি পরে নিরঞ্জন, তুটিব পাপ তোহর ।

তোহরি ঘটে তোতে তু চিহ্ন, তুহি সিনা অটু পরমব্রহ্ম লো ।
থয় কর পঞ্চ মন, থকিতে রথ পবন,
থয়ে ণ জাণন্তি কেহি, থবির হোইতু দিঅ অনাই লো ।

দীপকু জালি দিঅন্থু দেখ, দিঁঅ রহিঅছি দেউল শিখ লো ।
ধ্রুবমণ্ডল মধ্যরে, ধ্বনি অনাহত দ্বারে, ধ্যান দেই তহিঁ রহ ।
ধ্বনি অনাহত শবদ পাঅ লো ।
ধর তু হৃদয়ে গুরু শবদ, ধইলে পাইবু এ ব্রহ্মপদ লো ।

পরমহংস ঘরকু, পড়িছি বাট যিবাকু,
পশিলে পাইবু ব্রহ্ম, পথ নিকট যিবাকু দুর্গম লো ।

বুলুছি শূন্যমণ্ডলা, বিন্দুমধ্যে হংসলীলা,
বোহুছি পবন তহুঁ, বেদ শবদ উদে অস্ত যহুঁ লো,
বাজুছি পঞ্চ শবদে বাদ্য, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি শুভুঅছি নাদ লো ।

ভজ শ্রীগুরু কহিলে যাহা, ভজি ন পারিলা লোকনাথিআ লো ।
মহাশূন্য মণ্ডপরে, মণ্ডলাঅ বাই ঘরে,
মশাগোড় প্রায় বাট, মাড়ি যাউছি মত্ত গজ থাট লো ।
জগ তু জ্যোতি দুআর, যহিঁ বিজে নিরাকার,
জ্যোতি পরে জ্যোতি গোপ্য, যামিনী প্রাহি জলুঅছি দীপ লো ।
যতন করি জগিবু যেবে, যুগে যুগে যোগী হোইবু তেবে লো ।

রমণী রস ফেরাই, রসরে তা মুণ্ডে নেই, রস বিন্দুর উপর,
রবিঠারে নেই চন্দ্রকু ধর লো, রহিবু চন্দ্র দুআর মাড়ি, রস বন্দী কর কাল
ঘউড়ি লো।

বুঝাইলে বুঝু নাহঁ, বোল কিম্পা করু নাহঁ,
বইরী তোর বল্লনা, বুদ্ধি বল ঘেনি কাট তা ডেণা লো।
বহুছি বার অঙ্গুলে বাই, বান্ধিলে রহিব বহস্তা নঈ লো।
শ্রীঘট পাটনা দ্বারে, সুষুমুনার মধ্যরে, শূন্য ঘরে ছস্তি রহি সুষুমুনাকু গর্ভরে পুরাই লো,
সত্যটি এহি গুরুবচন, সিদ্ধমানঙ্কর সম্খালি ধন লো।
সিকুলি তল ছন্দাকু, ষোল ডমরু ভেদকু, সর্পফণা গণ্ঠি ভেড়,
শক্রকু জিণি জয় কর গড় লো।
সাধিলে সিদ্ধি হোইব ফন্দ, সারস্বত মন্ত্রে জীবকু শোধ লো।
সরস্বতী নদীতটে, গঙ্গা যমুনা নিকটে,
সিন্ধু দিশুঅছি অনা, সূচী অগ্রে বাট সে ঘরে সিনা লো।
শঙ্কর জগুআল সেঠারে, সূচী অগ্রে বাট সিনা সে পুরে লো।

হেট বৃক্ষ পরে যাই, হংস রহিঅছি উলট হোই লো।

ছাড়না এবে মুকতি বাট, ছার নাথিআ ত্রিলোচন চাট লো॥

গোর্খ-বিজয় সম্পর্কে কৌতূহলী যে কেহ কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই এই অংশটি হইতে নানা তথ্য অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। প্রসঙ্গতঃ সারগীতা (১৪), পাতড়া (৪৯), "দেহতত্ত্ব" (৬১), সপ্তবার কথন (১১৩) এই পুঁথিগুলি আলোচ্য। শ্রীধর্ম্ম-পুরাণের (৬৭) শেষাংশে জাজপুরের কাহিনী আছে। পুঁথি (৯৮) শ্রীধর্ম্মপুরাণ-এ ধর্ম্মঠাকুরের ভুবনেশ্বর নাম লইয়া ওড়িষ্যায় ঘোষিত হওয়া, কনারক দেশকে বিস্মৃত না হওয়া, জাজপুরবাসে শুচি হইয়া পণ্ডিত বলাইএর গাজন ভিতরে আসা, ধর্ম্মঠাকুরের পূজার মাধ্যমে বাঙ্গালা এবং ওড়িষ্যার যোগাযোগকে স্পষ্টতঃই নির্দ্দেশ করিতেছে। এই জাজপুর ওড়িষ্যায় অবস্থিত বলিয়া ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় দৃঢ় অভিমত পোষণ করেন। অংশটিতে ওড়িয়া শব্দও অনেক আছে। "জ্ঞানোদয় কোইলির" উদ্ধৃতিটিতেও বাঙ্গালা শব্দ, পদবিন্যাস, সর্ব্বোপরি নাথযোগীর উল্লেখ সবিশেষ

লক্ষণীয়। সুতরাং ইতিহাসে, ধর্ম্মতত্ত্বে ও ভাষাতত্ত্বে বাঙ্গালা ও ওড়িষ্যার নিবিড় যোগাযোগ গোর্খ-বিজয় ও শ্রীধর্ম্মপুরাণের দুই ধারাতেও ঘটিয়াছিল তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

পুঁথি (৬৮)-র ধর্ম্মঠাকুরের "পদের যুগল কূর্ম্ম উপর", পুঁথি (৬৯)-র "কমঠাকৃতের্ভগবতঃ" এতৎসম্পর্কে বিরোধী পক্ষকে নিরাস করিবে। এখানে ধর্ম্মঠাকুরকে আমরা "অন্ধ কুষ্ঠ" হরণ করার দেবতারূপেই (৬৮) দেখিতেছি। কলিতে "হুঙ্কার শব্দ" (অর্থাৎ নাথযোগ), আর "পঞ্চম বেদ" (অর্থাৎ ধর্ম্মপূজাবিধান) শুনিলে যথাক্রমে পাপচ্ছেদ ও ধনপুত্রলাভ হয়, ধর্ম্মঠাকুরের দোহাইয়ে এই বাকসিদ্ধ আশীর্ব্বাক্যও অর্থপূর্ণ। পুঁথি (৬৯)তে কৌসিক ঋষির স্ত্রী কন্দলিকে কদলী হইয়া পৃথিবীতে জন্মাইবার অভিশাপদানের কাহিনীটিও অভিনব।

পুঁথি (৬৩, ৯৩, ১০১, ১২৯, ১৩১, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০) বাঙ্গালা মন্ত্র। বাঙ্গালা দেশের লৌকিক সংস্কৃতিসমন্বয়ের এইগুলি দুর্ল্লভ নিদর্শন। এইগুলির মূল্য যে কোনও নূতন পুঁথির চেয়ে কোনও অংশে কম নহে। চর্য্যাগীতি-শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে শুরু করিয়া গোর্খ-বিজয়, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, রামায়ণ, শিবায়ন, দাদু, কবীর প্রভৃতির দোহা এবং মুসলমানি নানা কাহিনী, কেচ্ছা, কালাম, বয়েত, নানাপ্রকার ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন ইত্যাদির মূল্যবান টুকরা, সুতাকাটা, জালবোনা ইত্যাদি গ্রামজীবনের অত্যাবশ্যক পেশার রূপক এইগুলিতে স্থানীয় প্রসিদ্ধ দেবদেবীর দোহাইয়ে উক্ত হইয়াছে দেখা যাইবে। মূল কাব্যগুলি হইতে বিশেষ বিশেষ অংশসমূহ জুড়িয়া তাহাতে পবিত্রতা ও গোপনীয়তা আরোপ করিয়া কিভাবে কালক্রমে এই মন্ত্রগুলি সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার ইতিহাস খুবই চিত্তাকর্ষক হইবার কথা। এইরূপ মন্ত্রের পুঁথি অজস্র এখনও পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে স্ত্রীপুরুষ ও হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে এখনও "গুণিন" রহিয়াছেন। নানা প্রকারের মন্ত্র গুরুপরম্পরায় এখনও তাহাঁদের কণ্ঠস্থ। কিন্তু অতি গোপনে। কারণ ফাঁস হইলে মন্ত্রে আর "ক্যাট" করে না। গ্রামসমাজে তাহাঁদের অদ্যাবধি বিশেষ আদর ও সম্মান। তাহাঁরা এখনও এই সব মন্ত্র কাজে লাগাইয়া থাকেন। গবেষকদের এই দিকে প্রবেশ করা কঠিন। তবু এই বিষয়ে সন্ধান, সংগ্রহ ও গবেষণা হওয়া উচিত।

১৬৫ সংখ্যক পুঁথিতে উল্লিখিত মিশ্রী চণ্ডীদাসের প্রতি পুঁথি-পরিচয়ের পাঠকদের কৌতূহলী দৃষ্টি পড়িবে আশা করিতেছি। ১৫৮ সংখ্যক পুঁথির করিম্বাহারও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১২২, ১৭১ সংখ্যক পুঁথিতে নাম্নুরনিবাসী জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কারের উল্লেখমাত্র করিয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সুরগুরুতুল্য, ব্যবস্থাপক

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দক্ষিণ বীরভূমের দিক্‌পালরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত ও অনুলিখিত অনেক পুঁথি আমাদের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে। অনেক চিঠিপত্র তিনি লিখিয়াছেন "সর্পবন্ধ" ও "নৌকাবন্ধ" ছাঁদে। স্মৃতির ব্যবস্থা দিয়াছেন বহু। প্রশস্তিপত্র লিখিয়াছেন হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে গুণিমাত্রের। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু সন ও ব্যক্তিগত পরিচয় এখনও সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১২৪৩ বঙ্গাব্দের উল্লেখ মুদ্রিত প্রতিলিপিতে পাওয়া যাইবে। ১২০৩ বঙ্গাব্দের উল্লেখও এই পত্রেই আছে। নান্নুর গ্রামে তাঁহার বংশধর অদ্যাপি বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিচয় সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতেছি। পরবর্ত্তী "প্রাচীন চিঠিপত্রাদিতে সমাজচিত্র" গ্রন্থে আমরা বিগত শতাব্দীর বীরভূমের সমাজব্যবস্থায় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের দান সম্পর্কে আরও আলোকপাত করিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি। প্রথম নির্ঘণ্টে ধৃত মূল্যবান ও অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, ভাষ, হিসাবাদি সেই গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে। সেইজন্য এইখানে সেগুলি আলোচিত হইল না। (১৩৬) ও (১৩) সংখ্যক পুঁথিতে দ্বিজ মহানন্দ রহিয়াছেন। তাঁহার নিবাস ছিল সুরুল। বর্ত্তমান শ্রীনিকেতনের সন্নিহিত সুবিখ্যাত গ্রাম। অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা মহানন্দের কোনো পরিচয় কাহারও মার্ফৎ এখনও কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। তিনি লিপিকর পঞ্চানন আস। নিবাস ছিল বড়চতুরী-গোয়ালপাড়া গ্রামে। ইহা শান্তিনিকেতনের সন্নিহিত "বিবিধবিদ্যাটবীসঞ্চার-পঞ্চানন"[১৯]-সুধীজন-সমলঙ্কৃত প্রাচীন কালের গৌরবোজ্জ্বল একটি গণ্ডগ্রাম। সামাঞীদহেও তাঁহার বাড়ি ছিল। সামাঞীদহ গোয়ালপাড়ার সংলগ্ন গ্রাম। দীর্ঘকাল ধরিয়া আস মহাশয় পুঁথি নকল করিয়াছিলেন। এমন কি সারা জীবনের অভ্যাসবশে জন্মজন্মান্তরেও তিনি পুঁথি নকল করিবার বাসনা লিপিবদ্ধ[২০] করিয়াছেন। তাঁহার অনুলিখিত অনেক মূল্যবান ও প্রাচীন পুঁথি আমাদের সংগ্রহে আছে। লিপিকর নামজাদা হইলে তাঁহার নামে লিপির ছাঁদের নাম প্রবর্ত্তিত হইত।[২১] লিপিকরের প্রসিদ্ধিতে একদিকে যেমন ছাঁদের নাম পর্য্যন্ত চলিত, তেমনি আবার ভক্তিমান ও ধৈর্য্যশীল লিপিকরের পুঁথিনকলে এইরূপ আন্তরিকতাও অতুলনীয়।

১৯ বি. ভা. পুঁ ১৭০৭

২০ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ২৮ ও পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য।

২১ বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খ,প্রথম সংখ্যা, মুন্‌শী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত, পৃ ১৫৩

পুঁথি (১)-এ রামরাজত্বের আভাস ও রামায়ণে নূতন চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইবে। পুঁথি (৫) আবদুল করিম সাহেবও দেখিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থ এখনও আমাদের গোচরে আসে নাই। পুঁথিসংখ্যা ১৫-কে[২২] আমরা প্রথম পাঁচ শত পুঁথির মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। পুঁথি (২১)-এ উদ্ধৃত পদের প্রথম ছত্রগুলিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আভাস আছে। পুঁথি (২৮)-এ মনসামঙ্গলের কৌতুককর পরিণতি লক্ষিত হইবে। পুঁথি (৬৩) একটি দুর্লভ আবিষ্কার। প্রাচীনকালে দেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন চর্চ্চার বিষয়ে কিছু আলোকপাতও করিতে পারে। পুঁথি (৬৫) একটি ঐতিহাসিক চিত্র। রাঢ়ী আমরা "বান" কি, "হড়্কা" কি তাহা ভালোভাবেই জানি। কিন্তু এখন ধ্বংসপ্রায় গ্রামের উপর দিয়া বন্যার যে তাণ্ডব বহিয়া যায় তাহা আমাদের সহিয়া গিয়াছে। আমাদের জড় দেহ ও মনে তাহার বিশেষ কোনো ছাপ রাখে না। যখন আমাদের এইরূপ হন্তে দশা ছিল না তখনও অগভীর পাহাড়ী নদীতে বান হইত, কুল ছাপাইয়া হড়্কা পড়িত; দুই ভাই "ডাক", "ডেউর" প্রচণ্ড বিক্রমে মাতিয়া উঠিত প্রলয়লীলায়। অনেক ক্ষতি করিত। অভাবিত দুর্দ্দৈবের আকারে তখন তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে অতর্কিতে বিপর্যস্ত করিয়া দিত। সাত-আট পুরুষ আগেকার কালের ময়ূরাক্ষী ও অজয়ের এমনি মর্ম্মান্তিক একটি আশ্বিনে অকাল বানের কাহিনী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রঙ-ফলানো মূল্যবান রচনা এই কবিতাটিতে পরিবেশিত হইয়াছে। পুঁথি (৮০), (৮২)-তে মধ্যযুগে বাঙ্গালীর রণসজ্জা আধুনিক বাঙ্গালীর মনেও গৌরব জাগায়। রামবিষয়ক পদ (৮৮), দোহা (১৩৯)। দোহাটি সন্ত কবিদের অনুকরণ; পদটি করুণরসাত্মক ও অদ্বিতীয়। পুঁথি (৮৯) ধর্ম্মপূজাবিধানের উপর নূতন আলোকপাত করিবে। অপ্রকাশিত বিশিষ্ট বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি সম্পাদনার অপেক্ষায় আছে। জ্ঞাত বৈষ্ণব নিবন্ধাদির আলোচনা বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, ২য় ও ৩য় সংখ্যার সাহায্যে করিলে সুবিধা হইবে। ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুত পুঁথি-পরিচয় আলোচিত হইলে বিবৃত প্রত্যেকখানি গ্রন্থের মান সহজে নির্ণয় করিতে পারা যাইবে।

পুঁথি (৭৮) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের দিগ্-বন্দনা, (১৩০) শ্রীঠাকুর সকলের পাট, (১৬৫) নিরঞ্জন পুরাণের ৮ক-৯খ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সোমঘোষের যাত্রাপথ, (১৬৯) গঙ্গাস্নানযাত্রার ছড়া—আগেকার কালের রাঢ়ের, বিশেষ করিয়া বর্দ্ধমান-বীরভূম

২২ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ২৩৫

অঞ্চলের এইসকল গুরুত্বপূর্ণ গ্রামের নামগুলি উদ্দিষ্ট ও বন্দিত হইয়াছে। শীর্বকের অন্তরালে ইহাতে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ আত্মগোপন করিয়া আছে, একটু খোঁজ করিলেই দেখা যাইবে। উপরন্তু, তাহাদের স্থানীয় আকর্ষণ উপেক্ষা করিবার নহে। দিগ্‌-বন্দনায় উল্লিখিত সেই সকল গ্রামের সন্ধানেও আমাদের গবেষক ছাত্রদের পাঠানো উচিত। সেখানকার লৌকিক দেবদেবীর বিশেষ ইতিহাস, তাঁহাদের পূজাপদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ, কোনো পুঁথি পাওয়া যায় কি না এবং সেই সকল গ্রামের পূর্ব্ব ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থার সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আমরা এইভাবে কাজ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম।[২৩]

বিশ্বভারতী বিদ্যাভবন, শান্তিনিকেতন
শিবচতুর্দ্দশী, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

২৩ বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিয়াছেন। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও সহকর্মী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুখময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় নানা বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন নিবেদন করি।

॥ সঙ্কেত ॥

আ. — আনুমানিক

ক. — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি

গ — গভর্ণমেণ্ট-সংগ্রহ (এসিয়াটিক সোসাইটি)

ত.ম.স. — তপনমোহন-সংগ্রহ

প — বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুঁথি

পৃ — পৃষ্ঠা

স — বর্দ্ধমান সাহিত্যসভার পুঁথি

সা-প-প — সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা

১ রামকাণ্ড

রচয়িতা ভবানীদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩। পত্রসংখ্যা ৮। খণ্ডিত। আকার ১২"×৩২"। আ. ছত্রসংখ্যা ১২৮। লিপি আ. ২০০ বৎসরের প্রাচীন। উত্তরাকাণ্ড। আখ্যানভাগে নূতনত্ব আছে। প্রসঙ্গতঃ গবর্ণমেণ্টের সংগ্রহ (এশিয়াটিক সোসাইটি) ২৫২৫, ৩৭১৬ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫১৪ ইত্যাদি পুঁথিগুলি দ্রষ্টব্য। ভনিতা, (ক) এত বুলি অন্তর্দ্ধান হইলা নারায়ণী, রামকাণ্ড অমৃত জে কহে দাস ভবানী। [৪ খ] (খ) ভবানীদাস কবী শ্রীরামের চরণ সেবি গাইল নাচাড়ী রসাল। নমুনা,

শ্রীরাম বোলেন স্নুনহ প্রজাগন, নরবিয় তোমা সবার করিবে পালন।
স্ত্রিপুত্র লঞা নানা উপভোগ করি, দানপুণ্য করিঞা আসীহ স্বর্গপুরী।
বাহুড় বাহুড় প্রজা বাহুড়িঞা জায় ঘরে, এই বুলী শ্রীরাম ডাকএ উচ্চস্বরে।
না স্নুনে বচন প্রজা ধাএ রড়ারড়ী, ঘরদ্বার ধন জন স্ত্রিপুত্র এড়ী।
ভোজন করিতে কেহো এড়িল ভোজন, রন্ধন করিতে কেহো ছাড়িল রন্ধন।
সয়ন করিঞা কেহো আছিল সজ্যায়, শ্রীরামের পাছে সভে উর্দ্ধমুখে ধায়।
গ্রিহকার্য্যে ছিলা জেবা ঘরে দিঞা মন, সত্বরে ধাইল সভে স্নুনী শ্রীরামের গমন।
যুবতীর সনে জেবা করিছেন কেলী, তুরিতে চলিলা সেহো আউদচুলী।
গুরুর পালন করে কেহো অস্ত্রের সিক্ষা, নৃত্যগিত গাএ কেহো কেহো মাঙ্গে ভিক্ষা।
পুরাণ স্নুনীতে কেহো স্নুত সঙ্গে আছে, সত্বরে চলিলা সভে শ্রীরামের পাছে।
পুরহীত সঙ্গে কেহো করিছেন শ্রাদ্ধ, পণ্ডিতে পণ্ডিতে কেহো করিছিলাত বিবাদ।
রামের গমন স্নুনী কেহ নাহি থাকে, সকল ছাড়িঞা প্রজা জাএ একমুখে।
বিভা করি ছিল কেহো লঞা বন্ধুজন, সত্বরে চলিলা স্নুনী রামের গমন।
কেহ জজ্ঞ করিছিল কেহ নানা দান, কেহ করিছিল ইষ্ট মিত্রের সন্মান।
বাপ মাএর সেবা কেহো করিছিলা ঘরে, রামের গমন স্নুনিঞা ধাইল সত্বরে।

এতেক করুন করী কান্দএ উর্ম্মিলা, প্রবোধ বচনে তাকে তোসএ কৌসল্যা।
না করিহ সোক তুমি উর্ম্মিলা রানী, স্থির চিত্ত হঞা বধু স্নুন মোর বানী।
তোমার ক্রন্দ[ন] দেখি প্রাণ নহে স্থির, কত না রাখিব আমি আখের নীর।

আমি কি করিব দৈব বলবান, মোর বোল ধর কর সোক সমাধান।
দুই পুত্র আছে তোমার ভাস্কর পুস্কর, ইহা নিঞা রাজা কর মোর বোল ধর। [১৮খ]

॥ দির্ঘছন্দ ॥ পঠমঞ্জরী রাগ ॥

প্রভু রাম রাম সঙ্গে লইঞাঁ জায় সভাকে কমললোচন
কি করিব ধনজনে জাইব তোমার সনে
ইহা বুলি কাঁদে প্রজাগণ ॥ ধ্রু ॥
তোমার রাজ্যাতে বসি নানা সুখ বিলাসি
আনেক করিল উপভোগ
নাহি ক্ষিধা পিআস জমের নাহিক ত্রাস
না জানি সরির মাঝে রোগ।
সেই পুত্র লঞা রঙ্গে রঞ্চিল তোমার সঙ্গে
অনেক করিল তোমার সেবা
দেখিল সকল মুনী সুনিল বেদধ্বনী
দেখিল ব্রহ্মা আদী দেবা।
সুনীলা গন্ধর্ব্বের গিত অওসরার দেখিল নৃত্য
জজ্ঞ দান দেখিল অনেক
দুষ্টের [কৈলে] দমন সিষ্টের কৈলে পালন
কত রাজার কৈলে অভীসেক।
নির্ম্মল চরিত্র বানর রাক্ষস মিত্র
অসুর জনাকে তুমি কাল
বেদবিদ্যা অনুরক্ত দেব দ্বিজ গুরুভক্ত
সখা জার গুহিআ চাণ্ডাল।
সত্যের কারণে রঞ্চিলে দণ্ডক বনে
ধরিলেন জটা বকাল
দৈবের নিজো [জি]ত সুগ্রীব সনে হইল মিত্র
ম[া]রিলেন বালি মহাবল।
বান্ধিলেন সাগর দিঞা গাছ পাথর
রাক্ষস সনে কৈইলেন রন

ইন্দ্রজিত আদি করি   মারিলেন্ত দেবের বৈরী
আর সে যে মারিল রাবন।
লঙ্কা কনকপুরী   বিভিষণ কৈল অধিকারী
সিতা বলিলে অগ্নিপরিক্ষা
মর[তে] অদ্ভূত বাণী   নাহি দেখি নাহি স্থনী
মরা বাপ জাকে দিল দেখা ॥ [৪৫ খ]

২ সত্যনারায়ণ পাঁচালী

রচয়িতা দ্বিজ শিবরাম

পুঁথিসংখ্যা ৫। লিপিকর বৈদ্যনাথ দেবশর্ম্মা, সাং নালবি। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩০। জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। আকার ১১¾"×৩½"। আ. ১৫০ বৎসরের প্রাচীন লিপি। ভনিতা, স্থন স্থন·আরে ভাই না করিহ সন্দেহ, শিবরাম দ্বিজে ভনে সত্যপীরের পাঁচালি প্রবন্ধ। [২২ খ]। নমুনা,

সকল দেবের পায় করিয়া প্রণতি   প্রণমহো সত্যদেব পরম [গ]তি।
পূর্ব্ব কথা অনুক্রমে স্থনেছি সকলি   সিবরাম দ্বিজে ভনে সত্যদেবের পাচালি।
স্থন ভাই সাবহি[তে]   সত্যদেব জেনমতে
প্রথিবিতে হইলা প্রচার
বড়ই অপূর্ব্ব কথা   জে জনা স্থনিবে জথা
ঘুচিবে মনের অন্ধকার।
বিষ্টু নামে বিপ্র এক   দুস্থ পায় অতিরেক
গৌড়রাজ্যে ক[র]য়ে বসতি
আপনে দারিদ্র [ব]ড়   ধর্ম্মপথে মোন দড়
ভিক্ষা বিনু অন্য নাহি গতি।
দৈবজোগে একদিন   সেই বিপ্র ভাগ্যহীন
ভিক্ষাহর্থে করাছে গমন
হেনকালে সত্যপীর   হাথে লঞা নরশির
ফকির রু[পে] দিলা দরসন।
পুছিলেন এই বাত   আর কেহো নাহি সাথ
কহ কোথা চলাচ ঠাকুর

বিপ্র বোলে স্থন ভাই　　ভিক্ষা করিবারে জা [ই]
নিয়ম কহিব কতদূর।
কেন দূরে জাও [চলি]　　উপদেস আমি বলি
তাহে তুমি না হয় বিমুখ
আমার বচন স্থন　　সত্যপিরের সিন্নি মান
খণ্ডিবে তোমার জত দুখ। [২খ]

বিষ্ণু নামে আছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ　সত্যপিরের সিরিনি দিঞা পাইল বহু ধন।
সিন্নির বিধান ভাই কহিঞাছেন তিনি　আজি কাষ্ঠ বিকি দিঞা করিবা সিরিনি।
কাঠুরিয়া জায় এখন হরসিত হঞা　নগরে চলিয়া জায় কাষ্ঠের বোঝা লঞা। [৬ক]

দৈবজোগে সেই দেসে রাজার অন্তপুরে, চুরি করি সোনার হার লোইলেক চোরে।
কোতোআলে বোলে রাজা তর্জন গর্জনে, অন্তপুর হইতে হা[র] লইলে কোন জনে।
চোর বন্দি করি বেটা দিবি এই ক্ষণে, চোর আনিঞা বেটা না দিস কি কারণে।
চোর বন্দি করি বেটা না দিস বৈকালে, তোর গোষ্ঠি স্থব্বা আনি কাটিঞা দিব তো মোসানে। [৯খ]

জামাতা সস্থর দেখি হরসিত মোন　ধান্য দুর্ব্বা লঞা করে ডিঙ্গার বরণ।
সদাগর উঠে শনে জামাতা লইঞা　সত্য সত্য সত্যপির মোনেতে ভাবিঞা।
সস্থর জামাতা তবে হরসিত হইঞা　সেই স্থানে সত্যপিরের সিন্নি করিঞা।
সওআ সহস্র মুদ্রা তবে করিঞা ভুঞ্জিত　করিল পীরের সিন্নি জে ছিল চিত।
তুষ্ট হঞা [২১খ] সত্যপীর তারে দিলা বর　ধনে ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়ে নিরন্তর।

স্থন স্থন অহে ভাই অপূর্ব্ব কাহিনি　কলি জুগে সত্যপির প্রচার আপনী।
সিন্নী দিঞা এই পুস্তক করিবে শ্রবন　মোনরথ হবে সিদ্ধি পাপ বিমোচন। [২২খ]

৩ সত্যদেবের পাঁচালী

রচয়িতা রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

পুঁথিসংখ্যা ৬। লিপিকাল ১১১৮ সাল, তা ২৫ ভাদ্র। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১০। আকার ১০"×৩"। ভনিতা, (ক) সত্যদেব কৃপাময় দ্বিজ রামকৃষ্ণ কয় এঁড়ুয়ারে জাহার বসতি। [১১ক] (খ) রজনির অবশেষে রাজার সিয়রে বস্যে স্বপ্নকথা রামকৃষ্ণ ভনে। [৬ক](গ) দ্বিজকুলে অবতংশ ডিণ্ডীম করিব বংশ চক্রবর্ত্তি রামকৃষ্ণ ভনে॥ [৩খ] নমুনা,

বিষ্ণু শর্ম্মা নামে এক ছিল দ্বিজবর   বড়ই দরিদ্র সেই মথুরায়ে ঘর।
নিতি নিতি ভিক্ষা করে পাঞা বড় ক্লেস   সম্বল না জোডে তার তনু হইল শেষ।
দৈবজোগে একদিন নির্জ্জন কাননে   সত্যনারায়ণ দেখা দিলেন ব্রাহ্মণে।
দ্বিজের বেশ ধরি প্রভু সনাতন   ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসা করে মধুর বচন।   [২খ]।

জামাতা উঠিল তটে   বিপক্ষির বল টুটে
ঘন বাজে দুন্দুভি বাজনা
শত শত সখি মেলি   ভিক্ষা মঙ্গলিতে চলি
ঘরে ঘরে আনন্দ ঘোষণা।
করে লঞা দুর্ব্বা ধান   নিছিয়া পেলাল পান
মৌডালা বান্ধিল ডিঙ্গাশিরে
কাণ্ডার বাঙ্গাল দেখে   কায়েতে কাগজ লেখে
ধন রাখে মানিক ভাণ্ডারে।
বলদে শকটে বয়   আগে পাছে শয় শয়
সর্ব্ব ধন কন্য সম্বরণ
টাকা ছিল দশ শত   তাহাতে পচিশ জুত
সত্যের করিতে আরাধন।
জত বন্ধুলোক ছিল   সভে আমন্ত্রণ দিল
বিরচিল পরিসর স্থান
জত লোক দেশে দেশে   সাধুর মন্দিরে বসে
আগে বিপ্র করিল পয়ান।
গামারের পিড়া পাতে   বিচিত্র বশন তাতে
চারিদিগে পোতে চারি তির
রতন ঝুমরি বান্ধা   উপরে টানায় চান্দা
তার মাঝে পুজে সত্যপির।
কপালে ঘুড়িয়া ফোটা   বসিলা ব্রাহ্মণ ঘটা
চৌদিগে লোকের নাই অন্ত
বাজয়ে দুন্দু[ভি] দামা   দ্রব্যের নাহিক সিমা
সদাগর বড় ভাগ্যবন্ত।   [১০খ]
চিনি ফেনি পাটে পাটে   শত শত জন বাটে
সভে দেয় আচল ভরিয়া

বশন ভূশন পান দ্বিজগনে করে দান
ঘর জায় আশিষ করিয়া।
তবে জ্ঞাতি বন্ধুগনে পূজা করে জনে জনে
বিচিত্র বশন অলঙ্কারে
সদাগর চন্দ্রপতি লোকমাঝে বড় খ্যাতি
ধন্য ধন্য সকল সংসারে।
কি কব সাধুর কথা কর্ণের সমান দাতা
শুখে বস্তে আপন ভুবনে
নিত্য হরিগুণ গায় ব্রাহ্মনে হাটক দেয়
প্রভুর কৃপায় দিনে দিনে।
অধ্যায়ের সমাধান ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দান
পাঠকে বন্ধন করে পুথি
সত্যদেব কৃপাময় দ্বিজ রামকৃষ্ণ কয়
এড়ুয়ারে জাহার বসতি ॥ [১১ ক]

৪ মহাভারত

রচয়িতা গঙ্গাদাস সেন, নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ রামচন্দ্র, সঞ্জয়,
কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী

পুঁথিসংখ্যা ৯। লিপিকাল ১১৩৯ সাল। লিপিকর জগতরাম দাস, দিনমণি দেবশর্ম্মণ-পক্ষে। লিপি সম্পূর্ণ করিতে তিন বৎসরের অধিক সময় লাগিয়াছিল। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫২৫। আকার ১৬২/৪" × ৫২/৪"। আদি হইতে অশ্বমেধ পর্ব্ব পর্য্যন্ত আছে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১খ, ২সং, পৃ ৪৬৫, ২২৩-২৯। ভনিতা,

গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব,
ব্যাসমুনির বাক্যে অষ্টাদশ পর্ব [৪ ক]
গঙ্গাদাস কবি কহে রচিয়া পয়ার,
মহাভারতের কথা অমৃতের সার। [৯ ক]
ষষ্ঠীবরসুত সেন পদবন্ধ সঙ্কেতন
গঙ্গাদাষে রচিল পয়ার। [১০ ক]

নিত্যানন্দ ঘোষে বোলে স্থন সর্ব্বজন,
আগে এহি অষ্টাদস পর্ব বিবরণ। [২৩ খ]
নিত্যানন্দ [ঘো]ষে বোলে নাহিক অন্তথা,
পাঁচালি কহিব স্থন আদিপর্ব কথা। [২৪ ক]
সভাপর্বে জরাসন্ধ বধ বিবরণ,
কহে দ্বিজ রামচন্দ্র ভাহু নারায়ণ। [৬৪ক, খ]
সভাপর্বে বিবাদ বিদুর দুর্য্যোধনে,
কহে দ্বিজ রামচন্দ্র ভাহু নারায়ণে। [৯৫ ক]
সঞ্জএ কহিল তবে পয়ার প্রবন্ধে। [১৪৮ খ]
সঞ্জএ রচিয়া কহে তাহার কাহিনি। [১৪৯ ক]
পয়ার স্থগম করি কহিল সঞ্জয়। [১৫২ খ]
ভিস্মপর্ব মহাপোথা কহিল সঞ্জয়। [১৫৪ ক]
জয়মুনি কহিল কথা কহিল সঞ্জয়। [১৫৫ ক]
ভিস্মপর্বে রাত্রিশেষে ইসব কথন,
সঞ্জয় কহিল সপ্ত দিন বিবরণ। [১৫৭ ক]

ইহা ছাড়া ১৬০ক, ১৬৩খ, ১৬৪খ, ১৬৮ক, ১৮৬ক, ১৯৭খ, ১৯৮খ, ২০৫ক, ২০৯ক, ২১১খ, ২১৩খ ২১৪ক. ২১৯ক, ২২৫খ, ২২৭ক, ২৩৩ক, ২৩৭খ, ২৪২খ, ২৪৫খ, ২৫৫ক, ২৫৭ক, ২৫৮খ, ২৭১খ, ২৭৩খ, ২৭৬ক, ১৭৭খ, ২৭৯ক, ২৮২খ, ২৮৬ক, ২৮৭ক, ২৮৮খ, ২৯০খ, ২৯২খ, ২৯৬ক, ২৯৭খ, ৩০০ক, ৩০১খ, ৩০৫ক, ৩০৬ক, ৩১০ক, ৩১১ক, ৩১২খ, ৩১৭ক, ৩২৩খ, ৩২৭ক, ৩২৮ক, ৩৩০ক, ৩৪৭ক, ৩৭৩খ, ৩৯০ক পৃষ্ঠায় মধ্যবর্ত্তী ছয়টি পর্ব্বেও সঞ্জয়ের ভনিতা বা উল্লেখ আছে। ইহার পর।

লস্কর পরাগল [খান] ধর্ম্ম অবতার,
কবিন্দ্র পরমেশ্বর রচিল পয়ার। [৪০৯ খ অনুশাসনপর্ব্ব]
অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃতলহরি,
পার করে ভক্তজনে কর্ম বট তরি।
ছুটি খান লস্কর জে মহাভক্ত অতি,
তার পাছে কি হইল পুছিল ভারথি।
শ্রীকর নন্দীএ কহে দেখিয়া সঙ্গিতা,
জয়মুনি রচিল ভাব অদ্ভুত কথা। [৪২৫ ক]

শ্রীকর নন্দীএ কহে বিচারিয়া পোথা,
জয়মুনি জৈনমতে রচিল সহিতা। [৪৩৫ ক]
খান পরাগল সুত সর্ব্বগুণে অদভূত
ছুটি খান ধর্ম্ম অবতার
তাহা লআ দেশবাণি শ্রীকর নন্দীএ পুনি
রচিলেক মধুর পয়ার। [৪৩৭ খ]
......য় কহে পাচালি রচিয়া। [৫২২ খ]

অতঃপর ৫২৫ খ পৃষ্ঠার পর পুঁথিখানি খণ্ডিত। পুঁথিখানি মুদ্রিত হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্‌বৃদ্ধি হইবে।

৫ সামুদ্রিক গ্রন্থ

অনুবাদক (?)

পুঁথিসংখ্যা ১৬। লিপিকর শ্রীরাম হাজরা (?)। খণ্ডিত। পত্র সংখ্যা ১০। অসমাপ্ত। আকার ১২½"×৩"। গদ্য। আ. ৫০।৬০ বৎসরের পুরাতন লিপি। নমুনা,

এই সামুদ্রিক গ্রন্থ দৃষ্টি করিলে মানব জ[া]তীয়দিগের করতলস্থ রেখা ও চিহ্ন সকলের দ্বারা সূচিত ফল জানিতে পারা যায় [।] নর কিম্বা নারীর হস্তমধ্যে যে সকল বিবিধ রেখা ও চিহ্ন আছে তাহাই জন্ম মিত্যু পরমায়ু প্রভৃতির লক্ষণ অর্থাৎ স্ত্রী অথবা পুরুসের জন্মবিবরণ পরমায়ুর সীমা জীবনকালের বৃত্তান্ত সুখ দুখ ভোগ যত বয়ক্রমে যে ঘটনা পুত্র কন্যা নপুংসক ইত্যাদি বিবরণসম্বলিত সন্তানোৎপত্তি কিম্বা বন্ধ্যাত্ব নিশ্চয় দারসংখ্যা স্ত্রীসম্ভোগ এই সকল চিহ্ন দ্বারা জানিতে ১খ] পারা জায় এবং রাজা হইবেক কি প্রজা হইবেক ইহাও চিহ্ন দ্বারা সুচিত [।]... ..ঐ সকলের বিবরণ সামুদ্রিক গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে বিস্তারিৎ আছে কিন্তু সে পুস্তকের বাহুল্যরূপে প্রচারাভাবে ভুরি ভুরি লোক ২ক] এ বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া আছেন [।] অতএব বহু পরিশ্রমে উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গৌড়ীয় সাধু ভাসায় অনুবাদপুর্ব্বক মুদ্রিত (?) করা গেল।

শ্রীশিবতন্ত্র সামুদ্রিক শাস্ত্রমধ্যে হস্তরেখার শুভাশুভ ফল সম্পূর্ণরূপে বিবরণ করিয়া কহিয়াছেন[।] সেই শাস্ত্র জানিলে পুরুষ কখন শোক পায় না অর্থাৎ হস্তরেখার লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া সুখ দুঃখ ও সদসদবস্থার নির্ণয়করণে জ্ঞান হয় সুতরাং কোন অবস্থায় মুগ্ধ না হওয়াতে সুখী হয়॥ [৫ ক]।

যদি কোন পুরুষের হস্ততলে অঙ্কুশের চিহ্ন কিম্বা কুণ্ডলের চিহ্ন অথবা চক্রের চিহ্ন থাকে তবে তাহার রাজ্যলাভ হইবেক অর্থাৎ এই সমগ্র তিন রেখা থাকিলে তৎপ্রভাতে

সে ব্যক্তি মহারাজচক্রবর্ত্তি হইরা সাম্রাজ্য ভোগ করিবেক [।] যদি দুই চিহ্ন থাকে তবে রাজার ন্যায় ঐশর্য্য ভোগ করিবেক আর যদি এক চিহ্ন থাকে তবে সামান্ত রাজত্ব ভোগ (অসমাপ্ত) [১০ক]।

৬ শুভাখত

নারায়ণ দাস, শুভঙ্কর দাস, গোপাল, হরেকৃষ্ণ ঘোষ, রামনারায়ণ, (দ্বিজ) রামদুলাল রায়, শোভারাম, কিঙ্কর, নন্দরাম, কৃপারাম (দাস) দেব

পুঁথিসংখ্যা ১৭। লিপির তারিখ ১০৮৯-৯৩ সাল, (মল্লাব্দ নহে) ১২ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার। লিপিকর গোপীচরণ দাস, সাং কোপা-কৃষ্ণপুর, তৌজি বর্দ্ধমান, আখড়া নন্দনপুর, তৌজি বিষ্ণুপুর। খণ্ডিত খাতা। পত্রসংখ্যা ১৭। আকার ৯½ × "৬½"। ভনিতা,

(ক) নারায়ণ দাসে কহে নেহ লেখা কর‍্যা।

(খ) কহে গোপাল বুঝহে সেয়ান।

(গ) শুভঙ্কর দাস কহে বণিক বুঝান।

(ঘ) কহেন হরেকৃষ্ণ ঘোষ গুরু ধেয়াইয়া
নেত্র হাজার পক্ষ সও পুর বাণ দিয়া।

(ঙ) শ্রীরামদুলাল রায় গরিব ব্রাহ্মণ
বাঁসাতে নিবাস কৈল খড়ির বর্ণন।

(চ) শুভঙ্করে সদাকাল করিয়া প্রণাম
শুভখত[ে]ম[া]হন ইহা কহে সোভারাম।

(ছ) একুন করিয়া দেখ জত কড়ি হয়
রতি প্রতি তত কড়ি নন্দরামে কয়।

(জ) কিঙ্কর কহেন লাভে মূলে দয লক্ষ পাবে।

(ঝ) কৃপারাম দেব কহে শুন ছাওলগণ;
কৃপারাম দাস কহে ভাব নারায়ণ।

(ঞ) রামনারায়ণ বলে শুন কায়েস্তের বাল্য
সকল চান্দের মাঝে রঙ্গ ভবে গাথিবে মালা।

নমুনা,

(ক) শ্রীগুরুচরণ বন্দ করিয়া মস্তকে পত্রের নিয়ম কিছু কহিব সংক্ষেপে।
পিত্যামহো মহাশয় করিয়া প্রনতি সেবকান সেবক বলিয়া লিখি পাতি।
জেষ্ঠা খুড়া পিতা আর জত সমতুল জেষ্ঠ মধ্যম আর খুড়র মাতুল।

জ্ঞাতি বন্ধু আদি জত গুরুজন   সেবক প্রনাম করি লিখি নিবেদন।
পরম পুজনিয় বলি দিবে শিরনাম   পত্রের নিয়ম এই স্থন সাবধান।
ছোট ভাই পুত্র আদি ভাগিনা জত থাকে   পরম শুভাসির্ব্বাদ বলি লিখি তাকে।
মধ্যম উপ নিজ করি লিখিব আসিযে   পরম কল্যানিয় বলি সিরনাম সেযে।
ভগ্নিপতি হয় [জদি] অতি সুলক্ষণ   আজ্ঞাকারি বলি তারে লিখি নিবেদন।
মধ্যম কনেষ্ট জদি হয় ভগ্নিপ[ি]ত   নমস্কারা বলিআ তাহাকে লিখি পাতি।
সস্থরের পুত্র জদি নারির হয় বড়   তাহাকে লিখিতে ভাই বুদ্ধি চাই দড়।
ধনে বানে কুলে সিলে থাকয়ে সন্তোষ, আজ্ঞাকারী বলিয়া লিখিতে নাঞি দোষ।
পুত্র নাহি নারির স্বামীকে লিখে জদি   পোস্য সেবক বলি লিখিব যুবতি।
পরম পুজনিয় বলি দিব সিরনাম   [অতঃপর খণ্ডিত]

(খ) রাজা দিল তঙ্কা বাজি কিনিবারে,   লক্ষকে পঞ্চম হয় কিনীল সফরে।
এরাকি টাঙ্গন তাজি তোরগি বাহন,   উকিল পাঠায়্যা দিল করিয়া জতন।
বাজি মহারাজা দেখি হইল আনন্দিত, কোন ঘোড়ার কত মূল্য কহত নিশ্চিত।
কহেন হরেকৃষ্ণ ঘোষ গুরু ধেয়াইয়া,   নেত্র হাজার পক্ষ সও পুর বাণ দিয়া।

(গ) অষ্টাদস ছাওাল পড়িছে নিরন্তর   অষ্টশব্দী আদি করি পড়িল অমর।
বিবিধ প্রকারে অঙ্ক শিখিআছে সভে   অষ্টকোঠা অষ্টপর সিক্ষা করে ইবে।
সরকার বেড়িয়া সভে বস্তে ডানি বাঁ   অধ্যয়ন করাইছে সুখিরাম খাঁ।
তিলির নন্দন তার নারাঙ্গিতে বাস   কঠিন কঠিন অঙ্ক করিছে প্রকাস।
শ্রীরামদুলাল দ্বিজ কবিছান্দে কয়   অঙ্ক হল্যে অস্থির সুস্থির কর‍্যা লয়।

(ঘ) রিতু রসে রাগে গিয়া ঝাপ দিল বানে   বেদে দৃষ্টী কর‍্যা গেল সমুদ্র সদনে।
হরসে হরিস হঅ্যা সমুদ্র পাইল   পওোধি জলের মাঝে বসু মিল্যা গেল।
জনে জনে পক্ষ লক্ষ পন নিল কড়ি   অমাওে আঁটিতে বাড়ে পনে ডেড় বুড়ি।
শ্রীরামদুলাল দ্বিজ করিল বর্ণন   সঙ্গত করিআ লেখা কয় সর্ব্বজন।

(ঙ) সত্য করি প্রবাস গেলেন প্রাণনাথ   দিব্য করি গেলা দুটি শিরে দিয়া হাথ।
বিরহে ব্যাকুল চিত না শুনে বারন   নিঠুর হইয়া নাঞি আল্য প্রাণধন।
তিলে শতবার মরি লেখা দিব কত   দণ্ডকে সহস্রবার হই মূর্চ্ছাগত।
রাগ রস বাণ বসু একত্র করিয়া   গরাসি তেজিব প্রাণ বাণ ঘুচাইয়া।
শ্রীরামদুলাল দ্বিজ বলে শুন সখি   জে কহিলে তাই দিব্যা নিসি বুঝ্যা দেখি।

(চ) মক্কা সহরে আছে পীরের দস্তগির   শতকোটী বিঘা জমি তাহার জাগীর।

শত শীসে গোছ হয় শীসে শত ধান   পীরের দোয়ায় ফলে সকল সমান।
বিঘা পরিমাণ হয় শত কাহন গোছে   কেতা ধান হয়া পীর কায়েস্তকে পুছে।

(ছ) আধা মতি চোরে নিল সে জে চৌটী পায়
ছয় ভাগের রম্ব রাণীর গলায়।
বত্তিষ পাইল রায়।
জত মুক্তা পাইল রায় হস্ত দিয়া পুরহ তায়
বৃষের ভাগে হয় জত মুক্তাহার পড়ে তত।

আধা চোরে নিল	ভূমে চৌটী	ছয় ভাগের ভাগ রাণীর গলায়	বত্তিষ পাইল রায়
১৯২	৯৬	৬৪	৩২

একুনে মুক্তা ৩৮৪৲
হার জমা

(জ) চারি সিব চারি হাটে থাকে তাহার পর এক সদাকর থাকে হেনকালে ফরমাইষ চাকরকে কহি তুমি জাহ হাট করিতে কীছু কৌড়ি নহ কৌড়ি লইয়া জায় এক এক সিবের কাছে কীছ কীছ দিল সেসের সিবের কাছে অন্ত কৌড়ি হারাইল কত কৌড়ি আনেছিল কহ কাএস্থের বালা হিসাব করিয়া দেহ।

(ঝ) এক গোষ্ট ত্রিপদ গামী   সপ্ত শুক্রে পিয়ে পানি
নব বিক্কে তলায় সোয়   তের গোপে গাভি দোয়।
সমাধা
বেস যে বালরাম
সাতে পুরিলে গোষ্ট জান।
তিনে হরিলে পথ চলি জান
সাতে হরিলে পানি খায়।
নয়ে হরিলে নিশ্চয় জানি
তেরতে হরিলে দুএ আনি॥
পাতন ভাগ ৩ ৫ ১

রামদুলাল রচিত একটি অপূর্ব্ব শ্যামাসঙ্গীত পুঁথিখানির আকর্ষণ বাড়াইয়াছে। আরম্ভ, কত রঙ্গে নাচিছে জোগিনি। শেষ, শ্রীরামদুলাল বলে গো দেহ স্থল রাতুল চরণ দুখানি, তেজহ রণমদ ঘুচুক আপদ বাজায়ে রহুক ধরণি॥

স্যাখত সম্পর্কে আলোচনার জন্ত দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড,

২য় সং, পৃ. ৮৭৩-৭৬। বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় সাখত ও গণিত সম্বন্ধে স্থানীয় অঞ্চলে প্রচলিত ছড়া ও তাঁহার সংগৃহীত পুঁথিগুলি সম্পাদন করিয়া ("শুভঙ্করী") আমাদের পুঁথিবিভাগে পাঠাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানি মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে।

৭ রাধার কলঙ্কভঞ্জন

রচয়িতা দ্বিজ কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ১৯। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৮ (২-১০)। আকার ১০" × ৩"। ভনিতা, রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম করিআ স্মরণ, দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের নন্দন। [১০খ]। দুই প্রকার হস্তাক্ষর আছে। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

৮ স্মরণমঙ্গল

নিবন্ধকার নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ২০। লিপিকাল সন ১১৮৪ সাল, ৪ কার্ত্তিক, শনিবার। লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং সামাঞীদহ। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১২। আকার ১৪" × ৫"। অষ্টকালের আখ্যান। গবর্ণমেণ্টের সংগ্রহ (এসিয়াটিক সোসাইটি) ৩৭৩০ ও সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৮, পৃ ৪৯ প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য। শেষ ও ভনিতা,

আচমন করি বসিলেন রত্নসিংহাসনে   প[া]ত্রাবশেষ পাইলেন সখিগণে।
তবে সেই কুসম শয়ন শয্যাপরি   বসয়াল সে তাহাতে বসিলা গিরিধারী।
রাই সঙ্গে সখিগণ তাহাই আইলা   কৃষ্ণের বামপাশে রাইরে বৈসাইলা।
নানা রস পরিপাটি তাম্বুল ভক্ষণ   ছলা করি বাইরে আইলা সখিগণ।
·········চৌদিগে·········রচিত   তাথে সখিগণ আসি হৈলা উপনীত।
ঝরখা গবাক্ষ দ্বারে নেত্র আরপিঞা   দুহু মুখ নিরখএ আনন্দিত হঞা।
মদন আলসে তবে সুতিলা দুইজন   শ্রীরূপমঞ্জরী করে চরণ সেবন।
শ্রীরতিমঞ্জরী করে চামর বাতাস   উথলিল শত শত চন্দ্রের প্রকাশ।
বিদগ্ধ নাগর রসে অবশ হইঞা   মধুকর মধু পিয়ে কমলে পসিঞা।
দুহু অবগাহনে দুহু ভেল ভোর   চন্দ্র অমিয়া জেন পিয়য়ে চকোর।
দুহু মুখ কমলহি দুহু কর পান   দুহুক অধরজলি চতুর সুজান।
দোহার পরসে দুহু দুহু ভেল ভোর   জেন কাঞ্চন মনি লাগল জোর।
বৃন্দাবনে কত কুঞ্জ কুটির   বিলসই রস দুহু রতিরণধীর।

ফিরি ফিরি এই মত করেন বিলাস   সখি বিনু নাহি জানে অন্য কোন দাস।
যুগল কিশোর প্রেম অমৃতের সিন্ধু দুদৈব কর্ম্মক্ষেত্রে মোরে না দিলে এক বিন্দু।
উদ্বেগা কহিয়ে মাত্র কিছু অনুসারে   লিলাকে করিএ স্তুতি দয়া কর মোরে।
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান   সংক্ষেপে কহিল অষ্টকালের আখ্যান।
শ্রীরূপ চরণ পদ্ম সভে করো আস, স্মরণমঙ্গলা ভাসা কহে নরোত্তম দাস॥ [১২খ]

৯ নিগম গ্রন্থ (বৈষ্ণবামৃত)

রচয়িতা গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ২২। লিপির তারিখ সন ১১৮১ সাল, ৬ ফাল্গুন, রোজ রবিবার··· সন্ধ্যাকাল। লিখিত রাশিনাম শ্রীগদাধর আস, পাঠক শ্রীপঞ্চানন আস, সাং সামাঞ্জীদহ। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৮। আকার ১০১/২" × ৫"। আরও প্রতিলিপি, গবর্ণমেণ্ট সংগ্রহ (এসিয়াটিক সোসাইটি) ৪৯২৬. ৪৯৫১, ৪৯৬৫ ও ৫৪৪৫। ভনিতা, নমুনা ও শেষ।

প্রভু বলে শুন রাই জন্মভেদ কথা   স্নানকালে গেলাম বৃন্দাবন জথা।
রথে আমা গমন কৈল বাসুদেব মোর   সেই এক নাম মোর কংস কৈল জোর।
তুয়া নাম জপি আমি খেএ বনে থাকি   ত্তে কারণে আকুল হইল সব সখি।
কহিএ বিশেষ কথা শুন এক মনে   তিলেক না ছাড়ি আমি শ্রীবৃন্দাবনে।
রাই বোলে দুই অবতার কলা কহিল   প্রিয় বৃন্দাবনে জারা সম্পূর্ণ কৈল।
রাই বলে প্রভু তুমি মোরে কী বলিলে   কলিকালে কোন কলাএ কালষ্ট কৈলে।
কৃপা করি বল প্রভু ইহার উত্তর   ···   ···   ···   ···।
প্রভু বলে কৈল্যো মোর বৈরাগ্য ধর্ম্ম হয়   মোর গৌড় তোমার প্রেমেতে পূর্ণ হয়।
দুর্জ্জয় পাষণ্ড জত থাকিবা সংসারে   তোমার প্রেমার গুণে সভার সংসারে।
দুই প্রেম ভক্ত মোর পাঠাইঞা দিল   সংসারে জন্মিঞা তবে মূঢ় জন্মাইল।
অগ্রেতে নয়াইব তবে গৌড় ভুবন   তাহারে নয়াইলে [৭খ] নয়াইব জীবগণ।
জীবহিংসা না পাইব বৈরাগ্য আচরণ   তোমার প্রেমাতে ভাসাইব সব ভক্তজন।
এই কথা জান তুমি শুন প্রিয় রাই   বিলম্ব না কর চল নবদ্বীপ জাই।
এই কথা শুনি রাই আনন্দিত মন   অতঃপর চল জাব গৌড় ভুবন।
জয় জয় কৈল প্রভু গোলোক ঈশ্বর   প্রিয় রাধা সঙ্গে আইল গৌড়ভুবন।
জয় জয় সংকীর্ত্তন সঙ্কেতে আনিল   জয় জয় শ্রীবৃন্দাবন প্রকাসিল।
জয় জয় পৃথিবী মণ্ডল অনুপাম   জাহাতে বৈরাগ্য চৈতন্য কৃষ্ণ নাম।

জয় জয় বৃন্দাবন নবদ্বীপ পুরী জাহাতে করিলা লীলা কিশোর কিশোরী ।
জয় জয় চৈতন্য নিত্যানন্দ রায় হরিনামে নিস্তারিল এ জীব সভায় ।
হেন অবতারে জেবা না করে আস্বাদন আনন্দ হইঞা ভক্ত বন্দিব চরণ ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাম জেবা জন বলে তার দুই পদ দুটি রাখি নিজ গলে ।
নিজ গ্রন্থ [হয়] এই নিগম বচন হেন রসে আছে তারা বৃন্দাবন ।
কহএ গোবিন্দদাস হৃদএ আকুল বৈষ্ণব চারি যুগে হয় মূল ।
বৈষ্ণব ঠাকুরের পদ না সেবে জেই জন সংসার মধ্যেতে তার ধিক জীবন ।
বৈষ্ণবের পদরেণু জেবা করে আশা কহেন গোবিন্দ পদ ধূ[লি] প্রত্যাশা ।
বৈষ্ণব গোসাঞী জাহার আশয় সেই সব লোক মুক্ত এই কহিল নিশ্চয় ।
বৈষ্ণবের পদধূলি লাগিল মোর অঙ্গে জন্মে জন্মে থাকি বৈষ্ণবের সঙ্গে ।
কহেন গোবিন্দদাস বৈষ্ণব [৮ক] চরণে গৃহকারাগারে মন ফিরে নিরন্তরে ।
আপনকার গুণে জদি প্রভু করে দয়া তবে সে পাইতে পারি বৈষ্ণবের পদছায়া ।
এই গৃহ কারাগারে মোর গতি নাই অপরাধ ক্ষেমা কর বৈষ্ণব গোসাঞি ।
দৃঢ় বিশ্বাস করি ধর বৈষ্ণব গোসাঞী সকল ভুবনে দেখ আর কেহ নাঞী ।
মহৎ আশ্রয় কর‍্যা থাকে জেবা জন যুগ্ন যুগান্তর দুঃখ না পায় কখন ।
ইহা জানি ভজ ভাই জার জেবা ইচ্ছা কেবল কৃষ্ণের নাম আর সব মিছা ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে কলিযুগে প্রেম নাম তা সভার করে ॥
ইতি শ্রীনিগমগ্রন্থসংপূর্ণ ॥

নম শ্রীকাল সত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ সপুত্রায় সকল ত্রায়তে নম নম। আজানু-লম্বিত ভুজেকিলকার দাড্যো সংকীর্ত্তনে কপিতরো কমলায় তা মো বিশ্বম্ভরো দ্বিজবর্ণৌ যুগধর্ম্মপালো বন্দে জগৎপ্রিয় কলৌ করুণাবতারৌ ॥ জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো দোষ নাস্তিকং ॥ [৮খ] ।

১০ গোবিন্দমঙ্গল

গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ১১ । প্রসাদচরিত্র পালা (১-৮) ; কুম্ভকর্ণের রায়বার, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ১ পত্র। খণ্ডিত। আকার ১৩½"×৫"। আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন লিপি। ভনিতা, হরিকথা শ্রবণে আশেষ পাপ নাশে, গোবিন্দমঙ্গল গীত গান কৃষ্ণদাসে । [৪ক] । দ্রষ্টব্য পুঁথি গ ৫৪০১। কৃষ্ণদাসের সমগ্র গোবিন্দমঙ্গলের পুঁথি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

১১ সত্যদেব সংহিতা

রচয়িতা রামভদ্র

পুঁথিসংখ্যা ২৫। লিপিকাল ১২৯৬ সাল, ২৮ অগ্রহায়ণ। লিপিকর রামকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য। উক্ত প্রতিলিপি হইতে স্কুলের ভৈরবনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সন ১৩১৪ সালের ১৩ই কার্ত্তিক, বুধবারে সন্ধ্যার সময় বর্ত্তমান পুঁথিখানি লিপীকৃত। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৫। সংখ্যা ইংরেজীতেও দেওয়া আছে। বালির কাগজ দোভাঁজ করা। আকার ১১"×৪½"। প্রসঙ্গতঃ সা-প-প ৮, পৃ ১৩১-৩৬ দ্রষ্টব্য। নমুনা ও ভনিতা,

[১১খ সহস্র স্থবর্ণ করি পরিপূর্ণ রাখিল পূজার তরে
আনন্দিত হৈয়া রাত্রি দিবা বেয়া গেলেন গৌর নগরে।
সাধুর ঘরণী সহিত নন্দিনী সত্যদেব পূজা করে
প্রসাদ বাঁটিতে শুনে আচম্বিতে দেশে এলা প্রাণেশ্বরে।
সাধুর দুহিতা হইল্যা বিস্মৃতা ভূমিতে প্রসাদ ফেলে
আনন্দিত চিত্তে জননী সহিতে ডিঙ্গা উলটিতে চলে।
সত্যনারায়ণ হইয়া কোপমন চন্দ্রকেতু সদাগরে
তরণী সহিতে ডুবান ত্বরাতে লোকে হাহাকার করে।
জামাতার শোকে সাধু হানে বুকে ডুবিয়া মরিতে চায়
সাধুর ঘরণী সহিত নন্দিনী ভূমে গড়াগড়ি যায়।
তিনজনে মেলি কাঁদে গলাগলি কান্দে রামা উচ্চ করি
রামভদ্র ভনে প্রসাদ কারণে বিড়ম্বিল সত্যহরি। [১২ ক]

যে জন একথা শুনে   সর্ব্ব দুঃখ বিমোচনে
      অন্ধ কুষ্ঠ দরিদ্র বিনাশে
রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য লভে   রামভদ্র সেইভাবে
      সত্যদেব সঙ্গিতা প্রকাশে। [১৩খ]

১২ অষ্টলোকপাল কথা

রচয়িতা মালাধর বসু

পুঁথিসংখ্যা ২৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১-৫। আকার ১৪"×২½"। লিপি ২৫০ বৎসরের পুরাতন বলিয়া অনুমান হয়। প্রসঙ্গতঃ পুঁথি ক ৩০৮৭, ৫২০১ লক্ষণীয়। দ্বিজ কালিদাসের (ক ২৮৬৭) ও রামজীবন বিদ্যাভূষণের (মৌলবী আবদুল করিম,

সাহিত্য ১৩১০, পৃ ১০ ও সা-প-প ১৩ দ্রষ্টব্য) সূর্য্যমঙ্গল পাঁচালীতে যে আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে বর্ত্তমান পুঁথির কাহিনী তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না হইলেও নামে বৈচিত্র্য ভাষায় প্রাচীনত্ব ও কাঠামোয় অভিনবত্ব আছে। ভনিতা, চারিযুগে প্রলম্ফ (?) বড় দেব[া]দি বানর, মালাধর বসু বোলে রবির কিঙ্কর। [২খ] নমুনা,

আরম্ভ, শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। বন্দে ত্রিদশসঙ্কাষং জগন্নাথং সনাতনং, সংসারসৃষ্টি-কর্ত্তারং লোকনাথং দিবাকরং ॥

অষ্টলোকপাল গোসাঞি সংসারকারণ জগত প্রকাশ হেতু সহস্র কিরণ।
সুরলোক সেবি গোসাঞি ত্রিভুবনের সার জগত প্রকাশ হেতু জাহার অবতার।
স্মরণে খণ্ডএ দুঃখ দারিদ্র সকল বিপদ বন্ধন ব্যাধি জাএ রসাতল।
অন্ধ কুষ্ঠ পাপ ব্যাধি নিগড় বন্ধন স্মরণ করিলে হয় সর্বরি মোচন।
য়িহার মহিমা কত বলিবারে পারি এক চিত্তে পূজিলে জমলোকে তরি।
রবিবারে অমুদয়ে সজ্যাতে বসিঞা অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বা পনসপত্র লঞা।
কাঠলির অষ্ট রেখা মণ্ডন করিঞা সুনন্তি দেবের কথা এক চিত্ত হঞা।
পূর্ব্বে দ্বারকা পুরি ধর্ম্মাঙ্গদ রাজা উচিত ব্যবহারে তিহোঁ পালেন্তি পরজা।
নিজবিৰ্ত্তি অনুগত সর্ব্বপুরি জনে ধর্ম্মশাস্ত্র জিজ্ঞাসা করেন্তি সর্ব্বক্ষণে।
অদ্ভুত পুরিখণ্ড ইন্দ্রপুরি সমা ভুবন দুল্লভা পুরি নাহিক উপমা।
তথি মধ্যে দ্বিজবর নামে বিদ্যাপতি বেদবিদ্যা অনুগত বিষ্ণুতে ভকতি।
দৈব নিবন্ধ তার খণ্ডন না জায় ভিক্ষাটন করি সে নগরে বেড়ায়।
দিন অন্তে ভিক্ষা করি করেন্তি গমন দম্পতি দোহিতা লঞা করেন্তি ভোজন।
বিধাতার নিবন্ধ দুঃখ খণ্ডন না জায় মইল ব্রাহ্মণি তার দুখের সময়।
জয়া বিজয়া দুই দুহিতা লইঞা নিবসন্তি বিদ্যাপতি দুঃখীত হইঞা।
প্রভাতে বিক্ষার কাজে নড়িলা দ্বিজবর দুই বহিনে গেলা অরণ্যে ভিতর।১ক]

এতকাল শুনিএ অষ্টলোকপালের কথা কবু ত মনুষ্যের গন্ধ নাই পাই এথা।
এতকালে এথাএ হইল বিপরীত স্ত্রী বা পুরুষ হয় [হও] উপনীত।
তিন ডাকে জবে আস্তে দিব তারে বর ডাকে না আইলে তাকে সাপিব বিস্তর।
নিয়ম করিঞা ডাক দিল তিনবার দুই বহিনে আসি কইল নমস্কার।
তা সভারে পুছেন্তি বিদ্যাধরী গণে কেনে তোমরা দোহেঁ ভ্রম অরণ্যে।
কহন্তি সকল কথা বিদ্যাধরী স্থানে কথা শুনি সদয় হইলা বিদ্যাধরিগণে।
সুন সুন দুই কন্যা আমার বচন আজি হইতে দুঃখ তোমার হবে বিমোচন।

অষ্টলোকপালের কথা যে জন সুনয় অন্ধ কুষ্ঠ পাপ ব্যাধি দারিদ্র পালায় ।
পূর্ব্বে দেবরাজ গোসাঞি অষ্টলোকপাল বিবাহ নাহিক কোপ বাড়িল বিশাল ।
মোনে কোপ করি গেলা সুমেরু পর্ব্বতে ত্রিভুবনে দিবানিশি নাহিক সংসারে ।
কি হইল কি হইল বোলে সব দেবগণে যুক্তি করিতে গেলা ব্রহ্মার স[দ]নে ।
কি কারণে দিবানিশি নাহিক সংসারে কোথা গেলা দিনমণি কহত আমারে ।
দেবের বচন ব্রহ্মা শুনি এক মনে চিত্তস্থির করি ব্রহ্মা বসিলা ধেয়ানে ।
বিবাহ নাহিক হয় তথির কারণে সুমেরু আশ্রমে গেলা শুন দেবগণে ।
তথাই চিন্তিঞা ব্রহ্মা মন স্থির করি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা আছে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী । ১খ]

[২ক ব্রহ্মার বচনে বিভা করিল দিবাকর ভার্য্যা লইঞা গেলা গোসাঞি আপনার ঘর ।
পুনরপি দিবানিশি হইল সংসারে সকল দেবতা গেলা আপনার ঘরে ।
কথোক দিনে সন্ধ্যার গর্ভে হল্য কুমারী কুমার ... ...
জম নামে কুমার ধর্ম্ম অধিপতি কুমারী জমুনা নামে হইলা নীর[ব]তি ।
দিনমনির তেজ কন্যা সহিতে নারিল আপন ছায়াতে এক কন্যা সৃজিল ।
ছায়া নাম করি তথাতে রাখিল ... ...
মোর রূপ ধরি ছায়া রহিয় এই স্থানে করিহ গোসাঁরি সেবা বিবিধ বিধানে ।
ছায়া নিজোজি সন্ধ্যা অন্য রূপ ধরি পালাঞা সুমেরু গেলা ত্রিদশসুন্দরী ।
ছায়ার শৃঙ্গারে গোসাঞি বড় সুখ পাইল শনি নামে পুত্র তার গর্ভে উপজিল ।
গ্রহরাজ হইলা শনি বাপের উদ্দেশে জম সনে কন্দল বাজিল আর দিবসে ।
জম বড় শনি ছোট কন্দলে না পারি চরণ প্রহারে জম শনি খঞ্জ করি ।
কান্দিঞা জানাইল শনি মাএর চরণে পাদ খঞ্জ জম আমার কইল কিবা বলে ।
পুত্রের বচনে ছায়া বড় দুঃখি হইল ক্রোধ করিঞা ছায়া জমেরে শাপিল ।
সাঁপ পায়ে বেকুল হইল জম করেন্তি ক্রন্দন জিজ্ঞাসিল দেবরাজ মধুর বচন ।
জমের পায় মহুন হইল কি কারণ মাএ সাপ দিল গোসাঞি তথির কারণ ।
ধ্যানে জানিল গোসাঞি ত্রিদশঅধিকারী মা নহে সত মা ছায়া ত সুন্দরী ।
জমকে ডাকীঞা বোলে দিবাকর তুমি হইলা ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসা (?) ইশ্বর ।
জমুনাকে কহিল ত্রিদশঅধিপতি এই স্থানে থাক তুমি হইঞা নদিবতি ।
শনিকে দিল গোসাঞি গ্রহ অধিকার জাহাকে পিড়িবে তুমি তাহার নাহিক নিস্তার ।
ধ্যানে[তে] জানিল ত্রিদশঅধিপতি মাএর সাঁপে পুত্রের নহে ত দুর্গতি ।

মনে চিন্তিঞা গোসাঞি ধেয়ানে বসিলা অশ্বিনিরূপে সন্ধ্যা সুমেরুকে গেলা।
অশ্বরূপে জাঞা ২ক]তথি শৃঙ্গার করিল অশ্বিনিকুমারদ্বয় তথিতে জন্মিল।
দোঁহে পরিচয় হইল নিজরূপ ধরি বাপের ঠাঞি জান সন্ধ্যা করিতে গোহারি।
তীব্র তেজ দেখি বাপু বড় হইল ভয় ঝিএর বচনে বিশ্বকর্ম্মা বোলয়।
তোমার তেজ বীর্য্য কন্যা সহিতে নারিল করুণ করিঞা কন্যা আমারে বলিল।
খানিক শ্রম কর সুন অধিকারী কথোক তেজ তোমার কুন্দ চক্রে ধরি।
সর্ব্বস তেজ তোমার …ব করিঞা সিদ্ধ তেজ করি তোমার কুন্দে নির্ম্মাইঞা।
কুন্দ চক্রে শ্রম পাইল দিবাকর রক্ত চন্দন সৃষ্টি হইল সকল।
রক্ত চন্দন জবাপুষ্প তাম্রপাত্রে লঞা, এক মনে অর্ঘ্য দিল দুর্ব্বা জল দিঞা। ২খ]

স্বপ্ন দেখি ধর্ম্মরাজ উঠিলা আর দিনে বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণে দিল শ্রাদ্ধদানে।
ধর্ম্ম আদি করিঞা দিল নানা দান পাত্রবর করিঞা তার বাড়াইল সন্মান।
আর দিন রাজার পাত্র ধামাইতকরণি ডাক দিঞা দিল কন্যা জৌতুক রত্নমণি।

ক্রোধমতি দ্বিজবর ভার্য্যার বচনে দুই কন্যা লঞা জায় দণ্ডকঅরণ্যে।
কথা লঞা জাহ বাপু কহত উত্তর তোমা সভা লইঞা জাই মাসুয়ার ঘর। ৩ক]

তখন চিন্তিল কন্যা ত্রিদশগোসাঞি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে গোসাঞি আইলা
তথাই। ৩ক]

অরণ্যের কথোক দূরে অজোধ্যা নগরী মুরারী নামে রাজা তায় রাজ্যের
অধিকারী।
উমাপতি [নামে] তার আছে পাত্রবর মৃগয়া করিতে আল্যা অরণ্য ভিতর। ৩ক]

পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিল দুইজনে দুইজনে বিভা দিল গন্ধর্ব্ব বিধানে। ৩ক]

বিবাহ করিলা গোসাঞি অরণ্য ভিতরে তার মুখে অগ্নি উঠে পোড়ে বাসঘরে।
সুনিঞা ত্রাসিত রাজা হইলা তখনে মাএ পোএ বনবাস দেহ ত এখনে।
মাএর বচনে গেলা পুত্র অজোধ্যা নগরী উ[ক্ল ?]পপতি নামে জথা পাত্র
অধিকারী। ৩খ]

হাড়ি সাত জন দেখে রাজা বিস্মরীত মনে তোমার সাত পুত্র হাড়িনি জিল কেমনে।
হাড়িনি বোলে গোসাঞি আমি কিছুই না জানি মহাদেবী কহিল মোরে দেব-কথাখানি।
অষ্টলোকপালের বরে জিল সাত পুত্র শুনিঞা ত্রাসিত রাজা হইলা অদভূত।
হেন কথা জান তুমি না কহ আমারে হেন ব্রতকথা তুমি কহত কাহারে।
রাজ্যের মহারাজা তুমি নৃপতি চূড়ামণি অপসর না পায় তুমি শুনিতে কাহিনী।
অনুমৃতা মরিবারে আএত ব্রাহ্মণী তাহাকে কহিল কথা রাজার মহারাণী।
মনহিত বর মাঙ্গ শুন দ্বিজসুতা প্রলম্ফ গোসাঞি মোর ত্রিদশদেবতা।
অন্ধ শশুর মোর শাশুড়ি দুঃখমতি চক্ষুদান দেহ তাহাকে জিউক নিজ পতি।
তবে ত প্রসন্ন হইলা দেব দিবাকর স্বামী জিয়াইএঃা ব্রাহ্মণী জায় ঘর।
শুনিএঃা ক্রোধিত [বড়] হইলা নৃপবর হেনক অদ্ভুত কথা কহে ঘরে ঘর। ৫ক]

১৩ সত্যনারায়ণ ব্রতকথা

লিপিকর (?) দ্বিজ আত্মারাম

পুঁথিসংখ্যা ২৭। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩-৫। আকার ১৩"×৪"। ভনিতা, [৪ ক] নারায়ণে হয়া নতি কথা শুনে কলাবতী সখিগণে করিয়া সম্ভাষা, দ্বিজ আত্মারাম বলে পড়িলাম বিষম ভোলে শ্রীচরণে কেবল ভরসা। দ্বিজ আত্মারাম সম্ভবতঃ লিপিকর, লেখক গুরুলনিবাসী দ্বিজ মহানন্দ। দ্রষ্টব্য বর্ত্তমান পুঁথিসংখ্যা ২৯৫।

১৪ সারগীতা

নিবন্ধকার গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৯। লিপিকাল সন ১১৮৯ (২) সাল। লিপিকর গোলোক মুখজ্যা। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১১। আকার ১২½"×৩½"। ভনিতা, [১১ক] অগম্যোতে গম্য কর চিত্তে পরসিঞা, বলেন গোবিন্দদাস পয়ার রচিঞা। প্রসঙ্গতঃ কোচবিহার দরবারের পুঁথি ২৭, ২৮, ৫৭ ও গোবিন্দমিশ্রের ভগবদ্গীতার অনুবাদ মুদ্রিত "গীতাসার" বা "যোগেশ্বর গীতা" গ্রন্থখানি আলোচ্য। আমাদের পুঁথির বিষয়বস্তু হঠযোগশাস্ত্রানুগ। আরম্ভ,

/৭ শ্রীশ্রীদুর্গা। শ্রীগুরু সত্য।

প্রণমহো নারায়ণ প্রভু নিরঞ্জন আস্ত অন্ত নাহি তাঁর জনম মরণ।

নাহি তাঁর রূপ রেখ নাহি তাঁর দেহ   নিকটে আছএ ব্রহ্ম না জানএ কেহো।
উদয় না হইছে সে না জাইব অস্ত   আর্দ্ধ উর্দ্ধ ভেদ নাহি ব্যাপক সমস্ত।
নহে বাহ্য অভ্যান্তর নাহি হয় দূর   আগু পাছু ভেদ নাহি আছে ভরিপূর।
নির্গুণ পরম ব্রহ্ম সর্ব্ব গুণবান   নিস্কলা সকলা নহে নাহি স্থিতি ধ্যান।
সত্ত্ব রজ তম গুণ তাহার সৃজন   ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর এহি তিন জন। [১খ]

উঙ্কারে উর্দ্ধে সে জেই উঠে মহাধ্বনি   ব্রহ্মাণ্ড ভেদীয়া সেই অকথ্য কাহিনী।
সেই বাউ সর্ব্বক্ষণ করে চলাচল   ত্রিবিনি ঘাটে আসি হইব অচল। [৪খ]

ধ্যানে ধ্যানে প্রিতি তবে বাড়িব সদায়   স্থির ত হইব দেহা অবনির প্রায়।
বিবিধ প্রকারে হংস তাহাতে চরয়   মধ্যগতে স্থিতি সেই বহ্নিমণ্ডলয়।
ধ্যয় হঞা ধ্যান তাতে করিব অর্চ্চন   অন্তগতি পশিবেক শুনহ কারণ।
তবে পিঙ্গলাতে পুনি করিবেক মন   পিঙ্গলার পূর্ব্বে গতি করিব তখন। [৬ক]

১৫ রাধারসকারিকা

নিবন্ধকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩১। লিপিকাল ১২৩৩ সাল ২৮ মাঘ। লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং বড় চাতুরি। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৪"×৪½"। ভনিতা, [২খ] সাধ্য কোন বস্তু হয় সাধন কোন আশ, শ্রীরাধারসকারিকা কহে কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের ভনিতায় এই গ্রন্থ আর পাওয়া যায় নাই। আরম্ভ,

॥ ব্রজের নিগূঢ় ॥

নিগূঢ় ব্রজের রস জগতে বিহরে   অজ্ঞজন নাহি বুঝে রহে অতি দূরে।
বৈকুণ্ঠ ভিতরে নাহি নাহিক বাহিরে   সেবস্তু জগতে আছে ভকত ভিতরে।
কেবা ভজে কেবা জজে সাধ্য কে বা হয়   সাধক সাধিব কারে করিঞা নিশ্চয়।
কৃষ্ণদাস হঞা নিত্য সেবা করে কার   সেবা করি কৃষ্ণ পায় কোন তবে সার।
নাএক গৌরব জাথে মনে নাহি রহে   সেই বস্তুপ্রাপ্তি কৃষ্ণকারিকাতে কহে।
নিঃরসেতে রস হয় স্বরসেতে রস   সেই রসে কেবা ভজে কেবা তার বশ।
এক মধ্যে দুই রস সাধ্য সাধারণী   অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা সমধ্যায় গতি।
বস্তু বহু দূরে রহে নাহি জানে রতি   ভাবপ্রাপ্তি নাহি হয় সেভাব পিরিতি। ১ক]

২ক পৃষ্ঠায় অসমাপ্ত অংশ, ॥ আত্মজিজ্ঞাসা ॥ ওঁ অথ তুমি কি। আমি জিব।

তটস্থ জীব ॥ থাক কোথা ॥ ভাণ্ডে ॥ ভাণ্ড কীরূপে হৈল্য। তত্ত্ববস্তু হৈতে হৈল্য। কি কী তত্ত্ববস্তু ॥ ইত্যাদি।

১৬ হংসদূত

অনুবাদক নরসিংহ দাস

পুঁথিসংখ্যা ৩২। লিপিকাল সন ১১৮৩ সাল, ৩০ তিরিস্সা কার্ত্তিক। রোজ মঙ্গলবার, তিথি দ্বিতীয়া, বেলা চারি দণ্ড থাকিতে। লিপিকর পঞ্চানন আস। সাং সামাঞিদহ। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা ২১। আকার ১৩২ৄ"×৭২ৄ"। ভনিতা, প্রধান গোপীর ভাব সভাকে উজ্জ্বল, ইহাতে বঞ্চিত নরসিংহ গোপীপাদকমল। [২১খ]। প্রসঙ্গতঃ পুঁথি প ৩০০-৩০৫ ; গ ৪৯৬৪, ৫৪০৮, ৫৪৪২ ও সা-প-প ৬, পৃ ৭৯-৮০ দ্রষ্টব্য। নমুনা,

[১ক গোপীর বিরহকথা না জায়ে কথন শ্লোকছন্দে দাস গোসাঞি করিল রচন।
স[ং]স্কৃতে কৈলা পুঁথি বুঝয়ে সুজনে মূর্খে ইহার কথা না জানে মরমে।
অতি সে নিগূঢ় কথা ভক্তির লক্ষণ গোপীর জেমন ভাব করহ শ্রবণ।
কৃষ্ণ রহি মধুপুরে গোপী ব্রজপুরে এক ঘাটি শত দূত পাঠাইল বারে বারে।
কৃষ্ণের সংবাদ কেহো আনিতে না পারে সম্বাদ পাইঞা গোপীর আর্ত্তি নাহি স্বরে।
হংসকে দূত করি পাঠাইব অবশেষে কহিব তাহার কথা শুনহ বিশেষে।
দাষ গোস্বামীর চরণ বন্দিঞা ভাষাছন্দে রচি কিছু তত্ত্ব না বুঝিঞা।
শ্লোকছন্দ শুনি মোর হইল প্রতিআশ হংসদূত কথা কহি নরসিংহদাস।
বল দেখি সেই শ্যাম কোথা গেলে পাব নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥ ধ্রু ॥

পুষ্পিকা শ্লোক, [২১খ দুকূলং বিভ্রানোদনিত হরিতাল দ্যুতিহরংস্বমালস্থামাঙ্গ দরহসিত নীলাঞ্চিত মুখ। পরানন্দ ভোগস্ফুরন্তী হৃদিমে কোপি পুরুসনন্দনন্দনস্য।১। কদাচিৎ খেদাগ্নিং বিঘটয়তুমন্তর্গ তমসৌস্বহানিভিঃ নেভিস্ত্বরণিস্বমুম। জায়নতটিং চিরাদস্যাচিত্তং পরিচিত কুঞ্জ কুটিরাব কলনা। দবস্তাতস্থাব ফুটমপীস্তস্বপ্নে সহচরিং। ২। জদা জাতো গোপিহৃদয়ে মদন নন্দ সদনান মুকুন্দ গান্ধিতুণরমন বন্ধুং মধুপুরিং। বঙ্গিচ্চিন্তা স্বরতি ঘন ঘূর্ণা পরিচৈষ গাধায়ং রাধাময় পয়সি রাধা বিরহিনীং ॥ ইতি ॥

১৭ অঙ্গদের রায়বার

রচয়িতা কৃত্তিবাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৩। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১-১০। আকার ১৩"×৪২ৄ। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের। আরম্ভ,

আদিকাণ্ডে রামের জন্ম সীতাদেবীর বিভা অজোধ্যাতে ছত্রভঙ্গ কন্দনের প্রভা।
অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরিল দসকন্ধে কটক সঞ্চয় [ ]মত্রলাভ
কিঁচকীন্দা কাণ্ডে।
শুন্দরাতে সেতবান্ধি রাম হৈলা পার লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ রাজা সবংসে সংহার।
ছয় জে কাণ্ডের কথা উত্তরাতে পড়ে, উত্তরা গাইলে সপ্ত কাণ্ড জে নিবড়ে। ১ক]

ভনিতা, কুলে রাম লক্ষণ রাবণ সভা করি বৈসে, লঙ্কাকাণ্ডে রচিল পণ্ডিত
কীত্তিবাসে। ২ক]

১৮ ভারত সংহিতা

গ্রন্থকার দ্বিজ অভিরাম

পুঁথিসংখ্যা ৩৫। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৭-৩৪। আকার ১৪" × ৪২"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। ভনিতা, (ক) শুন রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত মনে, ভারথ সঙ্গিতা দ্বিজ অভিরাম ভনে। ১৭ ক], (খ) এত বলি হাথে ধরি তুলিল কৃষ্ণেরে, দ্বিজ অভিরাম কহে সেবি গদাধরে। ২১ক]। জৈমিনীয়-সংহিতা অনুসারে 'অশ্বমেধ-পর্ব্ব'। প্রসঙ্গতঃ ক পুঁথি ১৫৪২, ১৭২১, ১৭৪৭, ৪০১৪, ৫০৪৮, ৬০০৫ দ্রষ্টব্য। নমুনা,

মধুমাসে স্বপূর্ণিমা শুভক্ষণ যুগে, সঙ্কল্পিয়া আরম্ভিল অশ্বমেধ জাগে। ৩০খ]
পুস্তক আচার্য্য হৈল ব্যাস মহামুনি, জজ্ঞহোতা পুরোহিত ধৌম্য জে আপুনি।
জজ্ঞেতে বসিলা দ্বিজ বিংসতি হাজার, বিধিমত দিল দান বস্ত্র অলঙ্কার।
ভূমি সমস্কার করি কুসাগ্রে লিখন, চতুষ্কান্ধে কৈল তার মিত্তিকা ভক্ষণ।
অগ্নীস্কারি তথায় জে করিল স্থাপন, দক্ষিণে স্থাপিল ব্রহ্মা দেব সমূদিত।
স্থাপিল প্রতিভাপত্র জজ্ঞের দক্ষিণে, কুসে গড় করি জাগ রক্ষার কারণ।
স্নুপ সক্ষা দেহ [আর] ঘ্নতের আহুতি, স্বহায় বিনে অন্ত কিছু নাহি শুনি তথি।
আদিত্যাদি নবগ্রহ পূজে সবিধানে, ইন্দ্র আদি পূজে দস দিগপালগণে।
আনিয়া জজ্ঞের ঘোড়া করিল বরণ, পুষ্পমাল্য দিল অঙ্গে কুঙ্কুম চন্দন।
সর্ণপত্রে বাদিভাবে লিখন করিয়া, জানাইল জজ্ঞ হয় নিজ নাম দিয়া।
ধবল বরণ ঘোড়া বত্তিস লক্ষণ, সেই [অ] শ্ব নানা দেসে করিব ভ্রমণ।
জেবা জার নিষ্ট থাকে এ মহিমণ্ডলে, ধরিয়া বান্ধিব বাজী নিজ বাহুবলে।
আপন প্রতাপে বাজী করিব উদ্ধার, জয়পত্রে বান্ধে গলে এইমত প্রকার।
তুরঙ্গ রাখিতে নিজোজিল ধনঞ্জএ, ভারথ সঙ্গিতা দ্বিজ অভিরাম ভনএ। ৩১ক]

১৯ হংসদূত

অনুবাদক নরসিংহদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৯। আকার ১৩½" × ৪½"। লিপিকাল সন ১১৯২ সাল, তারিখ ৫ জ্যৈষ্ঠ। লিপিকর সনাতন দত্ত, সাং রূপপুর। পুঁথি-সংখ্যা ৩২ দ্রষ্টব্য।

২০ গানের পাতড়া

রচয়িতা দ্বিজ নরচন্দ্র, শ্রীনাথ দাস, দ্বিজ রামসুন্দর, কমলাকান্ত,
দ্বিজ বিজয়নাথ, রামলোচন

পুঁথিসংখ্যা ৩৮। রচনাকাল (?) ১২১৬ সাল। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৪" × ৩"। নমুনা,

(ক) তোমার এ কী রঙ্গ হে গোরাঙ্গ শ্যামাঙ্গ লুকায়েছ,
তেজি রাখাল সবে রাধার ভাবে এবে গোউর হয়াছ ॥ধ্রু॥
তেজিঞা মোহন মুরারি হঞাছ রায় দণ্ডধারী
পীত বসন তিয়াগিঞা খণ্ড কপিন পরেছ,
কুমকুম চন্দন রঙ্গে লেপন তেজিঞা [অঙ্গে]
জাহ্নবী মৃত্তিকা লঞা শ্যামাঙ্গতে লেপেছ ॥১॥
আনন্দ মহি[ত] হঞা গো শ্যামা নিরানন্দ কর না ॥ধ্রু॥
তোমার উ দুটী চরণ বিনে মোর মন অন্যতা কীছু জানে না।
ভবানী বলিয়া ভবে জাব চলে মনে ছিল এই বাসনা,
ভবের মাঝারে ডুবাবি আমারে স্বপনেতে ইহা জানিনা।
দ্বিজ নরচন্দ্রে বোলে বার সো সোল শালে বলেছি তা কিছু মনে নাই,
আমি [যদি] মরি হরসোন্দরি দুর্গানাম কেউ লবে না ॥২॥

(খ) আমি জে মরি গো তারা তাহে নাহি ভয় ॥ধ্রু॥
মুকুত্তি সুকৃত্তি তারা তব তো তব তনয়।
জননী জঠরে জখন জনমিয়াছি মরিত্তে হবে তখনি মনে করেছি গো
অন্তিমকালে দুখ দিবে অতিশয় জেনে শুনে শ্রীচরণে লঞাছি আশ্রয়।
ভবাশ্রয় জেবা নেয় বেদাগমে বোলে তারে রক্ষা কর তারা সে সময়কালে।

শ্রীনাথের দাসে[র] ব্যথা মনে নাহি লয়
মা আমি মনে জানি জারে জা হতে জা হয় ॥

রামসুন্দরের গান :

(গ) এসেছ গো ব্রহ্মমই পুরাতে কার বাসনা ॥ধ্রু॥
আমি বুঝিলাম অই রবিসুতজই হল সেজনা ॥চি॥
জে পাদপদ্ম অতি করিঞা জতন সদত হৃদয়ে রেখেছেন ত্রিলোচন
কার এমন ভাগ্যমেনে লাল জবা সচন্দনে
মনের সাধে শ্রীচরণে দিয়াছে অই দেখনা ॥১॥
কে বুঝিতে পারে তারা তোমার মায়া কী গুণে গো কারে তুমি কর গো দয়া।
কালকেতু কদাচার কী গুণ ছিল তাহার
গুধিকারূপেতে তার ঘুচাঞাছ জনতনা ॥২॥
ভক্তি বিনে তোমারে কেহু না পাই শুনি নধনে নগুণে নন্দনে জননি
দ্বিজ রামসুন্দরে বোলে সবার সনি সার কালে
আমায় দিনহিন বোলে ভুলে জেন থেক না ॥৩॥

(ঘ) তোমার সকল দুর্গতি জাবে দুর্গা বোল মুখে ॥ধ্রু॥
না মরিলে কলিকালে মুক্তিপদ নাহি মি॰ল
তেই বলি কালি বোলে কাল কাট সুখে রে ॥৩॥

(ঙ) আমার হল না মা ভজন পূজন তারা গো য়োই পাকে ॥ধ্রু॥
উদর হইল কাল নিবেদি তোমাকে ॥চি॥
উদর নিমিতে ফিরি দেশদেশান্তর তথাচ পাপিষ্টি ভাবে না পুরে উদর।
জেন মৃগতৃষ্টার ন্যায় ভ্রমণে দিবস জায় ইবড় বিসম দাই ঘটেছে আমাকে।
মায়ারূপে বেড়ি মোর লেগেছে চরণে মিয়াদি আসামীর মত খাটি রাত্রদিনে।
বেড়ি ভেগে পালাইতে পারি না মা কুন মতে
চৌকিদার দারাসুতে আগলিঞা থাকে।
পরাণে পালিত্য সদা পরাধীন হয়া এইমতে জন্মাবধি কাল গেল বয়া।
দ্বিজ রামসুন্দরে বোলে সিন্যতে হয় ছুলে জারে
ই ছার উদরের তরে আজ্ঞা বলি তাকে ॥

(চ) কৃপণতা করনা করুণাময়ি আর।

কমলাকান্তের গানের সূচী :

(ছ) এমন পাষাণ ॥ধ্রু॥ ডাকি নিরবধি অবিশ্রাম ॥চি॥
(জ) আর কর না রে দিবানিসি বিশয়বাসনা ॥ধ্রু॥
(ঝ) জাননা রে মন করণকারণ কালি সামান্ত মেয়া নয় ॥ধ্রু॥
(ঞ) জত ডাকি মা বুলিঞা তত দায় জন্তনা। (?) [১খ]

দ্বিজ বিজয়নাথের গান :

(ট) জে জন তারার দাস সে কেনে নৈরাশ করুণাপ্রকাশ হৈবে কবে।
ভনিতা :
আর জালা দিলে তার খেতি নাই মা ইথে মোর
আপন অখ্যাতি কর ভনে দ্বিজ বিজ[য়]নাথে। [২ক]

রামলোচনের ভনিতা :

(ঠ) মূড়া[য়]তি পাপাচারে রাখনা কটাক্ষে হেরে
নিগুণা এ রামলোচনে নায় না বেঁধে কৃপাডোরে। [২খ]

২১ বাজানা

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৩৯। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১৩½"×৪½"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। আরম্ভ :

আলাপ চাপড় লিক্ষতে ॥ তাখিটি তা ধৌ : খিটিতা খেগৌ : তিনি তিনি তিনি খেটা : ....ঘাত সমাপ্ত ॥ প্রথমখানিতে বাইবেন গা ॥ ১খ] সমতান গান ॥ বড় দয়ার নিধি প্রাণ গৌরাঙ্গ ॥ সমতান বাজানা ॥ তাতিনি খেটা : তিনি তা তিনি খেটা : ......। সমতান সমাপ্ত ॥ ...রূপক তাল লিক্ষতে ॥ ফিরি নাচে নটরায় কত ধারা বসুধায় ॥ নখানা ॥ তিনি খিটাতা : তে তে তেইয়া ...... রূপকতাল সমাপ্ত ॥ দষকোষী বাজানা গায়না লিক্ষতে ॥ জিব লাগি আকুল হইয়া ॥ ঝাঁকটে ঝাঁতি নিতা...... পহিলা নখানা ॥ ২ ক] চাপড় ॥ খেত তা তা খেটা : খিতিনিতা...... দষকোষী সমাপ্ত আক ॥ জতি গায়না বাজানা লিক্ষতে ॥ জাম্বুনদ তনু বয়ান অবুজ ॥ ধৈ অ তত ধৈ : তি তি খেটা তিনিতা...... ॥ চাপড় ঘাত ॥ .....জতি সমাপ্ত আক ॥

আড়তালা গায়না বাজানা লিক্ষতে ॥ দেবলোক সত্যবাক্য ব্রহ্মা আদি বেজে (?)। আঁবল নখানা ॥ ধোতিত্তা ধোগাতিঁ তিঁ অতত তাধেতিঁ……আড়তালা সমাপ্ত আক ॥ বিষম দষকোষী গায়না বাজানা লিক্ষতে ॥ ২ খ] কাননে কাননে আওএ চলি :· লোচন হেরই ॥ তাল ॥ ঝাঁঝেঁতে ঝাঁঝেঁতে ঝাঁঝেঁতে : তিনি খেটা …… বিষম দসকোষী সমাপ্ত আক ॥ ছোট খিনা বাজানার তাল ॥ নিলজ কানাই বড় নিলজ কানাই, পর ধন পর চীত মাগীলে কী পাই ॥ বাজানা ॥ তাতা : অতুত তিক তিক…… ছুটা বাজানার গান তাল॥ বড় দয়ার অবধি রে গুণনিধি ॥ তা তা তা ধেইয়া : তি তি তি ধেইয়া……ছুটা বাজানা সমাপ্ত তাহার আক ॥ দাষপাড়্যা বাজানা গান ॥ কাহার নাগর জায় দেখ বাহির হইঞা, চৌদীকে চাহিঞা জায় নয়ান নাচাঞা ॥ বাজানা ॥ ধেন্দা খিখিটানা তাধি খিটিনা……দাষপাড়্যা সমাপ্ত তাহার আক ॥ আর এক আলাপ চাপড়া ॥ অবোধিয় অবোধিয় তিনক তিনক তা :……৩ক] ……অ ত ত তাকা ধি তাক তাদ ততা ॥ ৩ খ]

২২ যোগাছার বন্দনা

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪১। লিপিকাল সন ১২১১ সাল, তাং ৬ আশ্বিন। পাঠক শ্রীকান্ত নন্দী। খণ্ডিত। পত্র সংখ্যা ২ (১,৯)। আকার ৯½"×৩½"। এই বিষয়ের পুঁথি ভনিতাহীন (স ৯৩, ৯৪; প ৫৩৭২, ৫৩৭৬ ; ক ১৭০৩ ইত্যাদি), কৃত্তিবাসের ভনিতায় (ক ১৪৯১), দ্বিজ দয়ারামের ভনিতায় (ক ২৭১০), পরমানন্দ দাসের ভনিতায় (ক ৫২০৫) পাওয়া গিয়াছে। আমাদের ৪০৩ সংখ্যক পুঁথিতে দ্বিজ বাঞ্ছারামের ভনিতা আছে। আরম্ভ—[১ক ৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ জগোধ্যার বন্দনা লিক্ষতে ॥

জয় মা জোগধ্যা বন্দো খিরগ্রামে বাসি, অবনিতে সিদ্ধপিট মা গোপ্ত বারানসি।
দক্ষিণ হস্তে খর্প মাএর বাম হস্তে খাণ্ডা, রাবণের ঘরে মাগো ছিলা উগ্রচণ্ডা।
তব পুজা রাবন রাজা কৈল চিরকাল, তোমারে পুজিঞা রাজা জিনিল পাতাল।
মহিরাবণের তরে বিধি হৈল বাম, কাঞ্চনাতে লঞা গেলা লক্ষণ শ্রীরাম।

শেষ :

বন্নিক বলে ঠাকুর আমি তঙ্কা নাহি নিব, সংখের কারণ মাএর দরসন পাব।
ভারথে আমার বংশ জত দিন জিব, বৎসর অন্তরে মাকে সঙ্খ পরাইব।
অদ্যৈবধি সেই সঙ্খ পরেন মাহেস্বরি, জগোধ্যার পিরিতে সভে বল হরি হরি ॥

২৩ সত্যনারায়ণ পাঁচালী

রচয়িতা দ্বিজ রঘুনাথ

পুঁথিসংখ্যা ৪৩। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২-৬। আকার ১৩½"×৩½"। লিপি আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। নমুনা ও ভনিতা :

[২ক কলিতে গৌরাঙ্গ প্রভু হল্যা অবতার, হরিনামে অঙ্গ সদা পুলকে জাহার।
তাহার অগ্রজ বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ, হরিনাম স্তনো্য জার সদাই আনন্দ।
বাঞ্ছাকল্পতরু গোসাঞি জীবের জীবন, আচাণ্ডালে যাচিঞে বেড়াল প্রেমধন
হরি[সং]কীর্ত্তন সংগীতকলারসে, স্তনিঞে আনন্দ প্রেমপয়োধিতে ভাসে।
সংক্ষেপে বন্দনা ভনে দ্বিজ রঘুনাথ, রঘুপতি পদাম্বুজে করি প্রণিপাত॥
[৩খ কাশীপুর নাম গ্রামে ছিলা দ্বিজমণি অতি হীন দ্বিজবর সর্ব্বলোকে জানি।
যাচিঞা করিঞে দ্বিজ ফিরে ঘরে ঘরে ভিক্ষাবৃত্তি করি নির্ভা করে দ্বিজবরে।
বনিতা পরের ধান্য ভানে নিতি নিতি তৈলবিবর্জ্জিত তার মলিন মুরতি।
সত ছিঁড়া বাস অঙ্গে যুবাকালে বুড়ি অন্নকষ্টে দোঁহাকার গাএ ওড়ে খড়ি।
এইরূপে দ্বিজবর খান ভিক্ষা করি নগরে নগরে ফিরে আওরি আওরি।
একদিন দ্বিজবর ভিক্ষা হেতু জায় পথে সত্যনারায়ণ দেখা দিল তায়।
ধরিঞে দ্বিজের বেস ত্রিদসঈশ্বর দরিদ্র ব্রাহ্মণে দয়া কৈল গদাধর।
কিবা রূপে দেখা দিল অতি মনোহর [৪ক খর্ব্ব তনু শ্যাম অঙ্গ দেখিতে স্তন্দর।
করে দণ্ড কমণ্ডলু মুখে বেদধ্বনি কোটি চন্দ্র জিনি মুখ তেজ ভানু জিনি।
[৪খ ভনে দ্বিজ রঘুনাথ সত্যের কীর্ত্তন, রঘুপতি পদাম্বুজে দৃঢ় করি মন।

২৪ কালিকা বন্দনা

রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ৪৪। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩¼"×৩½"। আ. ১৫০ বৎসর আগের লিপি। আরম্ভ, /৭ শ্রীহরি॥ অথ কালিকা বন্দনা॥

কালিকা কলুষহরা করুণানিল পারা কর পূর্ণ মনের কামনা,
কি বলিব স্তুতিবাণী কবীন্দ্র কমলা প্রাণী কামরিপু করেন অর্চ্চনা।
শেষ ও ভনিতা :
চরণ কমলদ্বন্দ্ব নখর বিমল চন্দ্র জড়িঞা তিমির করে নাশ,
হৃদয়সরোজে ভাবি রচিল নৌতন কবি বিরচিল শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ॥

২৫ বৃন্দাবনলীলাস্থান বর্ণন
নিবন্ধকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৪৬। লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল, তারিখ ১৬ মাঘ, শকাব্দা ১৭৫৩। নকলকর অতি দীনহীন পঞ্চানন আস। সাকিম বড় চাতুরি। পুষ্পিকা, অতি বৃদ্ধ মুঞি নিকট মরণ, লোভে মাত্র লিখি কিছু না জানি মরম। জদি জন্ম হয় পুন সংসার ভিতর, ইহাতেই লোভ জেন থাকে নিরন্তর। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪। আকার ১৪" × ৫"। প্রতিলিপি ক ১৩৮৮ দ্রষ্টব্য।

শেষ ও ভনিতা :

[৩খ রামঘাটের পূর্ব্বে তুই [৪ক ক্রোশ গোপিঘাট, গোপীর বস্ত্র হরি কৃষ্ণ কৈল নিত্য নাট।

গোপীঘাটের পূর্ব্বে তুই ক্রোশ নন্দঘাট বরুন হরিঞা কৃষ্ণ নিল নিজ পাট।
বৃন্দাবনের পূর্ব্বে মানসরোবর নানা বৃক্ষ নানা লতা দেখিতে সুন্দর।
সংখেপে কহিল এই বৃন্দাবন ধাম সাধক জে জনা হয় করিবেক ধ্যান।
কে কহিতে পারে বৃন্দাবনের মহিমা শিব ব্রহ্মাদি দেবে দিতে নারে সীমা।
সাধক জে জন ইহা মন দৃঢ় করি জেখানে জে লীলা কৈল সাধনে আচরি।
চৌরাশি ক্রোশ হয় শ্রীব্রজমণ্ডল তার মধ্যে সংক্ষেপে কহিল সকল স্থল।
সাধক লাগিঞা স্থল নির্ণয় করিল মুঞি জে অধম জন দোষ না লইহ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আশ শ্রীবৃন্দাবন ধাম কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥
ইতি ॥ কৃষ্ণদাস বিরচিতং ॥ শ্রীবৃন্দাবনলীলাধামস্থল বর্ণনং সমাপ্ত ॥ ইতি।
পূর্ব্ব গ্রন্থ নকল।

আরম্ভে বিদ্যাপতির এই বিরহ-পদটি আছে, সখি হে বিরাট তনয় দেহ দান ইত্যাদি। অতঃপর, ৭শ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥ শ্রীবৃন্দাবনপরিক্রমা লিখ্যতে ॥ দ্বাদস বন নির্ণয় ॥ শ্রীবৃন্দাবন জো দেখা লোকং স্থানস্থ মনিমণ্ডলেন নানা রত্ননির্ম্মিতং ইত্যাদি শ্লোকাবলি। "তৎপর পয়ার" ॥ ১ক] লিখিয়া বন্দনায় ১খ পৃষ্ঠাতে গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে।

শেষে, মুকুন্দদাসের "মধুরে অনুগত হৈতে সাধ থাকে জার" পদটির পর অষ্টমঞ্জরীর বিবরণ আছে।

২৬ আগম

রচয়িতা যুগলকিশোর দাস

পুঁথিসংখ্যা ৪৭। লিপিকর পঞ্চানন আস দাস, সাকিম গোয়ালপাড়া দিগর বড় চাতুরি। লিপিকাল শকাব্দ ১৭৩৮, সন ১২২৩ সাল, তারিখ ৩০ ফাল্গুন, রোজ বুধবার। নকলকারের জন্ম সন ১১৬৩ সালে প্রবর্ত্ত ১২২৩ সাল······পূর্ণ ৬০ বর্ষ। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৯। আকার ১৪"×৫"। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১খ, ২সং, পৃ ৪২১, ১০১৩। শেষ ও ভনিতা :

চৈতন্যের জত গুণ কেবা দেবে সীমা　　কে কহিতে পারে তার অপার মহিমা।
অনন্ত সহস্র মুখে না পারে কহিতে　　পঞ্চ মুখে আমি তাহা না পারি বলিতে।
জার পদরেণু লাগি আকুল সদা বিধি　　জুগিগণ ভাবিঞা জার না পায় অবধি।
জাহার চরণ লাগি ত্রিজগত বিকল　　সেই পাদপদ্ম লাগি আমি সে পাগল।
তোমারে কহিলাম দেবী পরম আগম　　এ তিন ভুবন মধ্যে নাহি কৃষ্ণ সম।
গৌরাঙ্গবন্যা আসি ভাসাল্য সংসার　　পণ্ডিত রহিলা উচ্চ বান্দিঞা টিটকার।
তপনের তাপ তার সহিতে না পারি　　উল্লুক রহিলা জেন বৃক্ষডাল ধরি।
আকিত পণ্ডিত তারে বিধি বিড়ম্বিল　　প্রিথিবিতে জন্ম তার ব্রথাই হইল।
সেই বন্যায় ডুবিল জগাই মাধাই　　প্রেমজল পাঞা নিস্তার হইল দুইভাই।
ভকত হইল্যা জলে কুম্ভির মকর　　আনন্দ হইঞা ফেরে কারু নাহি ডর।
কলিভুজঙ্গে জিব জত খাঞাছিল্য　　হরিনামমন্ত্র পাঞ্যা আপন প্রাণ পাল্য।
ঠাকুর গোরাঙ্গের গুণ কহনে না জায়　　অনন্ত মহিমা সে পুরাণে না পায়।
সংখেপে কহিলাম কিছু আগম ভাসা　　শ্রীগুরুচরণ মোর বিপদবিনাসা।
জে হয় রসিক সে করিবে শ্রবণ　　ইহাতে জানিবে ভক্ত সকল কারণ।
পয়ার প্রবন্ধ শুনি না দুসিয় ভাসা　　শ্রীকৃষ্ণকথারসে নাশে বিপদবিনাসা।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ হৃদে করি আস　　শ্রীভগবানতত্ত্বকথা কহে শ্রীযুগলকিসোরদাস॥
ইতি আগমকথা সমাপ্ত॥ ৯খ]

১ক পৃষ্ঠা, ৭ শ্রীগুরু শ্রীধর্ম্ম দোহাই। লিখিতং শ্রীগৌতম আজ্ঞা॥

১১১	১১২	১১৩	১২১	১২২	১২৩
১৩১	১৩২	১৩৩	২১১	২১২	২১৩
২২১	২২২	২২৩	২৩১	২৩২	২৩৩
৩১১	৩১২	৩১৩	৩২১	৩২২	৩২৩
৩৩১	৩৩২	৩৩৩			⁖

১১১　যে ভাবহ সে কার্য্য সিদ্ধ হইবেক　　১১২　উতলা না হও দেখিয় গ্রহ

১১৩	এখন না হইবে বিলম্বে হইবেক	১২১	আশা পূর্ণ হইবেক
১২২	জে ভাবহ সেকাল গেল	১২৩	দুখ গেল আশা পূর্ণ হবেক
১৩১	এখন না হবেক কাল গেল	১৩২	যেমন ইশ্চা তাহা সিদ্ধ হবেক
১৩৩	এখ[ন] না হবে বসিঞা রহ	২১১	যে কামনা করহ তাহা সিদ্ধ হবেক
২১২	চিন্তা করহ আশা পূর্ণ হবেক	২১৩	যেন যাইবা কত পাইবা
২২১	এবন নাই হবেক বসিঞা রহ	২২২	রাম রাবণে জুদ্ধ পারাশ্চ
২২৩	আল দেখিঞা কার্য্য করহ	২৩১	চিত্তে দোসন আছে
২৩২	এখন না হবেক কেন করহ	২৩৩	যে কামনা করহ তাহা পূর্ণ হবে
৩১১	এখন খেমা করহ	৩১২	ধ্যাঞা য়ত্তি কার্য্য হঞাছে
৩১৩	উতোলা না হবে কার্য্য হবেক	৩২১	কার্য্য হয়্যাছে সংপূর্ণ
৩২২	কার্য্য কিছু হবে শেষ	৩২৩	ভাবনা না করহ সংপূর্ণ হবে
৩৩১	এখন নইবেক সমএ হবেক	৩৩২	জাইঞা দেখহ দোস আছে
৩৩৩	সর্ব্বত্র সংপূর্ণ হইবেক	০০০	তৃসর্গে সর্ব্বনাস ॥১ক]

২৭ জন্মযাত্রা পদ

রচয়িতা দ্বিজ দামুদর

পুঁথি সংখ্যা ৫০। পত্রসংখ্যা ৪। আকার ১৩১/২"×৫"। লিপিকাল সন ১২৪২ সাল, তাঃ ৪ অগ্রহায়ণ। দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খ, ২সং, পৃ ৬৬৫ ও বর্ত্তমান পুঁথিসংখ্যা ৫৫ (কৃষ্ণের উৎসব)। আরম্ভ :

[১খ হেথা কৃষ্ণের আদেশ পাঞা জোগমাআ আসি, দৈবকীর কারাগারে আসিঞা ত পসি।

দৈবকীর গর্ভ মায়াকর‍্যা আকর্ষণ রোহিণীর গর্ভে রাখেন দেব সঙ্কর্ষণ।
মাসক্রমে রোহিণীর দসমাস হৈল্য চন্দ্রতুল্য সেত বর্ণের পুত্র প্রসবিল।
দৈবকীর অষ্টম গর্ভ তবে আসি হৈল সর্ব্ব গুণান্বিত জোগ হেনকালে হৈল।
নদীতে প্রসন্ন হৈল জল সে নির্ম্মল রোহিণী নক্ষত্র হ্রদে বিকসে কমল।
ব্রাহ্মণেতে বেদ ফুর্তি হৈছে আসি মুখে দসদিগ প্রসন্ন হয় প্রসত্য লোকে।
মন্দ মন্দ বিষ্টি হৈছে মেঘাগম নিসি অন্ধকারে আলা কৈল কৃষ্ণচন্দ্র আসি।

[২খ দৈবকীর কোলে জেই মহামাআ দিল নিগূঢ় বন্ধন জত পুর্ব্বমত হৈল।
মথুরামণ্ডলের কথা এত দূরে সায় গোকুলের কথা কিছু দামোদর গায় ॥
জসোদা সুন্দরী হেথা হইলা প্রসব গগন ভরিঞা সব হৈল কলরব।
জসোমতী নন্দঘোসে ডাকে হাতসানে জনম সফল দেখ পুত্রের বদনে।

শেষ :

[৩ক তবে নন্দ সুবর্ণের শৃঙ্গ দিল রজতের খুর সুরভি সমান গাভি পহিলে বাছুর।
তিল দান কৈল নন্দ অতি বিপরীত মুক্তাদি পঞ্চরত্ন করিল মণ্ডিত।
তিল হলদ্র দধি একত্র করিঞা ঢালিছে সবার সিরে জয় জয় দিঞা।
তৈল হলদ্র দিল ধবলির গায় ভাণ্ডার ভাঙ্গিঞা ধন ব্রাহ্মণে বিলায়।
খই কড়ি দেয় নন্দ আর পাকা তাল নানাবিধ ফল দিল নারিকেল কাঁঠাল।
পুর্ণ কুম্ভ দ্বারেতে করিল রচন আম্রশাখা দিঞা কৈল তাহার সোভন।
নানা শব্দে বাদ্য করে মঙ্গল বাজন নর্ত্তক নর্ত্তকী সব করএ নর্ত্তন।
এই মত নন্দগৃহে আনন্দলহরী স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালেতে ত্রিভুবন ভরি।
স্থাবর জঙ্গম কিবা আর সিন্ধুজল প্রফুল্ল হইল সব বিকসে কমল।
পূর্ণচন্দ্র গোকুলেতে হইল উদয় কৃষ্ণের উশ্চব দ্বিজ দামুদর গায়॥

ইহা ছাড়া পুঁথিটিতে এই পদগুলি আছে :

(ক) জয় জয় কলরব নদিআ নগরে (বাসুদেব ঘোষ), (খ) তবে মিশ্র পুরন্দর মনে বিচারিঞা (বাসুদেব ঘোষ), (গ) নীলাচলে নবকাঞ্চন গোরা (গোবিন্দদাস), (ঘ) ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন (জয়দেব), (ঙ) কুঞ্জলতার তলে লো মাধবীলতার তলে (মুরারি), (চ) এই নিধুবনে রাই নব নিধুবনে (গোবিন্দদাস), (ছ) রাই জাগ রাই জাগ সারিশুখ বলে (জ্ঞানদাস)।

২৮ মনসামঙ্গল

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫১। শেখর রায়ের "দণ্ডাত্মিকা লীলা" পুঁথির ভিতর দিকে (পত্র ২১ক-২৬ক) কাঁচা হাতের প্রতিলিপি। ২৭ সংখ্যক পত্রখানি না থাকায় অসমাপ্ত কিনা বোঝা গেল না। ২৮ পত্রের ভাঁজের ভিতর পিঠে রামায়ণকাহিনী ও অন্যান্য খণ্ডিত পত্রগুলির ভাঁজে ভাঁজে শ্রীগৌরাঙ্গলীলাপ্রসঙ্গ বিবৃত আছে। আকার ১১½"×৪½"। পত্রসংখ্যা ১২। খণ্ডিত। মূল পুঁথির লিপি আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। কিছু অংশ কীটদষ্ট। পুঁথিগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল কাহিনীটিতে বৈচিত্র্য আছে বলিয়া সমগ্র অংশটি মুদ্রিত হইল।

১ সিব বিষ্ট হলধর ভুবনে মহিমা জার
অবতার না জায় গনন

মোহিনিবেশের ছলে সাগর মথনকালে
কুরংঙ্গি স্থকরাল বদন।
অনুকুল হঞা আসি বিবাদ সমাদ লাগি
হেন রূপ ভৈল দামুদরে
দেখি রঙ্গ স্থরঙ্গিনী ভুলিল অনাদিমণি
করপুটে ধাইল অম্বরে।
কহিব এসব নিত্ত মংঙ্গলচণ্ডির কিত্ত
মনসা মহন গুণকথা
পড়িলে জাহার কোপে জলে হিআ অনুতাপে
কেবা রক্ষা পাইঞাছে কোথা।
ঢুলিঞা পড়িল হর কাপে তনু জত আর
হলাহল খাইঞা গরলে
কে জানে কথাএ ধাম কে দেবী মনসা নাম
দেববাণী স্থনি ভুমণ্ডলে।
কান্দে নন্দী মহাকাল আর মত্ত মহিপাল
কান্দে দেবি এ বাকবাহিনি
উথলি সাগর বারি কান্দে শৈলস্থতা নারী
সভে কান্দে লুটাএ ধরণি।
মহিপাল কহে তাঅ কি স্থনি এ অভিলঅ
ভুবনমঙ্গল হেন কথা
জার কালিদহে বারি স্থমঙ্গল বিসহরি
পুজিলে জাইবে দুখ বেথা।
পুজই পার্ব্বত্তির বারি মনসা স্মরণ করি
ঝট আসি মালিনি বসিল
কি হইল[ল] স্থলপানি দেখি পড়িঞাছে ছানি
না বাচিবে নিশ্চঅ কহিল।
কুটিল এ হলাহল খাইঞা পড়িল জাল
কান্দে গঙ্গা জটার ভিতরে॥
গড়ুর মিনতি হঞা পাখার বাতাস দিঞা
ডাডাঞা রঞাছে একপাসে

পরসি ধনন্তরি শুভক্ষণে বিষহরি
স্থির ভেল আহার পরসে।
ভুবনে অভঅ সংকা মনসা নামের ডঙ্কা
সেই দিন হইল সংসারে
জারে নাহি দিএগা ফুল মজিল চান্দর কুল
মৈল বালা নহার বাসরে।
মৈল সাত পুত্র নাতি আছিল তাহাতে সতি
পুত্রবধু বেহুলা সুন্দরী
আপন মাথার খুলি তাহাতে দিপক জালি
আরাধিল মনসার বারি।
... ...
[২ক টলে [ে]জনো মটুক মাথার
কান্দিছে মেনকা সতি কোলে লএগা ছুটি নাতি
দুখে তনু ধুলার ধুসর।
পূর্ণিত বিসাদ অতি দেখিএগা সভার মতি
কহে চণ্ডি মনসামঙ্গল
তুমি কহ পতি তোর জানই জনক [ে]ম[া]র
হইল পাপের বৃক্ষফল।
তুমিহ আমার সতা সতিনি তোমার কথা
ইথে দুখ হঅ নাহি গণি
মা হএগা কঠিন মন কহিল কতেক জন
আর বল চেংজমুড়ি কানি।
মেনকা নাতিনি বলি এল ছুটি বাহু তুলি
সকলি খেমবি দোস মরে
তুমি দেব ধনন্তরি পূজিব তোমার বারি
জত জুগ ভারথ ভিতরে।
মনসার হেট মাথা দেখিএগা সৈলের সুতা
বাহু বেড়ি তুলি নিল কোলে
চাপিল বিষের ভর ইতি জন হলধর
ধরিল বেড়িএগা ভুজ গলে।

কাকালি বাকিল ভরে ধরণি সহিতে নারে
নড়ে কুম্ভপালে বাসকি
পড়িঞা আছএ হর কমল বদন কর
রাহু জেন সসি মাঝে দেখি ।
প্রজাপতি তপধনে সমন বিসাদ মনে
কান্দে ইন্দ্রদেব সুরেস্বরে
সিব সিব হুহংকার তৃভুবনে বারে বার
কান্দে গঙ্গা জটার ভিতরে ।
গড়ুর মিনতি হঞা পাথার বাতাস দিঞা
ডাড়াঞা রঞাছে একপাসে
ধোবানি ধনন্তরি আর তাহে বিষহরি
গেল জালা সকলি পরসে ।
মনসা নামের ডংকা ভুবনে অভঅ সংকা
সেই দিন হইল সংসারে
জারে নাহি দিঞা ফুল মজিল চান্দর কুল
মৈল বালা নহার বাসরে ।
[৩ক মৈল সাত পুত্র নাতি আছিল তাহার সতি
পুত্রবধু বেহুলা সুন্দরী
আপন মাথার খুলি তাহাতে দিপক জালি
আরাধিল মনসার বারি ।
অংঙ্গুল পলিত্যা করি পুজে দেখি বিসহরি
পুড়ি মেদ মাথার মগজে
রাখিতে সেবক ভাবি উন্নত হইলা দেবী
পড়ে ফুল মনসার ধজে ।
হলহলি ক[া]লি আগে চিতি বোড়া তার ভাগে
আসি কালিনাগ ধরে দণ্ড
নাউডংকা ইনিকত জেখানে জে সাজে জত
নাগফণা কটক প্রচণ্ড ।
আইল অনেক পাল ঢেমনা খরিস কাল
আর কালউদঅ গমন

চলে জন বান্দি পাখা গুবুত্যা কালের ডাকা
আসি দেখা দিল জনে জন।
রাজসাপ বুড়ি বুড়ি সাজে কত ঢোড়া ঢোড়ি
আর সংখচুড় বলি জারে
তক্ষক ধরিঞা ফণা চলিল নাগের থানা
বানিকিনি ভাবে জথাকারে।
দুপদি ইতি ॥

[৩খ হিতা বেউলা তেজিঞা সে চম্পানগর করিল দেবীর পূজা ভুবন ভিতর।
আইলা চণ্ডিকা দেবী জে বাগবাহিনি আগে পাছে চলে নাগ হাকিনি কাকিনি।
নাগের হাসুলি গলে নাগের পাসুলি নাগের বেসর দুলে নাগের টিকুলি।
অঙ্গুল মকুর তাহে নাগের অঙ্গুরি নাগের বন্ধন সিথি মা[থা]র কবরি।
হালাগোছা গলে নাগ করের কঙ্কণ নাগের দুবাই সংক্ষ বড়ই চিকন।
বাকপাইঞা নাগ ফণাকরা চাঅ নিতম্বে নাগের ফণা দেখিএ বিস্মঅ।
নাগের কাচুলি বস্ত্র হিআর উপরে বন্নিতে না পারি নাগ সঅন সময়ে।
জঅ দিঞা পুজে বেউলা দেবি ভগবতী এহকাল পরকাল তুমি মর গতি।
সদঅ হইঞা দেবি দেহ পতি দান বাসরে বিদবা তাপ এ ছার পরান।
না করি তমার পূজা চান্দ সদাগরে মরিল তাহার বালা নহার বাসরে।
কান্দে বনপসু পাখি নগরিআ নকে বানিক বাণিনি তারা কত ঝাকে ঝাকে।
[৪ক ··· ··· দিতে পতি মর দান পুজিব তোমার পদ সকল কল্লান।
ছ কড়ি ··· তে কড়ি বেন্যানি কান্দিছে বেরুণা কত নেতার সরনি।
বুলাতে পড়িঞা · র গৃহিনি হের বৃক্ষপত্র সব খসিছে আপুনি।
সদঅ হইঞা বলে দেবি ভগবতি মনসা আমার নাম গ্রামের দেবতি।
নগরে আমার পুজা ভারত ভুবনে করিলে পঞ্চমি নাগ না জাঅ সেখানে।
অভাগিআ বণিক সেদিন খেল ভাত কখন সপনে নাহি দিল ফুলপাত।
নহার বাসরে রাখি বালা লক্ষিন্দর না করে আমার পূজা এত অহঙ্কার।
এবে তুষ্ঠ পাইঞা বেউলা[র] ফুলপানি বর নেহ তোর পতি জিএছে এখুনি।
পড়িঞা দেবীর পদ ধরিল সুন্দরি দুটি পদ ধোআইলা নআনের বারি।
তখুনি তাহার স্বামী বাচিল সত্তরে বাচিল চান্দর বেনো মনসার বরে।
বগা পঞ্চমির দিনে ধুপ দিপ আনি সদাগর পুজিল মনসা ঠাকুরাণি।
আর ছঅ পুত্র ছিল আনি দিল তারে পাতালে আছিল কেহ জমের নগরে।

দিনে দিনে স্থখে নিসি পহাইল সেসে পুজিতে মনসা বেণ্যা আনি দেসে দেসে।
ধনে ধান্ন্য জেমন বাড়িল সদাগরে এমতি রাখএ দেবি জে ভাবই তারে।
কাচাপাকা হালামালা ছেল্যাপিল্যা জার, জলে থালে কালে দেবি তুমি পারাপার।
অপহেল্যা করে জেবা মদ অহঙ্কারে না জানি পড়িবে কবে তমার থাপরে।
জানি বা নাজানি পদ্ম ভাবই তমার সিজগড়ে খেড়ে বড়ে দেবি কর পার।
সআ সের আতব হল দেবাংস্না··· ধূপ গন্ধ চন্দন স্থপারি পঞ্চ বুড়ি।
আলিপনা দিঞা করে ঘটের স··· ···তুলসি সংঙ্খ বন্দুগণ অরি।
সিন্নির নিঅম নাহি জেবা জাহা পা·· ···র বেলাতে বন্দু ডাকি ঘরে ঘরে।
পুজার নিঅম পৃিতি পঞ্চমির দিনে ···চলিল্যা কহি সাধুর নন্দনে।৪খ]

২৯ স্বরূপবর্ণন

নিবন্ধকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৪। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪-৬। আকার ১৪½"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। আরও প্রতিলিপি স ২৫৭, প ৩১৭। সা-প-প ৮, পৃ ৪৯-৫১ প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য। নমুনা, ভনিতা ও শেষ,

[৫খ পতিত অধম আমি নীচ নীচাচারে শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ কৃপা করিল মোরে।
মস্তকে চরণ দিঞা কহিলেন মোরে অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করু তোরে।
শ্রীল শ্রীরঘুনাথভট্ট পতিতপাবন ভরসা হইল চিত্তে লইল সরণ।
চরণমাধুরি আমি কিছু না জানিল তথাপি আমারে অতি কৃপা বহু কৈল।
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গস্থন্দর এত শুনি ভরসা মনে বাড়িল বিস্তর।
তার গুণ্রে লিখি তার লীলারসগুণে কি লিখিএ ভাল মন্দ না জানো সন্ধানে।
শ্রীগৌরাঙ্গের লীলামৃত করিল বিস্তার লীলাক্রম না জানিএ কিবা সারাসার।
তথাপি লালসা মনে বাড়ে অনুক্ষণে তবে রাধাকৃষ্ণ জানি জাহার শ্রবণে।
তবে শেষে এই পদ করিতে ঘটন প্রভুর নিসেধ হৈল না কৈল ব ৫খ]র্ণন।
আমার অভাগ্যকথা শুন সর্ব্বজন প্রাণত্যাগ না হয় করিতে কারণ।
সভে মেলি একদিন রহিএ নির্জ্জনে গৌরলীলা অপ্রকট স্থনিলাম কানে।
শ্রীগোপালভট্টের সিস্য আচার্য্য শ্রীনিবাস তার স্থানে রহ সদা বৃন্দাবনে বাস।
শ্রীলোকনাথ গোস্বাঞির সিস্য তার কহি নাম ঠাকুর শ্রীনরোত্তম অতি অনুপাম।
আচম্বিতে আইলা সভে প্রভুর অগ্রতে, কোথাকারে গেলা সভে না পাই দেখিতে।

তথাপিহ প্রাণ মোর সরিরে রহিল   সেসব বিচ্ছেদলীলা বর্ণন করিল।
একদিন কুঞ্জমধ্যে বসি তিনজন   আজ্ঞা হৈল শ্রীরূপের স্তনহ বচন।
মোর ভ্রাতষপুত্র শ্রীজিবগোসাঞি   গ্রন্থের অধিকার দেহ তাহারে আনাঞী।
শ্রীজিবে আনিঞা গ্রন্থ অধিকার দিল   শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা বহু কৈল।
অনেক স্থলভ গ্রন্থ কৈল মহাস্থর   নিত্যলীলা স্থাপন জাথে ব্রজরসপুর।
শ্রীরূপ ব্রজলীলা করিল বিস্তার   পরকীয়া মত তাহা করিল প্রচার।
পূর্ব্বে সেই মত তাহা গ্রন্থে বিবরিল   নিজ গ্রন্থে স্বকীয়া তাহা আচরিল।
একে দুঃখে মরি আর তাহে এসকল কথন   লজ্জাএ প্রাণমাত্র করিএ ধারণ।
একদিন নিবেদন করিল তাহারে   শ্রীরূপের আজ্ঞা হইল আমারে।
তিন জনে কৃপা কৈল কিছু গ্রন্থের সার   গৌড়দেশে লঞা তাহা করিব বিস্তার।
তিহো কৃপা করিল গ্রন্থে এই তিন জন   নমস্করি গৌড়দেসে করিল পয়ান।
শ্রীরূপআজ্ঞা তাহে রাধাকৃষ্ণলী ৬ক] লা, স্থখে গৌড়বাসি লোক তাহা আচরিলা।
শ্রীরূপরঘুনাথপদে জার আশ   স্বরূপবর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥

৩০ চৈতন্যতত্ত্বসার

নিবন্ধকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৬। লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল, তারিখ ১২ মাঘ, শকাব্দা ১৭৫৩। লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং বড়চাতুরি। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪। আকার ১৩½" × ৫"। দ্রষ্টব্য পুঁথি প ৩২৯, ৩৪০। নমুনা,

[১ক   আপনে আইলা গৌর শুন তার কথা   শুনিতে লাগয়ে স্থখ লীলামৃতগাথা।
ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজে হৈলা অবতার   পরমস্থন্দরী রাধা সখিগণ আর।
এই সব লৈঞা কৈল বহু স্থখ উলাষ   তার সবশেষে কিছু করিব প্রকাশ।
তিন বাঞ্চা অভিলাষী নহিল পুরণ   এই হেতু অবতীর্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীরাধিকার বর্ণ গৌর করিল ধারণ   সেই তিন বস্তু গৌর করিল আস্বাদন।
জেইকালে সেই ভাব পড়ি জায় মনে   আস্বাদএ রামানন্দ স্বরূপের সনে।
আর জে পূর্ব্বের কথা স্থন মন দিঞা   অষ্ট যুতেশ্বরী সঙ্গে জন্মিলা আসিঞা।
অষ্ট অষ্ট করি হয় চৌষটী গণন   তা সভার নাম কিছু করিব রচন।
অপূর্ব্ব নিগূঢ় কথা শুন সর্ব্বজন   বিস্তা[র] না করিহ কথা রাখিহ গোপন।
ললিতা সখি রত্নরেখা তার শুন নাম   আচার্য্যরত্ন বলি তাহার আখ্যান।
রত্নগর্ভ ঠাকুর তার নাম লিখি   ...   .।

তৃতীয় সুভদ্রা বলি তার সঙ্গে সখি   চন্দ্রসেখরাচার্য্য তাঁর নাম লিখি ।
তারপর লিখি মা১ক]ল্যানি ঠাকুরানি   আচার্য্য বনমালী ঘটক বিশ্বামিত্র মুনি ।
বিধব্বাসুতা রুক্মিনি সাক্ষাত বিষ্ণুপ্রিআ   সনাতনমিত্রঘরে জন্মিলা আসিঞা ।
রুক্মিনি জে হইলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী   সেইমত কাশীনাথ জানিহ আপনি ।
[৪ক ভাগবতি দেবানন্দ জেন ভাগ্যমনি   তেমতি লিখিএ জেমত সাধুশাস্ত্র শুনি ।
চৈতন্যের ভক্তগণের গূঢ় অবতার   আগম নিগম খিতি বেদবিধিপার ।
প্রিয় ভক্তগণমত্ত সর্ব্বতত্ব জানে   সর্ব্বভাবের ভক্ত শ্রীচৈতন্যের সনে ।
কে কহিতে পারে সব লীলার তরঙ্গে   ...   . ।
অনন্ত বৈষ্ণব জন্মিলা পৃথিবীতে   কত রূপে বৈষ্ণব ফেরে কে পারে কহিতে ।
নিন্দুক পাসণ্ড সব বড় দুঃখ পায়   আলাকালি দিঞা সব উঠিঞা পালায় ।
বৈষ্ণবচরণে মোর এই নিবেদন   নিন্দুক পাষণ্ডসঙ্গ না করিহ কখন ।
বৈষ্ণব গোসাঞি হন পতিতপাবন   রাধাকৃষ্ণলীলা জার স্মরণ মনন ।
বৈষ্ণবচরণে মোর বহু আস   শ্রীচৈতন্যতত্বসার কহেন কৃষ্ণদাস ॥

[৪খ আরতির পদ । (ক) শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল (বীর বল্লভদাস), (খ) জয় জয় আরতি গৌরকিশোর (রাধাবল্লভ দাস), (গ) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরতি সাজে (দীন কৃষ্ণদাস) । ৪খ(১)]

৩১ বৈষ্ণবামৃত

নিবন্ধকার নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৭ । লিপিকাল সন ১২৪২ সাল, তা ২ কার্ত্তিক, রোজ রবিবার । লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং বড়চাতুরি । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৫ । আকার ১৩২ৄ"×৫" । দ্রষ্টব্য পুঁথি গ ৪৯৮৯ । আরম্ভ,

[১ক/৭শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ । বৈষ্ণবামৃত লিক্ষতে ॥

আনন্দে বোলহ হরি ভজ বৃন্দাবন   ঠাকুরবৈষ্ণবপায় মজাইঞা মন ।
বৈষ্ণব গোস্বাঞি ভাই অপার মহিমা   আপনে কৃষ্ণ জার দিতে নারে সীমা ।
[৪খ ইহার গুণ জাহার চিত্তে থাকএ অন্যথা   পাণ্ডবের বনবাস দেখহ সর্ব্বথা ।
সহস্র ব্রাহ্মণ রাজা কর্যাছে নিয়মে   সহস্র পুণ্য হৈলে রাজা করেন ভোজনে ।
বৈষ্ণবমহিমা আর রাজার মন শুধিবারে, এক ব্রাহ্মণ না আইল রাজা চিন্তিত অন্তরে ।
হেনকালে এক অকিঞ্চন বৈষ্ণব আইল   আনন্দিত হঞা তারে ভোজনে বসাইল ।
প্রভু দিঞাছেন সঙ্খ সংখ্যা পুন্যন্তরে   সহস্র পুণ্য হৈলে সঙ্খ বাজে একবারে ।৪খ]

[৫ক সেই বৈষ্ণব এক গ্রাস করিল ভোজনে, সঘনে সংঙ্খধ্বনি হয় রাজা বিস্ময় মনে।
দেখিঞা জদ্যপি জুধিষ্টির ভক্ত ধীর তথাচ কৃষ্ণের তত্ব না জানে গম্ভীর।
ভক্তাধিন কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তে জানাবারে উপনীত কৃষ্ণচন্দ্র রাজার গোচরে।
কৃষ্ণ দেখি সভে মেলি পড়িলা চরণে অনাথের নাথ প্রভু করো নিবেদনে।
তোমার মায়া প্রভু কে বুঝিতে পারে ইহার বিশেষ প্রভু কহিবে আমারে।
সহস্র ব্রাহ্মণ আমি করিল নিয়ম সহস্র পুণ্য হৈলে আমি করিএ ভোজন।
আজি কেনে দেখি প্রভু তোমার বিড়ম্বনা এক ব্রাহ্মণ না আইল পাইএ জাতনা
কৃষ্ণ কহে রাজা তুমি দুঃখিত কেন মনে তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে গণনে।
দেখ এক বৈষ্ণব আজি করিল ভোজনে দস কোটি বিপ্র নহে তাহার সমানে।
তথাহি
ন মে ভক্তাং চতুর্ব্বেদি মদ্ভক্ত সপচঃ প্রিয়ঃ তস্মৈর্দ্দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স্ব চ পুণ্যং যথাহ্যহং ॥১৩॥
কৃষ্ণবাক্য স্থনি রাজা মনতুষ্ট হৈল বৈষ্ণবের মহিমাগুণ গাইতে লাগিল।
বৈষ্ণব ভজরে ভাই দেখ বৈষ্ণবমহিমা আপনে প্রভু জার দিতে নারে সীমা।
শ্রীমৎ আচার্য্য প্রভুর চরণ করি আস বৈষ্ণবামৃত রচিল শ্রীনরোত্তমদাস ॥
ইতি শ্রীবৈষ্ণবামৃত সমাপ্ত ॥

৩২ মনঃশিক্ষা

নিবন্ধকার যদুনন্দন দাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪। আকার ১৩½"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। আরম্ভ, [১খ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং ॥

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িসু সুজনে ওসুরগণে স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ নবযুবদ্বন্দ শরণে ॥ সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বা মতিতবামেয়েস্বান্ত ভ্রাতশ্চটুভিরভিয়া চে শ্রৃত পদঃ ॥১॥ বড়ারি ॥

শুন মোর ভাই মন গুরুগোষ্ঠী যত জন
আর যত ব্রজবাসিগণ
ব্রাহ্মণবৈষ্ণবস্থানে দম্ভ ছাড় অনুক্ষণে
ধর ধর এই নিবেদন।
রাধাকৃষ্ণ নামমন্ত্র সর্ব্ব শাস্ত্র বেদতন্ত্র
শরণ লইঞা সেব তায়

অত্যন্ত আপুর্ব্ব রতি বাঢ়াহ সদাই মতি
জাচাইঞা ধর দুই পায় ॥ তথাহি ॥
[৪ক কীর্ত্তন শ্রবণ নতি ধ্যান পুযাএ বিরতি
এই পঞ্চামৃতে কৃষ্ণরাধা
সেবা কর গোবর্দ্ধনে সদা হঞা নিমগনে
ইহাতে না হবে কোন বাধা।
এই মনশিক্ষাগণ পড়ে শুনে যেই যন
শ্রীরূপের জুথমধ্যে হঞা
সে রহে গোকুলমাঝে রাধাকৃষ্ণ সেবাকাজে
শুন মন কহিল জানিঞা ॥

মনশিক্ষাদ্যেকাদশ করব মেতন্মধুরয়া গিরা গায়ত্যুচ্চৈ সমধিগত সর্ব্বাথততি যঃ। সযুথ শ্রীরূপানুগঃ ইহভবন গোকুল বনে জনো বাধীত্তন ভজন রত্নং স লভতে ॥১২॥

মনশিক্ষা কথামৃতে রঘুনাথমুখোদিতে
সংস্কৃতে শ্লোকবন্ধে হয়
প্রাকৃতে কহিল এথা মন বুঝাইতে কথা
এ জদুনন্দনদাস কয় ॥

৩৩ শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী

গ্রন্থকার রসময় দাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৯। লিপিকাল সন ১১৭২ সাল, তারিখ ২৬ ভাদ্র, রোজ রবিবার। লিপিকর গোলাম ঘোষ, সাকিম সামাঞীদহ। পাঠক ভাগবত ভূই, সাকিম সামাঞীদহ। অথণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৮। আকার ১৪" × ৫"। আরম্ভ,

[১খ/৭ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

শ্রীগুরুচরণে করোঁ অনন্ত প্রণতি যাঁহা বিনু জীবনে মরণে নাহিঁগতি।
জয় জয় মহাপ্রভু গৌর ভগবান তোমার পাদারবিন্দে ভক্তি দেহ দান।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু কৃপার সাগর ভক্তিদান দিঞা কর আপন কিঙ্কর।
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দিনদুঃখীর জীবন দন্তে তৃণ করি মাগোঁ দেহ প্রেমধন।
গদাধরপণ্ডিত ঠাকুর শ্রীনিবাস ভক্তি দিঞা কর মোরে আপনার দাশ।
স্বরূপ জগদানন্দ প্রভু হরিদাস তোমা সভার পাদপদ্ম জন্মে জন্মে আশ।
শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন তোমা সভার পদধূলি মস্তকভূষণ।

শ্রীরূপগোসাঞি আর প্রভু সনাতন   দোঁহার পাদারবিন্দ আমার জীবন।
শ্রীগোপালভট্ট প্রভু ভট্টরঘুনাথ   জন্ম জন্ম দোঁহার দাসের হও দাস।
রঘুনাথদাসপদ হিয়ামাঝে ধরি   শ্রীজীবগোসাঞির পাদপদ্মে নমস্করি।
শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরমহাশয়   তোমার পাদারবিন্দে করিএ বিনয়।
অনন্ত বৈষ্ণব সব করিল বন্দন   নিজাভিষ্ট পদধূলি মস্তকভূষণ।
ইষ্টদেব স্মরণ করিলে ভক্তি মিলে   মহান্ত বৈষ্ণব সুখি সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
শ্রীরূপগোসাঞির কথা অনন্ত অপার   আপনে গৌরাঙ্গ কৈল শক্তির সঞ্চার।
রসামৃতসিন্ধু নাম গ্রন্থ মহাসুর   রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা বিলাস প্রচুর।
অতি সুলাবণ্য কথা আছয়ে লিখন   অল্পমাত্র আস্বাদ করিতে হয় মন।
চর্ব্বণ করিব তার চর্ব্বিত প্রসাদ   শ্রীরূপগোসাঞি মোর ক্ষম অপরাধ।
গ্রন্থের আরম্ভে কৈল মঙ্গল ঘটনা   বস্তুনির্দ্দেশ কৃষ্ণচন্দ্রের বর্ণনা।
গ্রন্থের ১খ] প্রথম শ্লোক করিতে বিচার   শ্রীরূপপাদারবিন্দে করি নমস্কার।
শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র দীপ্ত কলেবরে   বৃন্দাবনে বাসস্থলী তাহার অন্তরে।
দ্বাদশ রসের মূর্ত্তি নন্দের কুমার   শান্ত আর দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার।
হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভচ্ছ ভয়   কৃষ্ণের বিলাস ইথে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সর্ব্বরস করম্বিত ত্রিভঙ্গসুন্দর   বৃন্দাবনে উদয় করয়ে নিরন্তর।
প্রসরণ অঙ্গের কান্তির ছটা দেখি   বশীভূত হইলেন পানিতারা সখী।
আত্মসাথ করিলেন শ্যামা ললিতারে   রাধিকার প্রিতিকর্ত্তা নন্দের কুমারে।
চন্দ্রপক্ষে এইমত আছএ লিখন   শ্রীজীবটীকার অর্থ অতি বিলক্ষণ।
ভক্তিহীন মুঞি অর্থ বুঝিতে না পারি   শ্রীরূপউচ্ছিষ্ট মুখে আস্বাদন করি।
অত্যন্ত নিগূঢ় অর্থ না পারি বুঝিতে   যথা তথা কহিমাত্র আপনা শোধিতে।
রাধার প্রাণনাথ কৃষ্ণ জয় সর্ব্বকাল   সর্ব্বোতকর্ষ পঞ্চশ্লোক পরম রসাল।২ক]

শেষ,

[১৮ক এই ত প্রেমের কথা সংক্ষেপে কহিল   অন্য গ্রন্থকথা হৈতে বহুত লেখিল।
সাধ্য সাধনতত্ত্ব কহিবার তরে   ভাবভক্তি প্রেমভক্তির কহিল বিচারে।
ইহার শ্রবণে ভাব প্রেমভক্তি জানি   শ্রীরূপপাদারবিন্দ আজ্ঞা অনুমানি।
নিজকৃত নহে কিন্তু গ্রন্থের বচন   কৃপা করি আস্বাদ করিবে ভক্তগণ।
নিজাভীষ্ট চরণে করিয়ে বহু নতি   কহিতে ই কথা মোর কিসের সকতি।
দুই এক শ্লোকমাত্র করিল বিচার   ভাবভক্তি প্রেমভক্তি সাধন আচার।
শ্রীরূপচরণে বহু প্রণাম আচরি   প্রেমভক্তিলহরি কহিল যত্ন করি।

কৃষ্ণভক্তি বর্ণিলাম গ্রন্থরসকথা শুনিলে পরম সুখ পাইবে সর্ব্বথা।
শ্রীগুরুপাদারবিন্দ নিজ শিরে ধরি শ্রীরূপগোসাঞির পাদপদ্মে নমস্করি।
বন্দিঞা সকল মহান্তের পদধূলি রসময়দাস কহে কৃষ্ণভক্তিবল্লী॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী সমাপ্ত॥
প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য সা-প-প ১৩, পৃ ১৬৯।

৩৪ সীতার বারমাস্যা

রচয়িতা কৃত্তিবাস

পুঁথিসংখ্যা ৬১। পত্রসংখ্যা ১। অখণ্ডিত। আকার ১৪"×১০"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বের। শেষ,

পৌষে প্রবল শীত বস্ত্র নাহি পাশ হিমালয়পর্ব্বতে আস্যা দারুণ বাতাস।
শীতে তনু থরথর দন্তেদন্তে বাজে তিন দিগে তিন জন অগ্নি কর‍্যা মাঝে।
শীতেতে কাতর হঞা বসি দুইজন কাষ্ঠ ভাঙ্গিঞা আনেন আপনে
নারায়ণ॥১০॥ ধুয়া॥
মাঘে মকরজাত্রা কর্ম্মডি দুর্গতি সীতার কপালে লেখা সোনার মৃগিটি।
মৃগি খেদাড়িঞা গেলা শ্রীরামলক্ষ্মণ সীতা হর‍্যা লঞা গেল পাপীষ্ঠ রাবণ।
সীতা হর‍্যা লঞা রাখে অশোকের বনে ছয় মাস মধ্যে দেখা নাঞী পক্ষ
পক্ষি সনে॥১১॥ ধুয়া॥
ফাল্গুনে দুগুণ দুঃখ সীতার অন্তরে রঞা রঞা পড়ে মনে অজধ্যানগরে।
রঞা রঞা পড়ে মনে কৌশল্যা শাশুড়ী চঞ্চল হইল মন রহিতে না পারি।
বারমাসে তের পদ নেহ ত শুনিঞা, এত দুঃখ পাল্যে সীতা বনবাসে জেঞা॥১২॥
বার মাসের দুঃখ সীতা কহে সখিপাশ সীতার বারমেস্যা গান পণ্ডিত
কীর্ত্তিবাস॥ইতি

৩৫ কবিরাজী পাতড়া

গ্রন্থকার অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৬৫। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫২। স্থানে স্থানে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। কীটদষ্ট। আকার ৭"×২½"। লিপিকাল শকাব্দা ১৭৫৪, আগমবাগীশ ঠাকুরদের ঘরের গ্রন্থ দৃষ্টে নকল। নমুনা,

কুক্কুর কামড় ভাল হয় তাহার যৌবন॥ আকন্দ ফুল আসাড়িয়া পোকা ৭ সাতটী

বাঁটিঞা খাইলে কুঃকুর কামড় ভাল হয়। ঘোড়ার নাদি ম্বালা গুড় দুই পলে বাঁটীঞা খাওাবেক। কুকুর কামড় ভাল হয়। আঁকড়ের সিকড় বাঁটিঞা উষ্ম ঘৃতের সহিত পান করিবেক তবে উষ্ম ঘৃত মাখিবেক তবে কুঃকুর ও স্রিগালে কাটিলে ভাল হয়। ৩ক, খ]

অক্ষাকাসের ঔষদ ॥ মরিচ গুড়া বয়ড়া গুড় কটু তৈল এসাং প্রতি ৫ এক তোলা বড়ি করিঞা সাত রোজ খাইলে স্লেষাকাস সেত সেত কোকিলা ক্ষেরপোর্ক্ষ ছাগ-দুগ্ধের সহিত গুলিঞা মধুপরিখ দিঞা খাইলে অক্ষাকাস ঘোচে ॥ বাসকপত্র চিনি দিঞা পান করিলে রক্তকাস ঘোচে ॥৮॥ ২খ]

হারিস মন্ত্র ॥ হারিসের মন্ত্র এবং ঔষদ ॥
সাকরঙ্কর সংকরচরিতে জে শুনএ এহ চরিতে তাকর না হয় হারিসে।
শুজ্জি হারিষ অন্ত হারিষ দন্ত হারিষ নাক হারিষ জুর্ভ। হারিষ
জে জানএ এই চরিতে তাকর বংশে না হয় হারিষে
জানিঞা জে না কয় গোঃহত্যা ব্রহ্মহত্যার পাতকি হয়।
দোঁ [হা]ই সদাসিবের ॥

৩৬ সত্যপীর-পাঁচালী

রচয়িতা ফকিররাম দাস

পুঁথিসংখ্যা ৬৭। লিপিকাল সন ১২০৮ সাল, তাং ১৫ বৈশাখ, সোমবার, বেলা দুই প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত। লিপিকর বক্র···ব সর্ম্মা, সাং সুরুল। খণ্ডিত। পত্র-সংখ্যা ২২। আকার ১৪" × ৫"। জীর্ণ ও কীটদষ্ট। ভনিতা, [২১খ] বন্দিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিয়া ত্রপদি ছন্দ রচিল ভিশক ফকিররাম। [৪খ] দৈবকীনন্দন বলে আসিয়া বটের তলে দ্বিজবরে বলেন ফকির। [১৩ক] পীরের কীর্ত্তনে ফকিররামে ভনে স্নামপদ-সরসিজে। [১৬খ] ফুকরে ফকির ফিকির ছলে, কবিরাজ ফকির কবিত্ত বলে। [৩ক] ফকিররাম কবিরাজে কয়, আজু বড় দেখি মঙ্গলময়। [১১ক] কবিরাজে কৈল কন্তা এক হইল পুর্ণ শশধরপারা। প্রসঙ্গতঃ পুঁথি স ৩৫১ ও সা-প-প ৪, পৃ ৩৪০, ৭৬ দ্রষ্টব্য।

[৬ক বর্ষাকালে বিষ্টী আমার গায় পড়ে ধারা ঘরমে সোকর গন্নেশকৌ আসমান কী তারা।
বসিতে তিলক ঠাঞী নাই একোন ওকোন বুলি মেরো ঘরমে সাতার বহে পেট পিয়া হায়টুলী।
দুয়ার বাটে জল জান জে শুনিতে বিসম সাড়া মোচ করকে মাছ পাকড়ে খড়মে দেকে ম্নাড়া।

জল ধরিলে স্ত্রীপুরুষে খোলায় করে সেচি   হাম দরোজে সাজড়া জোড়ে সিউনি পিছাপিছি।
[৭ক দুঃখ সুনি দেজের দেওয়ানে দআ লাগে   কৃপা করি কহেন কাঙ্গাল বিপ্রআগে।
তেরে তাপতা কহি বিদরে মেরো বুক   তও হাম ফকীর সঙরে তোর দুখ।
দোয়াগির দেওয়ান দিজেরে কহে পুন   এক বাত বাতাঙ মেরে বাত সুন।
সত্যপির সাহেব আউল্যাজিকে পুজ   সব দুখ জাএগা মেরে বাত বুঝ। ৭ক]
[৭খ প্রচারিয়া পূজার পত্তন জথাবিধি   বিবরিয়া ব্রাহ্মনে বলেন দয়ানিধি।
তোম জো শৌ মোকাম করগে তওটাম   তেশহি চলেগা বাবা দুনিয়া তামাম।
দিজ বলে দেওান উত্তম কহ তুমি   জবনের দেবতা পূজিব কেন আমি।
সব জাইয়া কেবল আছেন মাত্র জাতি   তাও পায়া মজাবে এমন দেখি ভাতি।
কাহে বাওয়া কেন্তরে জাওগে তেরা জাত   রামচেলা হোকে তোম এছা কহ বাত।
দেখ জাকে পুরান কোরান দেখ   জেই রাম শোই রহিম দোনোই এক।
তেরে দিল একিদা শাহেব তোর নাম   রাম আওর কেশন বেশন সাব হাম। ৭খ]
[৮ক কি বলিলে ফকির আবার দেখি কও   হাম রাম রহিম দোনহ তোম হোও।
দেখাও আগে মুরতি তবে জাই এতবার   ওরে আও ব্রাহ্মন হইও খবরদার।
এত বলি ঠাকুর হইলা চতুর্ভুর্জ   চারি হাতে শোভে সংখচক্রগদামবুজ।
আরোহন গরুড়ে গলায় বনমালা   চারিদিগ রূপে[র] কিরণে হইল আলা।
দিজত্তম নয়ান ভরিয়া রূপ দেখে   চিত্রকর চিত্রের পুত্তলি জেন লেখে।
মূর্ছা হইয়া ব্রাহ্মন পড়িলা সেইখানে   অদর্শনে ঠাকুর গেলেন নিজস্থানে।
শেষ,
[২৩ক ... ... পিরের পুস্তক হইল সায়।
তব পদে আরজ করিয়ে সত্যপির   বিপ্রবর্গে পাইয়া হইবা দোয়াগির।
[পুত্র] কন্যায়ে বাটীবে অতিরত   পাত্রমিত্র সিকদার ওদ্ধার আদি জত।
মণ্ডল মুখ্যাগনের মঙ্গল চিন্তয়নে ২৩ক] ... প্রহরি প্রভৃতি প্রজাগনে।
নায়েকর কল্যান করিহ···তাঁর   সিদ্ধ কর্য মনের বাসনা প্রভু জার।
কথকের ··· ··· রহ পরিপূর্ণ   দয়াময় দাসের দুষ্টের দর্পচূর্ণ।
য়েই সত্যপিরের কথা হয় জেইখানে   সাংজাত··· ··· হব সেইস্থানে।
সত্যপিরে সঙরি সমরে জায় জে   সুরাসুর সমূহে পূজিত হয় সে।
জপ করি জে নাম ······জায়   শ্রীজনাথ দত্তিএ দেখিতে নাহি পায়।

কাকবন্ধ্যা জন্মবন্ধ্যা মৃতবছা নারি   ধনপুত্রে লক্ষিতে ... .. গাড়ি।
কবিমুখে কত না কহিব ফলস্তুতি   হরি বল সবাই সমাপ্ত হইল পুথি ॥ ২৩খ]

৩৭ বৈষ্ণবমঙ্গল

গ্রন্থকার ভরতপণ্ডিত

পুঁথিসংখ্যা ৬৯। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩-৪৭। আকার ১৪"×৪১/২"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বের। দ্রষ্টব্য প্রতিলিপি গ ৫০০১; সা-প-প ৪, পৃ ৩২২; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১খ, ২ সং, পৃ ১০৩০।

নমুনা ও ভনিতা,

[২২খ সকল তীর্থের জলে স্নান আচরিয়া   মৃত্তিকা পাষাণ আদি প্রতিমা পূজিয়া।
শরীর শুধিআ পরকালে শুদ্ধি পাই   বৈষ্ণবদর্শনে মহাপাতক এড়াই।
ভক্তবৎসল হরি স্বস্থান তেজিয়া   ভক্তর পশ্চাত বুলে ভাবে বসাইয়া।
বৎসকের পাছু জেন ধায়ে ধেনুগণ   তেনমত ভক্তর পশ্চাত নারায়ণ।
হেনক বৈষ্ণবে ভক্তি সংসারে প্রধান   করতলে মুক্তিপদ ইথে নাহি আন।
বিষ্ণুভক্ত জনের মহিমা তোরে কহি   সংক্ষেপে তাহার কথা শুন ছাত্র ভাই।
চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণকমলে   ভরথপণ্ডিত বলে বৈষ্ণবমঙ্গলে ॥

৩৮ রাধাকৃষ্ণবিলাস

গ্রন্থকার ভবানীদাস ঘোষ

পুঁথিসংখ্যা ৭৮। দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড। লিপিকাল সন ১১৯২ সাল; শকাব্দ ১৭০৭। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৬। আকার ১৩"×৫"। দ্রষ্টব্য সা-প-প ৮, পৃ ৩৮-৩৯; আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ ফাল্গুন, ১৩৪৬ সাল। আরম্ভ, ॥৭ শ্রীহরিচরণ সহায় ॥ শ্রীসচিনন্দনং ॥ তত্রৈব গঙ্গা জমুনা চ তত্র। সর্ব্বানি তীর্থানি বসন্তি তত্র জত্রাচ্যুতাদার কথাপ্রসংঙ্গ ॥ সরস্বতিচর[ণ]স্বরণং ॥

তাহার উদ্দেশে আমি কহিয়ে বিশেষে   নারায়ণস্বরূপ ব্যাস মহাকবি লাসে (?)।
আগে চণ্ডিদেবী বন্দো পাকে দিনরবি   ...   .।
রঘুনামে মহাকাব্য কবি কালিদাস   আগে পার্ব্বতী বন্দো মহাদেব পশ্চাৎ।
জয়দেবপুস্তক দেকহ সাক্ষাতে   আগে রাধা বন্দিব মাধব পচ্ছাতে।
আগম পুরাণ বেদ বুধমু[খে]খ শুনি   সেই অনুসারে রচিল দাস ভবানী।
পাতগুনিবাসী ঘোষ ভবানী অবোধা   জনক জাদবানন্দ জননী জশোদা।

ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষ নন্দউৎ[স]ব দিনে বিপ্ররূপে আজ্ঞা প্রভু করিল আপনে।
তাহার আজ্ঞাএ দানখণ্ডনৌকাখণ্ড করি সুধাসিন্ধু মাঝে জেন আনন্দ হঞা হরি।
বিপ্রবুদ্ধি জত গুরু পদ করি আশ ভবানিদাস কহে রাধাকৃষ্ণর বিলাস।
দানখণ্ডনৌকাখণ্ড কবিত্ব রচিত শ্রীভাগবৎ কথা শুনহ নিভৃত। ১খ]

ভনিতা,

ভবানীদাস বলে দানখণ্ড পূর্ব্বখণ্ড রাধাকৃষ্ণ পরিহাস্ত অমৃতের ভাণ্ড। ইতি দানখণ্ড সমাপ্ত ॥ নৌকখণ্ড আরম্ভ ॥ ১২ক] ;

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড রচিল ভবানীদাস জে জনা শুনএ তার গোলোকে হয় বাস। ইতি দানখণ্ড নৌকাখণ্ড সমাপ্ত ॥ ১৬খ]

৩৯ অর্থযুক্ত চাণক্য শত অষ্টোত্ত[র] শ্লোক

অনুবাদক অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭৯। অসমাপ্ত (?)। পত্রসংখ্যা ১৩। আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের। আরম্ভ, ⁄৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥ চাণক্যশ্লোক লিখ্যতে অর্থযুক্তাঃ ॥ নানা শাস্ত্রো কৃতং বক্ষ্যো রাজোনিতি সমুচ্চয়ং, সর্ব্বং বিজমিদং শাস্ত্রং চাণক্যং সার সংগ্রহং ॥১॥ অথ নানা পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে আনিত অথচ উৎকৃষ্ট সংগ্রহ এবং রাজাদীগের সকল গতি এবং সকলের বিজস্বরূপ জে চাণক্যা তাহা আমি বলিব ॥১॥ শ্লোক ॥ মূলসূত্র প্রবক্ষ্যামী চাণক্যেন জথোদিতং, যেন বিজ্ঞান মাত্রেন মোর্খো ভবতি পণ্ডিত ॥২॥ অর্থ ॥ চাণক্যপণ্ডিত জেমন মুলসূত্র কহিঞাছেন তেমন আমি কহিব জাহা জানিবামাত্রে তেহু মূর্খ জে মনস্য তিনি পণ্ডিত হএন ॥২॥ শ্লোক ॥ পঠ পুত্র সদা নিত্যং অক্ষরং হৃদয়েং কুরু, সদেসে পূজ্যতে রাজা বিদ্যা[ন] সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥৩॥ অর্থ ॥ পুত্রকে সর্ব্বদা পাঠ করং এবং নিত করাদি বর্ণ মনে কর জে হেতুক রাজা তাহারা আপন দেসে পূজিত হন কিন্তু বিদ্যা[ন] সর্ব্বস্থানে পূজিতা হএন ॥৩॥ শ্লোক ॥ কামধেনুসমা বিদ্যা অকালে ফলদাইকা, বিদেসে সদৃশি মাতা বিদ্যারত্ন মহাধনং ॥৪॥ অর্থ ॥ কামধেনুতুল্যা জে বিদ্যা তিনি অকালে ফল দেন এবং বিদেসে মাএর সমান হন এই হেতুক বিদ্যাকে মহারত্ন ধন বলেন ॥৪॥ ১খ]

॥ শ্লোক ॥ অর্থনাস মনস্তাপং গৃহে দুসচরিতানি চ, পঞ্চেনকাপমানঞ্চ মতিমান্ন প্রকাসয়েৎ ॥ ১০৮ ॥ অর্থনাস ও মনদুঃখ আর গৃহের জে মন্দকর্ম্ম এবং নিন্দা ও অপমান এই সকল বুদ্ধিমান যে ব্যক্তি সে কখন প্রকাষ করিবে না ॥ ১০৮ ॥ অষ্টোত্যর-সত শ্লোক অর্থযুক্তসমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥ উপশ্লোক ॥ নাস্ত পীরন্তি স্বয়মেব নজ্জদয় ন খা-

দস্তি ফলং হি বিষ্ণ্যা পরঘটাং কিং ফলমুক্ত সস্তা পরস্তপকারয় সতা বিভূতি ॥১॥ তুজন সজনিকতু জন্তে নাপী নস্ত তেজ নৌকাস্তন সংসক্তা রক্তং পীবস্তি নামৃতং ॥ ২ ॥ অহঙ্কবস্থমিত্রস্ত দিঘ্যগ্রীব থরস্তথাত্রকোন কুংকুমশ্চৈব সড়েতে গায় কৌতুসা ॥৩॥ এ-কেহুতপা চিতা স্বর্গ সড়তি জএ নিরাস্তরং ধন্তা সাধু থরনিদেবি কিং ন জাতি রসাতলং ॥৪॥ ১৩খ] অসমাপ্ত ? ।

৪০ সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা

নিবন্ধকার নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ৮২। লিপিকর পঞ্চানন আস দাসস্ত দাস, সাং বড়চাতুরি। লিপিকাল শকাব্দা ১৭৫৫, সন ১২৪০ সাল, তারিখ ৩ অগ্রহায়ণ, রোজ রবিবার, শুক্লপক্ষ ॥ অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৬। আকার ১৩½"×৫"। আরম্ভ, ৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণ সহায় ॥ অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং, তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

[১খ শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি জীবনে মরণে শ্রীগুরু হইতে ভাই পাই সর্ব্বজনে।
এমন দয়ার সিন্ধু শ্রীগুরুগোসাঞি জাহার কৃপায় মুঞি হেন ধন পাই।
প্রথমে মন্ত্রকৃপা করি কুল উদ্ধারিল অন্ধকার ঘুচাইঞা মাণিক বাসাইল।
তারপর কর্ম্মনা বিস্তার করিঞা বর্ণাশ্রম কৈল দূর দাসাখ্যান দিঞা।
সাধক পাইল তবে দাস নাম ধরি তৎপর থুইল নাম সিদ্ধমঞ্জরী।
সাধ্যের সিধ্যের জত কারণ করণা সংক্ষেপে কহিব কথা সুন সর্ব্বজনা।
[২খ সদা অনুসার আর ভাবনা করিঞা সরস চাতুরি আর আত্মা নিবেদিঞা।
জেহ্ন তাঁরে ভাবনা করে সেই লাভ হয় জাঁহারে দেখিলে চমৎকার জনময়।
ইহার প্রমাণ দেখ আছে কুমারিয়া মাটীর ঘরে কিড়া মারি রাখএ মুন্দিঞা।
পূর্ব্ব জন্ম ছাড়িঞা চমৎকার জন্ম হয় জেমৎ দেখি তেমৎ সাক্ষাতে জানয়।
এতেক জানিঞা ভাই ভজনে কর মন ভজনে সকল সিদ্ধি জানিয়া কারণ।
ত্রিধামত কর ভজন দ্বিধামত দৃষ্টি আপন স্বভাব লইয়া একমত প্রাপ্তি।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনেতে সাধিব তিনে একতা করিলে এক আত্মা হইব।
আর কোন জন দেখহ না পাই কৃষ্ণেরে আত্মা সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র মিলেন তাহারে।
কৃষ্ণসঙ্গ গুরু জানিবা কারণ গুরু আত্মা বৈষ্ণব করিবে ভাবন।
আত্মা ছাড়িঞা শরীর জিববা কেমনে শরীর নহিলে আত্মা রহিব কেমনে।
অতএব এই তিনের সাধনের গতি পঙ্ক হইতে নীর জেন পদ্ম বাড়ে নিতি।

[৩ক গোপীবল্লভ দাস মনে আর নাহি আশ
রাধাকৃষ্ণ সদাই ধেআন
নাহি করোঁ জ্ঞানকর্ম্ম নানাবিধি বেদ ৩ক] ধর্ম্ম
রাধাকৃষ্ণ পরাণের পরাণ ॥

॥ মঙ্গল গুঞ্জরি রাগ ॥

প্রাণ হরি হরি হেন দশা হইব আমার।
দুহু মুখ নিরখিব দুহু অঙ্গ পরশিব
সেবন করিব-দুহাকার। ইত্যাদি

অতএব সাধুসঙ্গ ভজনের মূল অন্যথা স্বতন্ত্র কাম সব কর দূর।
ভক্তিতে সাধনে হয় প্রেম লতাভক্তি সদাই আনন্দ তার প্রেমের পিরিতি।
সদা নাম গুণ গান করহ ভাবেতে গুরুমন্ত্র আপ্তমন্ত্র জপহ যুর্ভাতে।
সেইসব অনুসঙ্গে মন ঘটাইঞা এসব প্রেমের কথায় বেড়াএ কান্দিঞা।
সভারে করিব ভাই প্রেম দিঞা বন্দী ভক্ত রাখ আপনা দিঞা প্রেমভক্তি।
শুন রে সুবুদ্ধি ভাই ভক্তসঙ্গগুণ কতেক উদয় হয় না হয় বিগুণ।
সার চন্দন বস্তু আছিল জেই ঠাঞী সেয়ড়া নামেতে বৃক্ষ আছিল তথাই।
সঙ্গগুণ সৌরভ্যাতে সুগন্ধ ধরিল এইমতে সাধুসঙ্গ জানহ সকল।
জেই সঙ্গ ৩খ] জেই করে সেই সঙ্গ ধরে অনন্যতা লইলে দেখহ বিচারে ॥

[৪ক ॥ জথারাগ ॥

হরি হরি আর কি এমন দশা হব
এ ভব সং৪ক]সার তেজি পরম আনন্দে মজি
কবে আর ব্রজভূমে জাব। ইত্যাদি

[৪খ অতএব জান সার সদাই দন্তভাব সদাই করহ মনে প্রেমের প্রভাব।
প্রেমভাব ভক্তি বিনে নাহিক সুসার এই তিন আস্বাদিতে সাধক সিদ্ধ আর।
প্রেমকথা জান মধু বৈরী হয় কোপে মধু পাইলে জেন পিপীলা ঐ নাশে।
ভক্তি জানিঞা সেই পাএ ঐরিতাকে অমনি নাশয়ে ভক্তি কটুত্ব হইলে চিত্তে।
পূরব ধন জন ভাবের অভিপ্রায় অলক্ষির প্রভায় জেন লক্ষি ছাড়ি জায়।
সেহ সে উত্তম সাধু জানিহ নিশ্চয় ... ...।
প্রকট প্রকৃতি দুই করে হৃদিবাস সং৪প্রকটাক্তি প্রকট নাহি ছাড়ে পাশ।

আপনা ৪খ]র স্বভাব প্রকৃতি জেমন,জানিবা, তিন আপ্তভাব হইলে ঐমনি পাইবা।
সাধন করিবে জবে প্রাপ্তি সেই হয় সাধিঞাঁ করিলে ভক্তি সাধক নিশ্চয়।
সাধকের নাম প্রাপ্তি দেখহ বিচারে ধনসাধ্য করিলে জেন নানা দ্রব্য পরে।
এমনি সাধনমূল করিতে পারিলে প্রেমভাব ভক্তিসাধন স্বভাব ধরিলে।
সেই পাবে রাধাকৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় এমতি সাধন করে হইয়াঁ নিশ্চয়॥

[৫ক হরি হরি হেন দশা আমার কবে হবে
ছাড়িঞা প্রকটদেহ হইব প্রকৃতিদেহ দুহ অঙ্গে চন্দন দিব কবে।

[৬ক কবে এমন দশা হবে সঙ্গ পাইমু
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দুহারে পরাইমু।

শেষ ও ভনিতা,

[৬খ কারু বোলে না ভুলিহ সদাই ধেআন রাধাকৃষ্ণ জান ভাই পরাণের পরাণ।
গভীর শীতল হইআ করহ ভজন আপন স্বভাবে কর সাধ্য সাধন।
প্রভু মোরে করোঁ দআ রসভক্তি দিঞা, ভালোঁ করোঁ সদা করনা দিব ছাড়িঞা।
স্মরণ মনন এই জান দড় চিত্তে গোপনীয় ভাব ভাই রাখিহ মনেতে।
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম মনে করি আস সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা কহে নরোত্তমদাস॥

ইতি শ্রীসাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা গ্রন্থ সমাপ্ত॥

সর্ব্বশেষে এই পদটি আছে,

[৬খ গোষ্ঠে রে চলিলা যদুমণি দিঞা শিঙ্গা মুরলীর সানি (রামদাস)॥

৪১ হরিনামার্থ

রচয়িতা রাধাবল্লভদাস

পুঁথিসংখ্যা ৮৪। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। আরম্ভ,

[১ক /৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ধ্যান॥ ত্রিভঙ্গভঙ্গিমারূপ বেন্নুবাদ্যকরপল্লবং গোপিমণ্ডল-মধ্যস্তং যভীতে শ্রীনন্দের নন্দনঃ॥ ইতি॥ হরিনামে[র] ধ্যানঃ॥ইতি॥ইতি নামের ধ্যান॥ একদা কৃষ্ণবিরহাৎ ধ্যায়ন্তি প্রিয়সঙ্গম মনব্যাপ্তা নিরাসম্বং জল্পন্তি নিঃস্বাহমুহু॥ অর্থ॥

এককালে রাধাকৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুলা প্রিয়সঙ্গ ধ্যান করি কহিতে লাগিলা।
মনের উৎসাহ সব নিরাশের তরে হরিনাম মহামন্ত্র জপে নিরন্তরে।
সম্বোধনে শুন নাম উচ্চারণ করি পূর্ণ অভিলাষে কহি নামের মাধুরী।
অষ্ট হরের নাম আর চারি কৃষ্ণনাম চারি রামনাম জাতে পূর্ণ সর্ব্ব কাম॥

শেষ,

সংক্ষেপেত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় হরিনামবস্তুদীপিকা করিল নির্ণয়। হরিনামবস্তু কহে রাধাবল্লভদাস বৈষ্ণবের আজ্ঞায় পআর করিল প্রকাশ ॥ ইতি নামার্থদীপিকা পআর বর্ণনং সংপূর্ণ ॥১॥ ইতি হরিনামের নির্ণয় ॥ ১খ]

৪২ আশ্রয়নির্ণয়

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৮৫। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫। আকার ১০"×৪"। লিপি আ. ১৭০ বৎসর আগের। আরম্ভ, ৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ অথ আশ্রয়নির্ণয় ॥

আশ্রয় পঞ্চপ্রকার। কি কি পঞ্চ প্রকার। নাম আশ্রয় ১ ॥ মন্ত্র আশ্রয় ২ ॥ ভাব আশ্রয় ৩ ॥ প্রেম আশ্রয় ৪ ॥ রস আশ্রয় ৫ ॥ এই ত পঞ্চপ্রকার। তথাহি রসভক্তিচন্দ্রিকায়াং ॥ আশ্রএর কথা কহি করি নিবেদন, জেমতে আশ্রয় [হয়] শুন শ্রোতাগণ। এই ত আশ্রয় হয় পঞ্চপ্রকার, ক্রমে ক্রমে কহি কিছু করিঞা বিস্তার ॥ ১খ]

শেষ,

[৫খ শ্রীকৃষ্ণের রতি সোল কলা ॥ লোভ সাধুসঙ্গ ৴০ ভজনক্রিয়া।০ অনর্থনিবিত্ত ।৴০ নিষ্ঠা ॥০ রুচি ॥৴০ আসক্তি ৸০ ভাব ৸৴০ প্রেম ১৲ ॥ কামগাত্রি মন্ত্র হএন কৃষ্ণের স্বরূপ, সাড়ে চব্বিষ যক্ষর তার হয়। সেই যক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করে উদয়, ত্রিজগত কৃষ্ণ করিলা কামময় ॥ সাড়ে চব্বিষ চন্দ্র যঙ্গে ॥

চরণ ১০	কামবিজে	পদ্ম যষ্ট দোহার	শ্রীমতির হার	মালা
হস্ত ১০	চরণ ১০	চরণপদ্ম ২	রত্নহার ১	বনোমালা ১
মুখচন্দ্র ১	হস্ত ১০	হস্তপদ্ম ২	মুক্তহার ১	বৈজন্তিমালা ১
গণ্ডস্থল ২	মুখপদ্ম ১	মুখপদ্ম ১	কাঞ্চনহার ১	মুক্তমালা ১
ললাট ১	গণ্ডস্থল ২	নেত্রপদ্ম ২	৩	৩
যঙ্গরেখা ॥০	ললাট ১	নাভিপদ্ম ১		
২৪॥০	সিন্দুর ১	৮		
	অঙ্গরেখা ॥০			
	২৫॥০			

৫খ]

৪৩ মনুষ্যতত্ত্বসারাবলী

গ্রন্থকার রাধাদাস

পুঁথিসংখ্যা ৮৬। লিপিকাল ১২৪৮ সাল, তারিখ ৯ ভাদ্র। লিপিকর বিশ্বম্ভর দে, সাং সোনাপটি, শ্যামবাজার। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১১। আকার ১৪"×৫"। আরম্ভ,

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ॥ অথ মনুষ্যতত্ত্বসারাবলি গ্রন্থ লিক্ষতে॥ তথাহি॥ বন্দে গুরুন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্য মানুষং বিগ্রহং। সদানন্দ স্ফুরিত হৃদয়ং দীপ্তদিন্দু বরাঙ্গং। শ্রীমৎ-ত্রাধাসহক্লদিতয়ো পুষ্পবন্তো স্বরূপং। সর্ব্বং ভুতানি নিবিড় তিমিরৌ নাশ্বৎ চমৎকারো-কারি॥ ইতি॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ জগত বান্ধিলা দোঁহে দিএ প্রেমফাঁন্দ।
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য সীতানাথ কৃষ্ণ অবতারি জেহঁ তারিলা জগত।
জয় রূপ সনাতন বড় কৃপাবান ভক্তিশাস্ত্র করি জীবগণে কৈল ত্রাণ।
জয় জয় রঘুনাথ ভট্টমহাশয় পরম কৃপালু তেহু বড় [দয়া]ময়।
জয় শ্রীজীব গোপালভট্ট কৃপাবান চরণে শরণ নিত্য কর পরিত্রাণ।
জয় রঘুনাথদাস বৈরাগ্যের সীমা অতি দীনহীন জনে করহ করুণা।
জয় প্রভু রাধামোহন পতিতপাবন স্বগুণে তারহ প্রভু দেখি দীনজন।
জয় জয় রূপদাস দয়ার সমুদ্র নিজগুণে কৃপা কৈলা দেখি কীট ক্ষুদ্র।
জয় স্বরূপ গোসাঞী মোর প্রাণবন্ধু অদ্ভুত দয়ালু প্রভু করুণার সিন্ধু।
মো হেন পতিতে প্রভু না করিলা ঘ্রেনা দীনহীন পাতকীরে অধিক করুণা।
জয় শব্দে বন্দি গৌরভক্ত সভাকারে অপরাধ ক্ষেমি সভে কৃপা কর মোরে।
গৌরভক্তগণ বড় করুণাসাগর অতি কৃপাবান সভে দীনের উপর। ১খ]
[২ক গৌরভক্ত হএছেন হবেন জত জত দন্তে তৃণ ধরি বন্দি হইএ প্রণত।
অতঃপর লেখি তিন মানুষের তত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ সংস্কারী আর অজ নিত্য।
ইথিমধ্যে আশ্চর্য্য মাধুর্য্যের বিচার বুঝহ সকল লোক করি সারোদ্ধার।
অযোনিসম্ভবা মানুষ জতেক অমর সংস্কারী মানুষ জতেক আছে নর।
স্বতঃসিদ্ধ মানুষ একা চৈতন্যগোসাঞী তাহা বিনে প্রেম দিতে আর কেহ নাই।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দোহেঁ একদা উদিত প্রেমবন্যায় দোহেঁ ভাসাইল্যা জগত।
সহজ মানুষ মোর বৃন্দাবননাথ কুঞ্জক্রীড়া করে নিতি গোপীকার সাঁথ।
সেই প্রভু অবতীর্ণ হৈল্যা কলিকালে ত্রিজগত ভাসাইল্যা প্রেমবন্যাজলে।
রসরাজ রসিকশেখর গৌরচন্দ্র জগত বান্ধিলা জেহো দিএ প্রেমফাঁন্দ।

বিদগ্ধ শেখর নাগর সে সৎচিদানন্দময় স্বতঃসিদ্ধ মানুষ তেহু জানিহ নিশ্চয়।
বৃন্দাবননাথ তেহু গোপিমনচোরা প্রেমরসে খেলে সদা রসের ভ্রমরা ॥
[৬ক প্রপঞ্চাদি কুটী নাটী কিছু নাহি রাখে রাগেতে আত্মিক চিত্ত সদানন্দ থাকে।
স্বাভাবিক থাকে সদা গর গর মন রতিসিদ্ধ করি করে সামাঞ্জকরণ।
কিছু কর্ম্ম নাহি করে স্বাভাবিক বিনে স্বাভাবিক জন তারে কহে বুধগণে।
সাধক সিদ্ধ হয় পুন সেই মনুষ্যেতে সিদ্ধত্ব প্রকাশে রতি সাধিতে সাধিতে।
বিজ্ঞান শরীরে কাম রতিসাধ্য করে রতিসিদ্ধ হইলে জায় বিরজার পারে।
বিরজার পারে হয় নিত্যবৃন্দাবন অখণ্ডমণ্ডল ভূমি সে নিত্যভুবন।
সেই স্থানে সদা বাস করে সিদ্ধ হইলে মানুষসাধন এই মহাজনে বলে।
[১১খ ফলফুলে পুর্ণ সেই বন চমৎকার রসি[ক]শেখর তাহে করেন বেহার।
নব বৃন্দাবনধাম নিত্য সে আলয় নিত্য আনন্দরস সুপ্রভা জাথে হয়।
নিত্যরূপা তরুণী বিলসে কৃষ্ণসনে কোকিল মউর নিত্যরূপা বৃন্দাবনে।
তমালশ্য স্কন্ধরূপে বিপিনবেষ্টিতা বৃন্দাবিপিন হয় জে অতি প্রফুল্লিতা।
ষড় ঋতুগণ তাথে অতি দীপ্তমান মনুষ্যভুবন এই সর্ব্বোপরি ধাম।
ভুবি বৃন্দাবন নাম সৌন্দর্য্যের সীমা প্রেমেতে পূর্ণিত নাম অতি মনোরমা।
স্বতঃসিদ্ধ মানবলোকা বিহরে তাহাতে স্বপ্রেম কামজ্ঞাতা করে নানামতে।
স্বতঃসিদ্ধ মানুষ সে রাধাকৃষ্ণ হয় ভুবি বৃন্দাবনে দোঁহে সদা বিলসয় ॥
তথাহি রসভক্তিদীপিকায়াং ॥ শ্রীরূপ বাক্যং ॥
এহেন মানুষধাম পায় এ সাধনে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় পিরিতিসাধনে।
পিরিতিসাধনে হয় বৃন্দাবনপ্রাপ্তি সত্য সত্য এই কথা নহে অন্য ভাঁতি।
শিক্ষাগুরু গত হএ সাধএ সাধনে এই কথা ফুকারিয়্যা কহে মহাজনে।
শ্রীরূপস্বরূপপদে সদা করি আশ মনুষ্যতত্ত্বসারাবলি কহে রাধাদাস ॥
ইতি মনুষ্যতত্ত্বসারাবলি গ্রন্থ সংপূর্ণং ॥ শ্রী ॥

৪৪ বৃন্দাবনপরিক্রমা

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৮৮। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১০½"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বের। দ্রষ্টব্য সা-প-প ৫, পৃ ২০৩। আরম্ভ, ৭শ্রীকৃষ্ণ ॥ শ্রীবৃন্দাবন-পরিক্রমা লিখ্যতে ॥ দ্বাদশবন নির্ণয় ॥ শ্রীবৃন্দাবন জবেকা লোকং স্থানস্ত মনিমণ্ডপেন নানারত্ন নিৰ্ম্মিতং ইত্যাদি। .. ইতি ॥ শ্রীবৃন্দাবনপরিক্রমা ॥

বায়ব্য হইতে জমুনা আইলা বৃন্দাবনে, শ্রীবৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করি মথুরা প্রদক্ষিণে।
গোকুল প্রদক্ষিণ করি গেলা পূর্ব্বমুখে পৈরাগে গঙ্গার সঙ্গে গেলা ছুহু সুখে।
শ্রীবৃন্দাবনের বায়ব্য কোনে ভদ্রবন অষ্ট ক্রোশ জমুনাপার বিচিত্র কানন।
নানা পক্ষ নানা লতা জমুনার ধার তাহে গোচারণ কৃষ্ণ করেন আপার।
শ্রীবৃন্দাবনের উত্তর জমুনাপার শ্রীবন নানা পক্ষ নানা লতা বিচিত্র কানন।
বহুত শ্রীফল তাহে কৃষ্ণ করেন পান শ্রীফলের লোভে কৃষ্ণ গোচারণে জান।
শ্রীবৃন্দাবনে নৈরিত কোনে লোহবন নানা পক্ষ্য [অতঃপর খণ্ডিত]

স্বতন্ত্র একটি পত্রে (আকার ৮১/২" × ৪১/২") এই পদ দুইটি আছে,

(ক) কি করে তিলকে ললাট ঝলকে কি করে কপিনডোরে (লোচনদাস)

(খ) হেওঁত পিরিতি জে জনা করে (লোচনদাস)

৪৫ দেবীর সম্বপরা

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৪। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ৯" × ৩১/২"। লিপি আঃ ১৫০ বৎসর আগের। নমুনা,

[৮ক দেবীর চরণে বেন্যা প্রণাম করিল সংখ পরাইয়া বান্নিক খিরগ্রামে গেল।
কি কর কি কর ঠাকুর গ্রিহেতে বসিঞা, তোমার কন্যাকে আইলাম সংখ পরাইঞা।
দ্বিজ বলে এ কি বল অসম্ভব কথা একটি পুত্র বই আমি কন্যা পাব কোথা।
সাখারি কহএ ঠাকুর কহিএ নিকটে, তোমার কন্যা সংখ পরেন ধামসার ৮ক] ঘাটে।
বন্নিক বলেন মিছা কপট কর আমার সাক্ষাতে, মা বল্যাছেন
পঞ্চ তঙ্কা আছএ তাকেতে।
এতেক বলিয়া দ্বিজ গম্ভিরেতে গেল, গম্ভিরের তাকেতে পঞ্চ তঙ্কা পাইল।
তাকেতে দ্বিজবর পঞ্চ তঙ্কা পাইঞা বান্যার নিকটে পড়ে অঙ্গ আছাড়িঞা।...

৪৬ আত্মজিজ্ঞাসা

নিবন্ধকার কৃষ্ণদাস

পুথিসংখ্যা ২৬। লিপিকাল সন ১২৩৩ সাল, তারিখ ১০ মাঘ। লিপিকর পঞ্চানন আস দাসস্য দাস। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪। আকার ১৩১/২" × ৫"। দ্রষ্টব্য পুঁথি স ৩১৮ ; সা-প-প ৬, পৃ ৩১, ৪৯। শেষ ও ভনিতা,

[৪খ স্বরূপ হইবে। স্বরূপ হইলে আবস্য রূপ পাইবে। স্বরূপ বা কি। রূপ বা

কে। রূপের ধ্বংস নাই। ধ্বংস নাই কার। নিত্যের ॥ সেই নিত্যরূপা তাঁর বর্ন বস্তু জে ধারন করিবেক সেই স্বরূপে অভেদ।

প্রকৃতির দর্শনে হয় আনন্দিত মন মন হরিণ হঞা সে কর[এ] গমন।
ধন্যরূপ হঞা থাকে নাহি জানে আন সেইরূপ নিরবধি করয়ে ধেয়ান।
সেইরূপ আসি তার হৃদয়ে পসিল হৃদয়ের মধ্যে সেই প্রকৃতি হইল।
প্রকৃতি হইঞা করে প্রকৃতির সঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে তার উপজিল রঙ্গ।
রসের তরঙ্গে পড়ি নাহি জানে আন রসেতে মগন সদা করে রসপান।
রসপান করিবে জেই সেই সে পাইবে রসের মরম জানি প্রভুরে ভুঞ্জাবে।
প্রভুর সুখের সুখী হঞা সেবে জেই জন অবশ্য মিলিবে তারে নিত্যবৃন্দাবন।
সহজ তত্ত্ব আস্বাদিতে মোর বহু আশ আত্মজিজ্ঞাসাতত্ত্ব কহেন কৃষ্ণদাস ॥
ইতি শ্রী আত্মজিজ্ঞাসা গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

৪৭ প্রার্থনার পদ

পদকর্ত্তা নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ৯৭। লিপিকাল ১২৩০ সাল, তারিখ ২১ আষাঢ়, রোজ শুক্রবার। লিপিকর পঞ্চানন আস দাস, সাকিম বড়চাতুরি। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৮। আকার ১৩½"×৫"। পদসূচী (১-৩৪ নরোত্তম দাস ; ১ রাধাবল্লভ দাস),

(১) গৌরাঙ্গ বলিতে কবে পুলক শরীর (২) ধন মোর নিত্যানন্দ প্রাণ মোর গৌরচন্দ্র (৩) ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করুন এই নিবেদন (৪) শ্রীগোবিন্দ গোপিনাথ করো মোরে আত্মসাথ (৫) হরি হরি কিয়ে মোর করম অভাগি (৬) হরি হরি আর কি এমন দশা হব (৭) হরি হরি আর কবে পালটিব দশা (৮) করঙ্গ কপিন [ল]ঞা ছেড়া কাথা গাএ দিঞা (৯) হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসী (১০) হরি হরি কি মোর করম গতি মন্দ (১১) হরি হরি আর কি এমন দশা হব ব্রজে বৃকভানুপুরে (১২) হরি হরি আর কি এমন দশা হব ছাড়িঞা পুরুষদেহ প্রকৃতি হইব (১৩) হা হা প্রভু করো দয়া মহিমা তোমার (১৪) রাধা রাধা ভজ ভাই জিয়নে মরণে (১৫) শ্রীরূপমঞ্জরীপদ (১৬) হরি হরি হেন দশা হইব আমার (১৭) রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর (১৮) হরি হরি কবে মোর হব শুভদিনে (১৯) হরি হরি কবে মোর হইব সুদিনে (২০) আরে ভাই ভজ আমার গৌরাঙ্গচরণ (২১) হরি হরি কবে নাকি হেন দশা হব (২২) হরি হরি কত দিনে হেন দশা হব (২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে (২৪) বৃন্দাবন রম্য স্থান (২৫) জে আনিল প্রেমরস করুণা প্রচুর (২৬) নিতাইপদকমল (২৭) হরি হরি বড় দুখ

রহিল মরমে (২৮) গৌরাঙ্গের দুটী পদ (২৯) হেদে রে পামর মন (৩০) পরহ কপিন (৩১) কোথা গেলে কৃষ্ণ পাব (৩২) হরি হরি কেনে বা জনম হৈল্য মোর (৩৩) লোকনাথ প্রভু মোরে (৩৪) পতি বিনে সতী কান্দে ॥ (১) শ্রীচৈতন্য কৃপা হইতে রঘুনাথ দাস চিত্তে (রাধাবল্লভ দাস) ॥

৪৮ রসালদর্পণ

নিবন্ধকার গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৯৮। লিপিকাল সন ১২২৩ সাল, ১৮ভাদ্র, রোজ রবিবার। লিপিকর মুরলিমোহন দাস ঘোষ, সাকিম নেংটীখালি, মোকাম নিজবাটি। মালিক পুস্তক শ্রী ঘোষ মজুন্দর কেহ দাবি করে বাতিল। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১৩"×৬"। প্রসঙ্গতঃ ভনিতাহীন পুঁথি গ ৪৯৭২ দ্রষ্টব্য। আরম্ভ,

[১খ ৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায়ভ্যাং নমঃ ॥

শুন শুন ভক্তগণ এবে নিবেদন   জেরূপে আকার হৈল শুন দিয়া মন।
শত সিন্ধিনায়েক আছে অখণ্ডভুবন   তার তত্ত্বকথা কিছু কর অবধান।
এই চন্দ পোয়া দেহ মূল প্রধান   ইহাকে জে আকর্ষয়ে তাখে বলি প্রাণ।
প্রাণ নহিলে দেহ তিলেক নাহি রয়   দেহ নহিলে প্রাণ কি কার্য্য করয়।
কামান বুলাইআ দেহ অমৃত সঞ্চারিয়া   আকর্ষণ কৈল জন্ম শনি[তি]শুক্র দিয়া।
লোম আদি অস্থি সন্ধি স্থানে স্থানে নিরূপিল   হস্তপাদ মুখভঙ্গ সকল গড়িল।
চক্ষুজুতি দন্তপাতি কর্ণমূল নাসা   এইরূপে সাকার হৈল বাল্যদশা।
বাল্যকালে ভক্তি নাহি রসগন্ধহীন   স্তনপান দুগ্ধ পিয়ে এই তার চিন।
মাতাকোলে বর্দ্ধে শিশু কি তার জ্ঞান   ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি তাবৎ অভিমান।
দয়া জানি দীক্ষাগুরু অবতীর্ণ হৈল   রাধাকৃষ্ণমন্ত্রবীজ কর্ণমূলে দিল।

[২খ সাধুসঙ্গ কভু মিথ্যা নয়   রসালদর্পণ যেন হৃদয়ে উদয়।
মহাজনের পথ এই ইথে নাহি আন   বুঝিবে রসজ্ঞ জন জথে আছে জ্ঞান।
রাধাকৃষ্ণ দিঞা মন্ত্র মানুষ করিল   শিক্ষাগুরু বড় দয়াল অন্তরে জানিল।
কহয়ে গোবিন্দদাস মুঞি সে অজ্ঞান   লক্ষের মধ্যে কেহো জানয়ে সন্ধান।
সাধু ভক্ত ভজ না করিহ আন্য আশ   রসালদর্পণ কহে গোবিন্দদাস।

শেষ, [৩খ ব্রজলীলা সংক্ষেপে লিক্ষ্যাতে। প্রকট লীলাতে কি। মদনগোপাল: গোবিন্দজী: গোপীনাথ: এই তিন। গৌরলীলাতে কি। নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্বৈত। প্রমাণ কি। স্বয়ং রূপতদেকাত্মাঁরূপাবেশনাম। প্রথমে এই তিন রূপে রহে ভগবান।

বর্ত্তমান কিসে দোহ। প্রমাণ কি। কাই কি: বাচ কি: মানসি: এই তিন বর্ত্তমান। কাই কি: অদ্বৈত। বাচি কি: নিত্যানন্দ। মানসীক মুল শ্রীচৈতন্যগোসাই: চৈতন্য দেন: হৃদয়ে ধরয়ে নিত্যানন্দ চৈতন্য: এসব সিদ্ধান্তে সে পাইবে আনন্দ।

অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌররায় কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।

অতয়েব জার বস্তু তাতে নিরূপীঞা সদা ব্রজে বাস কর মনস্থদ্ধি হঞা॥

ইতি জিবানাং মুঞ্জরি সংপূর্ণঃ॥

৪৯ পাতড়া (?)

ভনিতাকার বিদ্যাপতি, সারঙ্গ

পুঁথিসংখ্যা ৯৯। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১ (৩ ?)। আকার ১৩"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বের। নমুনা,

[৩ক নিশিতে উদয় ভানু দীপে জলে বাতি মুষকে ধরিয়া খায় ময়মত্ত হাথি।

পর্ব্বতের চূড়ার উপর গঙ্গার তরঙ্গ গাড়রে জিনিলে নর হারিলে মাতঙ্গ।

পর্ব্বতের চূড়ার উপর অদ্ভুতের হাথি জননীর গর্ভমধ্যে কন্যা গর্ভবতী।

কোথা বা রহিল গুরু পলাইল ডরে তলাসিয়া জিজ্ঞাসিল মন্ত্র দিল কারে।

যাঠি হাজার আগে হইল শিষ্যের জনম গুরু না জন্মিল জন্ম হইল কেমন।

শুন রে সাধক ভাই মন কর দড় আবার বেলায় কুকুরের লঙ্গুড় দড় করি ধর।

মন খায় মন্ত্র খায় আচার দাও ছাড়ি। কারে কর জপতপ গুরুর বন্দে পড়ি।

সেতখানায় আসন কর না ছোও তুলসী ফুটাহ কাকের ডিম্ব শূন্যঘরে বসি।

খাও গুরু মার বামন তন মন কর বশ কদাচিত গঙ্গার জল না কর পরশ।

কাকমাংস পাক করি ইষ্টীপূজা কর লম্পটনগরে জাঞা চোরের চরণ ধর।

পাতাল দুয়ারি ঘর উপরে দুটি পাতা সেখানে ত একজন বসি আছে তথা।

বাসি ছাই দিঞা তার মুখের কর শোভা তার ঠাঞি জান গিঞা তোমার গুরু কেবা।

জননী বেশ্যা তার না ছোয় পুরুখ পিতা না জন্মিল জন্ম হইল বৈমুখ।

ভনয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গুড় বুঝয়ে রসিকজন না বুঝয়ে মূড় ॥১॥ ৩ক]

[৩খ সবিতৃমণ্ডল কুটি কুটি পূর্ণিমার শশী জিনিয়া অঙ্গের কিরণ শোভে সুধারাশি।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কিরণস্বরূপ সবিশেষ ব্রহ্ম হয় ভিতরে বস্তুরূপ।

অতি গুহ্যতর বস্তু হয়ত নির্জ্জন শ্রুতি আদি বেদে জার না পায় অন্বেষণ।

সচ্চিত আনন্দ তনু চিদানন্দরূপ সেই ত সন্ধিনী শক্তি আনন্দস্বরূপ।

শত ব্রহ্ম[া] বসি জারে বেদে গুণ গায় সারঙ্গজীবন সেই চরণ আশ্রয় ॥১॥
হলাদিনী সন্ধিনী শক্তি ব্রহ্ম একরূপ অভিন্ন অভেদ বস্তু একই স্বরূপ।
সম্বিত আনন্দ শক্তি জাহার আত্মনি সেই ত সন্ধিনী শক্তি সত ব্রহ্ম জানি।
নিজ আত্মা ভিন্ন শক্তি হয় জেইকালে সহিতে না পারে জ্বালা বিরহআনলে।
মণিহারা ফণী মণি সদাই চিন্তন রাগের স্বরূপ শক্তি আনন্দকারণ।
বৈভববিলাস ছিষ্টি কারণস্বরূপ এক রূপে বহু রূপ শক্তি বস্তুরূপ।
নিত্যরূপে যোগেশ্বরী পরম প্রবল স্বভাব হৃদয়ে শক্তি করে ঝলমল।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শক্তি প্রবেশ করিলা নিত্যধামে গূঢ় বস্তু স্বরূপে রহিলা।
গোপন হইয়া সেবে যুগলচরণ সেই ত সন্ধিনী শক্তি সারঙ্গজীবন ॥২॥
চিতশক্তি এক রূপ ত্রিবিধ প্রকার সত চিত আনন্দরূপ সম্বিতের সার।
চিদানন্দময় তনু কৃষ্ণদেহধারী নন্দের নন্দন তিহো ব্রজঅধিকারী।
অতি গুহ্যন্তর বস্তু বেদ অগোচর অনন্ত স্বরূপ শক্তি জাহার অন্তর।
চিদানন্দময় শক্তি ত্রিবিধ আভাস ক্রিয়াভেদে বস্তুভেদ স্বরূপ প্রকাশ।
পুরুষ প্রকৃতি শক্তি চিদানন্দরূপ সারঙ্গ কহেন শক্তি বস্তু একই স্বরূপ ॥৩॥
পুরুষ প্রকৃতি বস্তু নপুংসক রূপ অনঙ্গস্বরূপ বস্তু ব্রহ্ম এক রূপ।
সর্ব্ব সুখানন্দ বস্তু মদনের সার জাহার মহিমাগণ নাহি পারাপার।
সর্ব্ব শক্তিময় বস্তু সর্ব্ব গুণধাম সর্ব্ব চিন্তা কর্ষয়ে সেই পূর্ণানন্দ নাম।
নিত্যলীলা পূর্ণানন্দ হলাদিনী সংগ্রাম সারঙ্গ কহেন সেই পূর্ণানন্দ নাম ॥৪॥ ৩খ]

৫০

নিবন্ধকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ১০০। লিপিকর পঞ্চানন আস। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩"×৫"। প্রসঙ্গতঃ পুঁথি ক ১৩৯৭ ("দণ্ডাত্মিকা") দ্রষ্টব্য।

শেষ,

[৩ক রাগানুগা হঞা করে সাধ্য সাধন সিদ্ধ দেহে কর সদা মানসসেবন।
সাধক জেজন সেবানির্ণয় জানিঞা জেসমএ জে সেবা করহ চিন্তিঞা।
শ্রীরূপরঘুনাথপদে জার আস চৌষট্টি দণ্ডের সেবা কহে কৃষ্ণদাস ॥৬৪॥
ইতি দণ্ডটীকা সংপূর্ণ॥

৫১ বৃন্দাবনপটল

রচয়িতা দামুদর দাস

পুঁথিসংখ্যা ১০১। লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল, তারিখ ৭ মাঘ। লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং বড়চাতুরি। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১৪"×৫"। দ্রষ্টব্য পুঁথি ক ২৬০৬। আরম্ভ,

[১ক ৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তাং ॥ শ্রীচৈতন্যচরণ স্মরণং ॥

শুন শুন অরে ভাই শুন সর্ব্বজন শ্রীবৃন্দাবনপটল করিব রচন।
সেইত সাধন রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় শাস্ত্রজুক্তি ভাবি ইহা কহিল নিশ্চয়।
শ্রীরূপগোসাঞি কৈল সংস্কৃত রচন পআর করিঞা তাহা করিএ কথন।
শ্লোকছন্দে সেই সব বুঝিতে না পারি প্রাকৃত ভাষায় তাহা কহিএ বিস্তারি।
মূর্খ হঞা কি করিব তাহার বর্ণন জার সীমা নাহি পায় সহস্রবদন।
জুভ্বার আরতি অতি মনের বাসনা তেঞি সে করিতে চাহি তাহার বর্ণনা।
পটল করিব মনে এই বড় আস গদাধর গৌরাঙ্গ প্রভু পুরাহ মোর আশ।
প্রভাতে উঠিঞা রাত্রিবাস তেআগিব শ্রীগুরুচরণারবিন্দে সাধন করিব।
ধ্যান পূজা জপ আদি মানসে করিব জপ সমপ্পন করি দণ্ডবৎ হব।
রাধাকৃষ্ণ ধ্যান পূজা মনেত করিঞা গুরু আদি রাধাকৃষ্ণ প্রণাম করিঞা।
মধ্যাহ্ন স্নান করি তিলক করিব প্রথমেত শ্রীচৈতন্যের পূজা সে করিব।
কালিন্দীর কূলে তেন্তড়ির তলে দিব্যাসনে শ্রীচৈতন্য গদাধরকোলে।
প্রথমেতে গৌরাঙ্গের ধ্যান [জে] করিব পাদ্যর্ঘ্য দিঞা তবে তাহারে পূজিব ॥

শেষ,

[৩খ রাধাকৃষ্ণ জুগল মন্ত্র জেবা নাহি পায় তার কৃষ্ণপ্রা[ি]প্ত নাহি কহিল নিশ্চয়।
কৃষ্ণমন্ত্র লঞা জদি রাধামন্ত্র লয় জুগল করিঞা তাহা শাস্ত্রে নাহি কয়।
যুগল অভিন্ন মন্ত্র অভিন্ন শকতি অভিন্ন গায়ত্রী অভিন্ন যুগতি।
ভিন্ন ভিন্ন বিনে কেহু যুগল নাহি পায় সেই মন্ত্র দিঞা তারে জুগল কয়।
সনৎকুমারসংহিতায় ইহার আছে ভেদ জাহার বাসনা থাকে তাহা কর খেদ।
নবাক্ষরি মন্ত্র তাহা করিহ সন্ধান তাহা হৈতে হয় জুগলপ্রাপ্তির বিধান।
এই ত কহিল প্রাপ্তি ভক্তির কারণ ইহা জানি কর গুরু কহিল নিয়ম।
গদাধরপদে মোর রহুক বিশ্বাস রামচন্দ্র প্রভুপাএ সদা মোর আশ।
এই ত নিগূঢ় রস নাহি দেহ কারে ভক্ত হয় জদি তবে শুনাবে তাহারে।

শ্রীগুরুগোপিনাথচরণ ভরসে শ্রীবৃন্দাবনপটল কহে দামুদর দাসে ॥
ইতি শ্রীবৃন্দাবনপটল এতদূরে সমাপ্ত ॥ ইতি ॥

৫২ নৌকাখণ্ড

রচয়িতা বলরাম দাস

পুঁথিসংখ্যা ১০২। লিপিকাল ১১৮৪ সাল, তারিখ ১৫ কার্ত্তিক। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১ (২১ ক, খ)। আকার ১৩২" × ৫"। আরম্ভ,

/৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

… … কৌতুকে
দূরে গেল না খানি একেলা রহিল বলি
ভয় পেঞা নেআ বলে ডাকে।
তোমরা জতেক সখী মোরে একাকিনী রাখি
আগু সে তোমরা হইলে পার
কী আছে করমে মোর ভাবিআ না পাইলাঙ ওর
কিবা গতি হইবে আমার।
শুনিঞা সিদ্ধিনিগণে ধারা বহে দু নঞানে
করজোড়ে কহে মৃত বানি
তুমি হেন বন্ধু জার তরে কি তরিতে ভার
কি ভাবিআছ মনে নাহি জানি।
পুলকে পুরল গা অমনি ফিরাইলা না
আসিঞা লাগাইলা রাইএর কাছে
তখন ফুকরি ফুকরি কান্দএ কিশোরী
আরবার রাখে জাও পাছে।
হাসি কহে শ্রীহরি কত তুমি দিবে কড়ি
চুকাইঞা নাএ চাপসিঞা
শুনিঞা নাইয়ার বাণী কহিতে লাগিলা ধনি
কেনে বা করিবে পার মজুরি না পাইঞা।

লক্ষের পসার তাহে বেশভার তোমারে করিব প[া]র
ইহার মজুরি হিআর ওপরি আছয়ে মতিম হার।

শুন নরহরি নবীন কাণ্ডারী ধনি কহে বারে বার
সবে পণ তিন পসারার মূল্য মজুরি মত্তিম হার।
পার করিবে মজুরি পাইবে ওপারে য়েস না থুঞা
একথা কহিঞা হাসিতে হাসিতে নাএতে চাপিলা জেঞা।
রসেতে আকুল বাহে কেরআল কহে সুমধুর বাণী
শ্রীহরি শ্রীহরি বলয়ে কিশোরী মাধব হাসঅ শুনি।
জমুনা আনন্দভরে অধিক ওথলে পরে ঢেউ উঠে গুড়ার সমান
দেখি সব গোপিগণে ধারা বহে দুনআনে জমুনাতে হারাইলা পরাণ।
জত তরণী টলমল করে থরহরি কাপএ ডরে আইলাম ২১ক] আপনা খাঞা

... ...

আসি প্রাণ হারালাম নেয়া।
তুমি কেমন করিঞা বাহিছ না দেখিঞা তরঙ্গে হানিছে গায়
[নাএ]র উপরে উঠিল জল পসরা ভাসিঞা গেল সকল॥
শুন ধনি না থানি ডুবিবেক পাছে
তোমার ডালা পসরা জতেক আছে
তাহাতে করিঞা ছিচহ জল দধি দুগ্ধ ফেল সকল।
মজুরির কড়ি খাবে হে কাণ্ডারি আমরা ছিচিব জল।
ডহরে বসিঞা ফেলাব ছিচিঞা এত কার আছে বল
বসন ভূষণ বেসর হার তাহাতে লওক নাশএ ভার
ভাসিলা সোন্দরী নআনজলে কান্দিআ পড়িলা নাগরকোলে
কান্দিয়া কিশোরী দুবাহু পসারি ধরিলা শ্যামের বেহে
রাধা কোলে করি রসিক মুরারি ঝাপ দিলা সেই জলে
ভাসিতে ভাসিতে আসিঞা লাগিলা কুসমকানন বনে
মনে জেবা ছিল বিধি ঘটাঅল বলরামদাসে ভনে॥ ২১খ]

৫৩ স্মরণীয় টীকা

নিবন্ধকার নরেশ্বর (?)

পুঁথিসংখ্যা ১০৪। লিপিকাল তারিখ ২৪ আশ্বিন, রোজ রবিবার; আ. ১৭৫ বৎসর আগে। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৮। আকার ১৩"×৪½"। ভনিতা, [৪খ] মহাপ্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা অনুসারে, নিত্যের নির্ণয়কথা কহে নরেশ্বরে। প্রসঙ্গতঃ পুঁথি

গ ৪৯৭৩, ৪৯১৫ ; গ ৮০, ৩১৯ ও সা-প-প ৮, পৃ ৪০ দ্রষ্টব্য। আরম্ভ, ৵৭ শ্রীহরি ॥ অথ শ্রীজীবগোস্বামি টীকা অনুসারেন শ্রীস্মরণির টীকা ক্রিয়তে॥ বন্দেহং শ্রীগুরু শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরুণ বৈষ্ণবাসূচ শ্রীমদ্রূপং সাগ্রজাতং সগন রঘু নার্ণিতং তস জিবং সাত্বতংসাবধৌতং পরিজনসহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সগন ললিতা শ্রীবিসাখা নিতাশ্চৌ শ্রীরূপ সনাতন সংবাদ।

অষ্ট বর্ষ আগে রূপ গেলা বৃন্দাবনে সনাতন ছাড়ি তথা সুখ নাহি মনে।
রাত্রি দিনে ভাবে রূপ গৌরাঙ্গচরণ সনাতন সঙ্গে পুন করাহ দর্শন।
এই বাঞ্ছা করি মনে ফেরে বৃন্দাবনে জুগলকিশোরপদ করিঞা সাধনে॥
তথাহি॥ অস্মাকং দৈবজোগেন গতং দূরে মহাপ্রভু। নদীনালগমজুক্তং সম্থে
সনাতন বৃগুহিত ইতি॥
পাৎসার উজির হইঞা ছিলা সনাতন রূপ লাগিঞা সদা স্থির নহে মন।
গৌরাঙ্গপাদপদ্ম করে আরাধন বিষয়বন্ধন মোর করহ মোচন।
বিষয়বিষের জ্বালা সহনে না জায় হৃদয়ে পুড়িঞা মরি কি করি উপায়।
এইভাবে দিবা রাত্রি কাঁপে সনাতন না ধরে নয়নের জল বিরহবেদন।
দেখিঞা সঙ্গের লোক খেজমতকার মনে মনে ভাবি তাহা হয় চমৎকার।
জুক্তি পরামর্শ সভে করিঞা ইসানে সত্বরে জানাইল গিঞা পাৎসার কানে।
সাহেব সেলাম আমার আরজ আছে এক উজিরঠাকুর কান্দে নাহি জানি
ভেদ। ১খ]
[৪খ অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের পরে জেই স্থান তাহার অবধি শুন হঞা সাবধান।
জখন আছিল সব ঘোর অন্ধকার চম্পকনাম সূর্য্যের আকার।
নপুংসক শরীর আপনে একেশ্বর দশবীজ মুর্ত্তি অঙ্গলাবণ্য সুন্দর।
বৈকুণ্ঠের পরাৎপর অখণ্ডশেখর সকলের টল আছে নাহি তার টল।
তাহার উপরে আছে গোপ্তচন্দ্র গ্রাম সেইস্থানে আছেন চম্পককলিকা নাম।
খুদা তৃষ্ণা শীত উষ্মা একুই না হয় জন্ম জরা মৃত্যু ব্যাধি নাহিক সংশয়।
পরম পুরুষ সেই নাহি তার পর আদি অন্ত কহিতে না জানে মহেশ্বর।
চারি বেদে জার গুণ গাইঞা না পায় হাহাক্যার ৪খ] করিঞা ব্রহ্মা কান্দিঞা
বেড়ায়।
চম্পককলিকানাম চারি বেদের পর জে সরি[র] হইতে হয় জুগল কিশোর।
শুনিঞা এসব কথা সনাতনমুখে শ্রীরূপে পোছেন তত্ব পরম কৌতুকে।
রজবিন্দু বিনে জন্ম কেমন প্রকার কৃপা করি আগ্যা হএ এ ভেদ তাহার।

কর্ণে শুনি আ্যাখে দেখে হৃদয় প্রবোধ তিলেক পাহনে বুঝি মনখ মুগধ।
বিল্যা গর্ভবাসে জন্ম নাহি কোন লোকে অজোনিসম্ভবা জন্ম হএ কোন রূপে।
নাহি শুনি জে জে কথা এ জোগপুরাণে বহুভাগ্যে হেন কথা শুনিলাঙ শ্রবণে।
জন্ম জন্মান্তরের পাপ জে ছিল লিখন খণ্ডিল সকল দুঃখ জন্মের কারণ।
ইহা বলি অশ্রু বহে নয়নযুগলে পড়িলা কাতর হঞা সনাতনকোলে।

শেষ,

শ্রীযুত কস্তুরি মঞ্জ[রীর] বএস তের হয় কামিসির অঙ্গকান্তি জানিহ নিশ্চয়।
কাচের বরণ বস্ত্র সর্ব্বক্ষণ পরে নিরন্তর দোহার হেমদক সেবা করে।
এই ত কহিলাঙ ইহা না হয় আন এই অষ্ট মঞ্জরী শ্রীরাধিকার প্রাণ। ৮খ]

৫৪ অক্ষরবর্ণন

নিবন্ধকার শ্রীকৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ১০৫। লিপিকাল সন ১২৪৩ সাল, তাং ১৭ পৌষ। লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং বড়চাতুরি। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১৩১/২"×৫"। ভনিতা, [৩খ] সাবধানে শুন ভাই মনে করি আশ, অক্ষরবর্ণন ইহা কহে শ্রীকৃষ্ণদাস॥ জয়দেবের ভনিতায় "শ্রীকৃষ্ণ-চৌতিশা" মিলিয়াছে (দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ১০৩০)। আরম্ভ ও নমুনা,

[১খ /৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥

ক। কঃ বলে কৃষ্ণকথা স্থন এক মন হঞা কহিব কৃষ্ণের কথা চৌতিস অক্ষর লঞা।
কলিকালের মধ্যে কারন্ত হরিনাম শ্রীকৃষ্ণভজনে হয় তরিবার কাম॥১॥
খ। খঃ বলে খেতিতলে মনস্ত দেহ প্যাঞা খানিক থাক রে ভাই সাধুসঙ্গ লঞা।
খেনে খেনে পরমাই খিন্ন হঞা জায় খেমা দিঞা মহা মদ ভজ হরি পায়॥২॥
গ। গঃ বলে গোবিন্দ নাম বড়[ই] মধুর গোবিন্দ ভজএ জেই সে বড় চতুর।
গোবিন্দ না ভজে প্রাণী ব্রথা জন্ম জায় গব্য ছাড়িঞা জেন গরল বিষ খায়॥৩॥
ঘ। ঘঃ বলে ঘোর বড় কলিজুগের ম[া]আ ঘুমাঞা রঞাছ জীব অচৈতন্য হঞা।
ঘরে ঘরে মাআচোর ফেরে নিরন্তর ঘুচাহ ঘুমের ঘোর স্মোঙর গদাধর॥৪॥
ঙ। ঙঃ বলে ঙআপতি ত্রিদশঈশ্বর ঙম্মত্ত হইঞা কৃষ্ণ ভজ নিরন্তর।
ঙমার অভার কি ভাবিঞা দেখ ভাই অগোর চন্দন রাখি গাএ মাখে ছাই॥৫॥
ঞ। ঞঃ বলে ঞিঙ্গিত কেহ না করিহ মোরে ঞিঙ্গিতে সকল তত্ত্ব বুঝাব সভারে।
ঞিন্দ্রাদি এমত পতন হঞাছে কত কত, ঞিন্দ্রার্থে ক্ষমা দিঞা কৃষ্ণে হও রত॥১০॥

ক। কঃ বলে ক্ষণে ক্ষণে ৩ক] মোর মন উচাটন, ক্ষণেকে পড়এ মনে গোকুল বৃন্দাবন।

ক্ষণেকে কৃষ্ণেতে ভাই জার মন রয়   তার তরে কৃষ্ণচন্দ্র হন দআময় ॥৩৪॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের চৌতিস অক্ষরের বর্ণনং সংপুর্ণ ॥ পুষ্পিকা শ্লোক, পিতরো ধন ল:ক্ষী চ রাজা খড়্গধর স্তথা দেবতা বলিমিচ্ছন্তি কো মাং ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥১॥ বপুর্বিরূপাক্ষ অলক্ষ জন্মতা দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসুবরেষু জম্বান মৃগাক্ষি মৃগ্যতে তদস্ত কিং বস্তমপি ত্রিলোচনে ॥২॥ নব নব সতদলমরচরণং সতপসরন গত ভবভয়হরনং ॥৩॥

৫৫ হাটপত্তন

রচয়িতা রামেশ্বর দাস

পুঁথিসংখ্যা ১০৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৩২"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূ:র্ব্বের। হাটপত্তন নরোত্তম দাসের ভনিতায় (দ্রষ্টব্য গৌরপদতরঙ্গিণী পৃ ৪৭৯) ও হাটপত্তন (বা হাটবন্দনা) বলরামদাসের ভনিতায় (দ্রষ্টব্য সা-প-প ৮, পৃ ৮০) পাওয়া গিয়াছে।

[১খ আরম্ভ /৭ শ্রীশ্রীহরি ॥

প্রণমহো কলিজুগ সর্ব্বজুগসার   নামসংকীর্ত্তন জাতে করিল প্রচার।

ঘোর কলি পাপপ্রিত অন্ধকারমই   পূর্ণ শশধর জাতে চৈতন্যগোসাঞি।

শেষ ও ভনিতা,

সোহাগামিশ্রিত তাতে রস পরকীয়াঁ   গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশল দিঞা।

প্রেমের হাট প্রেমের ঘাট প্রেমের তরঙ্গ   প্রেমে প্রভু মত্ত হইল্যা পুর্ব্বলীলা রঙ্গ।

নরোত্তম ঠাকুর আর ঠাকুর চিনিবাস   অলঙ্কার ঝালাইঞা করিল প্রকাশ।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম করি আশ   হাটের পত্তন গায় রামেশ্বর দাস ॥

১ক ও ২ক পৃষ্ঠায় গৌরচন্দ্রপদ আছে,

(ক) কলিজুগ মত্তমাতঙ্গ জমরদলে কুমতিকরিণী দূরে গেল (বলরাম দাস)

(খ) প্রেমসিন্ধু গোরারায় নিতাই তরঙ্গ তায় করুণার বাতাস চারিদিগে (কৃষ্ণদাস)

(গ) যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায় (বৃন্দাবন দাস)

(ঘ) নিতাইপদকমল কুটি চন্দ্র শীতল (নরোত্তম দাস)

৫৬ গৌরাঙ্গপদ

রচয়িতা বিশ্বম্ভর

পুঁথিসংখ্যা ১০৭। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩½"×৫"। পদসংখ্যা ১। পুঁথিটির আরম্ভে সার্ব্বভৌমবিরচিত শ্রীচৈতন্যাষ্টক সম্পূর্ণ আছে। পদটি এই,

তপত কাঞ্চন রুচির চৌর, নদীয়া নগরে আসিবে গৌর।
জুবতী জৌবন লোটিবার তরে, ভূরুয়া কামান নয়ান শরে
গুণবাণ জুড়ি নগরে ফেরে, তাহারে জিনিতে কেহ না পারে।
নারায়ণ বক্ষে জাহার বাস, তাহার ধৈরজ করল নাশ
একজনা বলে শুন গ মাই, এ চোরা আছিল কোন গ ঠাঁই।
ব্রজপুর বলি আছএ জোথা, জীবনমরণ সকলি তোথা
সে দেশে অসঙ্খ্যা অপার ধনে, তাহা লোটি লোটি রাখ্যাছে বনে।
এমতি জানিহ ধনেরি খোর, কখন না ছাড়ে তাহার লোভ
সে চোরা আসিবে নদীয়াপুরে, হানা দেবে কোন রমণী ঘরে।
এ তিন লোকেতে হইব জানা, নয়ান প্রহরী রাখিব থানা
তবে আসি জদি মহলে জায়, ভুজলতা দিঞা বান্ধিব তায়।
হৃদয় কারাগারে রাখিব ফেলি, বিশ্বম্ভরে বলে বল্যাছ ভালি ॥

৫৭ মঙ্গলারতি

নিবন্ধকার নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ১০৮। লিপিকাল সন ১২৩০ সাল, তাং ১৩ পৌষ। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×৪½"। সমগ্র নিবন্ধটি এই,

/৭ শ্রীহরিঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র অদ্বৈতআচার্য্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
জয় জয় শচিসুত গৌরাঙ্গসুন্দর জয় জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর।
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈতগোসাঞি, জাহার কৃপ[া]তে পাইলাম চৈতন্য নিতাই।
জয় জয় গুরু গোস্বাই করুণ[া]সাগর তো সভার পদধূলি শিরে রহু মোর।
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ।
এই ছয় গুরুর করি চরণ বন্দন জাহাঁ হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ।

জয় জয় সনাতন জয় শ্রীরূপ   জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের স্বরূপ।
জয় জয় গদাধর জয় হরিদাস   জয় জয় রামানন্দ জয় শ্রীনিবাস।
জয় জয় গোপালভট্ট ভকতবৎসল   নবঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল।
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর পুরীগোস্বাঞির লাগি জাঁর নাম ক্ষিরিচোর।
জয় জয় নীলাচলে চন্দ্র জগন্নাথ   মো পাপীরে কৃপা করি করো আত্মসাঁথ।
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন   জয় জয় রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।
জয় রস নাগরী জয় নন্দলাল   জয় জয় মোহন মদনগোপাল।
জয় জয় কালিন্দী জয় জমুনা   জয় জয় বংশীবট জয় পুলিনা।
জয় জয় দ্বাদশবন কৃষ্ণলীলাস্থান   তালবন খর্জ্জুরবন বেহুলাবন নাম।
জয় জয় মধুবন মধুপানে স্থান   জাহাতেই মধুপান করিলা বলরাম।
জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় ললিতাকুণ্ড   জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড।
জয় জয় বৃকভানুপুর নামে গ্রাম   জয় জয় সঙ্কেত রাধাকৃষ্ণলীলার স্থান।
জয় জয় জাবট গ্রাম অভিমন্যালয়   সখিসঙ্গে রাই জাহাঁ সদা বিলসয়।
জয় জয় নন্দঘাট জয় অক্ষয় বট   জয় জয় শ্রীঘাট জমুনা নিকট।
জয় জয় বেলবন খদির বেহুলা   জয় জয় কুমেদ কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা।
জয় জয় রামঘাট পরম নির্জ্জন   জাহা রাসলীলা কৈল্য রূহিনীনন্দন।
জয় জয় বিমলকুণ্ড জয় নন্দিশ্বর   জয় জয় কৃষ্ণকেলি মানসরোবর।
জয় জয় সখিগণ ললিতাসুন্দরী   জয় জয় রাধা ইন্দু অনঙ্গমঞ্জরী।
জয় জয় পূর্ণমাসী বলি জোগম[া]য়া   মায়া আস্বাদিঞা কৈল রাধাকৃষ্ণলীলা।
জয় জয় বিরা বৃন্দা কৃষ্ণপ্রিয়ত্তম   রাধাকৃষ্ণলীলা কৈল অতি মনোরম।
জয় জয় রত্নকুণ্ড রত্নসিংহাসন   দেবের অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন।
আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন   শ্রীগুরুবৈষ্ণবপায়ে মজাইঞা মন।
শ্রীগুরুবৈষ্ণব মোর পুরাহ মনের আশ   মঙ্গলারতি কহে নরোত্তম দাস॥
ইতি॥ মঙ্গলারতি এইখানে সমাপ্ত॥ ১খ]

৫৮ পদাবলি

রচয়িতা চণ্ডীদাস

পুঁথিসংখ্যা ১১৩। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×৫"। পদসূচী, (ক) দিবস রজনী গুনি গুনি কি হল্য দারুণ বেথা (দ্বিজ চণ্ডীদাস), (খ) পিরিতি রসের সায়র দেখিঞা নাইতে নামিলাম তায় (চণ্ডীদাস)। পুঁথিটির আরম্ভে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যবিরচিত সম্পূর্ণ অদ্বৈতাষ্টক আছে।

৫৯ আদ্য আগ[ম]পুরাণ

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১১৮। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বের। অসমাপ্ত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩"×৩½"।

/৭শ্রীশ্রীহরি॥ আদ্য আগ[ম] পুরাণ লিখ্যতে।
স্বর্গমর্ত্ত্য না ছিল না ছিল জে পাতাল উতপতি না ছিল না ছিল কোন কাল।
সহ ......ছিল স্ত্রীপুরু[ষ] মেলা ধর্ম্মঠাকুর ভেসে বুলে শূন্যে ধরে ভেলা।
আচম্বিতে হল্যা ধর্ম্ম ছয় মাসের মড়া ... ...
তপস্যাতে বল্লুক......পুন গমন ব্রহ্মার নিকটে গিএ দিল দরশন।
ব্রহ্মা বোলে পাপিষ্ট কুষ্ট কোথা হৈতে আইল আসিয়া আমার স্তব ভঙ্গ [জে] করিল।
তথা হতে ধর্ম্মরাজ করিল গ[ম]ন বিষ্টুর নিকটে গিঁএ দিল দরশন।
বিষ্টু বলে পাপিষ্ট কুষ্ট কথা হত্যা আলি আসিএ আমার তপভঙ্গনরূপে...

৬০ খোট্টা অঙ্গদের রায়বার

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১২১। লিপিকাল সন ১১৮৪ সাল। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩½"×৯½"। আরম্ভ,

সমুদ্র পার হোকে রাম খাপ্পা হোকে বৌঠ্‌ঠা
দোন আঁখ পর ধুঞিলে কানা মাঙ্গাওত রাওন চোট্টা।
তাজেন্দি জাম্বুবান পৌহছা মুম্বরা জাকে শুম্বরা
দস্তক পর মুহর হুকুম হুয়া চোপদার ভেজো দোস্তা।

প্রভু কারে মজি দেকে সুগ্রীব পায়া সখা
বেদিল য়ঙ্গদ কেস্কা করু দূত গড় তোড়ে জাঅ লঙ্কা।
সুগ্রীব কহে বাবা য়ঙ্গদ সুস্ত মেরি বাৎ
রাওন লেয়ানে দস্তক হুয়া তেরা হুয়া হায়োলাৎ।
বহুৎ খুব বহুৎ খুব ককে য়ঙ্গদ সিরপর উঠায়া হাত
গৰ্দ্দন তোড়কে সির লেওায় জো ফরমাঞী রঘুনাথ।
সুগ্রীব কহে বাবা ফয়সাদ মকাম নাহি সীতা বিক্কে জাও
তলয়ার বান্ধ জব্বর হোকে খৰ্ব্বর লেকে যাওঁ।
তওজত জব্বর সিরপর সোভে বালি বীরকা বেট্টা
দোন কানমে মতি দোলে খোস্তে রহে গালপাট্টা।
প্রভু সে মেলি কদম কা ধোলি সির পর কর্কে লিয়া
ঝাঁটি ঝাপটকে লঙ্কা পোহুছা জাকে ধাঙসা দিয়া।
নাথ নাথা ডকে কেওঁড়া তোড়কে য়ঙ্গদ লাগায়া ধুম
দরয়ান সব দড়বড় ভাগা রাওন সুনকে গুম।

শেষ,

হাবার ডাহার কো পাহাড় তোড়কো কৈলাস কিয়া কাবু
জমকী গলিম জে হাল চড়ায়া রাম হোএ কোন বাবু।
য়াসম তোড়োঃকি পাসাণ বনায়া ইন্দ্রকো দেয়া তোপ
চান্দে সুরুজ কো কাবু কীয়া চোরি কীয়া সুরলোক।
য়ঙ্গদ কহে রাওন রাজা তেরা তরোডাঞী হোয়া
বালি বীর তোঝে বান্দকে নেজে সপ্ত সাগরমে সন্ধা কীয়া।
য়হি বালি কা বেট্টা হোঁ কুদুরাৎ দেখেত মেরা
কনক লঙ্কা দিয়াত ডঙ্কা বুরা হাল কীয়ঙ্গা তেরা॥

৬১ "দেহতত্ত্ব"

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১২৩। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৫"×৫"। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত গোর্খ-বিজয়ের পাঠ বলিয়া পুঁথিটি মূল্যবান।

/৭শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

শ্রীরূপ সোনাতন মেয়ো নিস্তার সাঞী মাক্কা মদিনা খবর জাহা হৈতে পাই।

রাত্রিশেষে একত্রে বসিয়া দোন ভাই, দেহের খবর পুছেন রূপ সোনাতনের ঠাঞী।
লোহা কাঞ্চন আর খাক দরসন একত্র করিয়া দুনিয়া আলম পয়েদা হৈল
কোনখানে জায়ে।
নাভিমূলে হাড়জোড়া বিরলে বহিল উঠিয়া সোনাতন রূপের কদম ধরিল।
মায়ের চারি বাপের চারি খোদাএ দিয়া দশ আঠারো মোকামের মধ্যে
খেলে মহারস।
মহারস বলিতে হয়ে নিরঞ্জন অস্থি চর্ম্ম রক্ত নাহি শুনহ কারণ।
পানি চেহে পাতল কে পাথর চেএ ভারি লোহা চেএ শক্ত কে কহ সত্য করি।
লোহা চেএ শক্ত কে দুনিঞায়া উপরে এহি চারি গুপ্ত বাত কহিবেন আমারে।
পানি চেহে পাতল বাতাস দেখা নাহি জায় হাড় হাড়ি নাহি কিছু
কেতাবেতে কয়ে।
পাথর চেহে জানিহ দিল বড় ভারি, লোহা চেহে শক্ত মোর মুর্শীদের কদম ধরি।
আগুন চেহে গরম চক্ষের পলকে শুখায় তনু পুরুষের হাড়িমজ্জা করিয়া
জায় খিনু।
এত শুনি সোনাতন হৈল খবরদার আরজদস্ত করিয়া বাত পুছে আর বার।
কাণা রাজা কালা পাত্র কাণা কাল গুই কাণার সনে কালা চলে জায়
হাজার দুই।
নগরে মনিষ্য নাই বসতি চালে চালে, আন্ধলেতে দোকান করে খরিদ করে কালে।
পখুরেতে পানী নাই পাহাড় কেন বোজে আণ্ডা আছে ছাও নাই পয়ার
কেন উজে।
জে ধড়ে জানিবে মোর মুর্শীদের আওাজ নাই সেই ঘর আন্ধিয়ারা কহিলাম
তোমার ঠাঞী।
দুই চক্ষু সমান গুরুকা পয়ার উজে সেই জে পখুরের পানি পলকেতে বোঝে।
সোনাতন বলে সাঞীজি আমি কিছুই না জানি জে বাত কহাও সাঞী সেই
বাত কহি আমি।
কোথা গুরু কোথা শিষ্য কহিবা এহি বাত, শিষ্য আর গুরু বৈসে কতেক তফাত।
জবানেতে গুরু বৈসে শিষ্য দম সনে এত বাত জানিবা তুমি কহিলাম হামে।
সাঞীজী কহেন বাত শুন কহি আমি গুরু আর শিষ্য বৈসে আশমান
আর জমীন।
তবে সোনাতন বোলে আরজ করি রাঙ্গা পাএ এত দূর থাকি মুরশীদের
দিদার কেমনে হয়ে।

চাতকসাধনে জেন মেঘে জল দেয় সেবকসাধনে গুরু এইরূপে মিলয়ে।
আশমানে থাকে গুরু সেবক জমীনে থাকে বস্তা আশমান থাকিতে
মুর্শীদের দস্ত পড়ে খস্তা ॥১॥

৬২ গাঁজা ও তামাকুর গান

রচয়িতা দ্বিজ (ন্যাড়া) রামানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১২৪। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ৯"×৩"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। পল্লীকবির সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত্ত রচনা কৌতুকরসের কবিতার ভালো ও পুরানো উদাহরণ বলিয়া রচনাটি সবিশেষ মূল্যবান।

/৭ শ্রীহরিঃ।
মনের গৌরবেতে চিন্‌লি না রে অরে গাঁজাখোর ॥ ধুয়া ॥
গাঁজার পাতা জলে ভাসে তাহা দেখি ভাঙ্গি হাঁসে
আর য়েক ভাঙ্গি ওয়্যে বলে জাহাদ এইল মোর।
মনের ইত্যাদি ॥১॥
ভাঙ্গা ঘরে স্বঞা থাকে গগনেতে তারা দেখে
আর এক ভাঙ্গি উঠ্যা বলে বালাখানা মোর।
মনের ইত্যাদি ॥২॥
রামানন্দ নাড়ায় বলে এক ছিলুম গাঁজা খাইলে চক্ষে হয় ঘোর।
মনের ইত্যাদি ॥৩॥

মা মৈলে জেন গুড়াকু তামাকু পাই ॥ ধুয়া ॥
উঠি অতি নিশিভোরে হুঁকাটি লয়িয়া করে
গোয়ালি দুয়ারে দুয়ারে উকুট্যা বেড়াই ছাই।
[মা] মৈল্যে ইত্যাদি।
কয়্যা জাব তনয়েরে মৈল্যে জখন শ্রাদ্ধ করে
কুশ পট্যা টেন্যা ফেল্যা
কোঁচাড় তামাকু গুড় দিয়া পিণ্ডি দেয় তাই।
দ্বিজ রামানন্দে ভনে স্থান দিয় শ্রীচরণে
জোড়া নলে তামাকু খাইয়া স্বর্গে চল্যা জাই।
[মা] মৈল্যে ইত্যাদি।

অপর পৃষ্ঠায় "ইষু বিষু দুটি বুন ইত্যাদি" একটি মজার ছড়া, "খোলাকুচির যত্ত, জলের শিকড় প্রভৃতি" মিশাইয়া একটি মর্দ্দনের ঔষধের ব্যবস্থা ও "গৃহস্থরত্নাকর"-এর একটি শ্লোক আছে।

৬৩ প্রাচীন গদ্য (দিনলিপি ?)

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১২৫। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১০"×৩২"। লিপিকাল ও রচনাকাল শকাব্দ ১৭১৫, তাং১৭ বৈশাখ।

/৭ শ্রীশ্রীহরিঃ॥ সকাব্দা ১৭১৫॥ তাং ১৭ বৈশাখ॥ বৈকালিক নিদ্রা হইতে উঠিয়া কৃষ্ণ রাম গোবিন্দ স্মরণ করিলাম ২৩ চন্দ্র শর্ম্মা দ্বারে ডাডাইয়া কহিলেন তোমার এটা কষ্ঠ কল্পনা ২বার কহিলেন এবং হাস্য কবিলেন শুনিলাম উত্তর করিলাম না ১৯ রোজ এক পয়ার চাহিলাম কহ লিখি তাহাতে বড় বেজার হইলেন এবং মুখ নামিয়া রহিলেন আমিহ দেখিয়া পুথি বান্ধিলাম ক্ষণেক পরে কহিলেন পাঁচ জন একত্রে বসিয়া হাঁসিবা একারণ নিতেছ আর কিছু নহে শুনিলাম উত্তর করিলাম না পরে ২৫ পচিসা রোজ [কৃ]ষ্ণ সরকারে[র] সহিৎ বৈকালিক গ্রন্থ লৈয়া আলোচনা করিতেছিলেন তথা জাই···ন উপক্রম করিতেছি[লাম] ··· দেখিয়া ২৩ শর্ম্মা উম্মান্বিত হইয়া কহিলেন ইহাঁর নিমিত্তে কোন কথা কহিতে পাই না এ বড়ই জঞ্জাল শুনিঞা কিছুমাত্র কহিলাম না বুঝিলাম যে বড়ই অনাদর এই নিমিত্তে উহাঁরা জখন কৃষ্ণকির্ত্তণ করেণ তখন আমিহ বসিলা মধ্যে মধ্যে স্লেষ বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতেয় উত্তর করিলাম না ইহার পূর্ব্বে উহাঁর অন্তরঙ্গ কেহ কহিলে ঠাকুর বাটিতে আছেন নিত্য কৃষ্ণকথা আলাপ হইতেছে তবে আমার বাটী জাবে কেন তাহাতে কহিলেন ঠাকুরকে লৈয়া ক[া]ষ্ঠচর্ব্বণ মাত্র রসের কি জানেন তন্মুখাৎ শ্রবণ করিয়া রহিলাম পুনচ্ছ ৩৪ গ্রামস্থা কহিলেন আপ্নি কৃষ্ণালাপ কি জানেন্না তাহাতে কহিলাম জানিলে সম্ভ অসাধ্যাৎ এমৎ কথা কহেন কেনো আর জে কহিয়াছেন তাহা লিখনের গুণ কি হৈতে তা হল বে···[অতঃপর খণ্ডিত]।

৬৪ বাঙ্গালা মন্ত্র

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১২৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×৩২"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

/৭শ্রীদুর্গাসরণং ॥

॥ আপ্তসারং ॥

মনিমুক্তা দোলে মা মনসা[র] গলে
আমাকে দেখিয়া ভুত পিসাষ না চলে
ডানি ডাকিনি প্রেতভুত তোমরা পঞ্চ ভাই
আমার সরিরে আসি কারু সাধ্য নাই
কাঙুরি কামিক্ষা মা চণ্ডীর আজ্ঞা হারিঝির পা
দই মা কংকালি দই মা ফুল্লরা দই মা কালি ॥১॥

॥ জলপড়া ॥

অকল বরুন আর যত দেবগন
জলের ভিতরে সভে করিআ করন
ভুতপ্রেত ডানি ডাখিনী জে ইহার অঙ্গে আছে
সির্ঘ সির্ঘ যাঅ তুমি
মহাদেবের আ[জ্ঞা]
সে জে অমুকের অঙ্গে করে ঘা
সে আপন গুরুর মুণ্ডে পাখালে বাম পা
সিদ্ধ গুরু বন্ধ পা ধন্য কামিখ[্য]া মা
জায় জায় ডানি ডাকিনি জে আছ ইয়া[র]অঙ্গে সির্ঘজায়ত ॥

॥ হাতচালা ॥

হাত চালোঙ নিসান চালাঙ ধরম চালাঙ
কুরম্ চালাঙ পাতালে বাসুকি নাগ চালাঙ
ঔরে হাত তোকে চালাঙ তো চন্ডীতে দেবী চলে
দেবি চলে আউট হাত মিত্তিকা ভিড়িয়া চলে
চল রে হাত চল জাহাঁ বিস তাঞি চল
নাঞি বিস ডানিনে বাঞে চলছে চোরে মির্থা চল

ইশ্বর মহাদেবের পিরিতে বাঁভরে চালিস চোঁচরে
সির্ঘ চল হাড়ি ঝাটা মাতা মকর
কার আজ্ঞা মা মনসার আজ্ঞা ইত্যাদি ॥

৬৫ বানের কবিতা

রচয়িতা দ্বিজ দ্বারকানাথ

পুঁথিসংখ্যা ১২৭। লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল, ২৪ শ্রাবণ। লিপিকর শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং গোয়ালপাড়া। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×১০"। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রঙ থাকায় রচনাটি সমধিক মূল্যবান।

/৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥
কেহু বা চড়ি গাছে কেহু বা চড়ি গাছে ভেসে জেছে করিয়া বিকুলি
ধরে আটকা দিব টাকা দেখায় কোমর তুলি।
কেহু মধ্যে ভাসে কেহু মধ্যে ভাসে চালে বসে স্ত্রীপুত্র লইয়া
তারা উপায় না দেখে ডাকে গোবিন্দ বলিয়া।
ডেকে কয় রাখ হরি ডেকে কয় রাখ হরি শীঘ্র করি দুকূল পাথারে
জগন্নাথ নাম তব ঘোসএ সংসারে।
পড়িয়া ভবকোপে পড়িয়া ভবকোপে জেবা ডাকে জপে তপ নাম
তরি জায় জম দায় কোন তুচ্ছু বান।
ভাবিয়া চক্রপানি ভাবিয়া চক্রপানি মুক্ত জানি রহিতে না পারি
বিক্ষরূপ হয়া জলে রহিলেন শ্রীহরি।
বানে ঘর এল ভেসে বানে ঘর এল ভেসে লাগিল এসে সেই বিক্ষমূলে
হাথে ধরি পুত্র নারি নয়া উঠে কূলে।
বানেতে গরু ভাসে বানেতে গরু ভাসে উর্দ্ধশ্বাসে কি কহিব কথা
মধ্যে জলে ভেসে বুলে দিষ্ট হয় মাথা।
ভাসে মোষ পাএ ছান্দা ভাসে মোষ পাএ ছান্দা শুনে ধাদা দেখ বানের রঙ্গ
শৃগাল কুকুর ভাসে মাঝ্যে বহু অঙ্গ।
ভাসিল সাওঁতাল ভাসিল সাওঁতাল কলু মাল ক্ষেতরির সুত
বনজন্তু [জী]বন্ত ভাসএ ভল্লুক।
বানেতে ভাসিল জারা বানেতে ভাসিল জারা কেহু তারা রক্ষা নাহি পায়
ভাসি কাএতের দপ্‌থর কলম গুজা তায়।

ভাসিল রজপুত ভাসিল রজপুত জমদূত বিক্রমে বিশাল
কোমর বেড়া ধড়া পড়া পিঠে বান্ধা ঢাল।
ভেসে জায় কুলু মালি ভেসে জায় কুলু মালি কোলে করি আপন সন্তান
সুনার বেন্ধা ভাসিল নয়া হরপি নিশান।
ভাসিল তাতি ভেয়া ভাসিল তাতি ভেয়া হাথে নয়া তাথ বুনিবের মাকু
উলবন মনে পড়ে করে হাঁকুপাকু।
বানে জায় টাকা তোড়া বানে জায় টাকা তোড়া সিন্দুকভরা হাজারে হাজার
ভাসে বিক্ষ অতি দির্ঘ করে হুড়পার।
জত সব করে আলিস জত সব করে আলিস ভাসিল বালিস ছাপরখাট খোড়া
স্থানে স্থানে বানে ভাসে আবাল বিদ্ধ জুবা।
কি কব দুখের কথা কি কব দুখের কথা কৈতে বেথা পরাণ বিদরে
নিদ্রাগত ছিল জত গাছের উপরে।
মুদিয়া দুনয়ান মুদিয়া দুনয়ান মনে বান না ছিল জাহার
ঘুমের ঘোরে বানে পড়ে হইল সংহার।
পাইয়া বনের ধাকা পাইয়া বনের ধাকা ভাসে হুকা আতমজাবের গন্ধ
বানে ভেসে লাগিল এসে হাড়িভরা নারু।
বানেতে মাড় বানেতে মাড় ভাসে রাড় চরকা বুকে দিয়া
হাথের ক্ষেসে জায় ভেসে তুরি ডুবিক্ষেয়া।
বানেতে ছাড়ে ডাক বানেতে ছাড়ে ডাক ভাসে বাগ করিয়া বিকুলি
বেনের ঝাল আলথাল ভাসিল পুটুলি।
ভাসিল কাটা পাঠা ভাসিল কাটা পাঠা মুড়ি খুটা ভেড়া পালে পাল
ভাসে ঢাক লাখে লাখ খোল করতাল।
ভাসিল কুলুর ঘানি ভাসিল কুলুর ঘানি বানে আনি চালে ভাসে পৈ
চামর চন্দন ভাসে [ভাসে] গোলার দৈ।
ভাসিল কুম্ভকার ভাসিল কুম্ভকার চক্র আর হাড়িপাতনা জাড়
নাপিতের সন্তান ভাসে বগলে করে ভাড়।
ভাসিল কর্ম্মকার ভাসিল কর্ম্মকার কিছু আর না রহিল ঘরে
হাতেনে এসে লাগিল ভেসে ঝুপের ভিতরে।
ভাসিল শুড়ি জত ভাসিল শুড়ি জত কৈবর্ত্ত নাহি জার চিনা
মদ গোষ্ঠী গেল ছিষ্টী ভাসিল মদের গোলা।

ভাসিল মছলমান ভাসিল মছলমান হতজ্ঞান করি হায় হায়
তার বিবি সোভে নবি ডাকএ খোদায়।
ভাসিল মল্লা জত ভাসিল মল্লা জত শত শত লম্বা লম্বা দাড়ি
বানে এসে লাগিল ভেসে গোঁফেতে খাগুরি।
কান্দে কয় মলাম মলাম গেলাম গেলাম রক্ষা কর খোদা
ভাঙ্গিল ফিরের আস্থানা ভাসিল পিরজাদা।
ডাকে কয় কোথা নানি ডাকে কয় কোথা নানি গেলাম আমি কি হৈল প্রমাদ
কোথা রইল ফুপু চাচা কোথা রইল্য দাদ।
দেখ ভাই দৈবগতি দেখ ভাই দৈবগতি ভাসে হাথি মৌরক্ষির বানে
জীবজন্তু না রহিল নদীর পশ্চিমে।
বানেতে করে তোরা বানেতে করে তোরা ভাসে ঘোড়া অজএর জলে
মরে জত নাহি অন্ত ভেসে ভেসে বোলে।
ভাসিল জত মড়া ভাসিল জত মড়া হল্য খড়া নদির কিনারা
লাগে ভয় অতি ভয় দেখে ঢাকপারা।
লাগিল ঝোপে ঝোপে লাখে লাখে জলে স্থলে বোলে
স্থকুনি গিদিনি মড়া খায় কুতূহলে।
দেখিয়া লাগে ধন্ধ দেখিয়া লাগে ধন্ধ দোগন্ধ হইল অতিশয়
ধাতা জাহা লেখে তাহা গগুনে না হয়।
কারূ বা কর্ম্মফলে কারূ বা কর্ম্মফলে গঙ্গাজলে ভাসে মৃত কায়া
কেহু বা ঝোপে বালি চাপে ঈশ্বরের মায়া।
পরিয়া খাসাজোড়া পরিয়া খাসাজোড়া চড়ি ঘোড়া জাত্রা করে কেউ
কেউ বা গাছে বসে আছে খেএ বানের ঢেউ।
এমনি দুখ জত এমনি দুখ জত কৈব কত নাহি তার অন্ত
পোনের আশ্বিন হইতে দশমি পর্জ্যন্ত।
বিষ্টি ঘোরতর বিষ্টি ঘোরতর ধরাধর হইল হৈল নিবারণ
আচম্বিতে জাম্বভিতে স্বব স্বমিরণ (?)।
পাইয়া জগৎপ্রাণ পাইয়া জগৎপ্রাণ ছোটে বান তারা হেন ছোটে
গাছে হৈতে সর্ব্বজন নামিল ভূমিতে।
বানেতে ভাঙ্গিল জত বানেতে ভাঙ্গিল জত কৈব কত কহিয়া বিস্তার
তিউ হইতে দুই ভিতে জাহ্নবীর ধার।

হইল সমভূম হইল সমভূম সর্ব্বজন ম্বোঙরে শ্রীহরি
চিনিতে না পারে কোথা ছিল ঘর বাড়ি।
করিয়া কলরব করিয়া কলরব কান্দে সব গণিয়া হাতাস
কারু হৈল পৌষ মাস কারু সর্ব্বনাশ।
মাটেতে ছিল ধান মাটেতে ছিল ধান পেয়ে বান আথালি পাথালি
ছিল ইক্ষু অতি দির্ঘ চেপে গেল বালি।
রাজকর কিসে দিব রাজকর কিসে দিব কি খাইব অন্তরে ভাবিয়া
স্থানান্তরে কেহ গেল দুখিত হইয়া।
কহে দ্বিজ দ্বারকানাথে কহে দ্বিজ দ্বারকানাথে কুকুটাতে নিবাস থাকিয়া
জেষ্ট ভাই কমলা তার আজ্ঞা পায়া।
দুখ বারে বারে দুখ বারে বারে [-কব কারে] আর কত সয়
অমির লোভে মরিবে সভে কুলবার্দ্ধা কি রয়॥
ইতি বানের কবিতা সমাপ্ত॥

৬৬ পদ

রচয়িতা গোঁসাই গোরাচাঁদ

পুঁথিসংখ্যা ১২৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ৯½"×৪"। লিপি আ. ১২৫ বৎসর আগের।

জায় কুঞ্জরবরগমনি রাই কিশোরী কিশোর ভেটিতে॥ ধ্রু॥
একে সোনার ব[র]ণি সোনার গায় হেম কুচগিরি শোভিত তায়
অপরূপ হের ললিতে।
রেএর চঞ্চল মতি হের গো মন্থর গতি
রতিপতি জয় করিতে।
বদন মদনচান্দেরি ফান্দ চান্দ জিনি ধনির ও মুখচান্দ
চান্দ লুকায়ল লাজেতে।
রেএর নীল বসন যেন নবঘন শোভে হেমগিরি পরেতে।
রেএর পদার্পণে খসি দিনমণি
শশী রাশি রাশি পরে ভোমেতে॥২॥
লাজে ঘোর রজনী হেম কমলিনী বিশেষ মোহিনীরূপেতে
রেএর লাবণ্য জেমন দামিনী সমান বসন ঝাঁপিআ পরিছে॥৩॥

রেএর নাসার বেসর জেমত চকোর উঁড়ে সুধার আশেতে
কহে গোসাঁই গোরাচান্দ হের গো দিনমণি ফান্দ
কৃষ্ণদাসপদআশেতে ॥৪॥

৬৭ শ্রীধর্ম্মপুরাণ

ভনিতাকার রামাঞীপণ্ডিত, রামদাস, শ্রীরামপণ্ডিত,
দ্বিজ শ্রীরামপণ্ডিত, পণ্ডিত দ্বিজ, পণ্ডিত রাম

পুঁথিসংখ্যা ১২৯। লিপিকর কুড়ারাম পণ্ডিত, সাকিম গবপুর; কৃপারাম পণ্ডিত, গণেশ পণ্ডিত। লিপিকাল সন ১১৫১-১১৬০ সাটী সাল, মাসে চৈত্র, রোজ শুক্রবার। খণ্ডিত। জীর্ণ ও অবিন্যস্ত তালপত্র। পত্রসংখ্যা ৯৪। আকার ২৫½"×২"। শ্রীনিরঞ্জনপুরাণান্তর্গত ময়ুরভট্টরচিতায় বার্ম্মতি গ্রহভরণ ইত্যাদি।

/৭ শ্রীশ্রীহরিঃ ॥ আ(র)পতন্তম্ব ॥
বেদ বেদ করিআ ব্রহ্মা পতস্তি রৌল
কৌন কৌন বেদ পণ্ডিত যবেক্ত বেক্ত করিয়া বৌল।
সেসে ব্রহ্মা যবতরৌধে, উড়িয়া জায় হংস দুই পাক ছেদে।
সেসে ব্রহ্মা বিদ্ধি ব্রহ্ম গগনমণ্ডলে শূন্যমণ্ডলে করেন ধ্যান
সেসে ব্রহ্মা জগত পূজিমান।
ওষ্ঠ কণ্ঠ নাসিকা পয়ান প্রয়াণ উগ্যান উব্যান বারে বন্দিজ্ঞানে আনল পাপচ্ছেদ।
স্থন পণ্ডিৎ ইহাকে বলি ঋকবেদ।
ওঁ দসমে স্থির কর পণ্ডিত রবিশশী উজান, মনে পবনে করি বিচ্ছেদ।
আত্মা পরিচয় হইল্যে ইহাকে বলি জজুর্ব্বেদ।
ওঁ তিন তিউড়ী গস্তিমুখা ভাটা সমরস পবন উজাউ, চান্দে সুর্য্যে সমরস ভেলা।
স্তম বেদে হইলা গোসাঞি বিভোল ভোলা।
চারি বেদ স্থাপিলেন অজান জান, পঞ্চ বেদ গোসাঞি নেহ পয়মান।
মনে পবনে শক্তি ধরি চাপি, ধর্ম্মপ্রসঙ্গে আগমবেদ স্থাপি।
ঋকবেদে ব্রহ্মা জজুবেদে বিষ্ণু স্তমবেদে মহাদেব য়থর্ব্ববেদে দেবী
আগমবেদে ধর্ম্ম।
শুন শুন পণ্ডিত ইহাকে বলি স্থানের আদি জন্ম।
চারি দ্বারে চারি পণ্ডিত আর পঞ্চ জন আয়া, তথি পাইল কমলের সন্ধি।
য়োথাকার রবিসসি তথা হইলা বন্দি।

সব্বের বাট সব্বের কুড্যা, সব্বে রহিল এ তিন ভুবন জুড়্যা ।
সব গেল নি[স]ব্বে[র] পাস। সব্বে নিসব্বে করিল গ্রাস।
পক্ষ বেদে ধর্ম্ম তা[র] করিল [ব]র্ণন ।
বর দেন ঠাকুর সরূপনারান ॥

উলমত্ত পাটন ড়ুনমত্ত দেস, কোথা হতে পণ্ডিত তোমার গেল পরবেস ।
তোমার পিণ্ডের প্রাণীর পণ্ডিত কেঁদ নাঞি পাই
তোমার পিণ্ডের প্রাণের পণ্ডিতকে কে নির্ম্মাই ।

দুইতে দুইতে পড়ি গেল বাই, মধ্য কমল জুড়ি রহি গেল নাই ।
আড়ে বাতা দিগে বন্ধ বাওর পন মাস লয়্যা হাড়ের সন্ধি ।
মায়ের [র]ক্তে বাপের বিজ্জে পণ্ডিত জন্ম হল্যা তথা ।
ঘটিকা ঘটিকাকমলে বাস গর্ভে ছিলয় পণ্ডিত আর দস মাস আর দস দিন ।
গর্ভে ছিলা পণ্ডিত অতি বড় সুখে, আধার জোগাইয়্য সদগুরু মুখে ।
বাহে টিনাসন (?) কেরুআল দুই দিগে দুইর···জনে দেহারা দেখিলা পণ্ডিত ।
পছিমমুখে আত্ম ধর্ম্মগুরু সাথে বিদ্যাগুরু বিদ্যা দিল হাথে ।
জথ কহিতে সার বর দেন ঠাকুর শ্রীশ্রীনাথ নিরাকার ॥

॥ তাম্রজন্ম ॥
কলিজুগে কৃষ্ণবর্ণ পবিত্র কায়
কৃষ্ণবর্ণে পণ্ডিত রাম তাম্রঅঙ্গে জায় ।
এস্থানে পণ্ডিত রাম অজপা জপে নিতি
লোহে মোহে কাম ক্রোধ সত্যমিতি ।
দেখন্তি গুরু পরত্তেক রামের বাচা হইল
ওঁ গুরুপাদপদ্মে মরমনবাক্য নমোনমস্তে ॥ ইতি তাম্বর জন্ম ॥

ব্রাহ্মণের জাতিধ্বংস হেতু নিরঞ্জন জাজপুরে প্রবেসিলা হইয়া জবন ।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জত পথে নাগালি পায় ভালের তিলক সব পুছ্যা পেলে পায় ।
জাতিনাশ করে কার মুখে দিয়া ছিবা মাস্ক্যা কাড়্যা খায় কার দিয়া ঘাড়লাবা ।
পাসান প্রতিমা ভাঙ্গে গোহোড়ের ঘায় হাথে প্রাণ কল্যা[১] কত দেয়াসি পালায় ।

(১ অ জাতি রাখ্যা)

দেউল দেহারা জত ছিল ঠাঞী ঠাঞী ভাঙ্গিয়া পাড়য়ে কারো না মানে দোহাই।
জাজপুরে আছে দ্বিজ পাসানসিংহ নাম সভার প্রধান তিহোঁ বেদে অনুপাম।
পাসার প্রসাদে দ্বিজ জিনে দেসে দেসে জিনিঞা আনয়ে ধন তেজের প্রকাসে।
হেন কেহ নাঞী তারে জিনেন পাসায় তেকারণে পাষাসিংহ সভে বলে তায়।
তা সুনিঞা মহাপ্রভু আনন্দ অন্তরে পাসা খেলিতে গেলা দ্বিজের মন্দিরে।
দুয়ারে দাণ্ডায়্যা ধর্ম্ম পাসাসিংহ বলি ডাকিলেন তিন বার হইয়া ব্যাকুলি।
জয়ঘংটা নাড়িলেন শ্রীধর্ম্মঠাকুর সুনিঞা দ্বিজের বুক করে দুর দুর।
না জানিয়ে কেবা আল্য খেলাইতে খেলা, খেলাইতে পাসা দ্বিজ দুয়ারেতে আল্যা।
সম্ভাষিয়া পাসাসিংহ কহিছেন কথা কোন জাতি কুল বট ঘর তোমার কোথা।
কি নাম তোমার বটে আল্যে কোথা হত্যে, বিবরিয়া কহ তুমি আমার সাক্ষাতে।
মায়া দিআ কহে ধর্ম্ম সুন রে বামন অটক আমার নাম জাত্যেতে জবন।
হজ মক্কা কর‍্যা দেখি দুনিয়ার তামাসা শুনিলাঙ লোকের মুখে তুমি খেল পাসা।
মাতা পিতা দারা পুত্র নাহিক আমার জন্মাবধি আমার নাহিক ঘরদ্বার।
শুন্যাছি তোমার নাম পাসাসিংহ বানা আস্যাছি তোমার ঠাঞি খেলাবার বাসনা।
খেল জ[দি] খেলাই পাসা আসাছি আসাঅ রামাঞিপণ্ডিত কহে ভজি ধর্ম্মপায় ॥২॥

॥ নাচাড়ি ॥

পাসানসিংহ বলে তুমি আস্যাছ খেলিতে হারিলে চালের প্রতি ধন দিবে কতে।
ধর্ম্ম বলে ধরা মোর হয়ে জতধিক কালিপ্রতি ধন দিব দ্বাদস মানিক।
আপনার কথা আমি কহিল তোমারে আপুনি হারিলে দান কিবা দিবে মোরে।
দ্বিজ বলে আমি জদি হারি তব ঠাঞি হারিলে আনিয়া আমি দিব দস গাই।
ইহা বিতেরেখ মোর অন্য নাঞি ধন ভাল ভাল বলি সায় দিল নিরঞ্জন।
লোভে নষ্ট হয়ে দ্বিজ শুন সর্ব্বলোকে পত্তন করিল খেলা পরম কৌতুকে।
পেলিতে করের পাসা হইল দ্বায়াচারি প্রথম চালেতে হইল ব্রাহ্মণের হারি।
জিনিঞা কহেন ধর্ম্ম পাসানসিংহ ভাই আপনার অঙ্গিকার দেহ দস গাই।
পাসানসিংহ বলে ফের পুনর্ব্বার একুবেলা দান দিব তার কী বিচার।
শুনিঞা দ্বিজের কথা কহেন ঠাকুর হাসিআ হাসিআ কথা কহেন মধুর।
মায়ায়ে হইআ বন্ধ না জানে কারণ সজ্ঞান হইয়া মুছ্‌ছা হইলা বামন।
উঠিয়া কহেন তারে কথা পুনর্ব্বার তোমায়ে আমায়ে খেলা খেলি আরবার।
কোপযুত হয়্যা গোসাঞি কহিছেন কথা বড়ই গোঙার তেঞি বামনের-পুতা।

আপনার মুখে তেঞি কহিলি জবান   গোণ্ডার কাফর তেঞি কহিলি ইমান।
বিরূপ দেখিআ দ্বিজ পালাইয়া জায়   পালায় পালায় বলি ডাকে ধর্ম্মরায়।
না পালা না পালা দ্বিজ বলে ধর্ম্মরায়   প্রভুর মায়াতে বন্ধ জাতে নাঞী পায়।
বামনে ডাকিয়া প্রভু কহেন কৌতুক   তিন ভাগ জাজপুর করিব তুড়ুক।
বেদবিদ্যা ঘুচাইয়া পড়াব কোরাণ   নিশ্চয় কহিল তোরে ইথে নহে আন।
এত বলি ধর্ম্মরাজ মহা ক্রোধ করি   জাজপুর নগর বেড়িল তরাতরি।
নগরে সমস্ত জত আছিল ব্রাহ্মণ   ধরিয়া পৈতার পাসে করিল বন্ধন।
পালাতে না পারে কেহ ধর্ম্মের মায়ায়   মারিয়া ধরিয়া সভে রাখিল তথায়।
একতাই দ্বিজগণে বান্ধিয়া তথাই   পালের বাছিয়া ভাল আনি দস গাই।
পাটের দড়ায় তারে পাছাতে বান্ধিয়া   পাড়িল পশ্চিম মুখে নিদয়া হইয়া।
ইন্দ্র আপনে তিহোঁ হইয়া মোলনা   কানেতে ধরিয়া তার সুনাল কলিমা।
হাথে ছুরি মোল্লা বসিলা তথাই   বিচমোল্লা বলি গাই করিল জভাই।
হাথে কুষ করি জাত্য কসাই শৃজিল   হাথে ছুরি [করি] গাই ছড়িতে লাগিল।
হিরা নাম গজা ভাঙ্গা সিরা নামা গন্ধা   কৌতুর সম উরস ফেঁপা আতুড়ি গুরুজা।
তোঁম গজা বার হাঁড়ি হেড়ার প্রধান   পিছা পরজা আগা আর পঞ্চ মান।
সোলখানি হেড়া কসাই কৈল সোল ঠাঞী   হাঁহাপা কাইতে ভাল মুদকি চাই।
হাওাবিবি ঘাম তথি নিছিয়া পেলিল   জগাই মাধাই তারে আজ্ঞা কৈল।
সভে খানা পাকাইতে   আজ্ঞা পাইয়া দুই জনে চলিলা তুরিতে।
হাড়্যায়ে চড়াল্য হেড়া জাল্যা দিল জাল   বিবি সুররূপে পদ্মা বাট্যা দেই ঝাল।
উত্তম রন্ধান করি বিরিঞ্চি পাকাই   সোয়াদ বুঝিতে সুরা রাখিল জগাই।
সুনার বুঝিল খাদ সরস নিরস   বনাল্য হাঁড়ায় হেরা করিবারে কস।
বিছানা বিছায়্যা জগাই কহিল সাহেবে   খানা তইআর হইল আস্ত সাহেব তবে।
তা শুনিঞা মহাপ্রভু আনন্দিত হইল   হাজাম করিয়া সৃষ্টি বামনে সুনত দিল।
মাথা মুড়াইআ টুপি দিলেন মাথায়   মুরিদ করিয়া কলিমা সিখাল্য সভায়।
আনিঞা করার পানি ধোয়াইল হাথ   বামনে জবন করে দুনিয়ার নাথ।
খাইয়া গায়ের হেড়া স্মঙরে খোদায়   একিদা ইমাম করে সাহেবের পায়।
একতাই কোরাণ পড়িল সব ঠাঞী   তা দেখিয়া ভাবিছেন আপুনি গোসাঞি।
নামাজ করেন কেহ পড়েন কোরাণ   কেহ বাজ দেই কেহ বলে রহিমান।
ব্রাহ্মণে জেমন জেবা ছিল তেজিআন   সৈয়দ সেকজাদা হইল মগল পাঠান।
তবে প্রভু নিরঞ্জন ত্রিদসের নাথ   সৃজিলেন মুসলমান যাদ আচার জত॰।

(২ অ সুবর মাল আর আঠার জাত)

চাম্নিবিগে বলতি করিল স্থানে [স্থানে] রামাইপণ্ডিত কহে শ্রীধর্ম্মে[র] চরণে।
তবে প্রভু করতার দেব ভগবান স্থ[জি]লেন মোছলমান জাতে খোরসান।
বগসিরা পাঁচপিরা হল্যা দুই জনা বাপে পোয়ে কাটাকাটি° খ্যাতে খাস্তে খানা।
(৩ অ চিতা নাহিক)
কুকুড়া কাবাবি মুগরী আর হাজাম সারিআন গাড়িআন না কল্য ইমান।
দেবগণ লয়্যা প্রভু কৈল প্রতিদণ্ডী স্থজিলেন মহাপ্রভু আর খোট্টা স্থণ্ডি।
অস্ত্রবৈত্ত আগকাট্যা তারা দুই জাত জবন করিল সৃষ্টি ত্রিদশের নাথ।
আগু হয়্যাছে হিন্দু পাছু মোছলমান হীন্দুকে পুরাণ দিল জবনে কোরাণ।[৪]
(৪ অ জবন হাজীল প্রভু করিল মাআয় রামাঞীপণ্ডিত বলে শ্রীধর্ম্মের পায়॥)

উলুক কহেন বাণী কৃতাঞ্জলি করি পানি
স্থন প্রভু দেব নারায়ণ
করিলে অনিত কর্ম্ম শুন প্রভু দেব ধর্ম্ম
তোমারে করিয়ে নিবেদন।
তুমি জে করিলে প্রভু এমত না হয়ে কভু
দেবগণে লাগে চমতকার
করিলে দারুণ পণ অসম্ভবে অকথন
তুমি নাকি দয়ার সাগর।
তুমি প্রভু দয়াময় তোমারে উচিত নয়
তবে কেন এত অবিচার
কহিতে করিয়ে ত্রাস বিপ্রগণে কৈলে নাস
এ নহে তোমার ঠাকুরাল।
সত্য দ্বাপর ত্রেতা কলিযুগে কৈল্যে হত্যা
দেখিয়া আমারে লাগে ত্রাস
তোমারে সাক্ষাতে কহি অধর্ম্মে ভরিল মহি
তব নামে পাপ কর নাস।
শুনি উলুকের কথা হরসিত হয়্যা তথা
দয়াময় দেব নিরঞ্জন
দেবগণ সঙ্গে করি আহ্বান করি
স্থরস্তিরে দিলেন জীবন।

শূন্যরূপি মূর্তির্ম্ময় নাহিক তাহারে ভয়
ধ্যানে না পায়ে দেবলোক
জত কিছু অস্থি ছিল একেত্র করিয়া নিল
দেখিয়া সভার ঘোচে সোক।
জড় করি সব অস্থি প্রভু দেব যুগপতি
কর দিলা অস্থির উপর
দেবগণে ধরি অস্ত্র মৃতসঞ্জিপতি মন্ত্র
দেখি আনন্দিত মায়াধর।
জত কিছু হাড় ছিল মন্ত্রতেজে জড় হল্য
সঙ্গে হয়ে জোড়বন্ধ
স্থরভিরে পেল প্রাণ প্রভু দেব ভগবান
দেখিঞা দেবের আনন্দ।
তবে প্রভু নিরঞ্জন অস্থি পরে দিল বন
জিয় জিয় বলে করতার
পঞ্চভূত নারায়ণ বসিলা যে স্থানে স্থান
স্থরভি পাইল প্রাণ আর।
নিজ মন্ত্র মনে ভাবি পাইল প্রাণ স্থরভি
জয় শব্দ কৈল দেবগণ
প্রাণ পায়্যা গাবি সব উঠ্যা করে হামা রব
স্থতযুতে হইল মিলন।
বছ্‌ছ করে দুগ্ধপান প্রভু গেলা নিজ স্থান
আনন্দে বলহ হরিবোল
রামাঞীপণ্ডিত কয় ভজ ধর্ম্মপদদ্বয়
আনন্দে না পায় কেহ য়োর ॥৫॥
ইতি জাজপুর লিখা সমাপ্ত ॥

৬৮ শ্রীধর্ম্মপুরাণ

ভনিতাকার রামাঞীপণ্ডিত, দ্বিজ রামাঞী, শ্রীরামপণ্ডিত

পুঁথিসংখ্যা ১৩০। পত্রসংখ্যা ৫৮। পূর্ব্ব পুঁথির অনুরূপ।

নিরঞ্জনপূজা পুষ্পকাড়ান ॥

ধন্য বলি কলিকাল শ্রীধর্ম্মের অবতার
চন্দ্রকেতু নামে নরপতি
প্রচারিতে অভিলাষে বসিয়া তাহার পাষে
স্বপ্ন কথেন অর্দ্ধরাতি।
স্বপ্ন দেখিয়া রাজা করিল ধর্ম্মের পূজা
দেহারা রচিল শুভক্ষণে
স্বর্ণ কলস চুড়ে নেতের পতাকা উড়ে
হরসিত দেখি প্রজাগণে।
হরসিত খেতিপাল নানা দ্রব্য ভারে ভার
উপনীত কৈলা সেই স্থলে
ধর্ম্মবোধক আনি হরসিত নৃপমুনি
পূজা করে অতি সুমঙ্গলে।
সঙ্গে জত ভক্তগণ দেব কৈল আবাহন
আসন করিল কুসাসনে
পাটা ফোঁটা শুদ্ধ ধুতি জোড়করে করি স্তুতি
আচমন কৈল শুভক্ষণে।
ধুপ দিপ নিরাজনা দিল রাজা দড়মনা
নৈবিদ্য রচিল ঠাঞী ঠাঞী
কর্পূর তাম্বুল জত তাহা না বলিব কত
হরসিত পণ্ডিত রামাঞী ॥

ভনিতা, শ্রীধর্ম্মপুরাণগাঁথা অপূর্ব্ব জাহার কথা বিরচিল রামাঞিপণ্ডীৎ। [৬৪খ]

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ অথ ডাক লিক্ষতং ॥

নিয়ম লাগে নিয়ম লাগে শ্রীমৎ কালিঞ্জর ভট্টারকায়। সর্গ মর্ত্ত পাতালায়। তথিমধ্যে চতুদিগ। যথা যথা সেবা করে সিব। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম। উভিয়ান ইসান আর দশ দিগ। তাহার মধ্যে জে জে ভক্ত জিব। সেবাধীকারি দেবাধীকারি।

গঙ্গাদেবীর দুই কূল। সমিপ শ্রীবর্দ্ধমান। বৃদ্ধবটমূল নংশয় ছাপান্ন কোটি। আসি সহস্র উনসট্টা ময়না। সাত্তসহস্র আসিসয় পাড়া। তথিমধ্যে মহানন্দ জোড়া॥ সর্গ মর্ত্ত পাতালায় দেব গন্ধর্ব্ব নাগলোক একাকার॥ নানাবর্ণে লোক সেবন্তি সিবের দ্বার॥ কতকত দেশ অজ্ঞান জ্ঞান। প্রতিদেশ মধ্যে বিরূপাক্ষ স্থান॥ করপুটে নিমন্ত্রিয়ে কাসি বিশ্বনাথ। এ দেয়ুলেকর শুভ ভক্তজনার সাথ॥ স্থান: প্রধান হরিদ্রা জুড়ি। জেস্থানে বৈসহ কৈলাস ছাড়ি॥ সেইস্থান ক্ষেনেক তেজ ত্রিলোচন। সেবকবৎসল প্রভু কর আগমন॥ ভুবনেশ্বর নাম তোমার উড়স্যায় ঘুসিত। কনারক দেশে প্রভু না হয় বিস্মিত॥ ইত্যাদি।

শেৎ ঘোড়ায় চাপ গোসাঞি শেতের পালান
কূর্ম্মের পৃষ্ঠেতে দেব দেব নিরঞ্জন॥
জাগ রে জাগ রে ভাই সত্যযোগের কোটাল॥

৭ শ্রীশ্রীরামঃ॥ ভাল মণ্ডল কনকের বেহার স্ফটিকের সিংহাসন স্তম্ভ লাগ্যাছে দুয়ার ডাহিনে ডাইত্যিণে ছাই হেন ধর্ম্ম পূজিলে অনেক পুণ্য পাই উচ্ছালা বর্দ্ধমান আছে হিন্দু মুচ্ছলমান ধর্ম্মের বাঁ বেদগোলাম রূপেকে মানাবেক প্রকৃতি স্ত্রী ধনেকে মানাবেক কুবের ভাণ্ডারি তোমার স্থানে সত স্তরে ভড়্যে দোষ লোমে লোমে অপরাধ ক্ষমস্ব॥ পণ্ডিৎ বলায় তুমি কোথা তোমার ঘর অশুচি হইয়া আইল্যে গাজন ভিতর।
পণ্ডিৎ বলাই আমি যাজপুরে ঘর শুচি হইয়া আল্যাম গাজন ভীতর॥

এ চারি পণ্ডিত করি জোড় হাত হুঙ্কারে পড়য়ে বেদ
এ চারি আমিনি করে জয়ধ্বনি খণ্ডেত আপদ খেদ।
নাগ বাসুকি দেখহ কৌতুকি ধন্য ধন্য কূর্ম্মরা[ে]জ
হেমের নপুর অতি মনোহর মঞ্জ মধুর বাজে।
পদের যুগল কূর্ম্ম উপর দেখিতে পাপের হ্রাস
জেবা করে ধ্যান হয়ে পরিত্রাণ নিজ নিকেতনে বাস
অন্ধ কুষ্ট ক্ষত সেহ হয়ে হত এসব সংসারে পার
শ্রীরাম পণ্ডিৎ রচিল সঙ্গিত কৃপা কর করতার॥

ধর্ম্মের আজ্ঞায় প্রজাপতি
সৃজন করিল সৃষ্টি রাত্রিদিবা সমদৃষ্টি
অনাআসে আনেক সন্ততি।
জাজপুরে প্রীয়বাদি সোলসয় ঘর বেদী
দ্বিজ নহে কেবল দুর্জ্জন
দক্ষিণা মাগিতে জায় জার ঘরে নাঞী পায়
সাপ দিয়া পোড়ায় ভবন।
বেদ কৈল উচ্চারণ মাল জাঠ্যে না দেকেন[১] (১ অ নাগে কন)
জলের জন্তাল হয়ে পাস
বলিষ্ট হইল বড় দসে পাচে হয়্যা জড়
সাধুপুত্রে করেন বিনাশ।
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ
জানিঞা আপনে করতার
বৈকুণ্ঠে জানিঞা ধর্ম্ম পরাৎপর পরং ব্রহ্ম
হইল্যা আপনে খোনকার।
হল্যেন জবনরূপী মাথাএন্তে কালা টুপি
হাথে নিল তর্কচ কামান
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিআ হল্য নাম।
খোদায় হইলেন ধর্ম্ম দেবগণে জানি ব্রহ্ম
নিজরূপ ছাড়িল সভাই॥
তবে ব্রহ্মা হল্যা পেকাম্বর বিষ্ণু হল্যা মহামদ
মহেশ হইলা বাবাদম
কার্ত্তিক হইলা কাজি গণেষ হইলা গাজি
ফকির হইলা মনিজন।
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেখ
পুরন্দর হইলা মোলনা
চন্দ্র সূর্য্য আদিদেবে পদাতিক হইআ সভে
উচ্চ নাদে বাজায়ে দামামা।

আপনে চণ্ডিকা দেবি তিহোঁ হইলা হাওাবিবি
পদ্মা হইলা বিবি নুর
এইরূপে দেবগণ করিআ দারুণ পণ
প্রবেশ করিলা জাজপুর।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা মার্য্যা খায় রঙ্গে
পাকড় পাকড় বলে বোল
ভজিআ ধর্ম্মের পায় পণ্ডিত রামাই গায়
এ বড় কৌতুক গণ্ডগোল।

৬৯ ধর্ম্মমঙ্গল

ভনিতাকার পণ্ডিত রাম, শ্রীকবিভূষণ,
শ্রীরাম পণ্ডিত, পণ্ডিত দ্বিজ

পুঁথিসংখ্যা ১৩১। আকার ১৫২ʺ × ১৪ʺ। অবিন্যস্ত তালপত্র। পত্রসংখ্যা ৫২। লিপি আ. ২০০ বৎসর আগের। ভনিতা, (ক) চামরে পবন করে পণ্ডিত সকল, রচিল পণ্ডিত রাম ধর্ম্মের মঙ্গল। (খ) সূর্য্য নিবেদন কহে শ্রীকবিভূষণ, দানপতিরে কৃপা কর দেব নিরঞ্জন। (গ) পণ্ডিত দ্বিজ বলে করিআ সমাদরে বেষ্টিত করে লয়্যা ক্ষেত্রে। (ঘ) শ্রীরামপণ্ডিত কহে আমি স্মৃতিহীন, সেবকেরে কৃপা কর অতি চিরদিন।

/৭ শ্রীরামঃ॥ ত্রিলোচনং ভস্মকৃতাঙ্গুলেপনং ত্রিশূলপানি শশিশেখরং। সুরাসুরৈর্ব্বন্দিত পাদপঙ্কজং নপুষ্পহীনাঃ প্রণমন্তি সঙ্করং॥ পৃষ্ঠ ভ্রাম্য দমন্দমন্দর গিরি গ্রীবা প্রকণ্ডূয়নান্নিদ্রাণোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পাণ্ডবঃ যৎ। সংস্কার-কলানুবর্ত্তনবসাদ্বেনামিষেনাম্ভসাং যাতাযাতমতন্ত্রিতং জল নিধের্ন্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥

বিশেষতঃ নিরঞ্জন পুরাণান্তর্গত ময়ূরভট্ট রচিতায় বার্ম্মতি গৃহ ভরণার্থে দ্বিজ পণ্ডিত দ্বারা গায়ন দ্বারা সঙ্গিতবিদ্যা প্রচারণ অদ্যারভ্য দ্বাদস দিবস পর্য্যন্তং দ্বাদস ভক্ত সহিতায় ইত্যাদি।

৭শ্রীশ্রীরামঃ॥
হুঁঙ্কার নম সত্ত সত করতার ত্রিভুবন ভরিল আপে কৈল্য একাকার।
নি শব্দে আপনে হইলে নিরাশ্রয় র সব্দে হইলে তুমি রজগুণদায়।
জ সব্দে জস ধর্ম্ম তুমি করতার র সব্দে রক্ষা কর্য্যাচ সংসার।

ন সব্দে সৃষ্টি করিলে নবখণ্ড বধিলা হিরণ্য নখে হইআ প্রচণ্ড।
সোনার মণ্ডপ তায় ফটীকের স্তম্ভ আপনে আপন পদ করিলে আরম্ভ।
মণ্ডপের চারি দিগে এ চারি দুয়ার আপনি আপন পূজা করিলে প্রচার।
মণ্ডপের চৌদিগে চল্লিসয় গতি আপনার স্থানে রহিলা জুগপতি।
বল্লুকায় পাদপদ্ম করিয়ে স্থাপনা নিত্ত নিমিত্ত সেবা করে চারিজনা।
সেতাই নিলাই কংস স্থাপনে রামাঞি নানা উপহারে পূজা করেন তথাই।
কলিতে হুঙ্কার শব্দ আর পঞ্চম বেদ শুনিলে পঞ্চম বেদ পাপ হয়ে চ্ছেদ।
মন দিয়া শুন সভে নসত্ত সার ধনপুত্র লাভ হয় শুনিলে উদ্ধার।
ভজহ ধর্ম্মের পদ কহি পুনঃ পুন রামের বাক্য বাচা সিদ্ধ নিরঞ্জনায় নমঃ ॥

এক দিন কৌসিক বসিক বসিয়া নিজালএ জল আনিতে সেই কন্দলিরে কহে।
পতির বচনে নারি আনন্দ বদনে অগ্নি লয়্যা আনি দিল পতি বিগুমানে।
আনিত্তে বলিল জল আনিল অনল ক্রোধ করে মহামুনি হইয়া চঞ্চল।
ক্রোধেতে সাপিল মনি রমনির প্রতি স্থাবর হই[য়া] জন্ম শুন তুমি সতি।
কন্দলী হইয়া জন্ম মহির ভিতরে নিশ্চএ ত এই সাপ দিলাঙ তোমারে।
পতির সম্পাতবানি শুনিঞা কন্দলী কৃতাঞ্জলি হইয়া কিছু সবিনয় বলি।
সাপান্তের কথা প্রভু কহ বিবরিয়া শ্রীরামপণ্ডিত কহে ধর্ম্ম স্বঙরিয়া ॥

৭০ ভক্তিউদ্দীপন

নিবন্ধকার নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ১৩৭। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১ (৪র্থ বা শেষ পত্র)। আকার ১৩½"×৪"। এই গ্রন্থ লিখিতং কুঞ্জবিহারী মিত্র, সাকিম পূর্ব্বে স্থনড়্যা, পং সাহাবাদ, ইদামস্ত কাইথি-দুর্গাবাটী; পঠতার্থে সার্থক নন্দীর বাটী চকতুরা। পুষ্পিকাশ্লোক, বিনা ধনেন সংসার···হৃদয়স্ত জনার্দ্দন। লিপিকাল সন ১১৮২ সাল, তারিখ ৩১ একতিসা স্বাবন, রবিবার দিবা আড়াই প্রহরে সমাপ্ত হইল। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়। ইতি। দ্রষ্টব্য সা-প-প ৬, পৃ ২৫৫; বর্ত্তমান পুঁথিসংখ্যা ১৭৯ (সম্পূর্ণ, ৪ পাতা) ও ৫২০ (সম্পূর্ণ, ১০ পাতা; লিপিকাল সন ১১১১ সাল)।

শেষ ও ভনিতা,

জে রসে হইব গান সেই রসে মন সেই আরোপিয়া সদা করিব ক্রন্দন।
অভিসার গান জদি হয় রাধিকার তার সঙ্গে থাকিব আশ্রয় লয়্যা তার।

কুঞ্জে অভিসার জবে কৃষ্ণ করেন রঙ্গে কুঞ্জেতে থাকিতে চাই রাধিকার সঙ্গে।
ত্বরিত মিলন হৈলে করিব দর্শন বিলম্ব হইলে তার করিব অশ্বাসন।
বাসকসজ্জায় জদি শুনিয়ে শ্রবণে কুঞ্জেতে থাকিতে চাই রাধিকার সনে।
কৃষ্ণ না আইলে কহি উৎকণ্ঠিতা বচন উৎকণ্ঠিতায় তার সঙ্গে করিব ক্রন্দন।
সঙ্কেৎস্থানেতে কেহ করয়ে গমন এক ব্যক্তি না যাইলে বিপ্রলব্ধায় মন।
খণ্ডিতা বলিবে জদি নায়কের অঙ্গে চিহ্ন, নায়েকে দেখিলে তারে করে ভিন্ন ভিন্ন।
কলহন্তরিতা কহি কলহ হইলে দেখা শুনা আছে সঙ্গে হয় মান গেলে।
প্রসিতভর্ত্তকা বলি সে দূরগমন স্বাধীনভর্ত্তকা নায়েক করে নাই সেবন।
প্রাপ্তিরসগণে জদি হয় উপস্থিত তদ্ভাবে ভাবিব তবে করিবেক চিত।
আশ্রয় আলম্বন উদ্দীপন কহে সাধু শাস্ত্র গ্রন্থ এই তিন মত হয়ে। ৪ ক]
বিশেষ সামান্য দুই শুনহ বচন সামান্য আশ্রয় গুরু বৈষ্ণবসেবন।
॥ আলম্বন॥
রাধাকৃষ্ণউদ্দীপন সামান্য বিচার আশ্রয় হইব বিসয় চরণ রাধিকার।
আলম্বন কৃষ্ণকথা গ্রন্থদরসন বংসিধ্বনি পুষ্পত্থান দর্শন উদ্দিপন।
সিখিপুচ্ছ গ্রহণ মেঘাদি দরসন দেখিলে শুনিলে মাত্র কহে উদ্দিপন।
শুন শুন অরে ভক্ত করি নিবেদন অপরাধ না লবে কিছু করিল বর্ণন।
এই সব সাধনেতে পাই বৃন্দাবন এমন করিলে সখিমধ্যে একজন।
পূর্ব্বাপর জদি সব হয়ে অতি মন্দ তথাপিহ এই গ্রন্থে বৈষ্ণবের আনন্দ।
শ্রীলোকনাথপ্রভুর পদধুলি করি আষ, ভক্তিউদ্দীপন কহে নরোত্তমদাশ॥
ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত সংক্ষেপে॥

৭১ গান

রচয়িতা রামজী দাস

পুঁথিসংখ্যা ১৪২। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩২"×৩২"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের।

(ক) মনের দুখ মনেতে রহিল তারা মোর গো।
আসিয়া ভারতভুমে দুর্গানাম সুধাপানে
কেনে মন না হল চকোর গো॥
মনের দুখ॥
মা আমি মূঢ় অল্পজ্ঞানি কি গুণে তোমারে জানি
অসিমা মহিমা নাহি তোর গো।

গাইয়া তব গুণ পঞ্চ মুখে পঞ্চানন
জপিয়া হএচে জোগেসর গো।
মনের দুখ মনেতে ॥
মা গুরুতে না হল রতি ব্রাহ্মণে না হল ভক্তি
কেমনে তরিব ভবঘোর গো।
মন বারেক না দুর্গা বলে নিরবধি চিন্তানলে
দগ্ধ হল মম কলেবর গো।
মনের দুখ মনেন্তে রহিল তারা মোর গো ॥

(খ) তোমার বৃন্দাবন চাঁদ নবদ্বিপে অবতরি, রাই তোমার।
ভনিতা,
রামজি দাসে ভনে কি কাজ এথেনে
সিগ্র চল তারে হেরি।
রাই তোমার বৃন্দাবনচান্দ নবদ্বীপে অবতরি ॥

৭২ মহাভারত

ভনিতাকার কাশীরাম দাস, বসু কৃষ্ণানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১৪৮। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৬৩। আকার ১৪" × ৪½"। শান্তিপর্ব্ব। [৯৬খ] সান্তিপর্ব্ব পুস্তক সংপূর্ণ এতদূরে, লিখিল শ্রীগোকুলবেহারি নিজ স্বাক্ষরে। পরগনে সমরসাহি বুইনানেতে ধাম, পাঠক শ্রীরামধন মণ্ডল তার নাম। সন বার সও এগার সাল সন দিয়া তায়, দুসরা চৈত্রেতে পুস্তক হইল সায়। হরিবোল : হরিবোল : হরি হরি বোল ॥ পুস্তক লিখিয়া জেবা না দেয় জেই জন, সাক্ষাতে নরকভোগ করে সেইজন ॥ ভনিতা, [১খ] কাসিরাম দাসের প্রনতি বন্ধুজনে, নিরানন্দে ভজ ভাই শ্রীগুরুচরণে। [১৭ক] চন্দ্রচুড়পদদ্বন্দ করিয়া ভাবনা, বাষু কৃষ্ণানন্দ করে ভারথ রচনা। [৮ক] সান্তিপর্ব্ব সুধারস রাজ অভিসেকে, কাবি কহে সুনিলে তরিয়ে পরলোকে। চন্দ্রচুড়পদদ্বন্দ করিয়া ভাবনা, বষু কৃষ্ণানন্দ কহে ভারথ রচনা। [১১খ] চন্দ্রচুড়পদদ্বন্দ বন্দি কহে কৃষ্ণানন্দ শান্তিপর্ব্ব পয়ার প্রকাস। [৯২খ] সান্তিপর্ব্ব ভারথের অপুর্ব্ব কথন, বষু কৃষ্ণানন্দ কহে সেবি ত্রিলোচন। প্রসঙ্গতঃ প্রতিলিপি ক ২৬৯৭ ; স ২৮, ২৯ দ্রষ্টব্য। নমুনা,

[১১খ ভিস্মেরে প্রণমি কহে রাজা যুধিষ্ঠির তোমার বিজোগে মোর চিত্ত নহে স্থির।
আমা সম পাপাত্মা না জন্মে জগতে রার্য্যভোগ হেতু স্বামি করিনু নিপাতে।

জ্ঞাতি বন্ধু পরিবার বহু রাজাগণে দ্রোনাচার্য্য গুরু যার সুহৃদ সুজনে।
কর্ণ সোমদত্ত য়াদি বাহ্লিক বিদুর দ্রোপদ সুশর্ম্মা য়াদি বিরাট নরবর।
আমার কারণ সভে পড়িল সমরে আমা সম পাপিষ্ট না জন্মে এ সংসারে।
রাজপদে য়ার্য্য মোর নাহি পৃয়োজন ভিমে য়ার্য্য দিয়া য়ামি প্রেবেসিব বন।
তপস্যা করিয়া য়াত্মা করিব সোধন ১১খ] জোগবলে নিজ আত্মা করিব নিধন।
এত বলি অধোমুখে কান্দএ রাজন ক্রন্দন নিবর্ত্ত বলে গঙ্গার নন্দন।
সোক দূর কর রাজা স্থির কর মন জোগমার্গ কহি কথা মন দিয়া সুন।
সহস্রেক গ্রন্থ শান্তিপর্ব্বের কথন শান্তিকথা সুন শান্তি হইবে রাজন।
জ্ঞাতিবধ য়াদি পাপ হইবেক ক্ষয় মহা জজ্ঞফল পাবে নাহিক সংসয়।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হব সর্ব্বত্র বিজয় সমাহিত হয়্যা শুন ধর্ম্মের তনয়।
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা এক নিরঞ্জন সেই পালে সেই শ্রজে করএ নিধন।
কাহারে মারিতে পারে কাহার সকতি পাপ ধর্ম্ম ভোগ নর করে কর্ম্মগতি।

ধন হৈতে অহঙ্কার বাড়ে অতিসয় ১২ক] আত্মাস্তুতিপরায়ন পাপিষ্ট দুর্জ্জয়।
ধনমদে মির্ত্তু বস্তু বলি নাঞি জানে নিকটেতে শত্রুগণ না জানে দুর্জ্জনে।
ভিষ্ম বলে অবধান করহ রাজন মির্ত্তুর বির্ত্তান্তকথা অদ্ভুত কথন।
জখন করিল ব্রহ্মা শ্রিষ্টির পত্তন মির্ত্তু হেন বস্তু নাহি করিল শ্রজন।
সংসারে ব্যাপিল জিবে কোহো না মরয়ে ১২খ] প্রথবি না সহে ভার রসাতল জায়ে।

[১৩ক শুনি প্রজাপতি তবে নিশ্বাস ছাড়িল নিশ্বাসেতে মিত্তুরূপা কন্যা জন্ম হৈল।
পরম সুন্দরি কন্যা মুনিমন মোহে করজোড় করি কন্যা ধাতাআগে কহে।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর পদ্মাসন শুনিঞা কহেন ব্রহ্মা হরসিত মন।
চলি জাহ মিত্তুরূপা সংসার ভিতর মিত্তুরূপা হয়্যা কর সভার সং[হা]র।
কাল পাইলে নাস কর সকল সংসার শুনি মিত্তুরূপা কন্যা করে পরিহার।

পুনরূপি কহে কন্যা ব্রহ্মার গোচরে হেতু বিনে সংহারিব কেমত প্রকারে।
শুনিঞা ত পদ্মাসন বিচারিল মনে চৌসষ্টি প্রকার রোগ দিল তার সনে।

[১৪ক আছএ চৌসষ্টি স্বর্গ চৌরাসি নরক কর্ম্ম অনুসারে ভোগ ভুঞ্জায় অন্তক।
একচিত্তে শুন যুধিষ্টির মহাশয় কহিব অপূর্ব্ব জমপুরীর য়ালয়।

ভারথের মহিমা কেবা কহিবারে পারে   জাচিয়া দুল্লভ জন্ম দিলা শ্রীধরে।
জোগধর্ম্ম সাধিয়া ভজহ নারায়ণ   স্বরির ছাড়িয়া হব বৈকুণ্ঠে গমন।
মহাভারথের কথা অমৃতলহরি   শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি।
শান্তিপর্ব্ব ভারথের অপূর্ব্ব কথন   এক চিত্তে এক মনে শুনে জেই জন।
সর্ব্ব ধর্ম্মফল লভে নাহিক সংসয়   সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে সর্ব্বত্র বিজয়।
অন্তকালে গতি হয় বৈকুণ্ঠ উপর   নাহিক সংসয় ইথে ব্যাসের উত্তর।
মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচুড়পদদ্বন্দ   পয়ার প্রবন্ধে কহে বসু কৃষ্ণানন্দ॥

৭৩ মহামুদ্গার

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৫৬। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৩। আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. সন ১২০৮ সাল। বর্ত্তমান পুঁথিসংখ্যা ৮৪২ ও বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খ, ২য় সং, পৃ ৬৩০। আরম্ভ,

[১খ ৭শ্রীশ্রীদুর্গা॥ মহামুদ্গার লিক্ষতে॥ নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তম, দেবী সরস্বতীশ্চৈব ততোজয়মুদিরএৎ॥

একদিন শিবদুর্গা কৈলাসে বসিয়া   হস্তরহাস্য কথা কহেন হাসিয়া।
পার্ব্বতি বলেন প্রভু করি নিবেদন   ভক্তিজোগ কথা কিছু কর[া]হ শ্রবণ।
শুনিব তোমার মুখে শ্রীমহাভারথে   একথা শ্রবণে মুক্ত হইব জগতে।
কহিতে লাগিলা শিব সৈলসুতা প্রতি   একচিত্ত হইয়া কথা শুনহ পার্ব্বতী।
প্রকাসিল শ্রীভাগবত ব্যাস হইতে ভক্তি   মুক্তি চতুবে[দ] আছয়ে ভারথে।
কেমন প্রসঙ্গ ইৎস্য শুনিতে তোমার   কহ শুনি প্র[ী]তি বড় হইল আমার।
পার্ব্বতি বলেন শুন দেব ত্রিলোচন   এক কথা চিত্তে মোর উঠিল এখন।
কুন্তিপুত্র সহ আর গান্ধারিকুমার   হইল ভারথজুদ্ধ নাহি পরাবার।
চন্দ্রবংসে জন্ম বীর সুভদ্র[া]উদরে   অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু নাম ধরে।
অভিমন্যু সঙ্গে হইল সমরে পয়ান   পরুসরামের সিস্য দ্রোণমহাশয়।
বানে কাটী পড়ে বীর অর্জ্জুনতনয়   তাহা দেখি কুরুরায় ব্যথিত হৃদয়।
অভিমন্যুবীর জদি মারিলেক দ্রোণে   পার্থবীর স্থির ভবে হইল কেমনে।
সে সকল কথা মোরে কহ শূলপানি   তোমার প্রসাদে কৃষ্ণভক্তি ১খ] শুনি।
এত শুনি কহিতে লাগিলা ত্রিলোচন   কহিব অপূর্ব্ব কথা শুন দিয়া মন॥

৭৪ জন্মাষ্টমী ব্রতকথা
রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৫৭। লিপিকাল সন ১২৮১, তারিখ ৬ জ্যৈষ্ঠ। লিপিকর বরদাকান্ত ভট্টাচার্য্য। এই পুস্তক দ্বিজনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাং গোবরআড়া। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১২½"×৩"। পুরাতন গন্ত।

[১ক শ্রীশ্রীদুর্গা॥ জন্মাষ্টমী ব্রতকথা॥

বশীষ্টমুনিকে দিল্লিপ রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন॥ ভাদ্রমাসি অষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-গ্রহণ করিলেন॥ বসীষ্ট বলিতেছেন দিল্লিপ রাজাকে॥ পূর্ব্বকালে মহাদেবের বরেতে কংসাশুর বর দুবির্ত্তা হইয়া পৃথিবীকে তারনা করিআছিল॥ পরে সেই পৃথীবী রোদন করিতে করিতে মহাদেবের নিকটে গমন করিলেন॥ করিয়া কহিলেন॥ হে নাথ মাং কংসতারিতা [॥] মহাদেব পৃথীবীর রোদন দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইআ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া সকল বিস্তার কহিলেন॥.........পার্ব্বতি সঙ্করের নিকটে গমন করিলেন॥ কংসকে কহিয়া গেলেন যে তোমাকে মাড়িবে সেই গকুলে বাড়িতেছে পরে কোনকালে সেই কংস বিষ্টু হইতে নষ্ট হইল॥ বিষ্টুর জন্মদীনের কথা রাজাকে কহিলেন॥ এই ব্রত যে করে সে সকল পাপ হইতে মোচন হয়॥ বাল্যকালে এবং যৌবনকালে আর বৃদ্ধকালে যে করে তার যমের ভয় থাকে না॥ আর বলবান হয় দুষ্ট বুদ্ধী নষ্ট হয় আর মৃত্যুকালে শ্রীহরির স্থানে পূজিত হয়॥ ইতি ভবিস্যত পুরাণ উক্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মদীনের কথা সমাপ্ত॥

৭৫ শিবরাত্র ব্রতকথা
রচয়িতা দ্বিজরাজ

পুঁথিসংখ্যা ১৫৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫। আকার ১৩½"×৩½"। এই পুস্তক ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাং গুন্ধার্থ ভূম্যা দবতার নাসে(?) সন ১২৮০ সাল, তাং ১৬ পৌষ। ভনিতা, [৫খ] উপবাস ফল পাবে নাহিক সংশয়, ভবিস্যৎ পুরাণ উক্ত দ্বিজরাজ কয়।

[৩ক বারানসী নামে পুরি সর্ব্বগুনান্বিত সেইস্থানে এক ব্যাধ করিল বসত।
কৃষ্ণবর্ণ বপু খর্ব্ব ক্রুর দারুন পিঙ্গল সকল কেস পিঙ্গল লোচন।
সর্ব্বদা হিংসক প্রাণি অতি দুরাচার পস্বহত্যা নানা অস্ত্র পূর্ণিত আগার।
জাল বস্ত্র পস্বনাদি অস্ত্র নানা বিধি পরিপুর্ণ গৃহ কেবা কয়রে অবধি।

একদিন সেই ব্যাধ উঠিয়া প্রত্যুসে পসু মারিবারে জায় কাননে প্রবেসে।

তিথির মাহাত্য দেখি উপক্রমে মহাফল পাইল সেই ব্যাধের নন্দনে।
পূজা না করিল ব্যাধ না করিল স্নান না দীল নৈবিন্ত সিব বল্যা নাই জ্ঞান।
তথাপি তিথীর স্তন এমনি মাহাত্য মহাফল পাইল সেই ব্যাধের অপত্য। ৩খ]

৭৬ সত্যপীর ব্রতকথা

রচয়িতা দ্বিজ রামপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ১৫৯। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪। আকার ১৪"×৫"। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত কাসিনাথ বসুর হইল। সাং গোবরআড়া। যে চুরি করিবেক সে সাখুড়্যা হইবেক। ইতি সন ১১৯৫ সালের আখেরি। তারিখ ২৯ জৈইষ্ট, রোজ মঙ্গলবার। সক ১৭১১ সতের সও এগার। লিখিতং কাসিনাথ দাস বসু॥ বর্ত্তমান পুঁথিসংখ্যা ১৫২ (খণ্ডিত, ১ পত্র) প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য।

রচনার তারিখ,

সাক চন্দনের পিষ্টে সমুদ্রে অমর নিরপন তাহার পিষ্টেতে রাখী সর।
সিতপক্ষ কর্কটের দসমির দিনে দিন নিরপন বসুদেবের ভুবনে।

ভনিতা,

দ্বিজ রামপ্রসাদ কহে করিয়া রচন এতদূরে ব্রতকথা হইল সমাপন।
সত্যপিরের কথা সাঙ্গ বল হরি হরি প্রসাদ সিরনি লয়্যা জাও ঘরাঘরি।

৭৭ বৈগুক

রচয়িতা কবিসিংহ

পুঁথিসংখ্যা ১৭৫। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৪। আকার ১৫½"×৩½"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। নমুনা ও ভনিতা,

অনেক নাড়ির না[ম] শাস্ত্রেতে কহিল
তাহার সংখেপ কিছু ভাসাতে লীখীল।
দুর্ব্বোধ সাস্ত্রের গতি কে বুঝিতে পারে
স্বপ্নে জানাইল ইহা বুঝিবে চতুরে।
প্রসর নাড়ির গতি সাস্ত্রে[র] বিবরণ
[না]ড়ির লৈক্ষন কবিসীংহের বচন।
ইতি নাড়ির লক্ষণ।

৭৮ মনসামঙ্গল (ভাসান)

রচয়িতা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১৮১। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫৩। আকার ১৪"×৫"। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খ, ২য় সং, পৃ ৪১৬-৪৮৫।

ভনিতা ও শেষ,

[৫৩খ নায়েকেরে ভগবতি করহ কল্যান এতদূরে মনসার ব্রত অবসান।
ক্ষেমানন্দ বিরচিল দেবিপদগতি জেই যুনে ভনে তারে রক্ষহ জগতি।
গায়েনে বায়েনে গ মাগীয়া লই বর জন্মে জন্মে গাই জেন তোমার মঙ্গল।
গাইল কেতকাদাস সেবিয়া ইশ্বরি মঙ্গল হইল সাঙ্গ বল হরি হরি॥

পুষ্পিকা,

জথাদিষ্টং তথালিখিতং ইত্যাদি॥ পুস্তক কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তি। সাং রতনপুর, চাকলে বর্দ্ধমান॥ সাক্ষরমিদং গঙ্গাধর নন্দী, সাং কৃষ্ণপুর, মোঃ বাগীলার পাটসালে বেলা এক প্রহর সময় সমাপ্ত ইতি সকব্দা ১৭২৮।৪।৩১॥ সন ১২১৩ সাল, তারিখ ৩১ শ্রাবন, ব্রহস্পতিবার।

যুন সভে দিয়্যা মন এই পুস্তক সমাপন
হইলেন জেইখানে বসি
বাগীলা নামেতে গ্রাম মহেষতলার বাম
পাটসাল বড় সুখরাসি।
সেগ্রাম তালুক জার কহি যুন নাম তার
বিস্বনাথ নামের আক্ক্যান
কায়েস্ত কুলৎপতি মহাবংষ বিখক্ক্যাতি
পালে প্রজা শ্রীরাম সমান।
হর হৈমবতি বিনে অন্য দেব নাহি জানে
ব্রাহ্মনে ভকতি অতিসয়
ধম্মেতে বান্ধিল সেতু সদা বব মিনকেতু
ক্ক্যাত সে মুস্তফি মহাঁসয়।
তাহার তালুকে বসি মন হইল অভিলাসি
লেখাইনু জগতিমঙ্গল
সাক্ষর লিখিল জেই গঙ্গাধর নামে সেই
কৃষ্ণপুর তার বাসস্থল।

বাগীলায় মাতুলধাম তথা সদা বিশ্রাম
মাতুলায়ে সদত পালিত
লেখাপড়া সিক্ষ্যাকালে লিখিলেক কুতুহলে
পাটসালে বসিয়া নিশ্চিত ॥ ইতি শ্রীহরি ॥

॥ বন্দনা পালা ॥ দিগবন্দনা ॥

[৩খ প্রথমে বন্দিব গুরু ধর্ম্ম নিরঞ্জন জলাসনে জজ্ঞপতি লক্ষিনারায়ন।
হংসে ব্রহ্মা বন্দিলাঙ গরুড়ে গোবিন্দ বৃসে সসিচুড় বন্দো ঐরাবতে ইন্দ্র।
গিরি হিমরাজ বন্দো উত্তরে বসতি ভানু ভাস্করে আমি করিনু প্রনতি।
আরুড়ের বৈন্তনাথে কর জোড় হাথ দক্ষিনে জলধিকুলে বন্দো জগন্নাথ।
সুভদ্রা বলাই সঙ্গে জলধির কূলে জার পুরি আমোদিত কৈল দানফুলে।
শ্রীরামলক্ষনে বন্দো অজোধ্যাসমাঝ ভরথ সক্রঘ্ঘন বন্দো দসরথ রাজ।
অষ্ট কুলাচল বন্দো প্রভাতের ভানু বৃন্দাবন সহিতে বন্দিনু রাধাকানু।
সোলসও গোপিনি সঙ্গে প্রভু শ্যামরায় কদম্বে হেলান দিয়া মুরলি বাজায়।
নদিয়ার চাঁদ বন্দো সচির কুমার হরিনাম দিয়া কৈল জিবের উদ্ধার।
ঢেঁকিয়ে নারদ বন্দো ছাগে হুতাসন কুরঙ্গবাহনে বন্দো দেবতা পবন ॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ ৩খ]

[৪ক বাউ বরুন বন্দো গুর্য্যা ক্ষেত্রপাল গগন পবন বন্দো নন্দি মহাকাল।
চন্দ্রসুর্য্য বন্দিব জে আর তারাগন ডাখিনি যুগিনির পায় নইনু স্বরন।
যুবুদ্ধি হইয়া জেবা মোরে করে ঘা হাথে তালে ডখে তারে দেবী গো মনসা।
রাত্রিতে বন্দিয়া গাব রাত্রি কপালিনি উনকুটি ভৈরবি বন্দো চৌসট্টী জোগিনি।
মকরবাহনে বন্দো গঙ্গা ভাগীরথি হৃদ[য়ে]র ক[া]লিকা বন্দো জিভায় স্বরস্বতি।
এক মনে বন্দিনু কলির কল্পতরু হরিনাম দিয়া হৈলা জগতের গুরু।
একে একে বন্দিলাঙ জত দেবগন হাসনহাটী বন্দো দেবি জটীর চরন।
নেহালির পাতা বন্দো নেতর বসতি সিজাচলে বন্দো জথা নিবসে জগতি।
ত্রিভুবনের সার বন্দো গঙ্গা ভাগিরথি জন্মে জন্মে তুয়া পায় রহুক ভকতি।
প্রত্যক্ষ বাসুলি বন্দো রাজবলহাটে রঙ্গে গিত যুন মাতা মন দেহ নাটে।
বিক্রমপুরে বন্দিলাঙ তোমার জন্মস্থান মোলায় রঙ্কিনির বন্দিলাঙ চরন।
বন্দনা বন্দিতে মনে হৈল হেন বেলা বালিডাকায় বন্দো দেবি সর্ব্বমঙ্গলা।
দক্ষিনদুয়ারি পুর বামে সরোবর ডাহিনিতে মালাকার সম্মুখে দামোদর।
দসভুজা বিসালাক্ষি দস অবতার তোমার চরনে মাতা মোর পরিহার।

বারাসতে বিনোদিনির বন্দিলাঙ চরন ৪ক] মনে স্বঙরি সর্ব্বজয়া হও সুপ্রসর্ণ।
জতেক দেবতা বন্দো একমন করি কৃষ্ণনগরে বন্দো জয় গড়েস্বরি।
অপরাধ ক্ষেমা কর ভবের ভবানি ব্যাল্যায় বন্দিনু জয় সিংহবাহিনি।
কালিঘাটে কালি বন্দো বেতড়ে বেতাই, পুরাসের ঘাটু বন্দো আমতা[য়] মেলাই।
খুরুলে চাঁদরায় বন্দো হয়্যা পুটাঞ্জলি রতনপুরের পিটে বন্দ জয় ভদ্রকালি।
হিজলির কালুরায়ে বন্দিনু এক চিত জার নাম মুনি পমু হয় এক স্তিত।
একে একে বন্দিলাঙ জতেক রঙ্গিনি সেহাখালায় বন্দিলাঙ উত্তরবাহিনি।
বন্দিপুরে বিনোদিনির বন্দিলাঙ চরন সিদ্ধিস্বরি সর্ব্বজয়ার হও সুপ্রসন্ন।
দাড়ুপুরে বিসালাক্ষি গলে মুণ্ডমালা সানিহাটে বন্দো দেবি সর্ব্বমঙ্গলা।
খিরগ্রামে জোগাদ্ধে বন্দিনু একভাবে কামরুপের চণ্ডী অপরাধ নাই লবে।
জয় জয়কারে বন্দো জয় বিসহরি পাতালে জন্মিয়া নাম পাতালকুমারি।
হরিয়া হরের বিস জয় বিসহরি সয়লা পাতিয়া নাম কমলসুন্দরী।
জগজনের কাতি বন্দিনু ধন্বন্তরি উনকুটী নাগের মাতা জগতগোউরি।
কেয়াপাতায় নাম তোমার কেতুকাসুন্দরি সরসিজাসন তিনি বিপিনবাসিনি।
রাগ সঙ্কার তালমান কিছু নাহি জানি প্রধান স্বরুপে গাও ইসাননন্দিনি॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥ ৪খ]

[৫ক বন্দনা বন্দিব ভাই মন করি স্থির পাঁড়ুয়ায় বন্দিয়া গাব সাহা সুবি পির।
সাত সও আউলিয়া বন্দ মস্তকের পাগে কবিত্তের ভালমন্দ তুয়া পদে লাগে।
সাহা আনরকুলি বন্দো বাবুর মোকাম ঘোড়া সইআদ বন্দো আর গুনধাম।
গয়সে পির বন্দিলাঙ বার এয়ার সঙ্গে ছিলখোনা লইয়াছেন বোড়র বাঝেতে।
রাসিচক্র বন্দিলাঙ নবগ্রহগন সাস নিসাদিনি পঙ্ক জোতি সংসারন (?)।
বন্দনা বন্দিতে জাহা এড়াইয়া জায় অসেস প্রনাম মোর সেই দেবের পায়।
জন্মদাতা বন্দিনু জননি খোলা ভাই একভাবে বন্দিনু আপন জেষ্ট ভাই।
উর দেবি বিসহরি নায়েক আসরে অবলা তনয় তোমাকে স্বঙরন করে।
ক্ষেমানন্দ বিরচিল ভাবিয়া ইস্বরি বন্দনা হইল সায় বল হরি হরি॥

৭৯ নিরঞ্জনমঙ্গল
রচয়িতা শ্রীশ্যামপণ্ডিত

পুঁথিসংখ্যা ১৮৮। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪ (১, ৩, ৪, (?)। আকার ১৩২"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। ভনিতা, [৩খ] নিরঞ্জনমঙ্গলের অপূর্ব্ব ভারতি, শ্রীশ্যামপণ্ডিত রচে পায়্যা অনুমতি। [৪ক] চান্দরায়ের মায়া কহনে নাহি জায়, নিরবধি চিন্তি রহ পদ্মপায়। [৪খ] নিরঞ্জনপদআসে শ্রীশ্যামপণ্ডিত ভাসে দয়া করে কৃপা কর মোরে। [?] নিরঞ্জনমঙ্গল শুনহ সর্ব্বজন, শ্রীশ্যামপণ্ডিতে কহে দুর্গত অধম। এই পৃষ্ঠাখানিতে লুইচন্দ্রপালা আরম্ভ হইয়াছে। বিস্তৃত আলোচনার জন্ম দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খ, ২য় সং, পৃ ৫১২-৫১৬। আরম্ভ, [১খ /৭ ওঁ গণেশায় নমঃ॥ শ্রীশ্রীচান্দরায় সহায়॥ আগুন্তাপনাপালা লিখিতে॥ আত্মদেব নিরঞ্জনংসকল দেবর পরাপর। বসিয়া সৃষ্টের পর চিন্তিস্তেণ অন্তরং সৃষ্টিকারণমণহ॥

শৃষ্টির কারন হরি মণে অনুভাব করি
উদ্ধমুখে ছাড়েণ নিস্বাস
নাসার নিস্বাস হত্যে পবণ জন্মিল তাথে
মুখস্বাশে পক্ষের প্রকাস।
স্বাসে হত্যে প্রক[া]সিত অতি সুলক্ষননি[ত]
দুই পদ দেক্ষিতে সুন্দর
প্রনত হইয়া পক্ষ শ্রীধর্ম্মে করিল সক্ষ
কহিছেণ জোড় করি কর।
পক্ষ দেক্ষি নিরঞ্জন জিজ্ঞাসেণ মুজ্ঞাপণ
কোথা থাক্যা তোমার পয়াণ
কন দেসে তোমার ঘর মাতা পিতা সতন্তর
কহ পক্ষ কি নিষ্চয় বিধাণ।
পক্ষে বলে করতার তুমি সে শভার ভার
কি কহিব আপনা কাহিনি
তুমি ধর্ম্ম পারব্রহ্ম তব স্বাসে মোর জন্ম
মাতা পি[তা] আমী নাঞ্জি চিনি।
তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি সিজনের কত্তা
অবধাণ যুন ভগবাণ

শুনিঞা পক্ষের কথা উলসিত হয়্যা তাত
উলুক বলিয়া থুল্য নাম।
তবে ধর্ম্ম হয়্যা সুখি উলুকে বলি[ল] ডাকি
সুণ রাজা আমার ভাসন
সূণ্যেত বুলি……মন পাইল অনেক শ্রম
স্থল দেহ বসিতে আসন।
শুনিঞা ঠাকুরের কথা মনে বড় পায়্যা বেথা
হেষ্টমুখে রহে খগবর
লাম্বীত করিয়া কায় দিল প…তক ধর্ম্মরায়
তাপরে বসিলা মায়াধর।
চাপিয়া উলুক মাস্কে আনন্দ হইয়া তে……
ভ্রমিঞা ভ্রমিঞা বুলে রঙ্গে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যুস্কে প্রাণ পাল পাল্য প্রাণ্য
ত্রিসা হল্য পক্ষিঅঙ্গে।
পক্ষ পাইল ত্রিসা মুখে না নিস্বরে ভাষা
প্রানে বড় হইয়া কাতর
কাতর হইয়া প্রাণে বলি পক্ষ নিরঞ্জনে
সহিতে না পারি তুয়া ভর।
সহিতে না পারি ভর শুন প্রভু মায়াধর
জলবিন্দু নারাহ জিবন
পাখা মাঞি উড়ি প্রাণ এখনি ছাড়ি
তুয়া আগে কৈল নিবেদন।
যুনিঞা পক্ষের বানি মনেত বিস্ময় ম[া]নি
মধুর ভাষন ধর্ম্মরায়
তব পীষ্টি আমি নিত্য … …
কহ পক্ষ কি হব উপায়।
নিরঞ্জনপদ আসে শ্রীশ্যামপণ্ডিত ভাসে
অবধানে স্থন সর্ব্বজন
জেবা হয় ছন্দদোস শুনিঞা না কোয়্য রোস
সদা সরি তোমার চরণ॥ ১খ]

৮০ নিরঞ্জনমঙ্গল
রচয়িতা ধর্ম্মদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৮৯। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২৮। আকার ১৪"×৫"। **লিপিকাল** শক ১৬৪৩। লিপিকর [স]ন্ন্যাসি পণ্ডিত। রামকান্তপণ্ডিত গায়েন। বিভিন্ন পালার অবিন্যস্ত পত্রাবলি। বর্ত্তমান পুঁথিসংখ্যা ৪০৮-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইবে।

নমুনা,

সাজ সাজ বলিআ দামামায় পড়ে ঘা নবলক্ষ সেনা তুলিঞা বান্ধে গা।
দামামা মাসা…বাজে রনতর হাথির পিঠে দামামা বাজে দুর দুর।
হুড় হুড় সিলা পড়ে কাপিছে মেদনি বড় কামানে বড়াক জেন মেঘের সাজনি।
সত সত সেনার ফুকরে করনাল জগঝম্ফ মাদল ম্রেদঙ্গ করতাল।
রনের বাজনা বাজে নাম রনকালি কাড়া সিঙ্গা ররাব বাজে রসমালি।
দগড়ে রগড় পড়ে ডাকে সোল [কা]টি তোলপার ডকার রায়্যে গৌড়ের মাটি।
গেঁজর গেঁজর……গ ঝাঁপ কেহো বলে কেমনে মহিম হবে সাঁপ।
হাসন হুস[ন] সাজে পায়ে দিঞা মজা জাহার ভিরনে সাজে বাইস হাজার খজা।
ঘোড়ার চরণে চারি বাজ তুলাকুটি খায়াসের তাথে থাকে পান পানি পিটি।
জিঅরে হাসন হুসন ঘোরাতা লোঞা জায় দেবতা অযুর [র]ন দেখিঞা ডরায়।
ভুরুকুণ্ডার পাঠান সাজে বাখাটি রসগর লোহার পসারি করে হিরার বদল।
সেখজাদা সেখ সাজে সয়দ জাণ্ডরা তুরস্কি টাঙ্গন সঙ্গে পর্ব্বতিআ ঘোড়া।
ফান্দ নিচি রাখ চা ‥ … রূপার তবেলা বান্ধা টাকুরের খুর।
পশ্চিমদিগের সাজে খানসমা কাজি জাহার ভিড়নে মোছে তের হাজার তাজি।
চলিতে চাণ্ডব করে সুন্দর ফান্দনি এক ঠাঞি দস বিস ঘোড়ার হেসনি।
বর্দ্ধমানের কালিদাস সাজে সবা আগে বিসম সাজনি দেখ্যা বড় ভয় লাগে।
তাহার সঙ্গতি সাজে রাম সিতারাম দিবস রজনি জার গৌড়ের মোকাম।
খেমা পহরি সাজে কালুডোমের ভাই গৌড়ে জেবা নাঞি মানে রাজার দোহাই।
মঙ্গলকোঠের রাজা সাজে গজপতি …জা মাল রাজা জাহার সঙ্গতি।
সাজিল রাজিব রায় ঢাল পড়্যা জার সঙ্গে ঢালি পাকা জার বাহাত্তর হাজার।
পেলিলে…ঠি নাঞি জাঅ তল এমনি সাজিল রাজার নবলক্ষী দল।
মুরারি বাগিত্তি সাজে ডাকে হান হান ধনুকে চামর বান্ধা……নিসান।

ঢালের উপরে সনা মানুসের মোগু লাফ দিয়া সমরে হাতির কাটে মুণ্ড।
রাজপুরোহিত সাজে বিনোদ ঘোসাল ঢাল মোড়াইয়া কত সাজে ফরিকাল।
ইন্দামাট্যা সাজে ভাট গঙ্গাধর একে একে গুণ্যা…আর স্বর।
রাজার জামাতা সাজে দুবরাজ পাঁড় হাথির পিঠে সাজে আর হিঙ্গুলিআ কাঁড়।
সাজি……… …ভূপতির খুড়া বাছিআ বক্সীস পাঞাছে কাসিজোড়া।
ঘোড়ায় চড়িতে নারে দোলায় আরহন হাতার বান্ধিলে……[অতঃপর খণ্ডিত]।

ভনিতা,

নিরঞ্জনের মায়া বুঝনে না জায় মউরভট্ট বন্দিঞা ধর্ম্মের দাসে গাএ॥

৮১ ধর্ম্মমঙ্গল

ভনিতাকার রূপরাম পণ্ডিত, চন্দ্রমণি দাস

পুঁথিসংখ্যা ১৯১। লিপিকাল আ. ১৬৪৩ শকাব্দ। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৩"×৫"। গোলাহাট ও জামতি পালার দুইখানি খণ্ডিত পত্র। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১খ, ২সং, পৃ ১২২-২৩। ভনিতা,

(ক) ধরিঞে সেনের করে কান্দে রামা উচ্চস্বরে
ফিরে চল আমার মন্দিরে
দমন্দিনন্দন সুত রূপরাম পণ্ডিত
চন্দ্রমনি কি বল্লিতে পারে।

(খ) নআনি জতেক ভাসে মুনি লাউসেন হাসে
অেকপদি ছন্দ সনে রূপরাম গাএন ভনে॥

(গ) দমন্দিনন্দন সুত রূপরাম পণ্ডিত
চন্দ্রমনি ভাবে নিরঞ্জন।

(ঘ) দিজ রূপরামে গাঅ প্রভু হয়্যা বরদাঅ
বস্তে মাগি লাউসেন বামেতে।

৮২ ধর্ম্মমঙ্গল

রচয়িতা সীতারাম দাস

পুঁথিসংখ্যা ১৯২। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১০। আকার ১৪"×৪২"। লিপি আ. ২০০ বৎসর আগের। আখড়েকুর পালা। এই প্রসঙ্গে পুঁথি গ ৪৯৯৮; স ৫৬০; ক ২৪৭০, ২৪৭২ ও সা-প-প-৬, পৃ ৪৮ দ্রষ্টব্য। আরম্ভ,

[১খ /৭ শ্রীহরিঃ ॥

নমো ধর্ম্মদেব নিরঞ্জন নৈরাকার ধর্ম্মের গাজনে পড়ে জয় জয়কার ।
জয় জয় নমো নমো ধর্ম্ম নিরঞ্জন আদি ঢেকুর কথা অপূর্ব্ব কথন ।
রাজা গৌড়েশ্বর দেখ বিদিত সংসারে গৌউরমণ্ডলখান অধিকার জারে ।
ধনে রাজা কুবের ধাম্মিক জুধিষ্টির রঙ্গপতি বাদসা বিসম রনধির ।
রূপিল অস্ত্রের শিক্ষায় সেই মত কর্ণের সমান দাতা বিশেষ মহত্ত ।
গজ অশ্ব অনেক গোধন পদাতিক হরিপুজা দান জজ্ঞ করেন অধিক ।
পরিজন আঠার বালক আঠ নাতি এগার ভাগিনা জার কেবা করে গতি ।
ভানুমতি মহিষি অপূর্ব্ব রূপগুনে নৃপতির ভকতি বড় বৈষ্ণ[ব] ব্রাহ্মণে ।
প্রধান পাথর মত্ত কুটিল আচার বিড়জার সমান রাজার দরবার ।
ভারত পুরান পড়ে সহস্র ব্রাহ্মণ নিরবধি রামকথা সুনে রামায়ণ ।
এই ঠাটে গৌউড়ে ভূপতি গৌড়েশ্বর আনন্দ হইএগ কিছু সুনহ উত্তর ।
জল্লালসেখর রাজা ছিল আনন্দায় কামদল প্রবল মুলুক ছাড়্যা জার ।
জল্লালসেখর রাজা গেল পালাইএগ রাজার সাক্ষাতে সেই উত্তরিল গিএগ ।
রাজার সাক্ষাতে গিএগ করে নিবেদন একদিনে গেল রাজ্য আনন্দা ভুবন ।
বসিতে আসন রাজা দিল সমাদরে জল্লালসেখর কান্দা নিবেদন করে ।১খ]
[২ক রাজা বলে কেনে ভাই কিশের করুণা সকল বচন বলে বাগে দিল হানা ।
পুসা ছিল সার্দ্দুল প্রবল বড় হল্য প্রবল হইএগ বাগ আনন্দা ভাঙ্গিল ।
ভাঙ্গিল মুলুক সব ভয়ানক বাগ তোমার সরণ নিল দেশে অনুরাগ ।
প্রজা সব পালাইল কত দেশ ভাই তুমি জদি মুলুকে রাখ তবে আমি রই ।
না জানি বলিতে দ্বিপ কোন দৈত্যরূপ সোল কোস সহরে সার্দ্দুল হল্য ভূপ ।
তুমি বুড়া সাহেব সার্দ্দুল রাজা হল্য পাত্র হলে সার্দ্দুলশিকারে জাব চল ।
সাজ সাজ টমকে পড়িল একাকার আনন্দাত জাব চল সার্দ্দুলসিকার
স্থনিএগ ধাইল সব সিফাই সৌজার সাজিল অশ্বে[র] পিঠে আঠার কুমার ।
রামসিংহ অনন্ত অচ্যুত তেজরায় সুরসিংহ বস রাউত সাজ্যা জায় ।
মানসিংহ রূপসেনা মর খানসামা আচ্ছাদিত বারনে লোহা রনজামা ।
হাসন হোসনে জায় জবনের ঠাঠ ঢালি পাইক ধনুকি বলিছে কাট কাট ।
সিকারের ফান্দ কত নিল ফান্দ জাল লোচনে চামের ঠুলি এক লক্ষ তাল ।
বারনে চাপিল রাজা দ্বিপ অন্বেসনে সাজন করিএগ জায় আনন্দা ভুবনে ।
দলবলে পাইল রাজা আনন্দার গড়খান হাথির উপরে পড়ে দামামা নিশান ।

ঘেরিল আনন্দার গড় রাজার বাহিনি ভোরঙ্গ নাগরা পড়ে ঘোড়ার হেঁসানি।
চৌদিগে বেড়িল দ্বিপ রাজার নস্কর কাম [২খ দল সুঞাছিল বনের ভিতর।
হান হান সেনার দামামার নাদ সুনে বিসম ভাবিল বাগ আচম্বিতে কেনে।
আহার আনিঞা পাগ্না দিলেন ভবানি তিন দিন অলে তম্ব খুধায় পুড়নি।
কামদল বাহির হল্য কানন হইতে সিপাই রাউত রানা দেখে অশ্বরথে।
কানন হইতে বাঘ লাফ দিঞা পড়ে অমনি ধরিল গিঞা রাউতের ঘাড়ে।
ভাঙ্গিঞা বাজির ঘাড় ধরে আর জনে গলা ছিট্যা রক্ত খাএ আপনার মনে।
মট মট ঘাড় ভাঙ্গে ধর্য্যা মারে গজে সসক হরিণ জেন ধরে সিংহরাজে।
ডাকাডাকি পড়িল নস্কর হল্য জড় বাঘসংগে সমর বাজিঞা গেল বড়।
পাঁচ দশ রাউত অশ্বের ভঙ্গে ঘাড় মট মট খাত্যে লাগে ম[া]তঙ্গের হাড়।
সংগ্রাম বাজিল বড় সার্দ্দুল মানসে শ্রীধর্ম্মের চরণে গান সিতারাম দাসে॥

॥ ললিত ছন্দ ॥

সার্দ্দুল মানুসে রন হঞা গেল মেলা
গর্জ্জে গর গর কুঞ্জের কামড়ে ভাঙ্গে গলা।
মানুসের মুণ্ডকে কাছাড়ে ঘোটকে থাবা মারে রাউতের গায়
বানগুলি বরিসে কামদল বেচিছে বাহক বাসুলি সোহায়।
সারিআ মুখখান বাজি করে খান খান আছাড়ে হাথির মুণ্ড
মাউতে ডালিঞা জগ বুলে ছুটিঞা দ্বিপ জায় সারিঞা তুণ্ড।
ধাঅবা ধাই কল কল সমরে সার্দ্দুল দলিঞা সমরে বুলে ২খ]
[৩ক উন্যানে আছাড়্যা ভুমে পেল কাছাড়্যা নিসান ছিটিঞা পেলে।
দড়বড় দৌড়ে ফরিকারে পাছাড়ে সানা টোপর সহিতে খায়
জয়সিংহ হাড়া খালি হইল ঘোড়া বিড়াড় খাইঞা জায়।
দ্বিপ হইল ভাস্কর দলিল নস্কর সব সেনা বিভার খাইল
ভুপতি পাতরে আছিল কান্দরে কামদল দেখিতে পাল্য।
সব সেনা ভাঙ্গিল রাজা পাত্র রহিল সোমঘোস গোআলার কাছে
খাঁড়া ঢাল পাতিঞা রাজারে লইঞা সোমঘোস উঠিল গাছে।
ঘোড়া উঠাইঞা পাত্র গেল পালইঞা বাগ গেল ফিরিঞা বনে
শ্রীধর্ম্মের চরণে করি এক মনে সিতারাম দাস বিরচনে॥২॥

৮৩ ধর্ম্মমঙ্গল

ভনিতাকার চন্দ্রমণিদাস, ময়ুরভট্ট

পুঁথিসংখ্যা ১৯৩। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১(২৯)। আকার ১৩"×৪½"। আদ্য ঢেকুর পালার অংশ। লিপিকাল আ. ১৬৪৩ শকাব্দ। ভনিতা,

[২৯ক সিবদুর্গার চরণে করিঞে অভিলাস
রচিল পরম পদ চন্দ্রমনিদাস।

[২৯খ কম্ভুকর্ণ জাঅ সত্তরে জাঅ জম গিলিবারে
চন্দ্রমনি রচিল পাঁচালি।

[ঐ মরে বর [দা]অ প্রভু হিন গনঅের নাতি (?)
গান কবি(র) মউরভট্ট ব···পুট গনপতি। (?)

৮৪ পদাবলি

ভনিতাকার চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৯৪। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫ (৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৯, ৫০)। আকার ১৪"×৪½"। লিপিকাল আ. ১৬৪৩ শকাব্দ। সূচী ও ভনিতা,

(১) সই জাউ জাতি কুলের অভিমান
নিছিয়া ভজিব তার সে দুটি চরণ গো ইহাতে তিলেক নাহি আন ॥ধ্রু॥
শাসুড়ি ননদি তারা কুবচনে ভাজে গো।

ভনিতা,

চণ্ডিদাস বলে রাধা আন বল সব বাধা চান্দসখা কি করিবে তারা ॥১৮৪॥

(২) সই আর জে কহিব কত
আপনা খাইনু ছাড়িতে নারিনু হইতে নারিনু রত ॥ধ্রু॥
ঝ[া]প জে দিয়া জমুনাএ পসিব

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে ক্রোধে কিবা হএ সেহ জে এতেক কহে
না বুঝি তখনি পিরিতি করিলে এখনা কেননা সহে ॥১৮৫॥

(৩) পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর ॥১৮৬॥

ভনিতা,

চণ্ডিদাস কহে মনের মরম ভরম ভাগিয়া কয়
ও কথা জাহার মনের মরম তারে সে পরান দয়।

(৪) আগুনি জালিয়া মরিব পুড়িয়া কত নিবারিব মন
গরল ভখিয়া মো মেনে মরিব নাউবা লউক সমন।
সই আনল সাজহ চিতা সেমস্তি নিঞা
কেস মায়্যাইঞা সিন্দুর দেহ জে মাথা ॥ধ্রু॥
তনু তেয়াগিয়া সিদ্ধি জে হৈব সাধিব মনের ব্রত
ভনিতা,
আপনি মরে কি করে পরে কভু দরদ না জানে
কাহার কারনে কে সহে মরণ বড়ু চণ্ডিদাসে ভনে ॥১৮৭॥

(৫) ……কাতা বিধাতা বিধানে দিএ ছাই
ভনিতা,
ঘর দ্বারে দিব আগি জাব দূরদেসে আরতি পুরিবে তবে কহে চণ্ডিদাসে ॥১৮৮॥

(৬) পিরিতি লাগিয়া হাম সব তেয়াগিনুঁ
ভনিতা,
পিরিতি মিরিতি লাগি কেনা করে আস পিরিতি লাগিয়া কান্দে
দ্বিজ চণ্ডিদাস ॥১৮৯॥

(৭) ॥গান্ধার॥
পিয়ার পিরিতি লাগি জোগিনি হইনুঁ
ভনিতা,
চণ্ডিদাস কহে আর না কর ভাবনা সুজনে সুজনে মিলে কুজনে কুজনা ॥১৯০॥

(৮) অকথন বেয়াধি সেই কহা নাহি জায়
ভনিতা,
চণ্ডিদাস কহে কান্দ কিসের লাগিয়া…………॥১৯১॥

(৯) দূরে গেল ধর্ম্ম কর্ম্ম গুরু গরবীত
ভনিতা,
জারিলেক তনু মন ঝাপিল সরীরে চণ্ডিদাসে কহে ভাল হইবে সুস্থিরে ॥১৯২॥

(১০) তাহারে বুঝাই সই পাই তার লাগি
ভনিতা,
দাস দেহে তাপ হৈল ঘুচিবেক কিসে কানু পরসিলে জাবে কহে চণ্ডিদাসে ॥১৯৩॥

(১১) ছার দেসে বসতি হৈল নাহি দোসনা

ভনিতা,

বাসুলি আদেষ করি চণ্ডিদাস গীত আপনা আপনি চিত্ত করহ সুস্থির ॥১৯৪॥

(১২) এ দেষে বসতি নাঞী জাব কোন দেসে

ভনিতা,

বীষ খাইলে দেহ জাবে রব হৈব দেসে বাসুলি আদেস করি কহে চণ্ডিদাসে ॥১৯৫॥

(১৩) ধিক রহু জীবনে পরবস জেহ

ভনিতা,

চণ্ডিদাস কহে দৈবগতী নাহি জান পিরিতি আমিয়ারসে বধএ পরান ॥১৯৬॥

(১৪) কেনে বা পিরিতি কৈলুঁ কালা কানু সনে

ভনিতা,

আকাষ জুড়িয়া ফাদ জাইতে পথ নাই কহে বড়ু চণ্ডিদাস মিলিব এথাই ॥১৯৭॥

(১৫) এক জালা ঘরে মোর আর জালা কানু

ভনিতা,

লোকলাজে চাঞি অপজস দেষে বাসুলি আদেষ করি কহে চণ্ডিদাসে ॥১৯৮॥

(১৬) কেনে বা কানুর সনে পিরিতি করিনুঁ

ভনিতা,

করমের দোষ এ জনমে কিবা করে কহে বড়ু চণ্ডিদাস বাসুলির বরে ॥১৯৯॥

(১৭) নাহি জানি নাহি সুনি তাপ পরতাপ পরবস পিরিতি জেন আন্ধার ঘরে সাপ।

সই পিরিতি বড়ই বিসম না পাই মরম জন কহিতে মরম ॥ধ্রু॥

গৃহে গুরু গঞ্জনে কুবচন জালা

ভনিতা,

চণ্ডিদাস কহে এই পিরিতি বিসম জিয়ন্তেই মনে করিল...॥২০০॥

(১৮) নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গ্রীহিনী

ভনিতা,

চণ্ডিদাস কহে সুন আমার জুগতী অধিক জাতনা তোমার অধীক পিরিতি ॥২০১॥

(১৯) বোলে বা না বোলে মোরে গ্রীহে গুরুজন, ছাড়িতে নারিব আমি শ্যাম চিকন ধন।

সে রূপ লাবন্য মোর হিয়ায় লাগিআছে, পাঁজর কাটীয়া কেহো লঞা জায় পাছে।

সই এই ভয় বড় মনে বাসি, অচেতনে নাঁই থাকি জাগি দিবানিসি ॥ধ্রু॥

জদি বা আলষ হয় মুঁদি দুটী আঁখী

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে সই এই চাহি বটে সুজনে পিরিতি হৈলে কভু নাহি ছুটে ॥২০২॥

(২০) পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে মন নিবারিঞা থাক গো সেজনা তোমার তুমি বিচারিঞা দেখ গো ॥২০৩॥

(২১) হরি হরি কলঙ্কিনি বলে অবেধ লোকে গো

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে লোক মিছা কথা কহে গো আপন মনে বুঝি দেখ হয় না হয় গো ॥২০৪॥

(২২) কাল জল ভরিতে গেলাম কালা পড়ে মনে

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে পিরিত সেলের সমান বাহির না হয় সেই দগধে পরান ॥২০৫॥

(২৩) কি হৈল কি হৈল মোরে কানুর পিরিতি

ভনিতা,

নিগূঢ় পিরিতিখানি আরতির ঘর চণ্ডিদাস ইথে বড় পড়িল ফাঁফর ॥২০৬॥

(২৪) কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসি

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে সই বাঁসি কিবা করে আপন কর্ম্মের দোস দোস দিবা কারে ॥২০৭॥

(২৫) ধিক রহু কুলবতি কুল তেয়াগিয়া

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে এই বেদনা জানিঞা পিরিতি বেয়াধি রহে মরমে পসিঞা ॥২০৮॥

(২৬) পীয়া গেল হর দেসে হাম অভাগিনী

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে কেনে এমতি করিবে কানু সে পরাননিধি আপনি মিলিবে ॥২০৯॥

(২৭) কালিয়া নিঠুর কেনে কিসের লা[গি]য়া

ভনিতা,

জেজন করিত নেহ সেজন বিমুখ চণ্ডিদাস কহে মনে এই বড় দুখ ॥২১০॥

(২৮) কহিনু তোরে সই কহিনু তোরে

ভনিতা,

চণ্ডিদাস কহে বুঝিবে কে য়েই এ রতি কবু বএসে ॥২১১॥

৮৫ শ্রীকৃষ্ণলীলা

রচয়িতা নন্দদুলাল দাস

পুঁথিসংখ্যা ১৯৫। অখণ্ডিত; অসমাপ্ত। পত্রসংখ্যা ১১ (১-১১)। আকার ১০½"×৫"। লিপি আ. ১৬৪৩ শকাব্দ। হস্তাক্ষর স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। আরম্ভ, নমুনা ও ভনিতা,

[১খ /৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

…দিল লক্ষিদেবি ব্রহ্মার সাক্ষাতে কহিতে লাগিলা কিছু দুখ্য ভাবি চিত্তে।
নিতি নিতি অপমান সহা নাহি জায় দুর্ষ্টের বচন বলে দুস্থ বড় দায়।
এই মত অপমান হয় নিতি নিতি মোর পরিত্রাণ কর স্থন প্রজাপতি।
এতেক বচন ব্রহ্মা স্থনিঞা শ্রবণে ঘরে আল্যা………মনে।
জত দেবগণ ব্রহ্মা করিঞা সঙ্গতি সত্তরে চলিঞাছেন জোথা জুগপতি।
প্রভুর চরণে ব্রহ্মা জোড় করি হাথ অবধানে স্থন প্রভু ত্রিজগতের নাথ।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবারাতি সর্গ মর্ত্ত পাতাল তুমি সভাকার পতি।
তুমি সুক তুমি দুখ…… ……য় তুমি ভোগ তুমি রোগ তুমি কয় ক্ষয়।
সকল ভুবন জত কি বলীব আর এ সঙ্কট হইতে প্রভু মরে কর পার।
লক্ষি আদি…………দেবগণ কংসভএ দুস্থ পায় স্থন নারায়ণ।
তোমা বিনে দর্পচুর করিতে কেহ নাঞি কংসের দর্প চুর্ণ কর স্থনহ গোসাঞী।
ব্রহ্মার বচন স্থনিঞা জুগপতি সত্য কথা কহএ কর প্রজাপতি।
দৈবকি জসদা স্তব করিল বিস্তর সেই স্তব পূর্ণ করি…………।
সপ্ত গর্ব্বে বলরাম রূপ গর্ব্বধারি রোহিনিওদরে জাবেন জোগবল করি।
কৃষ্ণঅবতারলীলা করিবেন প্রচার অষ্ট……লীলা ভজনের সার।
এত বলি ব্রহ্মারে বিদায় করিঞা প্রভু রইলেন নিজস্থানে সয়ন করিঞা।
নন্দদুলাল দাস কহে …নিরঞ্জন নিশ্চএ জানিহ কংসের নিকটে মরন।

[২ক ব্যাস আগে কবিগণের বন্দিঞা চরন নন্দদুলাল দাস বলে ভাবি নিরন্তর।
[৩ক নন্দদুলাল দাস বলে ভাবি নিরঞ্জন নিশ্চএ জানিহ কংসের নিকটে মরন।
[৪খ ব্রাহ্মনবৈষ্ণবপদরেনু করি সিরে নন্দদুলাল দাস বলে স্থন তার পরে।
[৫খ বৈষ্ণব দিজ কবিগনের বন্দিঞা চরন নন্দদুলাল বলে কংসের নিকট মরন
[৭খ নন্দদুলাল দাসের মনে সদা জুগপতি অন্তঃকালে চরনকমলে দিবে স্থিতি।

[৮ক ব্যাস আগে কবিগনের বন্দিঞা চরণ রচিলেন নন্দদুলাল ভাবি নিরঞ্জন।
[১০ক নন্দদুলাল দাসে বলে স্থন ভূপতি অন্তকালে চরণকমলে দিবে স্থিতি।

অক্রূরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনোৎযোগ অংশে ১১ক পৃষ্ঠায় পুঁথিখানি অসমাপ্ত ও খণ্ডিত।

৮৬ গোবিন্দমঙ্গল

রচয়িতা বনমালিদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৯৬। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩ (৩, ৪, ৫)। আকার ১৩" × ৪২"। লিপি আ. ১৬৪৩ শকাব্দ। বন্দনা অংশ।

[৩ক চৈতন্যবন্দনা॥ শেষাংশ,

বড় অবতার কৈল কির্ত্তন রসাল চারি বেদ প্রকাসী[ল] শুধন্য কলিকাল।
রামকানু অবতার চৈতন্য নিতাই উদ্ধারিল দৈত্যকুল জগাই মাধাই।
কপটে ভ্রমেন গোরা অনেক সহর কালিন্দি যমুনা যোথা গোকুল নগর।
ভাণ্ডি[র]বন মধুবন··· ···তলা পর্ব্বতবেহার জোথা শিশুসনে খেলা।
বৃন্দাবন মথুরা প্রভাষ দ্বারকা কাসি কাঞ্চি অবন্তি গুসান্তি বদরিকা।
সেতবন্দ রামেশ্বর প্রয়াগ বারানসী ভ্রমিলা মনেক দেস কপট সন্যাসি।
অনাথমণ্ডপে গোরা করয়ে বিলাস লখিতে না পা[রে] কেহো কপট সন্যাস।
অমর অসুর নর তিনলোক তরে সদত হৃদয়ে গোরা হরি হরি বোলে।
প্রেমভক্তি দিল গোরা অখিল ভুবনে রচিল বনমালিদাস চৈতন্যচরণে।

শিববন্দনা॥ ভনিতা,

হরের চরণে মন করিয়া অভিলাস রচিল পরম পদ বনমালিদাস।

দুর্গাবন্দনা॥ আরম্ভ,

[৩খ মৃগেন্দ্রিবাহিনী দুর্গা বন্দো দসভুজা অসুরে বধিয়া নিলে অমরের পূজা।
অপরূপা রূপ চণ্ডি সেবি পদ য়াস কৃপা কর নিজ দাসের অভিলাস।
সুচারু পঙ্কজ রাজে চরণ নিছনি নপুর মধুর ধনি মনোহর শুনি।
··· ··· ···ভরঙ্গ ভঙ্গ বলয়া কিঙ্কিনি তথি বাজে কত রঙ্গ।
পরিধান সুবর্ণরচিত পট্টবাস মন্দার চিকুর জেন ভ্রমের প্রকাস।
কনককঙ্কন করে সোভা করে শঙ্খ দেখিয়া মোহিনিকুল কুল হইল রঙ্ক।

শেষ,

দিবারাত্রি আসা করি রাতুল চরণ গৌরির বন্দনা রচে গৌরির নন্দন।

লক্ষ্মীবন্দনা ॥ শেষাংশ,

রহনি খেলায় তুমি না জানি মহিমা আমি
চঞ্চল চরিত্র অবতার
তুমি জারে কৃপাদৃষ্টি নিরবধি অমিয়া বৃষ্টি
সর্ব্ব তুষ্ট সকল সংসার।
তিলেক বিরাম নাই ফিরা বুল কত ঠাঞি
[৪খ নিরূপিতে নারি তু[য়া] গুন
জিবনে মরনে পণ বের্থ জিএ সেই জন
জেই জনে তুমি নিদারুণ।
জারে সুক্ষি তুমি লক্ষ্মি ত্রিভুবন ত্রিন দেখি
অকন্যা কুলিন বলবান
বল বুদ্ধি বিপরিত ভুবনে বিক্ষাত জিত
সর্ব্বজিত সমরে বাখান।
লক্ষ্মি জাহাকে বাম বিফল তাহার নাম
দিবসে সতেক জায় ফাঁড়া
লোকে অবজস গায় থাকুক অন্যের দায়
নিজ পত্নি বলে লক্ষ্মিছাড়া।
লক্ষ্মি ছাড়েন জাকে দারুণ দৈবের পাকে
হল্যো অন্ন খাইতে না পায়
ওদরের পাইয়া জ্বালা কন্দলে করিয়া ছলা
শুত পতি ছাড়িয়া পালায়।
সহোদর হয় ভিন কলহে গুয়ায় দিন
দুঃখ সয়ে করমের দোসে
বিধি তারে বৈমুখ কভু নাই পায় সুখ
জেজনা বিমুখ বিষ্ণুরসে।
বলে লক্ষ্মিইতিহাস জেজন হরির দাস
তুষ্ট হই নিজ পুজ বিনে
জদি না করে মোর ভক্তি আমি তারে সদা সক্তি
কৃপা করিলাম নামগুণে।

লক্ষির চরিত্র জত বিশেষ কহিব কত
তিন লোকে না জানে মহিমা
অসিতাঙ্গে য়ত্ন করি কহিতে নারিল ভারি
বনমালি কী কহিব সিমা।

সরস্বতী বন্দনা ॥ আরম্ভ,

বড় শ্যামবিনদিনি আমি তোমার মহিমা জানি।
বন্দো দেবি বিনাপানি কোকিলবাহিনি অনুগত জনে কৃপা করিবে আপনি।

শেষ ও ভনিতা,

[৫ক জে বোল বলাহ মাতা মোর নাহি দোস ছন্দদোষ হয় জদি না করিহ রোস।
সব্দভেদ নাহিঁ সব্দ কি করিব সোধ শুনিঞা পণ্ডিত স[ব] না করিবে ক্রোধ।
কবি আদি চরণে করিয়া পরনাম বনমালী রচে স্বরেস্বতি পুর কাম।

শ্রীকৃষ্ণবন্দনা ॥ ভনিতা,

[৫খ স্থন প্রভু নারায়ন পরবসে দেয় মন
কৃপ[া] করী নিজ ভক্ত দাসে
তুয়া পদে করি আস রচে বনমালিদাস
গোবিন্দমঙ্গল অভিলাসে ॥

অতঃপর রাধিকাবন্দনা আরম্ভে পুঁথি খণ্ডিত।

৮৭ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল : নৌকাখণ্ড

রচয়িতা জীবন চক্রবর্ত্তী

পুঁথিসংখ্যা ১৯৭। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১৪"×৫"। লিপিকর সন্ন্যাসী পণ্ডিত। লিপিকাল আ. ১৬৪৩ শকাব্দ। প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য খণ্ডিত পুঁথি ক ১০৩৬, ৩৪৬৭ ; স ৩৮, ১৪৭, ২০৩, ২০৫ ও সা-প-প ৬, পৃ২৭৪ ও বর্ত্তমান পুঁথিসংখ্যা ২০১ (সম্পূর্ণ, পত্রসংখ্যা ১০, লিপিকাল সন ১২০৩ সাল)। আরম্ভ,

শ্রীশ্রীহরি ॥ নৌকাখণ্ড লিক্ষতে ॥ রাধাকান্ত মিলন ॥ ৲

[১ক গোপিরে করিতে পার চলে কৃষ্ণ কর্ণধার
নায়্যা হয়্যা চলেন আপনি
জানিঞা প্রভুর ছল জমুনা য়গাধ জল
অতি বেগে চলে তরঙ্গিনি।

আথুরাকে গোপনারি যুথে বিকিকিনি করি
সভে বলে চল জাব ঘর
যাইতে অনেক দুর আছে ব্রজভানুপুর
বেলা হয়্যা ত্রিপ্তির প্রহর ।
বুড়ি বলে চল তবে বিলংম্ব না সহে তবে
এত বলি গমন ত্বরিত
পরিহাস সিমু সজে হাসিতে খেলিতে রজে
জমুনার কূলে উপনিত ।
জমুনার জল দেখি গোপি বলে আগো সোখি
আজি তবে বিপরিত হয়
মথুরা গমনকালে জাই এক হাটু জলে
আসিতে সকল জলাশয় ।
কি করি কবে জাই উপায় না দেখি রাই
কেমনে হইব মোরা পার
কি খেনে আপনা খায়্যা আইলুঙ বাহির হয়্যা
ঘরে জাত্যে না পারিলু আর ।

[১খ ভনিতা,
চক্রবতি নারায়ণ তস্য পুত্র জিবন
রোচিলেন শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ।

৮৮ পদাবলী

রচয়িতা দুর্লভরায়

পুঁথিসংখ্যা ১৯৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১০″ × ৬½″। লিপি আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন। দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১খ, ২সং, পৃ ৪৫৪-৪৫৫।

/৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

পদাবলি ॥
কৌসল্যা রাজার রানি পূজা করে কাত্যায়নি
রামের দুর্গতি কর দূর

এ কিম পাএক চিনি কিছু খাহ রঘুমনি
রাজা হবেত্যা হইব ঈশ্বর ।
কৌশল্যা বলেন বা হের বাছার তুটি পা
মোর শিরে দেহ পদধুলা
ঘুচিল রাজত আশ পিতা দিল বনবাস
মুরচিত হইল কৌশল্যা ।
রাম খানিক ডাভাএক থাক মাএর ম[শ] দেখ
আস্তচুর খাইবে বদনে
মোর প্রাণ বারি হএক জাবু পথ দেখাএক
আমি মল্যে তুমি জাবে বনে ।
সুমিত্রা বলেন বানি সুন বাছা রঘুমনি
মোর সুত তোমার কিঙ্কর
মোর স্তনের দুগ্ধ খাএক আপনার তত্ত্ব দিএক
জতনে রাখিহ রঘুবর ।
জদি পিতা পড়ে মনে চাহিহ রামের পানে
পিতা মাতা অভাগি বিহানে
খেলায় শিশু মেলে বসিএক তরুর মূলে
জোথা রাম অজোধ্যা সেখানে ।
উঠিল ক্রন্দনরোল অজোধ্যাএ গণ্ডগোল
উচ্চস্বরে কান্দে প্রজাগন
কান্দেন দুরন্ত রায় আহা মরি হায় হায়
রামচন্দ্র চলিলা কানন ॥

৮৯ অনাদ্যের পুঁথি

রচয়িতা রামাঞী পণ্ডিত (?)

পুঁথিসংখ্যা ১৯৯। খণ্ডিত ও অসমাপ্ত। পত্রসংখ্যা ২৯। আকার ১৩½"×৪½"। লিপি আ. ১৬৪০ শকাব্দ। ভনিতা [১০ক] রামাঞ পণ্ডিতের প্রভু গুচাঅ দুর্গতি, এইখানে রইল আখন অনাদ্দের পুথি।

ধর্ম বলেন থাক বাছা বিমুখ হইঞ জতির্ম্মএ রূপ তরে জাই রে দেখাঞ ॥৪॥
ভকত বাছল প্রভু দেব নিরঞ্জনে জতির্ম্মএ রূপ প্রভু ধরে ততক্ষনে।

জতির্ম্মএ রূপ দেখে রামাঞ আনন্দ আপার এক সহস্র প্রনাম করিছে সাতবার।
ধর্ম্ম বলেন স্থন রামাঞ পণ্ডিত কিসের লাগিঞ পূজা কর বিপরিত।
একান্তিক পুজা দেখি বলেন নিরঞ্জনে বাছা কঠুর তপস্যা কর কি[সে]র লাগিঞ।
তুমি পুজা কলে বাছা ডির ভক্তি করি ভক্ত সঁঅঁরনে আমি রহিতে না পারি।
শ্রীধর্ম্মদেবতা আমি অনাদ্দি ঠাকুর ভক্ত সঁঅঁরনে আল্যাঅঁ বল্লোকার কুল।
আন্থের দেবতা আমি অনাদ্দি নৈরাকার কে জানিতে পারে বাছা মহিমা আমার।
মাগ মাগ রামাঞ মাগিঞ নে রে বর জে বর মাগিবে বাছা তাই দিব বর।
রামাঞ কহেন কথা জুরি দুই কর অবধানে স্থন প্রভু দেব মাআধর।
ধর্ম্ম পুজিবারে গেল পণ্ডিত সিধর অবিচারে বন্দি কল্য গোরের নাবর।
দুষ্ট কটাল তার রাজা অবিচার ধর্ম্মপণ্ডিত পানে না করে নিস্তার।
রাজবল অহঙ্কারে গোরের রাজনে চারি পণ্ডিতে মাল্য ত্রিস্থল্য বন্ধনে।
তুমি জদি হঅ প্রভু মর পর্চ্যাবল তবে ধর্ম্ম পুজিবারে জাই গোউরসহর।
ধর্ম্ম বলেন জা[অ] বাছা গোউরসহরে বারমতি পুজা করিবে ঘরে ঘরে।
আপনার পুজা লাগি দেব নিরঞ্জনে প্রসন্ন হ[ই]ঞ বর দিল ততক্ষনে।
নাঞ চিন্তা নাঞ ভএ না করিলে ডর তর সখা বটি আমি দেব মাআধর।
নিরন্তর ধর্ম্মপদ জে করে ভাবনা তার আমি পূর্ণ করি মনের বাসনা।
কন পাকে দুষ্খ জদি পাএ ভক্তগনে বিপত্যে করএ রখ্যা কনে স্বঁঅঁরনে।
রামাঞ বলেন প্রভু স্থন নিরঞ্জন এ সব কথাতে মর প্রতিত নএ মন।
তুমার প্রতিজ্ঞ্যা জদি দেখিবারে পাই তবে বর মাগে নেই পণ্ডিত রামাঞ।
কতকালের মরা ব্রিখ্য ছিল অম্রগাছ ছাল বাকল নাঞ তার নাঞ ডালপাত।
এই ব্রিক্ষে ফল জদি দেখাঅ নিরঞ্জন তবে ত প্রতিত প্রভু হএ মর মন।
ধর্ম্ম বলেন থাক বাছা বিমুখ হইঞ মরা গাছে ফল ফুল জাহ রে দেখাঞ।
মরা গাছে পদ্মহাত বুলান ধর্ম্মরাজে নবিন হইল বিক্ষ্য ধর্ম্মের পরসে।
সেই ব্রিক্ষে পুষ্প জল দেন··· ··· ···।
দেবতার বরে অম্র অম্বি্ত রসাল অম্রফলের ভারে নঞা পরে ডাল।
মরা গাছে ফল রামাঞ দেখিঞ সাক্ষ্যাতে ক্রট ক্রট প্রনাম করিছেন দিন-
[না]থে ॥৪॥

পুনরূপি রামাঞ করিছে জোরকর অবধানে স্থন প্রভু দেব মাআধর।
জদি কতকালের মরা ব্রেক্ষে ধরাইলে ফল তবে অপুত্রিক বাঁজা নারি
আছএ বিস্তর।

গোউক সহরে আছে রাজার পাটআরি চালিস বছরের রাঁড় আছে তার নারি ।

আপনার পূজা লাগি প্রভু জগপতি গভির কাননে প্রভু করিলেন স্থিতি ।
গভির কাননেতে বসিলেন ভগবান গভির কানন ছিল বৈকণ্ঠ সমান ।
বিসকর্ম্মে ডাকিঞা বলেন নিরঞ্জন শ্রীধর্ম্মদেহারা বিসাই কর রে গঠন ।
শ্রবনে স্থনিল্য বিসাই প্রভুর বচন দেহারা মন্দির বিসাই কল্য আরম্ভন ।
আরে দির্গে তিন সাত মন্দির আরম্ভিল উর্চ্চতে দ্যাদস হাত গঠন করিল ।
নির্ম্মান করিল বিসাই শ্রীধর্ম্মদেহারা বাঙ্গালা মন্দির পরে দ্যারা চোতারা ।
পাচির নির্ম্মান করে হইঞা স্থস্থির কপাট কুলুপ পরে বাহিরে দলিজ ।
বিসাই একিচিত্তে ধর্ম্মপদ করিঞা ভাবনা ধর্ম্ম সঙরিঞা করে মন্দির মাঞ্জনা ।
বি[শ্ব]কর্ম্মে হুকুম দিলেন নিরঞ্জন বাছা বল্লোকার ঘাট বান্ধ করিঞা জতন ।
বল্লোকাএ স্নান দান করিবেন ভগবান পাট বাঁন্ধিঞা মহ কর রে নির্ম্মান ।
ধর্ম্মের বচন বিসাই শ্রবনে স্থনিল্য ঘাট বাঁন্ধিঞা মঞ্চ নির্ম্মান করিল্য ।
বল্লো[কা]র জলে প্রভু করেন স্নানদান দেঅহারা মন্দির দেখেন ভগবান ।
ভিতর মন্দিরে প্রভু করিলা গমন পাসানের চোকি বিসাই করিছে গঠন ।
পাসানের আসনে বসিলেন ভগবান দেহারা মন্দির হল্য বৈকণ্ঠ সমান ।
বিসকর্ম্মে ডাকিঞা বলেন নিরঞ্জন অবতার লেখ বাছা করিঞা জতন ॥৩॥
মর্চ্য কচ্ছ বরাহ নরসিঙ্গ অবতার তা[হা]র লেখিল বিসাই বামর্ন আকার ।
এক পা রাখিলেন ভূমে আর পা আকাসে আর পা·········বলেন ধর্ম্মরাজে ।
তাপর [লি]খিল বিসাই রাম অবতার রাবণের সঙ্গে জুধি খেলেন আপার ।
হলধর রূপ লেখেন করিঞা জতন ভগবত্তিখেত্রে লেখেন কুলবিনাসন ।
তাপর লেখিল্য বিসাই কৃষ্ণঅবতার গকুলে নন্দের ঘরে করেন বেহার ।

শ্রীশ্রীহরি সহায় ॥ শ্রীশ্রীধর্ম্মরাজের সহায় ॥

॥ আত্মকথা ॥

পুনরুপি রামাই করিছে জোড়কর অপরাধ ক্ষমা কর জিবনের নাথ ।
স্তব করে রামাই যুড়িয়ে দুই কর পুত্রবিচ্ছেদে প্রাণ কাঁপিছে অন্তর ।
গলায় বসন দিয়া করিছেন স্তুতি প্রভু তুমি সথা থাকিতে কেনে আমার দুর্গতি ।
সোগে বিআকুল তনু হয়েছে দুর্ব্বল পুত্রসোগে দুটি আঁখি করে ছলছল ।
অস্থির হইল অঙ্গ কাঁপে সর্ব্ব গা কাষ্ঠের [পু]থুলি যেন মুখে নাহি রা ।

ভকতবৎসল প্রভু বলেন নিরঞ্জন বাছা নাগিয়ে দেখি তোর বিরস বদন।
রামাই বলেন প্রভু শুন নৈরাকার পুত্র বিনা দেখি আমি সব অন্ধকার।
নানা আয়োজন নিল পণ্ডিত সিধরে গোউরে বারমতি পূজা করিবার তরে।
বারটি বলদে নিল অনাদ্দের পুঁথি গৌরসহরে যাইয়া হইল উপনীতি।
ধর্ম্ম পুজিবারে গেল পণ্ডি[ত] সিধরে অনেক দিবস হইল না আইল ঘরে।
পুত্রশোকে আকুল হইছে তার মাএ খেনে খেনে গৌওর সহর পানে চায়ে।
অনাদ্দের পাদ্রপদ্ম পুজিবারে গেলা পুনরুপি বাছা মোর ফিরে নাহি এলা।
পাজি পুঁথি খড়ী দেখি করিল গনন খড়ি অক্ষরেতে সব দেখি অলক্ষণ।
পুত্র বিনা শূন্য ঘরে রহা নাহি যায় পুত্রশোকে কান্দিয়া মরেছে তার মাএ।
পুত্র বিনে দেখি সব দিনে আধিআরা শূন্য ঘরে পরো আছে হওে আধিমরা।
দেখা নাহি পায় শুধু কান্দে উচ্চস্বরে এই দসা আমার করিলে মাআধরে।
এইবার দয়া কর অনাদ্দি গোসাঁঞে তোমা বিনে আমারে রাখিতে কেও নাঞে।
জখন মরেছে পুত্র ত্রিষুল্যের ঘাএ ততদিন আছি আমি অছুচ গাএ।
রামাঞ পুলকিত হইঞে পড়ে অনাদ্দের পাএ বাহু পসারিঞ কলে নিল ধম্মরাএ।
আমি সখা থাকিতে তোর কিসের ভাবনা বাছা পুন্ন করিব তোর মনের
বাসনা। ২ক]

অতঃপর রামাইএর বিশ্বরূপ দর্শন ও মূচ্ছা, ধর্ম্মঠাকুরের জটার ভিতর চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থান, ধর্ম্মঠাকুর ও সূর্য্যদেবের কলিযুগকথন, রামাইএর মূচ্ছাভঙ্গ ও ধর্ম্মঠাকুরের স্তব, রামাইএর দেহারা মন্দির ও গাজন দর্শনের অনুরোধ, বাইতি হরিহর কর্ত্তৃক চারি পণ্ডিতসম্মেলন, চারিপণ্ডিতের বল্লুকাবনে উপস্থিতি, দীপক বাঘপ্রসঙ্গ, অজগরের বিষে-মৃত বৃক্ষের প্রাণদান, ফলপুষ্প চয়ন, বৃন্দাপ্রসঙ্গ ও তুলসীচয়ন, বল্লুকার ঘাটে উপস্থিতি, বাঙ্গালা কুঠুরিদর্শন, বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত কুঠুরির বর্ণনা, রামাইএর ধর্ম্মপূজা, বৈকুণ্ঠে ধর্ম্মসভা, রামাইএর পুষ্পের বৈকুণ্ঠগমন, বাসুকি ও কূর্ম্মের পূজা, সূর্য্যপূজা, অন্যান্য দেবগণের পূজা, ধর্ম্মঠাকুরের আগমন, চারিপণ্ডিতকে বরদান, দেহারাগাজনে দক্ষিণ দ্বারে দীপক বাঘ ও বামে অজগর, তাহাদের কথোপকথন, রামাইকে আক্রমণ, পণ্ডিতদের ধর্ম্মস্মরণ, রামাইএর অজগর ও দীপকের সহিত বাদ, অবশেষে পুষ্পজল দিয়া রামাইএর দ্বারোদঘাটন ও শার্দ্দুলের সহিত সাক্ষাৎ, শার্দ্দুলের দেবীআবাহন, রামাঞীর গায়ে অজগরের বিষোদগার, রামাইকে আঘাত ও দন্তভঙ্গ ও মার্জ্জনাভিক্ষা [অসমাপ্ত]।

৯০ গৌরীমঙ্গল

রচয়িতা শ্রীকবি শঙ্কর কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ২০২। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১৩½"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। ভনিতা, (ক) শ্রীকবি শঙ্কর গান ভাবি শূলপানি, হরগৌরী কৃপা জারে করিল আপনি। (খ) হাসিয়া হাসিয়া গেলা প্রভু গৌরীর সাক্ষাতে, দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ভাবি ভূতনাথে। (গ) শ্রীকবি শঙ্কর গান ভা······পর, সন্ধ পাইব ভাই [ই]হার উত্তর। (ঘ) শ্রীকবি শঙ্কর গান জুবতীর পতি প্রাণ না রইব রতিপতি বিনে। (ঙ) জীবনপুত্তলি ছিল হইল আন্ধার, শ্রীকবি শঙ্কর গান হরপদ সার॥

নমুনা,

সম্মুখে দাণ্ডায়া তোর কৈলাসের পতি চিনিতে না পার মোরে য়োগো রূপবতি।
জার লাগ্যা এতদিন কর্য়াছ কামনা না ভাবিঅ অন্যমত বটি সেইজনা।
তুমার তপস্যাঅ আমি তেজিলাঙ কৈলাস অভিমত বর মাগ পূর্ণ করি আস।
এত সুনি গৌরির মনে লাগিল বিস্মঅ দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি ধরে মৃত্যুঞ্জয়।
নিজ বেশ ধর্য়া প্রভু গোরির সম্মুখে পুলকে পুরল মাতা সদাসিব দেক্ষে।
তপস্যার তেজেতে চণ্ডির বদন মলিন সপ্তবার বিষ্ণুনাথে হৈল প্রদক্ষিন।
লটাআ লটাআ ধরে হরের চরনে পাদ্যঅর্ঘ্য দিঅ কৈল অনেক স্তবনে।
অপরাদ খেমা কর আমি শিশু রামা তমগুণে মত্য হঞা না চি[নি]লাঙ তোমা।
জঅ জঅ [মৃত্যু]ঞ্জঅ কৃপা কর সুলি এত বলি রহে গৌরি হঞা কৃতাঞ্জলি।
দআর ঠাকুর সিব সদাই সন্তোষ খেনেকমাত্রে সে[ব]কেরে কখন নাঞি দোস।
দেখিআ তুমার ভক্তি তুষ্ট হল্যাঙ আমি অভিমত বর মাগ ঝট নেহ তুমি।
ই বোল সু[নি]ঞা গৌরি কহিছেন বাণী কৃপা করি বাঞ্ছা পূর্ণ কর শূলপানি।
পূর্ব্বমূর্ত্তি বিনে···বা নাঞি মাগি আমি বড় মনে অভিলাস···হবে তুমি।
ই বোল সুনিঞা প্রভু হাসে মৃত্যুঞ্জয় জোড়কর কর্য়া গৌরি দণ্ডাইআ রঅ।
হাস্য পরিহাস্য কিছু সদাসিব বলে বুঝিআ সিবের মন মালা দিল গলে।
পুনরূপি স্তব চণ্ডি করিল আপার নিজ বাসে চলে হরে করি অঙ্গিকার।
দিন দস থাক গিআ হেমন্তে[র] ঘরে পাঠাইআ দিব আমি ঘটক মুনিবরে।
এত বলি গেল হর কৈলাস শিখরে তপস্যা সাঙ্গ হৈল গোরির হে[ম]ন্তের ঘরে।
শ্রীকবি শঙ্কর গান ভা········· সন্ধ পাইব ভাই [ই]হার উত্তর॥

৯১ নৌকাখণ্ড

রচয়িতা জগন্নাথ দাস

পুঁথিসংখ্যা ২০৩। খণ্ডিত : অসমাপ্ত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন॥

শ্রীশ্রীহরি॥

মথুরার হাটে হত্যে ফিরিঞা আসিতে পথে
কানে কানে বহিছে জমুনা
ফুসারিআ চাক জেন ঘুরা সে উঠিছে ঘন
দেখি সভে হইল বিমনা।
বড়াই কি উপাএ হব পার
সাঁতারের নদি নয় নামিতে লাগএ ভয়
এক ঢেউএ প্রান যোছে কার।
জল দেখি কাল মেঘ পবন দিগু[ন] বেগ
দেখি তনু কাঁপএ তরাসে
ভুজঙ্গ কুম্ভির ভাসে মিন পালাইছে ত্রাসে
সাতড়িব কেমন সাহসে।
এক হাঁঠু জল যুখে গেছিলাম মথুরার দিকে
কোথা হত্যে আল্য এত পানি
মনে অনুমানি হেন জপিঞা সে মন্ত্র কান
এতখানি কৈল সেই দানি।
প্রণাম তাহার পায় [তা]ই দিব জেবা চায়
দয়া করি পার করুক আসি
জগনাথ দাসে বলে ভবি রাজ হেন বোলে
দেখা দিল গোকুলের সসি॥১॥

রজত কাঞ্চনে নাখানি সাজত রজত কিংকিনিজাল
বেড়িয়া দেখ তাথে সভে রাঙ্গা হাথে মনিবান্ধা কেরুয়াল।
সই দেখ দেখ নোঞানে চাঞা
কোথা হতে আসি দিল দরসন ই হেন বিনদ নায়্যা।
রতনে তোফানে সিরে ঝলমলে কদম্ব পল্লব⋯ ⋯

... ...
... ...
... ...
... ... দোলাইছে রাঙ্গা আখি

চড়াইলে নায় না জানি কী চায় চঞ্চল নয়ান দেখি।
আমরা কব কংসের জোগানি বুকে না হানিয় কেহ
জগনাথ কহে সুন রসিকলা বনি পাত্যো কি ছাড়িবে রাহ ॥২॥
কৌতুকে রাজার গেছিলাম বাজার বিকিবারে দুগ্ধ দধি
কে জানে তত্ত্ব বাড়িয়া এমত থাকী[বে] জমুনা নদী।
হেদে হে নেয়ার পো
আমরা সকলে জাইব গোকুলে ওপারে লইঞা থো।
দেখি ...বন জুড়ায় পরান নব মেঘ জিনি কাল
পার করাইলে তাই দিব তোরে জে নিলে বলহ ভাল।
আর...র আনি পাতহ নাখানি চাপি জাঞা সভে সুখে
হের রাখিঞাছি ছেনা সুনি চাছী দেহসিঞা চাদমুখে।
[কর]াইলে পার এ জস তোমার ঘুসিব অনেক কাল
জগন্নাথ দাষ বচন রচন জেন অমিয়া রসাল ॥৩॥
নৌকা...মোর অতি বড় নয় বুঝিআ চাপিলে হয়
সুন সব সই দুই জন বই তিন জনা নাহি সয়।
আগে কে চাপিবে চাপ আসি
নিতম্বমণ্ডল পীন পয়োধর দেখিতে সে ভয় বাসি।
সভে আছে দিন দশ দুই তিন আমরা অবলা জাতি
একে একে সবে পার করাইতে এখনি হইবে রাতি।
আমি জানি ভাল তোমরা সকল আন্তরে কাতরমনা
দেহ আলিঙ্গন মুখমধুপান নাহি চাও রূপা সনা।
নন্দের কুমার কি চাই আমার মানিক বাসিএ কড়া
জগন্নাথ কহে সব সখি মেলি অই কথা কয় পোড়া ॥৪॥
......কড়ি লাজে কেহ নাই চড়ি কানাই নাখানি পাতিআ রহে
উচ্ছর দেখিঞা বেলি বড়াই...... আধার সে গাএ নাহি সহে।

বিনোদিনি পহিলে আপনে চাপে নায়
তলে তার বিছায়লি কমল দ…………গুড়া ধরে চাপে জাঞা তায়।
পসরায় বাম পানি ডাহিনে ঘোঙ্গটা টানি বৈঠল কা[না]ইয়ে করি পিট
ঝলমল গোরারায় সোনায় ভরল নায় ঐছন সাজিছে অতি মিঠ।
ললিত নিতম্বভার কটীতে কীঙ্কিনিজাল সভে তথি বেনির থোপনা
ধৌরজ না মানে চিত দেখি অতি বিমোহিত বিসরল কীসর আপনা।
ভেদল মদন কাঁড় করে হত্যো খসে টাড় কালিন্দী ফেনের ছলে ভাসে
জগন্নাথ দাসে কহে কানাই একেলা নহে সভাই মজিলা এই রসে ॥৫॥
আনন্দের ভরে চাপাঞা রাধারে পুলকে পুরল গা
মাঝ দরিআয় জাঞা হরিরায় কাঁপাতে লাগিলা না।
আমরা আহির রাজার ঝি
কী করি উপায় দেখি ভয় পায়…দেখ করে কী।
করাইতে পার কলু অঙ্গীকার কে জানে এমন হবে
তির আধিআর……সহে তার…নাও ডুবে।
তরাসি কীসৌরি দুবাহু পসারি কান্থরে ঝাপল বাহে
[রাই] বুকে করি রসিক মুরারি ঝাপ দিঞা পড়ে দহে।
ভাসিতে ভাসিতে লাগিলা আসিআ নিভিত নিকুঞ্জতলে
মনে জেবা ছিল বিধি ঘটাঅল দাস জগনাথে বলে ॥৬॥
জমুনা না ডুবি দেখি সব সখি লোটায়া ধরনিতলে
কান্দে সকরুন সরে দেখিঞা আকুল পস্থ পাখি।
আর কার পথে সাতে কৌতুক করিয়া তাথে জাইব সে মথুরার হাটে
লোটাইঞা হাসি হাসি কে য়ার ধাইঞা আসি দানছলে আগুলিবে বাটে।
মজাইঞা রাধা শ্যাম কি লঞা জাইব গ্রাম কি বলিব পুছিলে জসোদা
বল পে……ঝিএর এ দসা সুনি বৃকভানু কিসে জাবে বোধা।
আস রাই পসি চল সমন ভাল নিজন……কীসের লাগি থুই ॥
[অসমাপ্ত]

৯২ পদাবলি
রচয়িতা বাসুদেব ঘোষ

পুঁথিসংখ্যা ২০৪। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩"×৫"। লিপি আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন। পদসূচী, (১) গেল গৌরাঙ্গ না গেল বলিঞা (২) আজি কেনে গোরাচাঁন্দের বিরস বদন ॥

৯৩ বাঙ্গালা মন্ত্র
রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২১১। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩½"×৯½"। লিপিকাল সন ১২৩৭ সাল।

/৭ শ্রীশ্রীহরি
দুর্গা মা কাটেন সুতা মহাদেব বুনেন জাল
চোর চঠাট বাগ ভাল্লুক বাদি মুহুই বাদি পালে পাল।
নবিন বসিল নবি দুর্গা মাএর কোলে
ই বন্দ জদি নড়ে চড়ে নবি দুর্গার মাথে তর লাথি মারে।
কার আজ্ঞা মা কালিকার আজ্ঞা ॥

কালি বনমালি নানা পুস্পে কর বর হারে
মাগো দেবি তুমার মায়া তুমার কায়া রনে না দিয় ভাটী
আমুকার অঙ্গে রহিবে অষ্ট পহর বতিষ ঘটী।
নালা উড়্যা হলেন পার হঞী মা তুমার সম্বির
জয় দেবি কালিকা মা সির সপেছি তুমায়
বিপত্তে পড়িলে মা রাখিবে আমায়।
কার আজ্ঞা মা কালিকার আজ্ঞা ॥

জরাসিন্ধু রাজার গুন কি কহিতে জানে
জার গর্ভে জন্মিলা সাট সত্তর পহিনে।
হেনকালে সয়তান জন্মিল কার ঘরে
অন্তখানী অন্তখানে দুহার উদরে।

হাঁড়িতে ভরি সয়তানকে ফেলিল সয়বনে
সর্বাঙ্গ সুন্দর সয়তানের পিটখানি তার কুজা
বাপ হইআ রাজার ঝিএর করে পূজা।
হেনকালে সয়তানের পূজা হল্য উপনিত
মারিব ঝাটার মুড়ি পিষ্টে করিব পার
ছাড় রে সয়তান তুখে দুহাই আল্যার।
তুখে দুহাই খদার॥

জখন দেয়ান গাই জবই করিল দুনিআ ভিতরে
আ্টখানি হেড়া দিল গর্দ্ধবির সিরে।
গর্দ্ধবি সিনান করে মদের পথরে
মাজকার হেড়া দিল রন্ধনের সালে।
এপড়া পেপড়া কালিকাদেবি মা কিছু করে সেকপড়া
এত দেবতা থাকিতে বেটা কোন গুনে তুই বড়।
মারিব ঝাটার মুড়ি পিষ্টে করিব পার
দুহাই আল্যার তুখে দুহাই খোদার॥

আনিল মা গঙ্গা হাতে নঞে কড়া
তরাতরি জ্ঞান গঙ্গা জবনের পাড়া
কেউ খায় গাই গস্ত কেউ খায় হেড়া।
সাহেব সোউজি অজ গৌউজি পাডুরার পির
এ সব দেখিয়া বেটার মন নহে থির।
খেনে খেনে আস বাছা দুসুখ দিতে মুরে
দেবির কিপাতে ঘাড় ভাঙ্গে দিব তুরে।
মারিব ঝাটার মুড়ি পিষ্টে করিব পার
ছাড় রে সয়তান তুখে দুহাই আল্যার।
তুখে দুহাই খোদার॥

বান বান সিড়িবান দেবচক্র কাটে কোলম খান খান
এখনী কাটীলাম রামের দুই চারি বান।

হক হক রামের বান গোব দেবিকে বেড়ানল
তামার বান তুয়ার বান
জন গুনি চালালেক বান।
কাক কলসের মাস কাড়ি খায়
মা মনসার আজ্ঞায় বান ফিরে জায়॥

৯৪ পদাবলি

রচয়িতা লোচনদাস

পুঁথিসংখ্যা ২১৫। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩½"×৫"। লিপি আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন। পদসূচী, (১) কি হইল আরে সখি গোরা বর্ণখানি (২) হলদ বরন গোরাচান্দ পড়ে গেল মনে (৩) হের সুনস্যা আর কথা বিরলে পাঞা কই (৪) হইল…রা…না জায় পাসরা (৫) নাচে রে নাচে রে গোরা হেম কমলিআ (৬) কি এ কাচা কাঞ্চন স্ফুট চম্পকদল (৭) য়ার সুনাছ কালিকার কথা কই তোরে॥

৯৫ পদাবলি

রচয়িতা যদুনাথদাস

পুঁথিসংখ্যা ২১৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন। হস্তাক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সব পড়া গেল না। পদসূচী, (১) এক রমনী সাজি আল্য নামে রতনমালা (২) চল জলকে জাব গো (৩) রাধিকা বলেন সুন ললিতা পিআরি (৪) সখি সব জলে জান কাঁখে লঞে বারি (৫) সুবর্ণ কলসি কাখে রাধা জায় জলে (৬) অবশ অঙ্গ দেখি ললিতা রাইএর সমুখে কহে (৭) জমুনার জলে জাএ রসবতি রাই॥

৯৬ পদাবলি

রচয়িতা বাসুদেব ঘোষ, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস

পুঁথিসংখ্যা ২১৭। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১(৫)। আকার ১৩½"×৫"। লিপিকর সন্ন্যাসী পণ্ডিত। লিপিকাল আ. ১৬৪৩ শকাব্দ। ভনিতা,
(১) বাসুদেব ঘোষে কএ সম্বরণ না হইত গো বটে প্রেমের মুকতি।
সূচী,
(২) সুন গো মরম সখি (চণ্ডীদাস) (৩) সখি গো কি হল্য রাধার জ্বালা (চণ্ডীদাস)

(৪) সই কাহারে কহিব ইহা (চণ্ডীদাস বলে শুনহ রসিকনাগর শেখর গাএ) (৫) সে ধনি রমনি রাই শিরোমণি কী হৈল্য অন্তরে মোর (চণ্ডীদাস) (৬) কি হেরিলাম কদম্বতলাতে (জ্ঞানদাস) (৭) কি খেনে গোবিন্দের সঙ্গে হল্য দরশন (?) ॥

৯৭ পদাবলি

রচয়িতা অজ্ঞাত, গোবিন্দদাস, প্রেমদাস, শেখর

পুঁথিসংখ্যা ২১৮। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১৪″×৫″। লিপিকাল ১২১৯ সাল, ১১ শ্রাবণ বেলা আড়াই পহরের সমএ পদ লেখা সমাপ্ত হইল। লিপিকর কালিপ্রসাদ রায়, পাঠক রামকান্ত পণ্ডিত। হস্তাক্ষর বিভিন্ন। (১) এই বেলে সাজ কর বেশ (অজ্ঞাত) (২) বৃকভানুনন্দিনী রমণীশিরোমণি (গোবিন্দদাস) (৩) নীলমনি চুড়ি হাথে রতন কঙ্কণ তাথে (প্রেমদাস) (৪) এক ব্রজ নারী কাখে কুম্ভ করি (গোবিন্দদাস) (৫) এক পদ চলে দূতী (ঐ) (৬) রাধা তুহু বড় হৃদয় পাষাণ (ঐ) (৭) রায়োর ছল ছল দুনয়ানে বহে প্রেমজল (ঐ) (৮) রাধে চলিলা শ্রীবৃন্দাবন (ঐ ?) (৯) জব রাই বিছরল নাগর সঙ্গ (ঐ) (১০) অতিশয় চমেতি রয়ে (ঐ) (১১) গোরি সুতলি শ্যামহি কোর (ঐ) (১২) রজনী উজাগরি নাগর নাগরি (ঐ) (১৩) আম্বেতে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ুর (শেখর) ॥

৯৮ পদাবলি

রচয়িতা গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি, যদুনাথদাস, জ্ঞানদাস,
বলরাম, নরোত্তম, শেখর

পুঁথিসংখ্যা ২১৯। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪″×৫″। লিপি আ. ১৬৪৩ শকাব্দের। পদসূচী, (১) মদন মদালসে শ্যাম বিভোর (গোবিন্দদাস) (২) মাধব হে বহুত মিনতি করি তোয় (বিদ্যাপতি)। [বিদ্যাপতির ভনিতায় মূল্যবান পাঠান্তর, ভনএ বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর তরাইতে এহ ভবসিন্ধু, তুয়া যুগ শ্রীচরণ করি অবলম্বন পার করহ দীনবন্ধু।] (৩) উ দুখানি রাঙ্গা পায় কী রায় বলিব আমি (যদুনাথদাস) (৪) সুন্দরি আমারে বলহ কি (জ্ঞানদাস) (৫) তুমি মোর নিধি রাই (বলরাম) (৬) দুহ কর দুহু অনুরাগ (গোবিন্দদাস) (৭) দুহু মুখ হেরইতে দোহ ভেল ভোর (নরোত্তম) (৮) শত বিংশতি দণ্ডে মদন মদালস (শেখর) (৯) শ্যামরু কোরে জত মানে ধনি সুতলি (?) ॥

৯৯ পদাবলি

রচয়িতা গোবিন্দদাস, রামানন্দরায়, যদুনাথদাস, জ্ঞানদাস

পুঁথিসংখ্যা ২২০। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ২২৫ বৎসর আগের। পদসূচী, (১) ধনি ধনি করি হে বিদগধে সাধে (গোবিন্দদাস) (২) শরদ পূর্ণিমা হিমকর বদনী (রামানন্দরায়) (৩) ধনি ধনি বনি অভিসারে (যদুনাথদাস) (৪) কানু অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধে (গোবিন্দদাস) (৫) কি খেনে শ্যামের অঙ্গে দুটি নআন লাগিল (জ্ঞানদাস) (৬) কুঞ্জ চরণ সুন জাবক রঞ্জই (গোবিন্দদাস) ॥

১০০ পদাবলি

রচয়িতা রামানন্দরায়, গোবিন্দদাস, রাধামোহন, জ্ঞানদাস, প্রেমদাস

পুঁথিসংখ্যা ২২১। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১ (২)। আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ২২৫ বৎসর আগের। পদসূচী, (১) কোন বিপিনে ধনি বিলসতি রাধা (রামানন্দরায়) (২) এ ধনি আচরে বদন ঝাঁপায় (গোবিন্দদাস) (৩) জয় জয় বিজই কুঞ্জে (ঐ) (৪) রাই কুঞ্জ গমন শুনি (রাধামোহন) (৫) ভাল হোইলে আলে মোহে প্রেমময়োই রাধা (জ্ঞানদাস) (৬) দুহু জন নিতি নব অনুরাগ (গোবিন্দদাস) (৭) নব অনুরাগিনী নব অনুরাগ (?) ॥ ভনিতা, (৮) রাই অঙ্গে কান্তিমালা দস দিগ করেছে আলা প্রেমদাস আনন্দে মগন ॥

১০১ বাঙ্গালা মন্ত্র

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২২৩। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ৯"×৬"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। কীটদষ্ট।

/৭ শ্রীশ্রীহরি॥ ধর্ম্ম সহায়॥

॥ ঝাড়ন [মন্ত্র] ॥

আইলেন মহাদেব·········মহল ছাঁকিএ

সাত ভার বিস আ·········জটাঅ ভরিএ।

হাই গো মাই গো জটা ঝাড়িতে বিস নাঞি গো

নাঞি বিস যেই মা মনসার আজ্ঞায় নাঞি ॥১॥

নিকিন ধবান কাপড় কাচে মন পবনের খারে
বনে নাগ ধরে এনে আপন পুতা মারে।
চৌদিগে বুলিএ দিস
চিঅ পুতা ঘর জাব চাপড়ে উলম বিস।
নিকিন ধবান কাপড় কাচে শুঁটেবাদের জা
আখাঁ লড়ে পাখা লড়ে লড়ে সর্ব্ব সিষ
কামড়ে হানিলি সাপ চাপড়ে উড়ালম বিস।
নাঞি বিস যে মা মনসার আজ্ঞায় নাঞি ॥২॥

বাদ্রি বাজে বাজন্তা বাজে বাজে করতাল
না মরে কালকুটির বিস কেন ঘুন গোল।
উরিল বিস ফুলবনে
উল্য বিস খদাঅ পরবানে।
খদায় গুরু পেখশ্বরের সিষ
খদার আজ্ঞা অনিব্বিস।
নাঞি বিস যেই মা মনসার আজ্ঞাঅ নাঞি ॥৩॥

॥ টুস্কিসার [মন্ত্র] ॥
মাছি নিছি কাল কু[টি]···দ পুঁছি মোর অঙ্গে
নাঞি বিস তিন টুস্কি··· ··স যেই মা মনসার আজ্ঞায় নাঞি ॥১॥

উল্য পাঅরা বসিল থালে
বিশ নাঞি সংসারের ভারে।
নাঞি বিস যেই হাড়িঝিএর আজ্ঞায়
নাঞি বিস যেই মা মনসার আজ্ঞায় নাঞি ॥

॥ ঝাড়ন মন্ত্র লিক্ষতে উপরেরটি[র] সহিত ॥
সেত পাঅরা লেত বসন হ বিস তুঞি পানি
ওগ্নিমুখে খেলি সাপা মৃত্যুমুখে পানি।
নাঞি বিস সেই মা মনসার আজ্ঞায় নাঞি ॥২॥

[স]গ.গে হ[া]ত এলেন দেবি হোএ উরুস পুরুস
দেখি মুখে দিএ পা
ওমুকার অঙ্গের কালকুটির বিস সীত্র গুগুস করে খা।
নাঞি বিস ষেই মা মনসার আজ্ঞায় নাঞি ॥৩॥

॥ চক্ষু ছাড়ান মন্ত্র ॥
কো তুতোরু কো ভুতোরু চোখে ধরে কো ভুতোরু ॥
মুখে না স্বরে।
কার আজ্ঞাঅ ডংসিলি
বাপ স্বদাশ্রীবের আজ্ঞায় চক্ষু মেলে চা।
নাঞি বিস ষেই মা মনসার আজ্ঞায় নাঞি ॥১॥

১০২ পদাবলি

রচয়িতা নৃপধন, গৌরচরণ (?), নরহরি, খসাল, সারঙ্গ (?)

পুঁথিসংখ্যা ২২৯। পত্রসংখ্যা ২। খণ্ডিত। আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন।

শুন শুন গো মরম সজনি
শ্যাম বন্ধুরি প্রেমরি দলান না জানি দিবস রজনী।
না জানি বিহানে বেলি অবসানে যমুনা গেছিলম আপনি
শ্যাম আমারে দেখি বাঁশীটি বাজাঞে জাইবে কি পুনি না জানি।
হায় একে সে অবলা তাহে কুলজালা তাহাতে কুলের কামিনী
নআনের বানে বধিলে পরাণ না জাঅ ব্রজের রমণী।
শ্যামের পাএর সোনার নূপুর মধুর মধুর বাজনি
নৃপধনে ভনে শ্যামদরশনে তুরিতে সাজহ আপনি।

সখি না জানি কি কল্য কালিআ
নআনের বানে বধিঞে পরাণে তেরছ নআনে ছাইঞে।
অধর রঙ্গিমা ভ্রূকুটি ভঙ্গিমা রঞেছে কদম্ব হেলিঞা
বাঁশীটি লইঞে অধরে ডাকিছে রাধা রাধা বলিঞে।
এতেক সইঞে রহিব কেমনে দেহ না উপাঅ বলিঞে

গৌরচরণ ছিল মরণ* জদি না ফেলহ ঠেলিএে ॥
(* অ উ রাঙ্গাচরণে লহিল শরণে)

নাগর ভাডাএে কদম্বতলে আকুল করিএে মোরে (নরহরি)

বন্ধু কি না (অ সকলি) জানহ তুমি ।
তুমার পিরিতি নবীন জুবতী ভরমে ভুলিলম আমি ।
শুন শুন হরি আমারে পাসরি নিছিন্তে রএছো কেনে
ই নব যৌবন নাহি কর মনে ই বর মনের জ্যালা ।
ঘরে পরে খটা ই কি হল লেঠা (শ্যামের) বাশীয়া হইল কাল
আমি পরবশ হোই (ছাই) মুখরস ঘুচাইলে চারি চাল ।
মুরলীর ধ্বনি আর নাহি শুনি নিদআ (দারুণ) কেন হইলা
খসাল কহে দূতী রাখহ পিরিতি রাধার বিরহজ্বালা ॥

শ্যাম কি আর বলিব আমি
ঘরের চরিতে চিত বিআকুল তাএ নিদারুণ তুমি ।
কে না অপবাদ করে পাননাথ তারে কি না কর দয়া
ভালমন্দ জত নিবেদিব কত তুমারি চরণে চায়া ।
তুমার পিরিতি সে সুখ আরতি সার কৈলেম আর
মোর মনে ছিল ত সুখ সম্পদ জনমত মত্তি জার ।
সুখের লাগিএে পিরিতি করিএে পরাণনাথে মেনে
তত সুখে এত দুখ হব বলে ছিল অভাগিনী জানে ।
সরঙ্গ কালিয়াএ মন·········

১০৩ পদাবলি

রচয়িতা শিবরামদাস, বিত্তাপতি, লোচন, গোসাঞী কুঞ্জবিহারী

পুঁথিসংখ্যা ২৩১। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন।

(ক) কি কন মুরে বা
কি কন গো নন্দের গোবিন্দ··· (শিবরামদাস)

(খ) আর না ফিরিঞে কেনে চানে মুরলীধর হে
জখন আমি জাবার জলে তুমি থাকিয়ে কদমতলে (বিত্তাপতি)

(গ) বিকাল বেলে,'গেলি জলে কলসী লইঞে (লোচনদাস)

(ঘ) কাঁন্দে অনদা নাগরি বলে তোদের কি হল গো।
নদিআ ছাড়িএ অনাথ করিএ কোথা গেল গোরারায়
মনে ছিল সাধ বিধি হল বাদ বিকাইলাম রাঙ্গা পায়।

... ...

নদিআ নাগরী উচ্চস্বর করি কাঁদএ গউর লাগি
তার জদি নাগাল পাই সংঙ্গে চলে জাই পাপ ঘরে দিএ আগি।
না জানি কিরূপে শচী মাতার শোকে পাষাণে বান্ধেছি বুক
গৌউর না দেখিএ তাহে বিষ্ণুপ্রিয়া সদাই রিদএ দুখ।
কহেন গোসাঁঞি শ্রীকুঞ্জবেহারি শুন অগো শচীমাতা
কলির জিব তরাইতে গকুলেরি চান্দ ভেঞিএ লে মুড়াল মাথা॥

১০৪ পদাবলি

রচয়িতা বাসুদেবঘোষ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৩৩। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন। পদসূচী,

(১) সুতিয়া আছে গোরাচাঁদ সয়ন মন্দিরে (বাসুদেবঘোষ)
(২) বৃন্দাবনে সকল কুসুম পরকাশ (গোবিন্দদাস)
(৩) সমুখে ভাঁড়াঁঞা দূতী কইছেন সুধামুখী (জ্ঞানদাস)
(৪) এ ধনি এ ধনি বচন সুন (গোবিন্দদাস)
(৫) এই বেলাএ ঝাট কর বেশ (?)

১০৫ পদাবলি

রচয়িতা বাসুদেবঘোষ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, লোচন,
বৃন্দাবনদাস, রামানন্দ, অজ্ঞাত, সারঙ্গ

পুঁথিসংখ্যা ২৩৬। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১৩½"×৫"। লিপি আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন। পদসূচী,

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ শ্রীদূতীসংবাদ লেখিতে ॥

(১) সুতিঞা আছে গোরাচান্দ শয়ন মন্দিরে (বাসুদেবঘোষ)
(২) বৃন্দাবনে সকল কুসুম পরকাশ (গোবিন্দদাস)
(৩) এ দূতী দয়ামোহি করয় বিধান (ঐ)
(৪) সুমুখে ডাঁডাঞা দূতি (জ্ঞানদাস)
(৫) নাচে রে নাচে রে গোরা হেম কমলিয়া (লোচন)
(৬) আর শুন্যাছ কালিকার কথা কই গো তুমারে (ঐ)
(৭) গৌরাঙ্গ নাচএ রে শচীর দুলালিয়া (বাসুঘোষ)
(৮) কীর্ত্তন আনিয়া নিতাই নদীয়া নগরে (বৃন্দাবনদাস)
(৯) আমার গৌরাঙ্গ নাচিছে শ্রীবাসের প্রাঙ্গণে (রামানন্দ)
(১০) আমার গৌরাঙ্গচান্দ জগজীবের অনুপাম (?)
(১১) মহারাস বৃন্দাবনলীলা মনেত পড়িল (বাসুদেবঘোষ)
(১২) শরদ চন্দ ভুবনে মন্দ (গোবিন্দদাস)
(১৩) বিপিনে মিলল গোপন কেহো (ঐ)
(১৪) একে সে মোহন জমুনাকুল (সারঙ্গ ?)
(১৫) কিশোর বএস মোহন ঠামে নিরখি (?)

১০৬ পদাবলি

রচয়িতা গৌরচরণদাস, জ্ঞানদাস, যদুনাথদাস, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৩৭। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন।

নিভৃত নিকুঞ্জে দুহে করএ বিলাস
কাহাঁ গেয় পরিধান নীল পীতবাস।
খসিল বিনন্দ চূড়া বিনোদিনীর বেনী
ঝাঁপল কনক চন্দ্র ইন্দ্র নীলমণি।
লুকাল্য গগন চন্দ্র তারকার গণ
নাঞি নাচে শিখিকুল না বএ পবন।
না বএ জমুনা জল না ঝঙ্কারে অলি
পড়িঞ্যা রহিল শ্যামের মোহন মুরলী।

বদনে বদন দুহার কসাকসি বাহু
যেমন গগন চন্দে গরাসিল রাহু।
রাসরসে মত্ত দুহুঁ কিশোরী কিশোর
গোউরচরণ দাস মনে না পায়ল ওর ॥

ভনিতা,
শ্যামের বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী
জ্ঞানদাসে মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী।

দুহুক পিরিতি রতি আরতি (যদুনাথদাস)

এক কিশোরী বলে উহায় ধর ধরঅ নাগোর
আমার প্রেম তরঙ্গে ভাসে গেল।
দুহে দুহাঁ হেরইতে আন[ন্দ]মগন
রাই বলে নাগর আমার ঘুমে অচেতন।
রাই আমার রসনিধি প্রেমেরি পাথার
রসিকনাগর তাহে কত দিঞাছে সাঁতার।
সাগরে মগর হঞা ডুবিঞা রহিব
দুহেঁ দুহাঁ হেরইতে কত প্রেম উথলিল্য ॥

দেখো নাই কিবা সে দোহার প্রেম (জ্ঞানদাস)

১০৭ পদাবলি

রচয়িতা গোবিন্দদাস, রাধামাধব, জ্ঞানদাস, শেখর, বলরামদাস,
কবিশেখর, বংশীধরদাস, বিদ্যাপতি

পুঁথিসংখ্যা ২৩৮। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১৪½"×৫"। লিপি আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন। পদসূচী,

(১) দরশ পালে পহু পরশ সোহাঅলি (গোবিন্দদাস)
(২) জাঁহা দরশনে তনু পুলকিনি ভরই (ঐ)
(৩) দরশনে লোর নঅন দুহু ঝাপ (রাধামাধব)

(৪) কহ কহ সুন্দরী রজনীবিলাস (জ্ঞানদাস)
(৫) শিশুকালে হতে সে বঁধু সইতে পরাণে পরাণে নেহা (শেখর)
(৬) কত নাস বেস করি পরাএ পাটের শাড়ী (বলরামদাস)
(৭) চিরুণী করে ধরি কেশ বেশ করি সীতা ভরি দেই সিন্দুর (কবিশেখর)
(৮) অবলা জানি গুণধরে রসিক (গোবিন্দদাস)
(৯) বুকে বুকে মুখে চখে লইএে থাকে তভু মোরে সদাই হারায় (বলরাম)
(১০) রাত্রি দিন চোখে চোখে শুঞ্যা সদাই দেখি (?)

(১১) শুন গো মরম সই
অপরূপ বাণী স্বপনে সুতলি মরম শুনাবে কোই ।
নাগর আসিএে মুরুলি বাজাএে আইল আমারি ঘরে
মুখে মৃদু হাসি মোর পাশে বসি সুতল আমারি করে।
নিরখিএে মোখ বড় পালঙ্ক করেয়াছিল নানা রঙ্গ
হেন বেলাএ আসি ননদ বিরালি তাহাতে করিল ভঙ্গ ।
ননদঁ বিরালি নিলেক মুরুলি কারো নিল পীতবাস
ধরিএে রাখিল অপমান কৈল মোরে হল্য বড় ত্রাস ।
ভাগি নহে ছাঁচা স্বপনে মিছা শুনল দূতী বা
মিছা কথার তরে ননদির ডরে এখন হানিছে গা।
শঅন স্বপনে দেখিলাম সেজনে জেজন জাহারি হএ
ই তিন ভুবনে না দেখি নআনে বংশীধরদাসে কএ।

(১২) আহংকার স্বপনের কথা শুন গো ললিতা
আমার ঘরে আস্যেছিল বৃকভানুসুতা।
সাঁজের বেলাএ কদমতলাএ দেখিলাম জেম[ন] ছান্দে
হিআএ গাঁসি মধুর হাঁসি কৈতে প্রাণ কাঁন্দে ।
জেমন বেসর নাসা[র] উপর তেমিনি কাঁচুলি
তেমিনি বসন তেমিনি ভূষণ অঙ্গে ঝলমলি ।
পুষ্পদানে অনুপামে বাঁধিএে কবরী
মধু[র] লোভে ধাএ কত ভমরা ভমরী।
কাছে আসে বলে শুন অহে নাগর কানু

পড়াণ জুড়াক শুনে বায় ম[হ]ন বেণু ।
জগ্নিমাত্রেক মুরুলিটি তুলে নিলাম করে
নিদ ভাগিল চাঞে দেখি রাধা নাঞি ঘরে ।
বংশীধরদাসে বলে রাধাএ দেখিলাম আনে
নিশি পুহাইতে গেল আপন ভবনে ॥

(১৩) পিঠে খেনে রাখে দিঠে দিঠে কভু মোরে সে স্রে না বুআমে (বলরাম)
(১৪) জীব নাঞি কালা কানুর পিরিতি লাগি (?)
(১৫) শুন শুন এ সখি কি কহব তোএ আজুক কৌতুক (বিদ্যাপতি)

১০৮ হেকিমী পুঁথি

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৩৯। অখণ্ডিত খাতা। পত্রসংখ্যা ৫৮। আকার ৯"×৬"। আ. ১০০ বৎসরের পুরাতন। বাঙ্গালা ও ফারসী অক্ষরে ঔষধের ফর্দ্দ ও পদ লেখা আছে। ঔষধের নমুনা,

॥ গোরখনাথ ॥

পারা গন্ধক তামা রঙ্গ সন্নমাক্ষি সিমুলখার আফিঙ্গ হরিতাল এসং প্রতি সোল ভাগ ভাব্না পাতাসজুর অনুপান সিঙ্গাহার ইতি ওস্তাদ মানিকমণ্ডল ॥

॥ সিবনাথ রস ॥

মিঠে ১ গোদন্তি তামা ১ সর্ন্নমাক্ষি ১ সিমুলখার ১ লোহ ১ অর্ব্ব ১ জাঙ্গাল ১ পারা গন্ধক অনুপান আদা ইতি ॥

॥ রসরাজ টীকাবটী ॥

পারা ৩ মাসা গন্ধক ৩ মাসা হিঙ্গুল ৩ মাসা কাটালের বিচ ২ দুই মাসা আফিঙ্গ ১ মাসা এসাং পাচ দর্ব্ব ভিমরাজের রসে খল করিবেন ২ রতি প্রমাণ বটী বান্ধিবেন অনুপান পানের রস এবং জিরে এবং চনুনি একসাঙ্গের মুল সকল গ্রহিনি ভাল হয় এবং ২১ কুড়ি মরিচ ঘ্রত সহিত খাওাইলে উলাওঠা ভাল হয় ত্রিকুঠ সহিত খাওাইলে সকল······॥ শ্রীশ্রী এলাহ ॥

১০৯ প্রার্থনার পদ

রচয়িতা নরোত্তমদাস, গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৪২। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৭; চার সংখ্যক পত্র দুইখানি আছে। আকার ১৩"×৫"। জথা দিস্টং তথা লিখিতং লেখকের দোস মাপ্তনা করিবেন। সন ১২৭১ সালের ৬ জস্টি মাসে বুধবার দিবসে বেলা ত্রিতিয় পেহরের শোমএ সাংঙ্গ হইল। লেখক কন্দর্পনারায়ণ দেবশর্ম্মা। প্রথম পত্রখানি নাই। দ্রষ্টব্য বর্ত্তমান পুঁথি-সংখ্যা ৯৭। পদসূচী,

(১) হরি হরি বিফলে জনম গোঞাইলাম (২) কবে আর কবে মোর হইবে শুভদিন (৩) তুয় প্রেমপদসেবা (৪) শ্রীগোবিন্দগোপীনাথ (৫) মোর প্রভু মদনগোপাল (গোবিন্দদাস) (৬) ধন মোর নিত্যানন্দ (৭) ঠাকুর বৈষ্ণব পদ (৮) ঠাকুর বৈষ্ণবের গণ (৯) হরি হরি কি মোর করম অভাগে (১০) হরি হরি আর কি এমন দশা হব (১১) হরি হরি কবে আর পালটিব দশা (১২) করঙ্গ কপিন লঞা (১৩) হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসী (১৪) আর কবে হেন দশা হব (১৫) হরি হরি হেন দশা (১৬) রাধাকৃষ্ণ সেব মুঞি জীবনে মরণে (১৭) রাধাকৃষ্ণ......... (১৮) হরি হরি কবে মোর হইবে শুভ দিন (১৯) হরি হরি কবে মোর (২০) শ্রীরূপমঞ্জরীর পদ (২১) হরি হরি আর কি এমন দশা হব (২২) হা হা প্রভু কর দয়া (২৩) কবে কৃষ্ণ বল্য পাব (২৪) এইবার হৈলে দেখা॥

১১০ চাটুপুষ্পাঞ্জলি

অনুবাদক রাধাবল্লভদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৪৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৩"×৫"। লিপিকাল সন ১২৭৬ সাল, তারিখ ৫ জস্টি। লিপিকর কন্দর্প (?)। দ্রষ্টব্য ভনিতাহীন পুঁথি প ৪৭৪, ৩৭৫।

[২খ বারে বারে বলি তুয়া পদ ধরি
বৃন্দাবনবিহারিণী
যদি কৃপা কর এ দাসির উপর
ধর মোর এই বাণী।

কিশোরী পূজন প্রার্থন ভজন
তুয়া প্রেম পরসাদে
জদি কৃপা কর এ দাসী উপর
নিবেদিত দেবী রাধে।
চাটুপুষ্পাঞ্জলি এই তবাবলি
জেজন করএ গান
বৃন্দাবনেশ্বরী তারে কৃপা করি
দাসিপদ দেন দান।
অরূপের কৃত এই স্তবামৃত
রূপানুগা জার আস
বিমুখের ভয়ে কাতরেতে কহে
এ রাধাবল্লভদাস ॥

১১১ মনঃশিক্ষা

অনুবাদক কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৫০। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×৪২"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। দ্রষ্টব্য বর্ত্তমান পুঁথিসংখ্যা ৫৮।

শেষ,

[৪খ একাদস শ্লোকের জেই ভাগ্যবান মধুর করিয়া উচ্চস্বরে করে গান।
শ্রীরূপের অনুগত সকল রূপ সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ অতুল ভজন করে রঙ্গে।
এই মনঃশিক্ষা পড়ে শুনে জেই জন ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদপ্রাপ্তির কারণ।
শুদ্ধ সত্ত্ব মত এই গোসাঞির বর্ণন ভাষারূপে লিখি আমি বোধের কারণ।
শ্রীরূপরঘুনাথপদে জার আশ মনঃশিক্ষা শ্লোকার্থ কহে কৃষ্ণদাস ॥১২॥
ইতি শ্রীমনঃশিক্ষা পয়ার সমাপ্তং ॥

১১২ হরিনাম কবজ

নিবন্ধকার গোপীকৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৫১। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩½"×৫"। লিপিকাল সন ১২৬১ সাল, তারিখ ৩১ আষাঢ়, শুক্রবার, বেলা শেষভাগ। পাঠক শ্রীকাঙ্গালিচরণ দাষ, সাং গোপালপুর, পরগনে চম্পানগরী, চৌকী পোরনা (?), জেলা বর্দ্ধমান। প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য সা-প-প ৬, পৃ ৮০ ও ঐ ১৩, পৃ ১৭৭ এবং পুঁথি গ ৪৮৯০, ৪৯৫৪ দ্রষ্টব্য।

শেষ,

[৬ক গৌরাঙ্গ কহেন শুন নিত্যানন্দ রায় কহিলাম তোমারে ইহা রাখিব হিয়ায়।
অভক্ত জদি হয় পণ্ডীত ব্রাহ্মণে দম্ফকার হয়্যা জদি বৈষ্ণবেরে গনে।
তাহারে নাহি কৃপা হয় নিগুড় বচন অবশ্য জানিবে সত্য বেদের বচন।
ভক্তিযুক্ত শিষ্য জদি হয় আপনার সাধনের কালে তারে দেখিবে একবার।
মিনতি করিয়ে আমি বৈষ্ণবচরণে অন্তরে কাতর হয়্যা লইলাম শরণে।
অপর বৈষ্ণবেরে কদাচিত না করিহ প্রকাশ নিবেদন করি কহে গোপীকৃষ্ণদাস॥
ইতি হরিনামকবজ সংপূর্ণ॥

১১৩ সপ্তবার কথন

রচয়িতা গোসাঞী বীরভদ্র

পুঁথিসংখ্যা ২৫১।

[৬খ সোমবারে মোকামের জন্ম হইল তিনজন
মক্কা মদিনা সৃষ্টি করিলা পত্তন।
মঙ্গলবারে মোকামের জন্ম হইল পিটের দাঁড়া
তাহার আড়ে মহামানিক হইআছে খাড়া।
বুধবারে মোকামের জন্ম পদ্ম মাঝে নাই
মক্কা মদিনে তিন ভেস্তের খবর এক জাগায় পাই।
বৃহস্পতিবারে মোকামের জন্ম নিরখিব মাঝে বুক
জেখানে পঞ্চরস আস্বাদয়ে করয়ে সুক।
শুক্রবারে মোকামের জন্ম উজ্জল মাঝে মুখ
সাঞিতালার বারামখানা দেখি জে কৌতুক।

শনিবারে মোকামের জন্ম রঞ্জন মাঝে চান্দ
জেখানে মরিসিদজি পাতিআছে ফান্দ।
রবিবারে মোকামের জন্ম মক্কা মদিনে
কে জাবে সেখানে চল পথ আসি জেনা।
গোসাঞী বীরভদ্রে কহে গুরু গাছের গোড়া
তিন লাক ছত্তিস আলাম জার বন্দে বন্দে জোড়া॥
ইতি॥ ৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥

১১৪ সর্ব্বনির্য্যাস তত্ত্বাবলী (সর্ব্বনির্য্যাস সারাবলী)

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৫২। পত্রসংখ্যা ১; অৰ্দ্ধখণ্ডিত। আকার ৬২/১" × ৫"। দ্রষ্টব্য পুঁথি স ১৭, ২১০; ক ১৪২৮; গ ৪৮৬৩। আরম্ভ,

বন্দে শিক্ষাগুরু .. ..
... ... জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জআদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ... ...
... ...
প্রাকৃত সাধনতত্ত্ব লিখি বিবরিআ বুঝহ সাধকজন সুস্থির হইআ।
. ... কেমন।
না রহিলে রতিবস্তু রমণিসিদ্ধ নয় ত্রৈ স্বর সিদ্ধান্ত কথা ... ।
গুরুকৃপা [হৈ]লে সে রতিসিদ্ধ হয় এসব সিদ্ধান্তকথা কারিকাতে [কহে]।

১১৫ রসপুরকারিকা

রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৫৩; খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪" × ৫"। লিখিত রামমোহন সরকার, সাং লোয়া, পরগনে চম্পানগরি; পাঠক মানিকচন্দ্র দাসবৈরাগ্য, সাং ছয়তা। ইতি তারিখ ২৫ শ্রাবণ, সন ১২১৪ সাল, শকাব্দ ১৭২৯।৫।২৫। বেলা আন্দাজী এক প্রহর, বার রবিবার, তিথি সপ্তী, নক্ষত্র পুস্‌সা। দ্রষ্টব্য ভনিতাহীন পুঁথি স ৩৯০।

ভনিতা,

শ্রীরূপ রঘুনাথ হইবেক য়াস
রসপুরকারিকা কহে শ্রীকৃষ্ণদায॥

১১৬ পদাবলি

রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস, জগন্নাথদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৫৭। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩"×৪½"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

পদসূচী, (১) সখি হে কি য়ার বলসি মোরে (শ্রীকৃষ্ণদাস)
(২) নাথ হে রহিতে উচিত নহে আর (জগন্নাথদাস)
(৩) আলিসে অরুণ আঁখি কেনে প্রিয়া হেন দেখি (বৃন্দাবনদাস)
(৪) সখি হে কি ··· পেখনুঁ ধন্ধ (জ্ঞানদাস)

১১৭ কালিকামঙ্গল

গ্রন্থকার কৃষ্ণরাম

পুঁথিসংখ্যা ২৫৮। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১১ (১-১০, ১৪)। আকার ১৩½"×৫"। লিপিকর গোকুল সেন। লিপি আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১খ, ২সং, পৃ ৫৪২-৫৪৪ ও সা-প-প ৫০, পৃ ৬৪।

আরম্ভ,

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥

[১ক সুন্দর সুন্দর নাম রাজার নন্দ[ন] পূজিয়া পরম দেবী করিল গমন।
স্বপনে শিবের কথা সত্য মনে লয় পাইব রমনিমণি আনন্দহৃদয়।
জনকেরে না কহিল না জানে জননী একাকী করিল গতি কবিশিরমুনি।
জয়পত্রজুকত বিচিত্র ছত্রধারি দিব্য বস্ত্র ভূষণ দ্বিজেরে দান করি।
কবি পণ্ডিতের বেশে প্রতাপেতে সুর সারদা সহায় জায় বীরসিংহপুর।
ছাড়াইল নিজ রাজ্য চলি দিন ছয় সুমুখে অরণ্য ঘোর দেখি লাগে ভয়।
বরাহ মহিষে ব্যাঘ্র তাহাতে সকল মাতা হাথি শতে শতে দেখিয়া সকল।
সিরে মুনি চরে ফণি বেড়ায় চড়িয়া পাইলে গণ্ডার চণ্ড গরাসে ধরিয়া।
জেদিগে সুর চায় সেইদিগে বন ফিরা না জাইব ঘরে করিয়াছে পণ।
প্রবেশে অরণ্যমাঝে ভাবিয়া সারদা সঙ্কটে তরিয়া লবে হরের প্রমাদা।
ব্যাঘ্র আদি দেখিয়া ফিরায়া নাহি চায় ··· ··· ···
চলিতে না পারে আর খুদায় বিকল রম্যস্থান দেখিয়া বসিলা তরুতলে।
আকরসাত পাইল নানা উপহার দেবজন্ম মনোহর কি বলিব আর।

সকলি দেবীর মায়া শুন সর্ব্বজন   কত রঙ্গ করেন বুঝেন তার মন।
হেনকালে স্বমুখে দেখিল ঘোর নদি   কুল নাহি তরঙ্গ জেমন নিরনিধি।
ক্ষেনে ভাসে ক্ষেনে ডুবে হাকর কুম্ভির   নাহিক কাণ্ডারি তরি বড়ই গভীর।
নাব্বি হইতে পার দড়াইল সার   বুজন না জায় মা গ চরিত্র তোমার।
আপনি কহিলে পথে কোন দুঃখ লবে   স্বমুখে সমুদ্র ঘোর উপায় কি হবে।
ফিরিয়া সদনে জাহি হেন লয় মনে   মোরে দুঃখ তোমার চরণ ব্রহ্ম হয়।
বলিতে বলিতে কবি অপরূপ দেখে   মহা জোগি একজন দেখিল স্বমুখে।
রক্ত বস্ত্র জটাভার স্বখাইল তনু   জোগবলে কি কারনে তপন করে অনু।
স্বন্দরেরে বলে স্বন রাজার নন্দন   জদি মনে লয় ধরো আমার বচন।
কালিমন্ত্র জপ তুমি না করিয় আর   করিতে নারেন তিনি সঙ্কটে উদ্ধার।
মহেশের মন্ত্র আসি লও মোর ঠাই   জাহার সমান আর তিন লোকে নাই।
জোগবলে জাহা চাও নিকটেতে পাবে   এ পাচ মাসের পথ একদিনে জাবে।
শুনিয়া স্বন্দর বলে তুমি মূড় জন ১খ]   সহন না জায় মোর এসব বচন।
হরগৌরী এক অঙ্গ দেবপরিমাণ   ইহা ভেদ করিলে রৌরবে হয় স্থান।
জোগিমহাশয় তুমি জগতপূজিত   শিবশিবা ভিন্ন ভাব নহেতো উচিত।
ফিরিয়া স্বন্দর দেখে জোগি নাহি তথা   ঘুচিল মায়ার নদি অপরূপ কথা।
হইল আকাশবাণী স্বন কবিবর   কুতুহল জাহ বীর সিংহলনগর।
পাইল প্রসাদ ফুল আনন্দহৃদয়   গমন করিল গুনসিন্ধুর তনয়।
পঞ্চমাস নিয়মত বিরসিংহ দেশ   দসম দিবসে গিয়া করিল প্রবেশ।
অমরাবতীর তুল্য মনোহর স্থান   ধরণী ধরিতে নাহি জাহার সমান।
নৃত্যগীত আনন্দিত জত প্রজালোক   অকালে মরণ নাহি [নাহি] দুঃখশোক।
নৃপতি উত্তম দাতা নাহিক অবিচার   চাদেরে মলিন কৈল জসেতে জাহার।
বাহুবলে অধিকার করিল অনেক   ধরাজনে অধিকার নাহিক জনেক।
কমলা মায়ার দয়া কভু নাহি টুটে   ভগবতি ভকত সদা ভাবে করপুটে।
কবি কৃষ্ণরাম বলে কালিপদ জোর   দেখিয়া স্বন্দর স্বন্দরের হইল স্বখ।

ভনিতা,

[৭ক নিমিতা নামেতে গ্রাম   বৈকুণ্ঠসমান ধাম
স্বপনে জেমন   কহিলা তেমন
রচিল কিসনরাম॥

[৭খ গন্ধে ব্যাকুল চিত কালির মঙ্গলগীত
কবি কৃষ্ণরাম বিরচিলা ॥

১১৮ গজেন্দ্রমোক্ষণ

রচয়িতা ভবানীদাস ঘোষ

পুঁথিসংখ্যা ২৬১। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৭। আকার ১৩½"×৪½"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। ভনিতা, [২ক] দ্বিজগণে গুরুজনে বন্দিঞা চরণ, ভবানিদাস কহে গজেন্দ্রমোক্ষণ। পরিচয়, পাতেণ্ডা গ্রামে সেই সর্ব্বলোক জানে, সৌকালিন ঘোষ তারা বিদিত ভুবনে। সেই স্থানকে কর দণ্ডব[ত] প্রণাম, সম্প্রতিক বন্দো মুঞি নব-জটীয়া গ্রাম। জনক জাদবানন্দ জননী জসোদা, দোঁহার চরণে মুঞি বন্দিব সর্ব্বদা। সভার চরণে মুঞি করিঞা সিয়লি, গজেন্দ্রমুক্ষণ নামে রচিল পাঁচালি। বামন হইঞা মুঞি ধরিতে চাহ চান্দ, ভাগবত শাস্ত্র কহো পাচালির ছান্দ ॥ প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য সা-প-প ৫, পৃ ২৮৭-৮৮।

১১৯ শিবপুরাণ

রচয়িতা নরসিংহদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৬৩। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৪ (১-১৪)। আকার ১৪½"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। হস্তাক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। আরম্ভ,
[১খ /৭শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নম ॥ নম গনেশায় নম শিবদুর্গায় নম ॥

সর্ব্ব আগে বন্ধ শ্রীগুরুর চরণ এ ভবসাগর শিব নিস্তারকারণ।
প্রনমহ সদাসিব দআর প্রধান জাহার কারণে সিদ্ধি মনোরথ কাম।
একভাবে বন্দহ গৌরীর চরণ বিঘ্নের বিনাস বন্ধ দেব গজানন।
লক্ষীর সহিতে বন্দ দেব নারাঅণ একে একে বন্দিব সকল দেবগণ।
ভক্তের অধীন শিব শুন সর্ব্বজন ... ... করিব শিব ভুবনপাবন।
একভাবে শুন ভাই শিবের পুরাণ পাইবে পরম ভক্তি শিবপদে স্থান।
দক্ষজজ্ঞ নাশ করি দেবী শরীর ছাড়িল হিমালয়ের ঘরে আসি জনম লভিল।
মৌল বলে পর্ব্বতরাজ জাল সকল (?) আপনার ভাগ্য করি মানিল সফল।
মনরথ কাম্য মোক্ষ হৈল অনুপাম বেদের বিহিতে তার গৌরি থুল নাম।
দিনে দিনে বাড়ে গৌরী পর্ব্বতের ঘরে কাম্য করি রাখিল গৌরী শিবে দিবা তরে।
তপস্যা করেন গৌরী শিব স্মরিঞা একভাবে তপস্যা করেন গঙ্গাতীরে গিঞা।
হেনকালে মহাদেব ব্রাহ্মণরূপ ধরি ...বুঝিবারে গেলা জথা আছেন গৌরি।

ভনিতা,

[২খ একভাবে স্থন ভাই সিবের পুরান দাস নরসিংহে রচে সিবের পুরান।

[৩খ দাস নরসিংহ কহে সিবপদে গতি জন্ম জন্ম সিবপদে রহুক মোর মতি।

[৪খ দাস নরসিংহ কহে সিবপদে গতি অন্তকালে সিবপদে রহিএ মোর মতি।

[৭খ গ্রহদোস হৈতে বাপু আমি তোমার ঝি ভাল কর্ম্ম না করিলে কার্য্যগতি বুঝি।

এতেক শুনিঞা দক্ষ সতীর বচন বোলেন সক্রোধ হঞা শুনেন সর্ব্বজন।

শুন ঝিএ সতি তুমি শিবের জত দোষ উচিত কহিতে মনে না করিহ রোষ।

জন্মের নির্ণয় নাহি হএ কোন জাতি কহিতে না পারে কেহো তাহার উৎপতি।

বাঘাম্বর পরিধান অঙ্গে ভস্ম মাখে ভূত প্রেত সঙ্গে করি শ্মশানেতে থাকে।

ভাঙ্গ ধুতুরা সদাই করএ ভক্ষণ মস্তকে ধরএ জটা বলদবাহন।

ভূতগণ সঙ্গে করি নাচিঞা গাইঞা ঘরে অন্ন নাহি তার ফিরিত মাগিঞা।

নির্ণঅ নাহিক তার ভোজন সঅন কোন গুণে জজ্ঞে তারে করিব নিমন্ত্রণ।

কোচিনীর ঘরে তার ভোজন বিলাস শিবের চরিত্রে লোকে মোরে উপহাস।

গলাতে হাড়ের মালা গলাতে জোগপাটা মাথায় [অস্থির মালা]

কপালে করে ফেটা।

সর্পের কুণ্ডল কর্ণে সর্পের ভূষণ কোন দেবে তার সঙ্গে না করে ভোজন।

নারদের বোলে বাছা তোমা ঝিএ দিল [সাক্ষাত] না গনিঞা বাছা আপনা খাইল।

[১২ক ব্রহ্মা বলেন শুন দেব নারায়ণ শিব শান্ত করিতে পাঠাইব কোন জন।

সর্ব্বদেবগণ মেলে যুক্তি করিঞা রাউত কুমারকে আনিল ডাক দিঞা।

ব্রহ্মা বলেন শুন রতি[র] কোঙর অন্তরীক্ষে কাটীঞা ফেলিল সতীর কলেবর।

চলিলা কুমার ব্রহ্মার আজ্ঞা পাঞা খণ্ড খণ্ড করি অঙ্গ পেলিল কাটিঞা।

অন্তরীক্ষে কাটিল অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করি তথাচ নহীলা সান্ত দেব ত্রিপুরারি।

জেইস্থানে জেই অঙ্গ পড়িল ভূমিতে সেই সিদ্ধ পীঠস্থান হৈল পৃথিবীতে।

ব্রহ্মা বোলেন গোসাঞী শুন নারাঅন খণ্ড প্রলএ নষ্ট হএ প্রজাগণ।

পঞ্চম রস সিব জানে ভালমতে নারদ তম্বুর ডাক পঞ্চম গাইতে।

নারদ তম্বুর আনিল ডাক দিঞা সিব শান্ত কর তোমরা পঞ্চম গাইঞা।

সত্ত স্বর মেলি করিঞা একর তানে ধ্বনি উঠিল গিঞা সপ্ত গগনে।

তথাচ সিবের ক্রোধ শান্ত নহিল দেখিঞা সিবের তেজ দেবে ত্রাস পাল্য।

সকল দেবতা গেল নরসিংহ স্থানে নরসিংহে স্তবন করেন বিবিধ বিধানে।

জ্যোতির্ম্ময় দেব প্রভু অস্ত সশরীর আচম্বিতে আকাসে হৈল বাক্য গম্ভির।

দেবরক্ষ্য দেখি দেব নারাঅন শিবের তেজে নষ্ট হৈল সকল ভুবন।
পঞ্চম গাইঞা তুমি শিবে শান্ত কর সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি সৃষ্টি রক্ষা কর।
জ্যোতির্ম্মঅ ছাড়ি বিষ্ণু সিববধ বিন সড় জন্ত সপ্ত স্বর বীনাতে উঠাল।
পঞ্চমের স্বর জদি শিবে কর্ণগত হঅ তমোগুণ ছাড়িল সত্বগুণের আশ্রয়।
সিব শান্ত দেখিঞা সর্ব্ব দেবগণ ... ...
ব্রহ্মা আদি জত দেব জোড়হাত করি ত্রিগুণ অধি ১২খ] তত্ব মিদে ত্রিপুরারি।
সত্বগুণে শ্রী তুমি করহ সৃজন রজগুণে কর তুমি প্রজার পালন।
তমগুণে সৃষ্টি তুমি করহ সংহার তোমাতে সকল সৃষ্টি তুমি করতার।
অনাদি নিধন তুমি অক্ষঅ অব্যয় পুরাণ পুরুস তুমি নিরঞ্জন নিরামঅ।

১২০ কৃষ্ণচরিত্র (?)

অনুবাদক কমল

পুঁথিসংখ্যা ২৬৫। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২ (৩, ৪)। আকার ১১"×৫½"। লিপি আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। নমুনা, ভনিতা ও শেষ,

[৪খ করি মুক্তাচাষ উপহাস এতেক [বড়া]ই আমি না মাগি মুকুতা হেন লম্পটের ঠাঞী।
এই রাজার নন্দিনী রাই মুক্তার কী কমি মোরা গুঞ্জামালে বনের ফুলে না করি সাজনি।
তুমি কুলের কামিনীগণে নির্জ্জনে পাইঞা কত কর দন্দ বল মন্দ লম্পট হইঞা।
কেনে চঞ্চল চপল চক্ষে চাহ ঘনে ঘন মোরা কুলবতী সতী অতি পতিপরায়ণ।
তবে রাই কয় সখীচয় চল ঘরে জাই এই লম্পট কপট সঙ্গে দন্দে কার্য্য নাঞী।
মোরা কুলবতী তাহে অতি নির্জ্জন এ ভূমি তায় চঞ্চল গোকুলচন্দ্র দন্দঅগ্রগামী।
ধনি ই[র্ষা]য় অবশ অঙ্গ চলে শীঘ্রগতি গিয়া সখীসনে নিকেতনে করয়ে যুগতি।
বলে ইর্ষাপক্ষে পরিহরি কৈল মুক্তাচাস তবে মুক্তা মাগিলে মাত্র হবে উপহাস।
দেখ দেখিতে দেখিতে খেতে হৈল মুক্তাময় মোরা চতুর্গুণ করি চাস করিব নিশ্চয়।
দিয়া দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল সিঞ্চব সর্ব্বথা হবে মুনি সমতুল স্থল অমূল্য মুকুতা।
শুনি সখিগণ হর্ষমন বিলম্ব না করে তায় বিলক্ষণা বিসাখা বলিছে মৃদুস্বরে।
বৃথা মুক্তা চাসে কর আশ অসম্ভব কাজ হবে ধনক্ষয় পরাজয়......পাবে লাজ।
সব অদ্ভুত অশ্রুত এই অশ্রুতের কর্ম্ম জার নারায়ণ সমগুণ কে জানিবে মর্ম্ম।
...অবহেলে করতলে অচল ধরিল পসি কালিন্দী দহে কালসর্প দর্প ভঙ্গ কৈল।
তখন বিশাখার বাক্য শুনি সখিনীসমাজ বলে বিস্তাবলে হেরে হরি করে সব কাজ।

এই পূর্ণমাসী প্রিয় শিষ্যা সিদ্ধা নান্দিমুখী সব বিদ্যা বিসারদা সদা রাইসুখে সুখী।
সেই সিদ্ধ বিদ্যাবলে হেলে হবে মুক্তাচাস হরেকৃষ্ণ সর্ব্বপূর্ণ পূর্ণ রাই অভিলাষ।
সভে যুক্তি করি আভীরনারী মুক্তা[চাস] কৈল জাহা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রগ্রন্থ বিস্তার বর্ণিল।
মনে করি আশ শ্রীদাসগোস্বামীপদরজ ইহা রচিল কমল ব্রজকিশোরঅগ্রজ॥

১২১ গান

রচয়িতা নরচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ২৬৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×২"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের (দ্রষ্টব্য বর্ত্তমান পুঁথিসংখ্যা ৩৮)।

(১) বল মা ডাড়াব কার কাছে
তারা বিনে কে আর আছে॥ ধুয়া॥
কথ সে ব্যাপিত অঙ্গ কপালে কী আছে।
জে দেখি বাপের গুণ সোসানে বসে আছে
সুরধনি বিমাতারে মাথায় করে নাচে॥
ভাই দুটি জন কেউ সড়ানন কেউ বা থাকেন জোগেতে
এই বড় ভয় পাছে বিবাদ হয় সদা ভাবি অন্তরেতে।
দিজ নরচন্দ্রের ভার মা বিনে কে লবে আর
ভবার্ণবে কর্ণধার বল কে বা আছে॥

(২) সময় গেলে মন অসময় কীছু হবে না॥ ধুয়া॥
যদি পেএছ রতন গুরুদত্ত ধন তাহে অজতন করো না।
অসম[এ] হবে জরা জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা
ঘেণা করে কেউ ছোবে না।
ও মন আপন আপন কর কার নেগে মনে বাসনা
ও মন ধিক তোমারে জননীজঠরে জাতনা কী মনে পড়ে না॥
জা চিন্তা কর মনে পরিজন পালনে
সা চিন্তা কর জদি শ্রীগুরুচরণে
কা চিন্তা মন জমধিভবন জেতে হবে না আর।
দ্বিজ নরচন্দ্রের কাছে এই উপায় আছে কালি বলে কাল হর না॥

(৩) ওগো তারা এ কেমন তোর কঠিন হিএ ॥ ধুয়া:॥
আছ নিজ পতি গো ওমা আছ নিজ পতি পরে সতি চরণ দিএ ॥পরজ॥
কাল ভয় না থাকিত দুর্গা নাম আর কেউ না নিত
জে রিত জননি হএ ॥
ওমা পাতালেতে মহীরাজা নিরন্তর কৈলে পূজা
ওমা ফিরে না চাহিলে সংহারিলে নিদয় হএ ॥১॥
জে সব অনচিত আমি তা কহিব কত ভএ ভীত
ওমা জন্মিএ দক্ষের ঘরে দাক্ষাঅনি নাম ধরে
ওমা তারে সজজ্ঞেতে বিনাসিলে তনয়া হএ ॥
নিজ দেহে নাই মায়া অন্যে কী করিবে দয়া
পদছায়্যা চাই না বুঝিএ ॥
দিজ নরচন্দ্রের আস জামুদায় জার বাস
ওমা আছি অচেতনে হতজ্ঞানে দিসে হারাএ ॥৪॥

(৪) কালি বলে ডাক রে প্রাণ থাকে থাকে জায় জায় ॥ধুয়া॥
এ সংসার কেবা কার তুমি কার কে তোমার
সুত জায়্যা মিছা মায়্যা ধোকটা ছায়্যা প্রায় ॥১॥
ভবে এসে কী করিলি পরমার্থ পাসরিলি
গুরুদত্ত না ভাবিলি কী বলিবি রাজা পায় ॥২॥
[অসমাপ্ত]

১২২ আগমনী গান

রচয়িতা জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কার

পুঁথিসংখ্যা ২৬৭। পত্রসংখ্যা ১ (গ)। অখণ্ডিত। আকার ৯১/২" × ৬১/২"। লিপি ও রচনার তারিখ আ. ১২৪৩ সাল। রচয়িতার সাকিম নাহুর। লিপিকর রচয়িতা স্বয়ং।

(১) ও গ কি আ আস্তে গিরিরাজ পাষাণ রে
ভুলেছেন কি জেত্যে হবে না আনিতে উমারে ॥ ধু ॥
উমা উমা করি দিবস সর্ব্বরী* (*অ দিবা বিভাবরী) মরি গো ঝুরে।
আ[র] তো সৈতে রৈতে না পারি না দেখি গৌরীরে ॥ চি ॥

তখনি শুনিআ ধ্যাআ গিরিরাজ আইল
মূৰ্চ্ছিত পড়্যাছে মেনকা মৃতপ্রায় দেখিল।
এ কি এ কি করি দুবাহু পসারি উঠাঅ তারে
মরিলে কি রাণি কি হবে গৌরি কে লবে কোরে।
আসিবে তোমার উমা মা মা করি জখন
কি বোল বলিব তারে সুধাইলে তখন।
ঘটাইলি প্রমাদ জেবা ছিল সাধ সব গেল দূরে
মার না ঘুচালি কী উমারি আশা প্রতি বৎসরে বৎসরে।
শুভ কার্য্যে বিলম্বের এতাদৃশ ফল
আর না করিব কখনো রানি জদি গো তোল।
তেজ ভয় গিরি এলো তোমার গৌরি বল রানিরে
সে কি মরে জগদ্দুর্ল্লভ মাতা জায় কৃপা করে॥

(২) ॥ কলঙ্গড়া ঠেড়ী ॥
আহ্লাদে গিরিরানী সুধাইছে উমারে।
মায়ের সরদি স্বরূপে [দে]কা আমারে॥ ধুয়া॥
পরাণ জুড়াইল তনু মন শীতল হল্য
বাসনা পুরিল গেলো সব দুখ-দূরে।
শিবের কী সে দশা নাই গায়ে আস্থা মাখেন ছাই
আই আই সুখ রাখিতে ঠাঁই না কুলায় শরীরে।
তেজি ভাঙ্গ ধুথুরাদি সাধ্যেছেন অষ্ট সিদ্ধি
অতুল বৈভব বিধি বিষ্ণু কী থাকে দ্বারে॥১॥
ভিক্ষাসিক্ষা তেজিল্যা কী রাজা হয়্যান পিনাকী
দেবাধিদেব মহাদেব কী বধিয়া ত্রিপুরে।
কুবের হল্য ভাণ্ডারী কী আহা মরি মরি
রাজরাজেশ্বরী করিয়াছেন কী তোরে॥২॥
আবার সুধাই অপর্ণা তুমি নাকি অন্নপূর্ণা
কাশীতে সর্ব্বদা থাক লয়্যা বিশ্বেশ্বরে।
শুনি এক দিবস গিরি গিয়াছিলা কাশীপুরী
চিনিতে না পারি ফিরি কান্দ্যে আস্তেছেন ঘুরে॥৩॥

স্থনি জগন্মাতা কয় যা স্থন্যাছ মিথ্যা নয়
অতুল ঐশ্বর্য্য হয় ভজিলে শিবেরে।
জেজন জায় কাশী তারেই আমরা ভালোবাসী
জগতদুর্লভ পাবে কাশী আর কাশীশ্বরে ॥৪॥

(৩) এল গো মা নগনন্দিনী
ও এসে এসৌ জিজ্ঞাসিচে জআ এইল তনআ
বিরহে জননি বাচে কেমনে ॥
জামতা মমতা না করে গো বসতি
সদা ভুজঙ্গে করে বসতি
ব[া]সন ছিল ভাঙ্গধুতাড়া ইসান ফেরে সোসানে।
ভিক্ষুকে দিআ সোনার পুথলি ভব সজোগে ভেবে হইলাম [কালি]
আমি কালি কালি করি কান্দি দিবানিশি।
এ দুখ মাঝারে করৌ কে জানে এ লেশ
অধিনার নড়ি সমনের তাড়া কৌরে সে তাড়া
সদাইই হাডা তাড়া কাড়া ধাড়া না জায় পাসরা
স্থধাবে কারে তারা বিনে।
তারা পতিমুখ হইল প্রকাশ মানুষ ধামষ হইল বিনাষ
এসৌ গিরিপুরে জনকনন্দিনী
জননী আইল জনকভুবনে ॥ ইত্যাদি

১২৩ পদাবলী (কলঙ্কভঞ্জন)

রচয়িতা জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস, শেখররায়, কবিচন্দ্র,
দ্বিজ গঙ্গারাম, চন্দ্রশেখর

পুঁথিসংখ্যা ২৬৯। পত্রসংখ্যা ১। অখণ্ডিত। আকার ১৮"×৭"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। পদসূচী,

(১) শুন হে নাগর রসের সাগর পরাণপুথুলি মোর (জ্ঞানদাস)
(২) গর গর কাঁচা সোনার বরণ (চণ্ডীদাস)
(৩) শুন লো স্থন্দরি না কর চাতুরি মরম কহিএ তোরে (শেখররায়)

[১খ ॥ কলঙ্কভঞ্জন ॥

কলসী করিঞা কাঁথে কান্দে কলাবতী
কালাচান্দ জান তুমি আমি জত সতি ।
॥ ভনিতা ॥
কবিচন্দ্র বোলে এই চৌতিসা বর্ণন
পাট কোলে হয় ইথে পাপ বিমোচন ॥
ইতি চৌতিসা সমাপ্ত ॥

(৪) সখি গাগরি গরি কাখতলি জলকো জমুনাক চলি
দেখ এক পুর বনি জমুনাকুল আলা
চরণে পর দিঞা চরণ মুড়ে হুস জলদবরণ
মোর মন হেরি হরেন কিএ সেই লালা ।
সখি নাগর পর নিপ চলে চুড়ায় পর চান্দ ঝলে
মোহন মুনিমাল গলে দোলহি বোনমালা
সখি পিন্ধন কোটী পিতবসন মোতি জিনি জোতি দসন
জাকো কহি জগৎ ঘোসন তাকো কহি বালা ।
মন হয় ঘর চলৎ তুরৎ ধনকো অহি জলৎ মুরৎ হোগা নন্দলালা
বুঝে অনুমান স্থরৎ জিনকো মোঝ রিৎ জ্ঞান ঘরসে স্থরলিৎ
প্রানসঙ্কট মোঝে ডালা ।
ভনএ দ্বিজ গঙ্গারাম দেখো একজন ভুস্থাম সহি জগপালা
জিনকো পদ বিপদ হরল তরনি ভবসিন্ধ্য তরল
পূজে ঐ কোমল চরণ ঘোচে জমজালা সই ঘোচে জনজালা ।

(৫) কানুপ্রেমঘোরে রসের সাওরে সদাই ভাসিএ আমি (চন্দ্রশেখর) ॥

১২৪ গঙ্গাবন্দনা

রচয়িতা হরিহরদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৭০। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩"×১০"। লিপিকর গুরুপ্রসাদ দেবশর্ম্মা। লিপি আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আরম্ভ,

/৭ শ্রীরামঃ ॥
বন্দ মাতা সুরধনি পুরাণে মহিমা শুনি পতিতপাবনি পুরাতনি
বিষ্ণুপদে উপাদান দ্রব মহি অবিধান সুরসরে নরের জননি।
ভনিতা,
ভনেন হরিহরদাস পুরিবে মনে[র] আস এই নিবেদন তুয়া পায়
জেন মরণ সমএ আসি তোমার নিকটে বসি ভবানি ভাবিতে
প্রাণ জায় গো ॥
শ্রীগঙ্গার বন্দনা সমাপ্ত ॥

১২৫ শোচক, পাতড়া, রাধিকাবন্দনা

রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ কবিরাজগোস্বামী, রাধাবল্লভদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৭২। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×৯½"। লিপি সন ১১৮৫ সাল।

/৭শ্রীহরি ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়তাং ॥
নৈহাটি নিকট গ্রাম ঝামটপুর সুখধাম
জাহা ছিলা কবিরাজ গোস্বাঞী
নিত্যানন্দ দয়া করি পাঠাইলা ব্রজপুরি
জাওঁ তুমি তোমার নিজ ঠাঞী।
য়ারে য়ামার গোস্বাঞি কৃষ্ণদাস
প্রভু য়াজ্ঞা সিরে ধরি গেলা গোস্বাঞি ব্রজপুরি
রহে রূপ রঘুনাথ পাস।
একে নিত্যানন্দ সক্তি তাহাতের গাঢ় ভক্তি
তাহে রূপ রঘুনাথ সঙ্গ
রাধাকৃষ্ণলীলা জত গৌরলিলা য়ভিমত
ভাসে পহু এ দুই তরঙ্গ।

পুর্ব্বে রঘুনাথ দাস গৌরসক্তি পরকাস
তাহাতে জানিলা সব তত্ত
সভে তারে দয়া কৈল সব তত্ত সিখাইল
জানাইল সকল মহত্ত।
সেই সুত্র বিত্তি করি নিজ গ্রন্থে বিবরি
চৈতন্যচরিতামৃত নাম
স্বদায়া করুণা বলে জগত তারিল হেলে
নিজ গ্রন্থসুধা দিঞা দান।
বড় মুর্খ বিদ্ধ হিন কুবিসয় নীচ দিন
জুগি ন্যাসি কর্ম্মি নিষ্টগন
গ্রন্থ য়াস্বাদন করি নিজ নিজ মত ছাড়ি
সভে হইলা পতিতপাবন।
হেন গোস্বাঞির য়নুক্রম জেনা জানে সে নাধম
জগতে রহল লৌহপীণ্ড
মকুন্দেরে দয়া করি কর গোস্বাঞি সহচরি
ভববন্ধ করি খণ্ড খণ্ড।
ইতি শ্রীকৃষ্ণানন্দকবিরাজগোস্বামি সুচক সংপুর্ণ ॥৪॥

শ্রীরূপের বড় ভাই সনাতন গোস্বাঞি পাৎসাহার উজির হঞাছিলা
শ্রীরূপের পত্র পাঞা বন্দি হইতে পালাইঞা কাসিপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা।
ভনিতা,
শুক্ল বস্ত্র রাজে গায় ধুলায়ে ধোসর তায় কণ্টকেতে বিদ্ধএ চারিপাষ
এ রাধাবল্লভদাষ মনে বড় য়ভিলাস কথোক দিনে হব তার দাস ॥ ১ক]
[১খ আরম্ভ, ৴৭শ্রীকৃষ্ণ ॥
রাধিকা সরদ ইন্দু নিন্দি মুখমণ্ডলি কুন্তলে বিচিত্র বেনি চম্প পুষ্প সোভনি ইত্যাদি
শেষ,
॥ জয়তি জয় ॥
দৃমিকে দৃমি কত মৃদঙ্গ বাজত ঝনঝনন করতালকং ॥ ১খ]
এই রাধিকাবর্ন্ননা অংশটি ভনিতাহীন।

১২৬ ঈশ্বরের শতনাম

রচয়িতা গোপীবল্লভ, বলাই (?)

পুঁথিসংখ্যা ২৭৩। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১০"×১০"। লিপিকাল সন ১২২৫ সাল, পরগনে সেনভূম, মোঃ ইলামবাজার।

আরম্ভ,

/৭শ্রীহরি ॥

অবধানে বলি ভাই শুন সর্ব্বজন ঈশ্বরের শত নাম করহ শ্রবন।

মধ্য,

জনার্দ্দন চতুর্ভুর্জ দেব চক্রপানি নৈরাকার আকার পুরূস পুরাতনি।

শেষ ও ভনিতা,

বলে বলাই জিব করহ শ্রবণ অনাআসে পরম গতি ব্যাসের বচন।

এ কথার উপদেষ জে মোরে কহিলে তারক প্রায় গঙ্গাজল তৃলোক তারিলে।

য়হনিসি তৃসন্ধা মধ্যান্ন সময় য়হনিসি পাট করিলে নাহি জমভয়।

পড়িতে না পারে জেবা লিখে রাখে ঘরে গৃহপীড়া দূরে জায় সর্ব্বপাপ হরে।

সুমের সমান সনা ক্রোটি কন্যা দান তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান।

ধর্ম্ম অর্থ চতুর্বর্গ দেবচক্রপ্রায় বেদের বচন রিসি নাহিক সংসয়।

গোপীবল্লভ দিনে নাথ করোঁ জেন নতি ভবভয় কৃষ্ণনাম বিনে নাহি গতি ॥

১২৭ পদ

রচয়িতা পরীক্ষিতদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৭৪। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ৯½"×৭"। জীর্ণ ও কীট-দষ্ট। লিপি আ. ২০০ বৎসর আগের।

অরুণ উদয়কালে গোপাল লয়িয়া কোলে
আঙ্গিনায় বসিলা নন্দরানি
পসারি দক্ষিণ স্তন গোপালে করান পান
ঘন চুম্বে চান্দ মুখখানি।
চান্দমুখে চুম্ব দিতে রাই আইল্যা অচম্বিতে
সঙ্গে করি প্রিয় এক সখি
রানি বলে আইস্য আইস্য চান্দমুখ ঢাকি বৈস্য
গোপাল কান্দিবে মুখ দেখি।

তোমার মুখের চিহ্ন যেন পূর্ণ চন্দ্র জিনি
তাহা দেখি গোপাল মাগিব
গোপাল ছয়াল মতি আমি চান্দ পাব কতি
কিবা দিয়া গোপালে পাত্যেব।
শুনিয়া এমত বানি কহে রাধা ঠাকুরানী
শুন শুন মাই নন্দরানী
কোটি হেমচন্দ্র জিনি তোমার কোলে নীলমনি
রাধা মুখ কোন চান্দে গনি।
সরদ পুন্নিমার শশী গোপাল চরণে আসি
দশ চান্দে কর‍্যাছে উদয়
আর দশ দুই করে কোটি চন্দ্র মুখবরে
রাধা মুখ দেখি কর ভয়।
পরীক্ষিতদাসে কয় শুনিয়া জশদা মাএ
রাধিকারে বসাইলা কাছে॥

১২৮ পদাবলি

রচয়িতা কমলাকান্ত

পুঁথিসংখ্যা ২৭৫। পত্রসংখ্যা ১। অখণ্ডিত। আকার ১২×৪"। লিপি আ. ১০০ বৎসর আগের। পদসূচী,

(১) বিন আর কি যানি শঙ্করমোহনী তারা॥ধ্রু।
অপর্ণা অপরাজিতা অন্নদা অম্বিকা সিতা

(২) ॥ সিন্দু রাগিনী ॥
কালী গুণানুবাদ স্বন ওরে মূঢ় মন

(৩) ॥ পুরবী চৌতাল ॥
তারিনী তপনতনয় ভয়ে ত্রাসিত দিন অতি

(৪) ॥ খাম্বাজ ॥
জানা গেল গো জেমন জননী ॥ধ্রু॥

(৫) ॥ পরোজ ॥
অস্মেদমিত্যাদি এখণ্ড পায়হিব গুরুপাদপদ্মে নত কালান্তক বিষে কেন মজিতেছ ইত্যাদি।

১২৯ বাঙ্গালা মন্ত্র

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৭৬। পত্রসংখ্যা ১। অখণ্ডিত। আকার ১৪১/৪"×৫১/২"। লাল কালিতে লেখা। লিপি আ. ১০০ বৎসর আগের।

শ্রীদুর্গাঃ॥

রাক্ষসের সনে হল রঘুনাথের বল
এড়িলেক নাগপাস উঠল গগন ছাইঙে
ডাস পহল রাসি রাসি শ্রীরাম ল্যয়া নর গলাএ দিলেক ফাসি
দেবগন বলেন রামের হইল মরন
ইন্দ্রি বলেন পবন তোমার অভ্যাহত গতি
কহ যেআ রামের কর্নে কথা এড়াবেন দুগতি
সিগ্র পবন চলেন রঘুনাথের স্থানে
পুভু আপুনি পাসর কেনে জগতইসরে
গরুড়বাহন তোমারে কুসদিপের পারে জপিলে গরুড়মন্ত্র এসে
ততখনে গঙ্গা গরুড়মন্ত্র জপে ততখনে বসে
ছিনীল গরুড়বির বিষ্ণুধান
আচাম্বিতে চলে কেনে আমার আসনে
হেন বুঝি রঘুবির করেছেন স্বরন
লমফে ত গড়ুরবীর কম্পিতে চলে
পবৎ কাপে বিরের পাখরি ভরে পবৎ টলবল মেদুনি না হয় স্থির
সপ্ত পহরি পত করিলেন সবির চারিদিগে চান বির কোথা রঘুসিব
গগনমণ্ডলে আছেন মন করিআং স্থির
হেন আনুমান করি করজোড় করি
নাগপাশে বন্দি আছেন এইখানে শ্রীহরি
উড়ে জেতে দেখি নবির পদতলে লঙ্কা
তাহা দেখে রাবনের যে লাগে সঙ্কা
উতর দুআরে দেখিল বানর বিকল
সুগৃর্ব্ব বিবিসনের চখে বহে জল
নিকটে পাইল সাপা গড়র গন্ধ আসআং পক্ষি

রামের নাগপাস বন্ধ কোন সাপ পালাএ বোহুড় বেড়াএ কেহ মুক লুকায়
কেহ প্রানে রহাএ পলাইআ জাব কোথা গড়ুড়ে পাছে খাএ
মুক তুলিতে পাছে মাথার ছিড়ে ফেলে তুড ছিড়িইআ মুণ্ড করে খণ্ড খণ্ড
সোন সোন নাগিনা রে সোন নাগপাস
পুবের ৩ ৩ স্বরনে বিস নেবিষ তু হঙা জা রে নাস ॥

১৩০ শ্রীঠাকুর সকলের পাট

সঙ্কলয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৭৭। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩২" × ৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন।

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

সাঃ মির্জাপুর ১	সাঃ মইসডাল ১৬	সাঃ পছ্যাড়া ৩৪
সাঃ যুপর ২	সাঃ গোআলপাড়া ১৭	সাঃ গওঠ্যা ৩৫
সাঃ নরসিংহপুর ৩	সাঃ বড় চতুরি ১৮	সাঃ কাঁন্দপুর ৩৬
সাঃ বান্দগোড়া ৪	সাঃ ঘোড়দহ ১৯	সাঃ পাইকুনি ৩৭
সাঃ সুরুল ৫	সাঃ বৈইপুর ২০	সাঃ ইলামবাজার ৩৮
সাঃ মুলুক ৬	সাঃ নিমা ২১	সাঃ ভগবতিবা[জার] ৩৯
সাঃ সিআন ৭	সাঃ হঠিনগর ২২	সাঃ সাতকাহন্তা ৪০
সাঃ ইটণ্ডা ৮	সাঃ তিলপাড়া ২৩	সাঃ অজধ্যা ৪১
সাঃ বেলটী ৯	সাঃ ইমাদপুর ২৪	সাঃ সাষাজার ৪২
সাঃ মুরুন্দি	সাঃ ধনাই ২৫	সাঃ রামচন্দ্রপুর ৪৩
সাঃ কলগ্রাম ১০	সাঃ নেব্যড়া ২৬	সাঃ দেসনা
সাঃ কুন্দুবা ১১	সাঃ ভেড়ামারি ২৭	সাঃ রক্ষিতপুর ৪৪
সাঃ বাকলসা	সাঃ বিষ্ণখণ্ডা ২৮	সাঃ সিবপুর ৪৫
সাঃ ক্ষেঞী	সাঃ মনহরপুর ২৯	সাঃ বেতা ৪৬
সাঃ আরগন ১২	সাঃ বল্লভপুর ৩০	সাঃ বিধবেরার ৪৭
সাঃ খাসপুর	সাঃ কাঁকুট্টা ৩১	সাঃ সিরিস্তা ৪৮
সাঃ পকুড়হাস ১৩	সাঃ রূপপুর	সাঃ কোটা ৪৯
সাঃ সিতাপুর ১৪	সাঃ কর্ম্মকারপাড়া ৩২	সাঃ ব[ন]দুর্গা ৫০
সাঃ আদির্ত্তপুর ১৫	সাঃ কড়বা ৩৩	সাঃ তৃষ্ণনগর ৫১

সাঃ গাঁড়া ৫২
সাঃ বসবি ৫৩
সাঃ ঝাজরা ৫৪
সাঃ ইছাপুর ৫৫
সাঃ বাঁসগড়া ৫৬
সাঃ সরপী ৫৭
সাঃ খাম্বরি ৫৮
সাঃ ছোড়া ৫৯
সাঃ নআপাড়া ৬০
সাঃ পাথরকুচি ৬১

১৩১ বাঙ্গালা মন্ত্র, তুকতাক

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৭৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×২"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

॥ শ্রীদুর্গা ॥

হে বোল্লা তুমি অমুককে খেয়্যাছ
তা আমি জানি কুড়ুমু বিষ নাঞী কুড়ুম বিষ নাঞী।
ওঁ বাচ ইছাতে হেঁটে দলদল উপরে আস্মান
নাঞী বিষ খোদা প্রমান।
হে খোদা কি হল্যো বিষের জালা
চড়চাপড়ে বিষ তুঞী উড়িয়া পালা।
খোদা গুরু আদম শিষ্যি মহাম্মদের আজ্ঞা
অমুকের নিব্বিষ নাঞী বিষ মহাম্মদের আজ্ঞা ॥ চাপড় মার

দুইজন বাসিমুখে রবিবারের দিন পুত্তলি লিখিয়া পাজরেপাজরে বিন্ধিবে
॥ প্লীহা কাটা ॥

ভীমকে চাহিতে অর্জুন মহাবীর
রামের তেশিরা বাণে অমুকের পিলুই কাটিয়া করম্ চৌচির।
কার আজ্ঞা রাজা রামের আজ্ঞা ॥

কানকোটারি রিকট নারী নয় নয় মানুষে খায়
ডাহিনে কর্পূর বায়েঁ খায়
দূরে থেকে অঙ্গের নমস্কার করম
ডাঁড়িয়া পাড়ম গাঁ রাখম বস্তে পাড়ম
বাড়ি বাখম মুয়ে পাড়ম ঘর রাখম

কালীত সহস্র মুখে লাগুক ভাঁতি
আত্ম রেখ্যে পরের খামকার আজ্ঞা
কাঙুরের কামিক্ষা মা হাড়িঝির আজ্ঞা চণ্ডির পা ॥৩॥ করতালি দিবে।

সুখপ্রসবায় রজনীগন্ধার ঈশান কোনে মূল সুতা পাচ সাত নয় খীতে বা বান্ধিয়া চক্ষুর নিকট পর্য্যন্ত পড়ে হইতে তৎক্ষণাৎ ছিড়িবে মঙ্গলবারে তুলিলে এক পক্ষ গুণ দেয় ॥

আফুলা বিষের উত্তরদিগের মূল বিষুব সংক্রান্তির পূর্ব্ব হোমাহে তুলিলে সংবৎসর সর্পের বিষ প্রতীকার ॥ অর্দ্ধখানি মরিচ দিয়া খাওয়াবে কাল হইলে বাচে না আর ঐ মূল হাথে থাকিলে সাপ খেলে না ॥

॥ দাঁত কড়ার ওষধ ॥

তামার মাকুড়িতে সিমুলের কাঁটা রবিবারে আফুলা গাছের আনিয়া ঘসিয়া রবিবারে লইবে অথবা লাল জবার মূলে ও ঐ ফল নাগফলির কাটা আর নিসিন্দার কাটি কানে রাখিবে ॥

ছাব কচু পাতার উপরে কাল হয় ঈশান কোণে পুতিলে ঘরে ছারপোকা মরে ॥

১৩২ পদাবলি

রচয়িতা গোবিন্দদাস, নরহরি

পুঁথিসংখ্যা ২৮১। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

আরম্ভ,

[১ক সুবল আসিঞা বলে কানাইয়া রে ভাই
খুদানলে দয় প্রাণ কিছু পাইল্যে খাই।
জে কিছু নবনি ছিল দাদা বলাই সব খাল্য
আমা সভার সঙ্গে [ত আর] কিছু নাঞি।

ভনিতা,

কহেন গোবিন্দদাস পুরিল মনের আস এবে হইব জনম সফল ॥

আসকের কথা সুন গো সই (নরহরি) ॥

১৩৩ পদাবলি

রচয়িতা বৃন্দাবনদাস, অনন্তদাস, গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৮৩। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩"×৪½"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। পদসূচী, আরম্ভ,

(ক) বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ কেবল আনন্দকন্দ

ভনিতা,

কহে বিন্দাবনদাসে আপন দুর্দ্দৈবদোসে
না ভজিল্যাম নিতাই পদবিন্দ ॥

(খ) বরলীলা হয়ে রূপ বরণ চিকনিআ (অনন্তদাস)

(গ) রাই কোরে করি কহত মাধুরি (গোবিন্দদাস) ॥

১৩৪ গান

রচয়িতা মহাদেবদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৮৫। পত্রসংখ্যা ১। অখণ্ডিত। আকার ১১½"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

ইবার ভবে তরোঁ তারিনি ॥ ধোয়া ॥
তোমি তারা তোমি তরি তোমি কর্ণধার গ
মাআধিনে ভবনদি কে করিবে পার গ।
তোমার চরণ বিনে অন্য দেব না পুজিব আর গ
জে কর ব্রহ্মমহি এইবার এইবার গ।
তোমা না দেখিলে ওমা ঘর অন্ধকার গ
চেঞা চরি চচ্চিত কি খেতি তোমার গ।
মহাদেবাদাসে বলে ক[া]লের বেবহার গ
মা হঞা বালকে ছারঞি কোন বিচার গ॥

সংসার কিছু নয় জলবিন্দুপ্রায় রে
এথা কেবল ভজ দুর্গা আয়ড়ে বারে বারে।
বলি হঞা কি তা জোম্নি ভব না ভাব সে আয়ড়ে
ভজ কালিপদ ই জনমত এড়াবে সমনে দায়ড়ে।

ধোনে মর্ত্ত হঞা কালি না ভজিলে বেথাই ধরিলাম কাড়ে
মনে করি আস তেজি গিহবাস বেথা ধরিলাম কায়ড়ে।
সিয়ড়ে সমন করিসে দমন ধড়ে নঞা জাতে চায়ড়ে
ভজড়ে শ্যামা আয়া বাজাড়ে দামা আসমা কি করিবে জোমরায়ড়ে।
মহাদেবা বলে পরি পদতলে বেথাই ধরিলাম কায়ড়ে ॥

১৩৫ দ্বাদশগোপাল-বর্ণ-বস্ত্র-সেবাবাস

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৮৯। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৯২/ৄ"×১৪"। কীটদষ্ট। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

আরম্ভ,

শ্রীকৃষ্ট গায় বর্ণ শ্রীদামসখা সখি রাধিকাচন্দ্রাবলি কাজ্যকালে নিষ্ঠা বোনমালা পীতবর্ণ বয়েস ১৫।৬ মাস বাস গোকুল পীতানন্দ মাতা জসদার সামলী গাবি গৌড়ে গৌরাঙ্গ বাস নবদ্বীপ নিলাচল ॥

॥ শ্রীশ্রী৺সোরোসিলিলা ॥

শ্রীশ্রী৺মদনগোপাল প্রভুজিউ ॥

জয় জয় প্রভু মোর সিদ্ধ কর কাজ অন্ধক দেখিয়া মোকে দিলা চক্ষুলাজ।
অন্ধকার দূর করি কৈলা বিজ আরোপণ শ্রীগুরুচরণে আমি করয়ে অশ্চন।
তাহার জুগল পদে করয়ে প্রনতি আমার প্রভুর হয় মঙ্গলজী স্থিতি।
মোনের আনন্দে বন্দ মঙ্গলাজী গ্রাম গোলোকবৃন্দাবন তুল্য হয় সেই ধাম।
আমার প্রভুর বাস সেইস্থানে হয় তাহার নাম আনন্দময় ঠাকুরমহাসয়।
তাহার নিজ সিস্য মুনিকর্নিকা ঠাকুরানী কৃপা করি সিস্য মোরে করিলেন তিনি।
অজ্ঞান তিমির ঘোর জে ছিল আমার জ্ঞানাঞ্জন দিয়া চক্ষের ঘোচাইল আন্ধার।
পরম দয়াল প্রভু পতিতপাবন অধম দেখিআ কৈল বিজ আরোপন।
বনিল প্রণালি গৌর হইয়া আনন্দ ঠাকুরানী হিব্যামুনি বন্দ দিঢ় ভক্তিসারে।
প্রভু জাদবিন্দ্র মোর দয়াসিন্ধু জানি কৃপা করি তারে সিস্য কৈলা হিরামনি।
হিব্যামনি ঠাকুরানীর পদ মস্তকে ভুসন ঠাকুর জাদবিন্দ্র জাহার নন্দন।
ঠাকুরানী হিব্যামনি বন্দ দিঢ় ভক্তিসারে চন্দ্রসেখরঠাকুর গ্রহনি কয় গো জারে ॥

১৩৬ সত্যপীরপাঁচালী

রচয়িতা দ্বিজ মহানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ২৯৫। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩ (৩, ৪, ৫)। আকার ১৩"×৪"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। দ্রষ্টব্য বর্ত্তমান পুঁথিসংখ্যা ২৭।

নমুনা ও ভনিতা,

কিরাত সকল করে কোলাহল ঘন জয় জয়কার
দ্বিজ মহানন্দে রচিল স্বচ্ছন্দে স্বকুলে ভবন জার।

১৩৭ রাসপঞ্চাধ্যায় (ভাগবতসন্দর্ভ)

গ্রন্থকার হরেকৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৯৭। পত্রসংখ্যা ৬। আকার ১০"×৪½"। জীর্ণ, খণ্ডিত ও কীটদষ্ট। লিপি আ. ২০০ বৎসর আগের।

ভনিতা,

(ক)............লীলা ভক্তের জীবন হরেকৃষ্ণদাস করে দিগদরশন।
(খ) শ্রীগুরুপদারবৃন্দে সদা জার আস রাস পঞ্চম [কহে হরেক্]ষ্ণদাস।
(গ) শ্রীগুরুপদারবৃন্দে সদা করি আস হরেকৃষ্ণদাস গাঅ পঞ্চম অধ্যা রাস।
(ঘ) কৃষ্ণরাষকেলি এই সুধ্যা মক[রন্দ] [হ]রেকৃষ্ণদাস গাঅ কথার প্রসঙ্গ।
(ঙ) ভাগবতস[ন্দর্ভ কথা শুন বন্ধু]জন হরেকৃষ্ণদাসের মাত্রেক এই নিবেদন।

নমুনা ও ভনিতা,

কোটী কোটী বচ্ছর জদি করি উপগার তভু কি সুধিতে পারি তুমা সোভা ধার।
............কৈলা দামুদরে সে সব বর্নিতে গ্রন্থ হএত বিস্তারে।
(চ) ভাগবতসন্দর্ব্বমৃত্ত সদা কর...... ....পদে হরেকৃষ্ণ গাঅ।

১৩৮ পদাবলি

রচয়িতা নরহরি, প্রাণদাস, শিবরামদাস, জগন্নাথ,
গিরিধরদাস, গোবিন্দদাস, চন্দ্রশেখর

পুঁথিসংখ্যা ২৯৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫। আকার ১০"×৩১/২"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

পদসূচী,

(১) মাধব বুঝিনু মরমকী ভাও (নরহরি)

(২) ভলি বট বঙ্কিম বচন স্বরূপ কথায় প্রতীত নাই
আসি বলে নিশি পোহাই কোন রসবতি ঠাঞি।
এই এই করি সারারাতি মরি মিছাই জাগিলাম হায়
পথপানে চেএ আঁখি…করিল কোথায় না দেখি কায়।
এমন ভাড়াই কেহ করে নাই জাগিয়া পুহালাম রাতি
সব সখি মেলি কেশ বিছাইয়া জাগিয়া পুহালাম রাতি।
তোমার লাগিয়া সজ্জা বিছাইয়া গাঁথিয়া রাখিলাম মালা
প্রাণদাসে কহে বৃসভানুসুতা পিরিতি বিসম জালা॥

(৩) লাজ নাহি বাস কানাই লাজ নাহি বাস (শিবরামদাস)
(৪) গলে পিতবাস করিএ সহাস দাণ্ডালা মালিনী আগে (জগন্নাথ)

(৫) রাইক হৃদয়ভাব বুঝিএ মাধব পদতলে ধরণী লোটাই
দুহু করে দুহু পদ ধরি রহু মাধব তবহু বিমুখ ভেল রাই।
পুনহু মিনতি করু কোন
হাম তুয়া অনুগত তুহু ভাল জানত কাহে দগধ মঝু প্রাণ।
তুঁহু জব সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি হাম রইব কোন ঠান
তুয়া বিনে জীবন কোন কাজে রাখব তেজব পাপ পরান।
এতেক বিনতি তবে করহু মাধব তবহু না হের গ বয়ান
গিরিধরদাস মিছাই কর আস অলসে বিমুখ ভেল নাগর কান।

(৬) রাই অনাদর হেরিএ রসিকবর অভিমানে করল পআন (গোবিন্দদাস)
(৭) কুঞ্জেতে নিকসল মানিনি রাউ (চন্দ্রশেখর) ॥

১৩৯ দোহা

রচয়িতা হরিনন্দ

পুঁথিসংখ্যা ৩০০। খণ্ডিত ও কীটদষ্ট। পত্রসংখ্যা ১। আকার ৬"×৫"। লিপিকাল সন ১২৫৮ সাল।

শেষ,

সাজল সংরাম শ্রীরামরাজা
চোদিগে জগঝম্প জো জারি বাজা।
চলিলাত স্থররাজ সির ছর্ত্তছায়া
......খে পরদেস পর দেখ রঘুবির মাআ।
......ধনুকধারী করদণ্ডধামা
নিসড়... ... রঅ গড় ঘোড়ে নির্ম্মা।
উপব্যোরি ঘন ঘোরি টংকারি তাঙ্গা
র্‍যপ টর্ন্ন টল বর্ন্ন রন ছোড়ি ভাগা।
কবে কবি হরিনন্দ স্থন মাই সিতা
অব গীর দশসির রঘুবির জিতা ॥১॥ দোহা ॥

১৪০ রামচরিত্র

রচয়িতা গুণরাজ খান

পুঁথিসংখ্যা ৩১২। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ৯"×৩½"। লিপি ১৬০১ শক, তারিখ ২৫ জৈষ্টী, রোজ বুধবার।

শেষ ও ভনিতা,

হেন রামায়ণ নাট নাচিয়া নর্ত্তকে নাচিয়া মোহিত কৈল সকল দৈত্যকে।
এক নাচ নাচিয়া নর্ত্তক নাচে আর অজইন্দুমতী কথা গঙ্গাঅবতার।
অস্থর মোহিয়া তথা রহি নটগণে গুনরাজখান কহে গোবিন্দচরণে।
হেন রামচরিত্র শুনে জেই জন করয়ে পুন্ন উপার্জ্জন পাপ বিমোচন ॥

১৪১ বস্তুতত্ত্বসার
গ্রন্থকার লোচনদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩১৫। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫। আকার ১২"×৫"। জীর্ণ ও কীট-দষ্ট। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য প্রতিলিপি গ ৩১৬৩ ও স ৩৫৭।

শেষ ও ভনিতা,

জীব আত্মা ভূত আত্মা প্রকৃতি পুরুষ প্রকৃতির পরম কান্তা পরম আত্মারূপ।
সত্ব রজঃ তম এই তিন গুণ আর এই তিন গুনে বদ্ধ সকল সংসার।
এই মত সভাকার স্বভাবের ধর্ম্ম এই মত জাহার জে করে সব কর্ম্ম।
ভূত আত্মার কর্ম্ম এই কহিল বচনে লিপ্ত হঞা পাড়······অহংকার সনে।
রজগুনে ব্রহ্মা জিব কর সৃর্জ্জনে সত্বগুনে য়ংসম্বারে করয়ে পালনে।
···র ধর··· ত্যমগুন ধরি তিন গুনে বদ্ধ জীব দেখহ বিচারি।
গুনেতে জড়িত জীব মাআতে··· ···আমুগ্ধ হইঞা না জানে নিজ হিত।
এইমতে করে জীব সংসারভ্রমন কর্ম্মফলে জীব করে··· ··· ···।
তার মধ্যে কেহো কেহো জীব ভাগ্যবান দান পুণ্য ব্রত করে মহা পুণ্যবান।
বেদ বিধি ভক্তি··· ··· ঈশ্বরে ···ল ভোগ লাগি দেহে নানা ক্লেশ করে।
যত পরিশ্রম করে দেহে দেই ক্লেশ এই মত ভাবে···ভোগ ভুঞ্জে শেষ।
মাআতে জড়িত জীব না জানে আপনা কোটি জন্মে নাঞি ঘুচে মনের বাসনা।
বহু জন্ম পুন্যফল থাকয়ে জাহার তবে সে উপজে ভক্তি চিত্তেতে তাহার।
বেদ বিধি ধরি ভক্তি···এ ঈশ্বরে আপন স্বভাব কেহো ছাড়িতে না পারে।
অবিধেয় কারে জদি ভাগ্য হৈতে হয় ঈশ্বর···মুগ্ধ কেহো ছাড়িতে নারয়।
অবিধেয় ভক্তি করে ঈশ্বর অঙ্গে তেকারনে জীব সব মরে ভব[রি]ঙ্গে।
এড়াইতে নাঞি পারে সংসারজাতনা পূর্ণ নাঞি হয় তার মনের বাসনা।
এইরূপে জিব সব সংসারে ভ্রময় সংসার বন্ধ ··হৈতে মুক্ত নাহি হয়।
এই ত কহিলাঙ আমী না জানি বিচার বিস্তার বর্ণিতে মোর শক্তি নাহি আর।
হৃদয়ে কাস্ত···ভাবি শ্রীগুরুচরণ বস্তুতত্ত্বসার কহে এ দাস লোচন॥
ইতি শ্রীবস্তুতর্ত্তসার গ্রন্থ সংপূর্ন ॥৪॥

১৪২ মানুষের প্রণালীতত্ত্ব

রচয়িতা রসিকাদাস গোস্বামী

পুঁথিসংখ্যা ৩১৬। অখণ্ডিত। জীর্ণ ও কীটদষ্ট; খাতার আকার। পত্রসংখ্যা ১১। আকার ৭"×৫"। লিপিকাল সন ১২০৭ সাল।

ভনিতা, [১] শ্রীরূপরঘুনাথপদে জার আস, মানুষের প্রনালী কহেন রসিকদাস।

[৫] শ্রীরূপরঘুনাথপদে জার আস মানুশের প্রনালীতত্ত্ব কহেন রসিকাদাস।

আরম্ভ, /৭ শ্রীশ্রিহরি

[১খ শ্রীরূপরঘুনাথপদে জার আস মানুষের প্রনালী কহেন রসিকদাস। সহজ মানুষের প্রণালী জিজ্ঞাসাপত্র ইতি। প্রবর্ত্ত দেহেতে মানুষের···সে কি বিনাস কাথে বলি। ·· ঠাকুর·· মহাশয়। রসিকা গোবিন্দদাস। বিলাস আচার্জ্য প্রভু এবং সাধক দেহেতে। মানুষের···স রসিক বিলাস কাথে কন: বসনছিয়া (?)। বিলাস চণ্ডীদাস: বিলাস বিদ্যাপতি॥

এবং সিদ্ধ দেহেতে মানুসের রস রসিকি বিলাস কাথে বলি এবং রসিকি কে সহজ মানুষের···ইকা। তার নাম অবলা। সেই রস হয়। রস···নাম কি কামদেবের পিতা। তার নাম কন্দর্প···তার নাম মদন। তার পিতার নাম ···মধুর সহজ রসিকি নাম। বিলাস সহজ মানুষ পরমহংস হন। তার নাম অবোদ্ধ এবং রসিকি জনার হৃদএ স্থির করেন। আপনার গণ লঞা ইহাকে বিলায কহে।

১৪৩ হরিনামামৃতদীপিকা

রচয়িতা রসিকাদাস গোস্বামী (?)

পুঁথিসংখ্যা ৩১৭। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৯। আকার ৭"×৫"। অতি জীর্ণ ও কীটদষ্ট। লিপিকাল আ. ১২০৭ সাল।

নমুনা,

কৃষ্ণ মোর কুচ আকরসিঁয়া নখাঘাতের···দিলা মহানিধি পেলা। প্রথমে হের মত্ত ···স্বসন্ধি রমিলা। আমার রমনে রাম না···দিতি আছে রাম আর রমন করাইলা··· হইআ রামায় পুরুস আচারিলা। ত্রিতি···রমনি॥ পিতিকে সকল তোমা··· মার রমন সক্তি দুই তাহাতে মাতাইয়া···লে তাহা মহাসুখ পায়॥······স্বরূপ। রমন পুরন কর মন কর্ত্তা······তি রূপ সরূপ হইয়া॥ কেবল··· তোমার ক্রিয়া॥ এই বস্তু সাধু সন্তুমি······মেনে কত কোটি মুনি বিহার বলিত······দিল গোঁঞার সুন প্রান-

বন্ধু ॥ আপুনি···তবার দুখ দি······সব···সিত সখি···স আমার ॥ তা সবার ভাভা···র সংঙ্গিগন আর ॥ শ্রীষ্টির মধ্যে আমার আছে অত অত ॥ তা সভার মধ্যে··· কর দিয়া দরসন ॥ গোস্বামির সকৃত শ্লোক আশ্রয়, হরিনামামৃতদীপিকা করিল নির্ণয় ॥ ইতি ॥

১৪৪ পদাবলি

রচয়িতা নরসিংহ, রাধাবল্লভ, জ্ঞানদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩২০। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪১/২"×৯"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। পদসূচী,

॥ অথ রূপ ॥

(১) সখি কি পেখলু অতি অপরূপ (নরসিংহ)

॥ রস উদগার ॥

(২) পীয়ার পিরিতি সকল কহিতে (রাধাবল্লভ)

(৩) দিবস সিনান সময় জানি (জ্ঞানদাস) ॥

১৪৫ আশ্রয়তত্ত্ব

নিবন্ধকার নরোত্তমদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩২৩। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১১"×৩১/২"। জীর্ণ ও কীটদষ্ট। লিপিকাল সন ১২৫২ সাল, তারিখ ২০ বৈশাখ। প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য পুঁথি স ২১১; সা-প-প ৮, পৃ ৫৩-৫৪।

শেষ ও ভনিতা,

[৪খ এই কহিলাম সহজমানুষ দিক্ষামন্ত্র। ইহা উপরে··· হয় জার নাম। রসরাজ কন্দর্প। পুরুষ মহাকাম। এই নাম। কি নাম। মদন···মানুষমন্ত্র। এই গাইত্রী। কোন গাইত্রী। মানুষ গাইত্রী। এই বিজ। কোন বিজ। কাম রতি বিজ।···রতি। সব···ত্তি। এই শক্তি। কোন শক্তি। কৃষ্ণশক্তি। কি ভাব। রাগাত্মিকা ভাব। এই সভাব। কোন সভাব।···ত সভাব। এই সক্তি। কোন সক্তি। ইচ্ছাসক্তি। এই কাম। কি কাম। কৃষ্ণসুখের কাম। এই ধাম। কোন ধাম। বৃন্দাবন। এই রস। কি রস। মধুর রস। এই কাল। কোন কাল। কোলিকাল। বসন্তকাল। এই প্রাপ্তী। কি প্রাপ্তী।···প্রাপ্তি। এই ত কহিল ভিন্ন উপাসনা সার, বৈষ্ণবচরনে করি কোটি নমস্কার। নিত্যানন্দ

জুগল পদাম্বুজে জার [আশ], [আশ্রয়ত]ত্ব বিরচিল শ্রীনরোত্তমদাস ॥ ইতি আশ্রয়তত্ত্বগ্রন্থ সংপুর্ন ॥

১৪৬ অদ্বৈতসূত্র কড়চা

নিবন্ধকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩২৪। খণ্ডিত। জীর্ণ ও কীটদষ্ট। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১২"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য পুঁথি স ১৮২; ক ৩৯৫৮, ৪২৫৬; গ ৫৪১৩। ভনিতা, (ক) শ্রীরূপরঘুনাথপদে যার আশ, শ্রীঅদ্বৈত-সূত্রতত্ত্ব কহেন কৃষ্ণদাস ॥ নমুনা,

… … মাত্তে গোচর অতি গুহ্য রাগতত্ত্ব কহিতে দুস্কর।
বেদবিধি লঞা ভজে সাধুসঙ্গ করে ইষ্টরতভাবে সেই জাঅ ধামান্তরে।
পরম দুর্ল[ভ] বস্তু কৃষ্ণের ভজন জার গুনে নির্গুনা হঅ যগতে রমন।
সর্ব্বশক্তিমঅ দেবি রাধাঠাকুরানী সর্ব্বতত্ত্বে জার গুণ অকথ্য কাহিনী।
সর্ব্বথা গোপন এই তত্ত্ববস্তুসার ব্রহ্মা সিব আদি যার নাহি পাঅ পার।

ইশ্বরত জ্ঞান জদি না থাকে তাহার তবে ব্রজভূমে জাঅ জমুনার ধার।
ভূমি বৃন্দাবনে যেয়ে আবিভূত হঅ্যা রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব কহেন নাচিআ গাইআ।
আচার্য্য কহেন শুন পুরি মহাসঅ বিস্তার করিয়া কহ ঘুচক সংসঅ।
কারে বলে শুদ্ধ সত্ত কেমন লক্ষণ তারপর বিশুদ্ধ সত্ত সেরূপ কেমন।
পুরি কহেন তুমি মোর জানহ আপনে জানিঞা এসব তত্ত্ব জিজ্ঞাসহ কেনে।
হরিনাম দিক্ষামন্ত্র ইশ্বরত্ত জ্ঞানে না করে ব্রেজের ভাব সাধুর মিলনে।
সাধুসঙ্গ তত্ত্বকথা নিগূঢ় কথন আপুনি জানাব প্রভু করি আচরণ।
রাগ বৈধি দুই মত জানাবে আপনে শুনহ আচার্য্য তুমি জানিবে তখনে।
… মাধবিন্দ কহিতে লাগিলা শুনহ আচার্য্য সর্ব্ব ইশ্বরের লীলা।
তিন ধামের ইশ্বর হন ব্রজেশ্বর গোলোকে ব্রজের নাথ আদি রসের সার।
ইচ্ছা ভরি আস্বাদিলা ব্রজসাজলীলা …পিহ তিনবর্ণা পুণ্য না হইলা।
তবে প্রভু মনে মনে করিলা বিচার যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্ত করিব আর বার।
কলিকালে হরিনাম প্রচার করিব ঐছনে নিজকার্য্য গোপনে সাধিব।
গৌরাঙ্গ হইআ আমি প্রেম বিলাইব আপুনী আচার করি ভক্তে শিখাইব।

১৪৭ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোদয়

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৩২৭। খণ্ডিত, জীর্ণ ও কীটদষ্ট। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১২"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসরের আগের। নমুনা,

বেদবিরহিত বৈধী ভক্তি চতুষষ্টী কোন কোন অঙ্গ লঞা রাগে করে পুষ্টী।
সেহো কোন হঅ তারে মি···বী বলি স্বভাব ছাড়য়ে নাকি ভাঙ্গিলে শিকলী।
অন্য অন্য বৃক্ষের ফল অন্যে নাহি লাগে কোন [কোন] ভক্তি অঙ্গ না মিসএ রাগে।
ভক্ত বিনে বৈধি ভক্তি কে করে আচার অচরীলে রাগভক্তি কথি রহে তার।
দৃষ্টান্ত দিঞা কহে অদি তবে লোকে যানে বিধিভক্তি রাবণের আছএ প্রমাণে॥

॥ অথারাগ ॥

চতুশষ্টি অঙ্গরস জাথে কৃষ্ণ হঅ বস
তার মধ্যে নব বিধি সার
বিধিভক্তি আচরণ বৈষ্ণবের ভূষণ
জুবতির জৈছে অলঙ্কার।
রমনাদি ক্রিড়া জত তাথে হবে বেগ্রত
ভূসা আদিগে নাহি রহে মন
তৈছে শুদ্ধ ভক্তি রাগে সদাই হিয়াঅ জাগে
বিধি ভক্তি হঅ নিবারণ॥

বৈধি ভক্তি বিবরণ সঙ্খেপে [কহিল] গ্রহণ বারণ দুই ক্রমে জানাইল।
ব্রজবাসি জনার স্বভাব শুদ্ধ রাগ অতি সুনির্ম্মল তাথে নাহি কোন দাগ।
সংসার সম্বন্ধ দুখ ইতি জত হঅ সুখের বিধান তৈছে জানিহ নিশ্চঅ।
হর্ষ বিসাদ চিত্তে না হঅ উদ্গত প্রণয়ের উৎকর্ষিতা রাগধর্ম্ম মত।

আত্মাজোগে শুদ্ধয়েন মূল আ[শ্রয়] হঅ ভাব আত্মা মমতাত্মক তারে প্রেম কঅ।

১৪৮ পদাবলি

রচয়িতা গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩২৭। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১১½"×৩½" লিপি আ। ১৭৫ বৎসরের পুরাতন।

পদসূচী,

(১) নব সখি মেলি কুসুম তোহিঁ থোয়ল
(২) নবঘন কাননে লো বড় কুঞ্জ
(৩) সখিগণ সঙ্গে দোঁহে করিল পয়ান
(৪) নাহি উঠল ফিরে সব সখিজন
(৫) আন ছলে আন পথে গমন করল দুহেঁ
(৬) শ্রমজলে ভিজলো
(৭) সখিগণ পুছই বারেবার
(৮) রতন থারি ভরে চিনি কদলী
(৯) তোহি সে গমন কর রঙ্গিনী
(১০) সখি মেলি করল জয়কার
(১১) চৈতন্ত ...আছি বৈঠলি রসবতী ॥

১৪৯ পদাবলি

রচয়িতা গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৩৪। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১১"×৩½"। লিপি আ. ১২৫ বৎসর আগের।

পদসূচী,

(১) নিশি অবশেষে জাগি সব সখিগণ
(২) ... সখি মেলিল যাই
(৩) নিশি অবশেষে কোকিলগণ কুহরই
(৪) হরি নিজ আঁচরে রাইমুখ মুছৈ
(৫) বেশ বনাই বদন পুন হেরই
(৬) ... কৈ সখি চল মন্মথক...যাই
(৭) অরুণ উদয় ভেল না ভাঙয়ে নিন্দ

(৮) নিজ গৃহে শয়ন করল জব কান
(৯) গোঠহি মাঝে করল হি প্রয়াণ ॥

১৫০ কথকতার পুঁথি (?)

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৩৩৫। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪। আকার ১২"×৪৳"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। আরম্ভ,

শ্রীচৈতন্যচরণে স্মরণ ॥ বন্দে গুরু নিসজানিসমিশাবতার কান। ততপ্রকাশাংশ্চতং ...১ ॥ অস্যার্থ ॥

শ্রীগুরুন অহং বন্দে সিক্ষা দিক্ষান দ্বিধাকার। তাঁ সভার শ্রীচরণে আমি...ম জে তা করি। নীশভক্তা কিংমশিষ্টং ॥ ঈশ্বরের ভক্তশমূহ গন। তার মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিত গোশামী প্রধান ॥ তাঁর শ্রীচরণে...নামাভো তা করি ॥ নীধাকমশৃষ্টং ॥ নীধং শ্রীকৃষ্টচৈতন্যচন্দ অহং বন্দে ॥ দশাবতারং কথনং নামিসাব। তারকান। শ্রীঅদ্বৈতাদি অহং বন্দে ॥ ইশ্বরের অবতারগণ তার মধ্যে প্রধান মহাবিষ্ণু ॥ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম জে তা করি ॥ তৎ প্রকাশং কিনিশৃষ্টং ॥ না ঈশ্বরের প্রকাশগন মোধ্যে মুল শঙ্করর্শন ॥ নিত্যানন্দচন্দ্রাদি অহং বন্দে ॥ স্বশক্তি কথনং। শ্রীচৈতন্যের সক্তিগন সমুহ। তার মধ্যে শ্রীগদাধরপণ্ডিৎ অহং বন্দে ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রসজ্ঞকং। কিংমশিষ্টং ॥ শ্রীকৃষ্টচৈতন্যচন্দ্র: সন্তানা ময়াবতার শ্রীচ[র]ন অহং বন্দে: ॥ তথাহি ॥ ইত্যাদি।

এই সব জীব অচেতনারূপী ছিলা ॥ তাহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীবের অচেতনারূপী অবতীর্ণ হইলেন। পরতত্বং কিং। শ্রীরাধাকৃষ্ণনামামৃতে সিক্ষেন। এই জে জগৎ সংসার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের পরমহত্ত পরতত্ত হইলেন। পরমিহ কিং ॥...অনপ্রিত ॥ কথনং ॥ না জশপ্রিতি: অপ্রিত: না হইয়াছে জে চরিত্র: তাকে অনপ্রিত বলি ॥ চরীং চিরাৎ ॥ কথনং ॥.. ইত্যাদি।

১৫১ সাধননির্ণয় (?) রাগময়ী কণা (?)

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৩৪০। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৮। আকার ১১½"×৪"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। জীর্ণ ও কীটদষ্ট।

আরম্ভ,

[১খ /৭শ্রীশ্রীহরি॥

প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দচরণ জাহার কৃপায় হয় বাঞ্ছিতপুরন।
তবে বন্দো সাবধানে বৈষ্ণবগোসাঞি কৃষ্ণপ্রেমধন দিতে য়ার কেউ নাঞি।
শ্রীরূপগোসাঞি বন্দো করিআ জ[ত]ন শ্রীদাসগোসাঞি বন্দো প্রাণপ্রিয়ত্তম।
শ্রীভট্টগোসাঞি বন্দো সাবধানে শ্রীরূপমঞ্জরি বন্দো ভোজন সয়নে।
শ্রীরঘুনাথ বন্দো বৃন্দাবনমাঝে সনাতন রূপ সঙ্গে সদত বিরাজে।
শ্রীজিবগোসাঞি বন্দো অনন্তপ্রকাস জোগমায়া নাম তার কৃষ্ণের বিনাস।
তবে কহি সাবধানে শুন সাধুজনে গুরু জাতি য়ধর্ম্ম বুঝিব কেমনে।
কোন গুরুর সঙ্গে জাব………… ইহার বিশেষ কথা শুন সর্ব্বজনে।

১৫২ পদাবলি

রচয়িতা বাসুদেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৪২। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×৪½। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। পদসূচী,

(১) গোরা জব আয়ব নবদ্বিপ মাঝ (বাসুদেব)
(২) অঙ্গিনায় আয়ব জব রশিয়া (বিদ্যাপতি)
(৩) উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া (গোবিন্দদাস)॥

১৫৩ সহজিয়া পুঁথি (?)

রচয়িতা বিদ্যাপতি, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৩৪৪। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১০"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ॥

সহজের কথা শুন গো সোই সহ[জ] পিরিতি ভয়ল এই।
নিজ দেহ দি ভজিতে পারে সহজ পিরিতি কহিএ তারে।

সহজ বুঝিআ জে হল রত তাহার মহিমা কহিব কত।
সহজে রসিক করএ স্থিতি রাগের ভয়ল এমতি রিতি।
সহয মরমে মজিল জারা সাধন অঙ্গ বুজিল তারা।
কি নারি পুরুষ সহজে ভজে তাহার নিছনি জগতমাঝে।
সহজ নাগরি নাগর জে না ছাড়ে পিরিতি মরিলে সে।
কহে বিত্তাপতি সহয় রীতি সহজ বুজিয়া করহ প্রীতি।

মন্মথ মদন এক কন্দর্প মদন মন্মথ মদন পঞ্চবাণবিভূষণ।
কন্দর্প মদন মোহাঁভাব প্রেমরূপ অতএব রাধা মোহাঁভাবের স্বরূপ।
ভাবের উপরে ভাব সাধুশাস্ত্রে কয় দুই ভাব সন্মিলিত মোহাঁভাব হয়।
ভাবের আকার নাঞি প্রকাসস্বরূপ অতএব জানিবে দোঁহার এই রূপ।
মোহাঁসত্ত কাম তেহ নিত্যসিদ্ধ নাম মোহাঁসত্তের অংশে হয় সত্তরূপা কাম।
সেই কাম অনুক্রমে ধরে প্রেম নাম ভাবের স্বরূপদেহে তার নিত্যধাম।
কামের সাভাবি দেহ সাভাবিক কাম সেই কাম অনুক্রমে ধরে প্রেম নাম।
জলের উপরে জল সেহ নিরাকার সেহ ত আস্বানি নহে করহ বিচার।
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাথে তিন প্রধান সরূপশক্তি জিবশক্তি মায়াশক্তি নাম।
স্বকিয়াসকতি জীবশক্তি বলি নাম তাহাতে বিহরে কৃষ্ণ ছিষ্টিরূপা কাম।
জিবশক্তিদ্বারে সব জগত সিজিলা গুণ অবতার নিজ প্রেম আস্বাদিলা।
স্বরূপশক্তিদ্বারে কৈল লিল্যাঅবতার পরকীআধর্ম্ম বলি মাধুর্য্যের সার।
মায়াশক্তিদ্বারে কহি বেউস্যার জে ধর্ম্ম নিজপতি উ[প]পতি নাহি জানে মর্ম্ম।
জে ইৎসা করএ·········নি তাহার রতিশূন্য সেই শক্তির নাহি পারাপার।
মায়াশক্তিদ্বারে কৃষ্ণ অনন্ত বিহরে অনিত্য সংসার বলি জগমন হরে।
উত্তম অধম তার নাহিক বিচার অনন্তরূপে ইশ্বর তাঁহা করেন বিহার।
ইশ্বর রূপ ইশ্বর শক্তি স্বরূপ অনন্ত অনন্ত আপার শক্তি ঐশ্বর্য্য দুরন্ত।
এই ত কহিলাম আসক্তি বিবরণ সংখেপে কহিল সাবধানে হবে মন।
সৎ চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ এক চিৎশক্তি তার ধরে নিল রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী আহ্লাদী লীলায় চিদংশে সম্বিতশক্তি পরমাত্মা নাম।
সদংশে সন্ধিনীশক্তি মায়াশক্তি বিবরণ সেই মা[আ]শক্তি পঞ্চ ভূতাত্মা গনন।
এই পঞ্চভূতে নিজ শরীর প্রকাষ পঞ্চভূতে প্রকটিআ করেন বিলাষ।
মায়াশক্তি বিলাসেন নন্দের ভুবনে দত্যগণে বিনাশিআ পালে সত্তজনে॥

॥ শ্লোক ॥

রাগদ্বেষ ভগবানশ্চ তস্ত বেশ নন্দনন্দনে প্রোক্তা ভরৎ মুখাৎ বস্থ্য
সহস্রাক্ষংরতিং ব্রজেৎ ॥

ভরথের মুখের কথা শু[নি] ভগবান আস্বাদন করিতে মনে করে অনুমান।
রজেবিজে এক মূর্ত্তি ছিল্যা জোগাসনে আস্বাদন করিতে ইৎসা উপজিল মনে।
ত্রিকোনা পৃথিবি এই কর অনুমান তার মাত্রারূপ হন প্রভু ভগবান।
বিন্দু দিতে র হৈল রসের সাগর রসিকশেখর কৃষ্ণ ভাসে নিরন্তর।
অসেস বিসেসে কৈল রস আস্বাদন তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ ॥

১৫৪ পদাবলি

রচয়িতা লোচনদাস, গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৪৭। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩"×৪২"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

পদসূচী,

(১) নবীন বএসে গোরা নৌতন নাগর
(২) লাখ বাণ কাঁন্দল জিনি ॥

১৫৫ পদাবলি

রচয়িতা গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৪৯। খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩"×৪"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। কীটদষ্ট।

পদসূচী,

(১) না জানি মথুরা সে কোন আয়ল
(২) নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি জা সম ॥

১৫৬ শনিচরিত্র

রচয়িতা পরশুরাম

পুঁথিসংখ্যা ৩৫১। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৩২"×৪২"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। ভনিতা, [৩ক] রাজা রানি দুই জনে করিল গমন, ভনেন পরশুরাম গোবিন্দচরণ, [৩খ] দৈবগো[য়] বেশে শনি গে[ল] তার স্থানে, ভনেন পরশুরাম গোবিন্দচরণে।

নমুনা,

[৩ক শনি বলে রাজা জদি মানিক্য লইল ধন নারি সঙ্গে আমি কোন দুঃখ দিল।
আচম্বিতে বনমধ্যে কৈল্য মায়ানদী দেখিতে শোভন তায় বড়ই জলধি।
ভগ্ন এক নৌকা তথা করিল স্নজন আপনে কাণ্ডারি হয়্যা রহিল তপন।
উত্তরিল দুহেঁ গিয়া সে[ই] নদীর তটে মনস্থ দেক্ষিয়া লয়্যা আইল নিকটে।
রাজা বলে পার কর আমা দুহাঁকারে নৌকামাঝে দুইজনে উঠিল সত্তরে।
তিন[জ]নার ভারে নৌকা করে টলবল শনি বলে উঠ ঝাট ডুবিল সকল।
তিনজনা বিনে নৌকা নাই সহে ভার চারিজনা হৈলে কভু নাহি করি পার।
রাজা বলে তুমি একা আমি দুইজন তবে কেন বিলম্ব করহ অকারণ।
শনি বলে কাথা তোমার একজনার ভার কূলে কাঁথা রাখি চড় লায়ে করি পার।
মনেতে জানিল রাজা শনির কারণ নৌকা হইতে কাঁথা লয়া রাখিল তখন।
রাজা…লে দুইজনে রহিলেন কূলে কাঁথা লয়্যা শনি নৌকা ভাসাইল জলে।
অন্তরীক্ষগতি শনি করিল গমন নাহি জল নাহি নৌকা দেখিল রাজন।
রাজা বলে রানি দেখ শনির মহিমা ভাগ্যপুন্যে ধন গেল রাখিল্যাম তোমা।
জেহোঙ সেহঙ কেন বিধির কারণ এতেক ভাবিয়া রাজা করিল গমন।
জাইতে জাইতে রাজা ভাবে মনে মন কি জানি শনির মায়া কি করে কখন।
আকাশে উঠিল বেলা ত্রিতিয় প্রহর রানি বলে ক্ষুধায় কাঁপএ কলেবর।
হেনকালে ধীবর [এক তথা] মৎস্য ধরে উত্তরিল দুইজনে তাহার গোচরে।
ধীবরে মিনতি রাজা করিল তখন মৎস্য কিছু দেহ দুহে করিব ভক্ষণ।
ধীবর বলে মৎস্য আর কিছু নাই দুই সোল মৎস্য আছে লহ হে গোসাঞী।৩ক]
লইলেন দুটি মৎস্য কাপড়ে বান্দিয়া পুস্কনির তীরে রাজা উত্তরিল গিয়া।
চিন্তারে বলিল রাজা শুনহ বচন স্নান করি দুটি মৎস্য করহ দাহন।

১৫৭ বিজয়পাণ্ডব কথা

রচয়িতা সঞ্জয়

পুঁথিসংখ্যা ৬৬৩। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১২২ (১৬-৫০, ৫৩-১১৫, ১৩৪-১৫৭)। আকার ১৪$\frac{1}{2}$"×৫"। সভাপর্ব্ব ২-১০ ; বনপর্ব্ব ১-১৩ ; বিরাটপর্ব্ব ১-১৪, ১৭-১৮ উদ্যোগপর্ব্ব ১-১৪ ; ভীষ্মপর্ব্ব ১-১২ ; দ্রোণপর্ব্ব ১-১৯ ; কর্ণপর্ব্ব ১-১৪ ; শল্যপর্ব্ব ১-৩ (খণ্ডিত) ; স্ত্রীপর্ব্ব (খণ্ডিত) ?-৭ ; শান্তিপর্ব্ব ১-৮ ; অশ্বশালীপর্ব্ব ১-৩। অশ্বমেধপর্ব্ব ১-১২ (খণ্ডিত)। লিপিকাল সন ১১৪৫ সাল। ভনিতা,

(১) তাহার আদেষ যুনি সঞ্জয় কহিলা [বাণী] [সভা]পর্ব্ব রচিলেন্ত ইতি। [২৪ক]

(২) বিজএপাণ্ডবকথা অমৃতে লহরি যুনিলে পাতক খণ্ডে পরলোকে তরি।
জন্মেজয় মহারাজা বিক্ষাত ভুবনে বনপর্ব্বে[র] কথা এহি সমাধানে।
সঞ্জয় কহিল পাণ্ডবের [বন]বাষ যুনি জন্মজয় রাজা ছাড়িল নিশ্বাষ। [৩৬খ]

(৩) জন্মিজএ আগে সঞ্জয় করিল ব্যাক্ষান বিরাটপর্ব্বের কথা ইতি সমাধান।
বিজএপাণ্ডবকথা অমৃতে লহরি ইহলোকে পরলোকে বৈকুণ্ট জাএ তরি। [৫৪খ]

(৪) বিজএপাণ্ডবনাম পুন্যকথা অনুপাম যুনিলে পাতক হএ নাষ
কুন্তির করুনা যুনি সঞ্জয় কহিল গুনি যুনি জন্মজএ ছাড়িল নিশ্বাষ। [৬১ক]
বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতের ধার যুনিলে পাতক খণ্ডে পাএ প্রতিকার।
ভারথের পুন্যকথা অমৃতসমান উজ্জোগপর্ব্বের কথা এহি সমাধান। [৬৯খ]

(৫) বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতে লহরি যুনিলে পাতক খণ্ডে পরলোকে তরি।
সঞ্জয় কহিল কথা জন্মজয় স্থানে ভিশ্মোপর্ব্বের কথা ইতি সমাধানে।
প্রথমে পাণ্ডবগন হইল বিজয় যুনি জন্মজয় হইল আনন্দহৃদয়। [৮০খ]

(৬) বিজএপাণ্ডবকথা অমৃতের ধার যুনিলে পাতক খণ্ডে পাএ প্রতিকার।
সঞ্জয় কহিল কথা জন্মজয় স্থানে দ্রোনপর্ব্বের কথা ইতি সমাধানে। [৯৯খ]

(৭) বিজএপাণ্ডব নাম পুন্যকথা অনুপাম যুনিলে অধর্ম্ম হয়ে না[?]ষ
ভারথের কথা সার জেন অমৃতের ধার যুনি জন্মজয় রাজা হাষে।
সঞ্জয় কহিল কথা জন্মজয় স্থানে কর্ণপর্ব্বের কথা য়েহি সমাধানে। [১১৩ক]

(৮) শল্যপর্ব্ব খণ্ডিত। ভনিতা পাই নাই।

(৯) স্ত্রীপর্ব্বের মাত্র এক পাতা আছে।

ভনিতা,

ভারথের পুন্যকথা পুন্যবানে শুনে ইহাতে অমৃত নাহিক তৃভুবনে।

মুনি বৈসম্পায়নে কহে জন্মেজয় স্থানে, স্ত্রিপর্ব্বের কথা এহি সমাধানে। [১৩৪খ]

(১০) বিজএপাণ্ডবকথা অমৃতে লহরি শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি।
জয়মুনি কহিল রাজা জন্মেজয় স্থানে, সান্তিপর্ব্বের কথা এহি সমাধানে। [১৪২খ]

(১১) মহাভারথের কথা অমৃতের ধার ইহলোকে পরলোকে করে উপকার।
বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি শুনিলে পাতক খণ্ডে পরলোকে তরি।
জন্মেজয় মহারাজা জগতপূজিত অশ্বসালি কথা তিহো শুনিল নিশ্চিত। [১৪৫খ]

(১২) অশ্বমেধপর্ব্ব খণ্ডিত। ভনিতা পাওয়া গেল না।

সমগ্র পুঁথিখানিতে রাগরাগিনীর ও ছন্দাদির উল্লেখ আছে। যেমন দির্ঘছন্দ (২১ক), শ্লোক (৩৫খ), দির্ঘছন্দ (৬০খ), পদ (৬১ক), দির্ঘছন্দ (৮৮খ), পদ (৮৯ক), রাগ নাট (১১১ক), পদ (১১১খ), রাগ তথা (?), পদ (ঐ), রাগ ভাটীয়ালি (১১২ ক), রাগ তথা (১১২খ), অথ শ্লোক (১১৩ক), দির্ঘছন্দ (১৫৬ক), পদ (১৫৬খ), ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৯-এর সহিত মিলাইয়া এই পুঁথিখানি অবিলম্বে সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৫৮ দ্বিজ চণ্ডীদাসবিষয়ক পাতড়া

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৩৬৮। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১১"×২½"। কীটদষ্ট। লিপিকাল সন ১১৮২ সাল।

পুর্ব্বেগ্রামেতে ছিলা কবি দ্বিজ চণ্ডিদাস, করিম্বাহার গ্রামেতে তাহার হইল নির্জাস।
তাহার পূজিৎ আছেন দেবি বিশালাক্ষি সেই পাদপদ্ম মোই হৃদে করি থ[া]কি।
ইষ্টদেবের য়াশীর্ব্বাদ আ[র] রমনির কৃপাতে রচিল পয়ার গ্রন্থ ভাবিয়া মনেতে।
শিশুমতি অল্পবুদ্ধি কি বর্ন্নিতে পারি সত্ত্যের আনন্দে বন্দ মুখে বল হরি।

...লিখকের দোষ নাস্তিকং। লিখিতং শ্রীকমলাকান্ত দেবনাথ। সাঃ নালবি, পরগনে...১১৮২ সাল, তারিখ ৩ মাঘ। রবিবার অষ্টমী, সাঃবাজার পরগনে বর্দ্ধমান, শ্রীজুৎ দুলাল...এাছে; পুর্ব্বমুখে ছয় দণ্ড বেলায় মদ্ধে॥

১৫৯ ভজনরত্ন

নিবন্ধকার বংশীদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৭০। পত্রসংখ্যা ৯। অখণ্ডিত, অসমাপ্ত। আকার ১২২/৪"×৪"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। প্রসঙ্গতঃ সা-প-প ৮, পৃ ৫১ দ্রষ্টব্য। আরম্ভ,

[১খ ৭শ্রীশ্রীহরি ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

করজোড়ে বন্দো আগে বৈষ্ণবচরণ শ্রীগুরুচরণ বন্দো দৃঢ় করি মন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন্দো আনন্দিত মনে জাহার কৃপায়ে সভে পাইল চেতনে।
গোপগোপি সহিতে বন্দি বৃন্দাবন বন্দন করিয়া রাধাকৃষ্ণের চরণ।
শুন শুন সর্ব্ব জীব করি নিবেদন আনন্দে ভজহ সভে শ্রীকৃষ্ণচরণ।
চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কৃষ্ণভক্তি সার ভাগবতে সুন সভে ইহার বিচার।
ততঃ শ্লোক শ্রীভাগবতে ॥
দুর্ব্বানিসম্য মহিমা স্বপন্থপ সমস্ত প্রবিক্ষ্য স্থথ ভাগবতামৃতে
পস্যামি কৃষ্ণ করুনাময় কঞ্জরনাভদ্রিশ্বোজনেন ভগভ্ভজনং হি রত্নং ॥১॥
সহস্রেক শাখা বেদ সাস্ত্রের অন্ত নাঞি বিধাতা শ্রীজিল সত বৎসর প্রমাঞি।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাশ্রয় বলি বারে বার শ্রীকৃষ্ণভজন বিনা সকলি অসার।

ভনিতা ও শেষাংশ,

[৮খ দীনহীন বংশীদাস করিয়া তব মনে মন মোর রহুঁ গুরুবৈষ্ণবচরনে।
ইতি ভজনরত্নং সংম্পূর্ণং ॥
শ্রীকৃষ্ণভজন দেখ যুগে যুগে হয় জে জোগে জে ধর্ম্ম ভক্তি আচরয়।
যুগে যুগে দেখ ভাই শাস্ত্রের বিচারে তার ভক্তি বিনে তাঁরে চিনিতে না পারে।
ততঃ জোগধর্ম্ম ॥
পরমায়ু ক্ষয় দেখ হয় দিনে দিনে মনস্তের জন্ম ভাই জায় অকারণে।
ইথেমধ্যে ভাগ্যবান সেইজন হয় কৃষ্ণলীলা কর্ণে শুনে মুখে কৃষ্ণ কয়।
শতেক বৎসর য়াউ বিধাতা শৃজিল পঞ্চাস বৎসর তার নিদ্রাতেই গেল।
বাল্য ভোগ জুবা দুশ্চে অর্দ্ধকাল জায় ইহ জন্মকাল ভাই বিফলে গোয়ায় ॥ইত্যাদি

১৬০ মুসলমানী পাতড়া

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৩৭২। খণ্ডিত, কীটদষ্ট। পত্রসংখ্যা ১/০ আকার ১২২"×৭২"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

৭শ্রীশ্রীএলাহি ॥

তারে নারে নারে নারে নারে নারে না

কারবালাতে জখন হোছেন খলখয়ে শহিদ হল

হোছেনের শির নিএ কাফের দমেশকাবাদে ইলো।

ছের নিঞে ত কাফের গেল নেজায় চড়েঞা

কারবালাতে হোছেনের ধড় থাকে…নো পড়িঞা।

১ বন্দ

আবেদীনে তউক দীঞায় দীলেক উটের সহর

…বিবিদের সব চাদর ছিনে কারলেক…ছওার।

পরিবারকে…………ধরিয়া

দামেস্কাতে রাখিলে কারাগার দীঞা।

২ বন্দ

পরিবার রহিল তামাম দমেস্কায় কএদ হঞা

মদীনার কথা কিছু শোন তোমরা মন দীঞা।

হছেনের বেটী ছোগরা ছিল মদীনায় হঞা ওদাছ

একেলা ছিলেন বিবি কেউ না ছিল তাহার পাছ।

৩ বন্দ

রাত দিন ছিলেন ছোগরা দরজার চৌকাট ধরে

জতেকেও নেগাহে জেথা হুদাইখেন কেন্দে তারে।

কোথা হতে এসো তোমরা কোথা জাহ চলিয়া

দেখেছ কেও আনাওে মোর বাব[াজীকে] ফিরিয়া।

৪ বন্দ

বাবাজীর লাগিয়া ছোগরা হরঘড়ি করেন কহর

রাহা বিচে কেহ এশে কহিলেক এইসব খবর।

তোমার···তা কারবালাতে পানি বিন বৈতার হয়া
মারা গেলেন কারবালাতে তামাম ফৌজেরে লঞা।

৫ বন্দ

এতেক শুনিল ছোগরা জখন তাহার জবানি
কহর মাতম করে বিবি ছের ঠকে[ন] আপনি।
... ...ছিলেন বিবি মহা······ওদাছ
ছোগরা বিবির কান্দন শুনে আইলেন তাহার পাছ।

৬ বন্দ

ছোগরাকে দেখিলেন জেঞে ধুলায় আছে পড়িঞা
গাএর ধুলা ঝেড়ে ছোগরাএ নিলেন কোলে উটাইঞা।
মু ধরে পুছেন ছোলমা ছোগরাকে তখন কথা
কিসের লেগে কান্দ তুমি জমি······ঠুকে মাথা।

৭ [বন্দ]

গাএ দস্ত ফেরাইঞে ছোগরায়ে করেন চেতন
কহর মাতম করে ছোলমা ছোগ[রা]কে শুধান তখন।
কিশের নেগে কান্দ তুমি কেন ধুলায়··· ... ...
... ...

অতঃপর খণ্ডিত।

১৬১ রামায়ণ

রচয়িতা কৃত্তিবাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৯৫। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৫। আকার ১৪"×৫"। লিপিকর গোপীনাথ দেবশর্ম্মা। লিপিকাল শকাব্দ ১৭০৩। সুন্দরাকাণ্ড। পুষ্পিকা পদ,

[১৭খ কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী ফাল্গুন[মা]স   সুন্দরকাণ্ড সংপূর্ণ গাইল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস।
রাক্ষসবধ করিতে রঘুবংশের অবতার   অদভুত পাচালী রচিল শুনিতে চমতকার।
বাপের দেশ রত্নগ্রাম নামে মহাপুরী   সুন্দরকাণ্ডে[র] গীত তথি সাঙ্গ করি।
রামায়ণ গীত শুনে জে[ই]জন   ধনেজনে পুত্রেপৌত্রে বাড়ে সর্ব্বক্ষণ॥

১৬২ সাধ্যসাধনতত্ত্ব(?)
নিবন্ধকার বৈষ্ণবদাস (?)

পুঁথিসংখ্যা ৩৯৬। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫। আকার ১৩২ × ৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। প্রসঙ্গতঃ পুঁথি ক ১৬০৪, ১২৫৪ দ্রষ্টব্য। আরম্ভ,

[১ক ৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

জাহা হই কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয় সেই বস্তু সাধে ভক্ত জানিহ নিশ্চয়।
রাধাকৃষ্ণ ভজে রাধাকৃষ্ণমন্ত্র লঞা জ্ঞানকাণ্ড জপতপ দূরে তেয়াগীঞা।
কায়মনবাক্যে নিষ্ঠা হয় কৃষ্ণজ্ঞানে তবে কেনে নাহি পায় ব্রজেসিদ্ধজনে।
রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি নহে অনুগত বিনে মন্ত্র…সি প্রাপ্তি হয় শাস্ত্রের প্রমাণে।
ভক্তরতি মধুখণ্ড রতির আশ্রয় মধুখণ্ডরস পিয়ে তাহার বিসয়।
ভক্তখণ্ডরস পিয়ে মধুখণ্ড রসে নাইকানাএকতত্ত্ব এই রসে আছে।
কেবা ভজে কেবা জজে সাধক কেবা হয় সাধক সাধিবে কারে করিঞা নিশ্চয়।
তবে সাধ্য তার সাধন নিশ্চয় তার অনুগত কার্জ্য জজন না হয়।
কৃষ্ণের দাস হইঞা নিত্য আশা করে কারে সাধ্য করি কৃষ্ণ পায় কোন অনুসারে।
[৫ক আরে রাধাকুণ্ড মোরে কর অবধান শ্রীরূপমঞ্জরী সঙ্গে মোরে দেহ দান।
তাহার সঙ্গতি হঞা করো কুঞ্জসেবা অবস্য করুনানিধি এই মোরে দিবা।
নাহি জানো বেদবিধি সাধ্যসাধন এই ব্রজপুরলীলা মোর প্রাণধন।
এই রাধাকুণ্ড মোর সাধনভজন কহিনু নিয়মকথা সাধ্যসাধন।
গুরু বোলে শিষ্য তুমি শুন সাবধানে শ্রীদাসগোসাঞীর কথা পরম কারণে।
শ্রীরঘুনাথদাসগোসাঞী শ্রীরঘুনাথভট্ট শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজগোসাঞী তার অনুগত্য।
শ্রীকবিরাজ [৫খ গোসাঞী সব সুখ আস্বাদিলা শ্রীরঘুনাথভট্টগোসাঞী প্রথমে সেবা কৈলা।
তার অপ্রকটে শ্রীমদ্রূপচরণে গ্রন্থের নির্য্যাস অর্থ শুনিল তার স্থানে।
তার অপ্রকটে আসি বসি রাধাকুণ্ডে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা পাইল তার সঙ্গে।
শ্রীদাসগোসাঞীর গ্রন্থ গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ পাইঞা তাহার অর্থ সুধাসার সুখ্য।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাহার বর্ণন শুদ্ধরাগে গোবিন্দলীলামৃত কথন।
শিষ্য নিবেদন করে চরণে ধরিঞা এই বৃন্দাবনস্থল কহ বিবরিয়া। ইত্যাদি

১৬৩ সনৎকুমারপটল

অনুবাদক অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৩৯৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪। আকার ১৩" × ৪½"। লিপিকাল সন ১১৬৫ সাল, তারিখ ৯ কার্ত্তিক। লিপিকরের পরিচয় এইভাবে দেওয়া আছে, লিখিতং শ্রী দ্বিজ পতিত দায কৃষ্ণচরণ আয, সাকিম কৃষ্ণচরণপুর। আরম্ভে ১ক পৃষ্ঠায় চণ্ডীদাসের এই পদটি আছে, সুজন কুজন জেজন না জানে তাহারে বলিব কি ইত্যাদি।

[১খ সাধস্থাখ্য পটল ॥

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমো ॥

প্রথম পটলে জীবতত্ত্ব নিরূপণ। জীব কে, ঈশ্বরের সুক্ষ্মকলা। স্বরূপ কি, পদ্মতন্তু প্রায়। স্থিতি কোথা, মূলাধারে। জাতায়াত কেনে, কৃষ্ণসাধন পরিপাক কারণে। নর কেনে, কৃষ্ণভক্তিহীনে। সভার ত্রাণকর্ত্তা কে, শ্রীবৈষ্ণবগোসাঞী। আরাধনা কার, লীলা পুরুষোত্তমের। সভার প্রভু কে, শ্রীগোবিন্দ। রস কয় প্রকার, গৌণ ত্রি সত্ত মুখ্য। স্বর্গরস আস্বাদক কে, শ্রীকৃষ্ণ। প্রধান কোন রস, শৃঙ্গাররস। কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় কি, বহুবিধ। কর্ম্মক্ষয় কিসে, কৃষ্ণসাধন পরিপাকে ॥ ইত্যাদি

১৬৪ বৈষ্ণব কবিতা (?)

রচয়িতা যাদুবিন্দুদাস

পুঁথিসংখ্যা ৪০০। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪। আকার ৯½" × ৩¾"। লিপিকাল সন ১২৩৭সাল, ২২ আষাঢ়। পাঠক শ্রীরামকানাই দাসবৈরাগ্য, সাং আনন্দপুর, শ্রীযুত হরিদাস বৈরাগ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আরম্ভ,

[১খ ৭ শ্রীশ্রীহরি।

সুবল লইয়া সঙ্গে বি[ি]পনবেহার রঙ্গে
বিদ[গধ] রসময় শ্যাম
রাধাকুণ্ডের তীরে আসি কুসমকাননে বসি
সজ্জা দেখি অতি অনুপাম।
রাধাকুণ্ডের শোভা দেখি অস্তোদ্রেতে ঝরে আখি
তখন বিন্দাদেবী হেনকালে
আসিয়া সেইখানে মিলিল চম্পক[বনে]
[চম্পক]কুসম করি করে।

শেষ ও ভনিতা,

দ্বিজের রমণী আমি দিবসে কেমনে যাইব,
তখন সুবলের চূড়া মস্তকে বান্ধিল।
সুবলের পিতধড়া অঙ্গে পরিল,
সুবলের নেপুর চরণে পরিল।
সকল বেশ হইল ভাল, পওধর মোর কাল হইল,
সুবল বলে নবীন বাছুর টেনে কোলে কর।
পওধর তোমায় সু······ ওলো,
হোই হোই রবে রাখাল চলিল।
আতুবিন্দুদাশের মনে আনন্দ বাড়িল॥

১৬৫ নিরঞ্জন পুরাণ

রচয়িতা ধর্ম্মদাস বণিক, শ্রীশ্যামপণ্ডিত

পুঁথিসংখ্যা ৪০৮। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩২৩। ইহার মধ্যে ১০১-১১৯, ৩১২-৩১৩ ও ৩২১, মোট বাইশখানি পাতা নাই। আকার ১৪½"×৪"। লিপিকর রামদেব [শ]র্ম্মা। লিপিকাল শকাব্দ ১৬২৫। পুস্তকমিদং [ধ]র্ম্মদাস ঘোষ, সাকিম শ্রীরামনগর। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য "রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল" (সেন-মণ্ডল), পৃ ভূমিকা ১৶০-১৷০। গ্রন্থখানি অবিলম্বে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভনিতা,

(১) ধর্ম্মদাস বণিকের রচন সুসার প্রভুর পিরীতে হরি বল একবার। [৯৬ক]
(২) নিরঞ্জনপদতলে করিঞা বিশ্বাস রচিল ধর্ম্মের গীত শিশু ধর্ম্মদাস। [১০০খ]
(৩) বাস্তা ধর্ম্মদাস গীত করিল রচন। [১৭২খ]
(৪) ধর্ম্মদাস বণিকের সরস রচন। [২১৬ ক]
(৫) অবধানে শুন সভে ধর্ম্মের পুরাণ শিশু ধর্ম্মদাস গীত প্রভুপদে গান। [২৩০ক]
(৬) রচিল ধর্ম্মের দাস বলয়ে যার স্থিতি দ্বিজরূপে কৃপা যারে কৈল যুগপতি। [২৩১ক-খ]
(৭) বিরচিল হীনবুদ্ধি শিশু ধর্ম্মদাস। [২৪৩খ]
(৮) ধর্ম্মদাস ভাবাছলে রচিল পুরাণ। [২৫৩ক]
(৯) ধর্ম্মের মঙ্গল শ্রীধর্ম্মদাস ভাষে। [২৬৭খ]

(১০) নিরঞ্জনমঙ্গল স্থন সর্ব্বজন শ্রীস্যামপণ্ডিতে ভাসে আনন্দবর্দ্ধন। [৭খ] ইত্যাদি
(১১) মউরভট্ট দ্বিজবরে বিনয় করিঞা তারে
পুন রচে শ্রীশ্যামপণ্ডিতে [৪২ক]

আরম্ভ,

[১খ /৭ শ্রীধর্ম্মায় নমঃ।

পূজার কারণ প্রভু চিন্তিঞা নিরঞ্জন আপনার পূজা আপে করেন ভাবন।
স্থন্নিরূপে প্রভু পৃথিবী স্থষ্টি করি পূজার কার[ণ] হেতু ধর্ম্মরূপ ধরি।
জার নাম লইলে পাতক না রয় জে পথে থাকিলে আপদ নাহি হয়।
হেন ধর্ম্মরূপী হইলা [দেব] নিরঞ্জন অবনীতে ল[অ] পূজা অর্থে[র] কারণ।
ধর্ম্ম অধর্ম্ম জেবা পথ না রইব কোন পথ থাকিলে জীব নিস্তার পাব।
এমন বচন জবে বলি নিরঞ্জন জোড করে বলে নারদ তপোধন।
ব্রহ্মা জার মাআ নারে জনিবারে কেমনে জানিব তোমা মনস্তশরীরে।
আপনার পূজা প্রচার আপনে তবে ধর্ম্ম বল্যা জানে ত্রিভুবনে।
জাম্বুবতী নাম ধরে ইন্দ্রের নাচনী তারে সাঁপ দিঞা পাঠাহ অবনী।
রঞ্জাবতী বল্যা তার ক্ষ্যাতি হইব তার গর্ভে লাউসেন জন্ম হইব।
তাথে হইতে পূজা পৃথিবী ভুবনে স্থনিঞা ১খ] নারদের কথা বলেন নিরঞ্জনে।

[৮ক মাআ করি ধর্ম্মরাজ পাত্র মহামদে স্থবুদ্ধি লইঞা দিল কুবুদ্ধি সম্পদে।
কুমতি জন্মিল পাত্রে হইঞা চঞ্চল রমতি গ্রামে আরম্ভ কৈল অমঙ্গল।
দেবতার মাআ কভু নয় আন মিনি ছলে সোমঘোষে করে অপমান।
শতেক কাহন দিঞা প্রজা না পায় জশ দণ্ড করি পাত্র তার লইল সর্ব্বস।
সর্ব্বস লঞা তারে রাখে কারাগারে কিছুই না জানে ইহা গৌড় নৃপবরে।
কথক দিন হাথে পাএ লগুড় বন্ধনে বন্দি আছে সোমঘোষ রাজা নাহি জানে।
একদিন মৃগআ করিঞা নরপতি আসিতে দেখিল সোমঘোষের দুর্গতি।
রাজা বলে সোমঘোষ কহ কি কারণ সোমঘোস শুনি দুঃখ কৈল নিবেদন।
শুনিঞা ভচ্ছিল রাজা পাত্র মহামদে কি কারণে লিলেক ইহা[র] সম্পদে।
তবে মহামদ পাত্রে দিঞা রাজা দোষ বন্দি ছোড়াঞা কৈল তাহা[র] সন্তোস।
সোমঘোষ বলে রাজা কর অবধান পাত্রের নিকট আমার নাহিক কল্যাণ।
জগুপি আমারে ক্রপা কর নরপতি কথোক দূরে স্থল দেহ তাথে করিব স্থিতি।
তবে [৮খ রাজা তাহার জোগ্য স্থল মনে, দৈবে সে ত্রিহট্টে হইতে আইল প্রজাগণে।

গোহারি করিঞা বলে নৃপতির ঠাই অধিকারে বল করে সুন হে গোসাঞি।
রাজা বলে দিব তোরে ভাল অধিকারি আত বলি চিত্তে রাজা মনে সুবিচারি।
ত্রেহট্ট বিকট স্থল গড় দুর্জ্জয় ঢেকুর বলিঞা জাকে মূর্খ লোকে কয়।
মূর্খ লোক কিছুই শুদ্ধি নাহি জানে ত্রিহট্ট দুর্জ্জয় গঢ় আছে বিত্তমানে।
তিনগোটা হাট পড়ে গড়ের তিন দিগে বন নদী পর্ব্বত পরিযুত পুষ্পবাগে।
সেই স্থল রাজা দেখ্যাছিলা একবার সোমঘোষে রাজা দিল সেই অধিকার।
নিরঞ্জনের মঙ্গল লোক শুন কুতূহলে সোমঘোষ জেন জায় ত্রিহট্টনগরে।
আর অধিকার তথা জে করিথ কার্জ্য তারে দূর করি সোমঘোষে দিল রাজ্য।
ত্রিহট্ট হইতে জত আস্যাছি[ল] প্রজা সোমঘোষে সমর্পিঞা কৈল মহারাজা।
রমতি নগরে আনিল লোহাডা বর্জরে সেনাপতি করি দিল সোমঘোস বীরে।
রাজা বলে সোমঘোষ কহ [হে] বিদায় ত্রিহট্টে পরম সুখে পালিহ প্রজায়।
এত বলি নরপতি বীর সোমঘোষে সুরঙ্গ বসন রাজা দিলেন সন্তোসে।
রাজদণ্ড পাইঞা সোমঘোষ মহাবীর পুত্র পরিবার লইঞা ৮খ] হইলা বাহির।
সোমঘোসের সঙ্গে চলে দেসের লোক মনে আনন্দিত বাসে না করয়ে শোক।
গৌড় ছাড়িঞা আসি বীর সোমঘোষে সুরধনী পার হইলা মনের সন্তোসে।
গঙ্গা সলিলে শতেক করি স্নানদানে ভক্ষণ করিল বসি নানা আয়োজনে।
শীতলপুর বালিঘাটা ছাড়িঞা বিশেষে সেরপুরে সোমঘোষ করিল প্রবেস।
রাঅখাদিতে আছিল রজনী বঞ্চিঞা আল্য সোমঘোষ বীর প্রভাতে উঠিঞা।
মঙ্গলকোঠেতে দেবীর সাক্ষাত ডণ্ডবৎ কৈল তারে করিঞা জোড়হাথ।
তবে সোমঘোষ বীর আল্যা পথক্রমে ভূআড়া ছাড়িঞা আইল গতগ্রামে।
আমরপু[র] মাজুর্য্যা ডাহিন বাম করে সুভক্ষণে আইলা বীর ত্রিহট্টনগরে।
ত্রিহট্টনগর দেখে বীর সোমঘোষ পিতাপুত্রে তিন জনে হইলা সন্তোষ।
চারি কোস দেখি সেই গড়ের পত্তন আতি আনন্দিত হইলা হরষিত মন।
দিব্য পরিহাস সুখে বঞ্চিঞা রজনী প্রভাতে উঠিঞা বৈসে সোমঘোষ গুণি।
সভা করিঞা বৈসে রাজা জথাযোগ্য স্থলে নগর সমস্থ লোক আস্তে কুতূহলে।
মুক্ষ দক্ষ সব লোক আইলা তরাতর মিশ্রী চণ্ডিদাস আইলা সভার ভিতর।
আসিস করিঞা আসি বসিলা নিকটে সোমঘোষ দেসের বাত্রা পুছেন প্রকটে।
নিরঞ্জনমঙ্গল ৯ক] লোক কর পরিচয় দেবতার কৃপা হইলে কি কর্ম্ম না হয়।
সোমঘোস বলে মিশ্রী এই সে নগরে কোন দেব অধিষ্ঠান সেবিব কাহারে।
চণ্ডিদাস মিশ্রী বলে কর অবধান এই গড়ে সর্ব্বকাল দেবি অধিষ্ঠান।

স্বামরূপা নাম দেবীর তাহের প্রতিমা দিব্যমূর্ত্তি দসভূজা রূপে অনুপামা।
অসুরমর্দ্দিনী দসভূজা চণ্ডিদেবী নগরের সমস্ত লোক তাহারে সেবি।
তুমি মহাশয় তার করহ সে[ব]ন তাহার প্রসাদে পুরি অধিকার ধন।
এত জদি কহে মিস্ত্রী বির সোমঘোসে তবে সোমঘোষ কহে গদগদ ভাসে।
দেবির চরিত্র মিশ্রি কহিবে আমারে, কোন রূপে প্রকাস হইঞা কোন দৈত্য মারে।
মিশ্রি বলে কে কহিতে জানে মহামায়ার বুদ্ধি, দেবির সাক্ষাতে কি জানিব সুবুদ্ধি।

[১০ক জখন না ছিল কিছু সৃষ্টির সঞ্চার সবেমাত্র একা ছিলা দেব করতার।
সৃষ্টি করিবারে তরে তাঁর মন গেল আপনে সঞ্চয় করি সকল সৃজিল।
তাঁর অঙ্গ হইত্যে হইল জনম দেবীর তবে ব্রহ্মা বিষ্ণু হইলা সুস্থির।
ডাঙাইতে স্থল নাঞি পাইঞা চারিজন ইশ্বরের অঙ্গে লিপ্ত হইলা তখন।
নিরঞ্জনের কথা সুন সর্ব্বলোক একথা সুনিলে দূর হয় দুঃখসোক॥
নিদ্রারূপি হইআ দেবী রহিলা সয়নে কণ্ঠদেসে বিষ্ণু সিব রহিলা দুজনে।
নাভিকমলে ব্রহ্মা করিল আসন এখন চিন্তেন প্রভু স্থিতির কারণ।
স্থিতির উপায় হেতু চিন্তিয়া অন্তরে সয়ন করিলা প্রভু জলের উপরে।
নিদ্রায় অচেতন হইআ দেব জগপতি কর্ণমূল হইতে মলা পাইল এক রতি।
হস্তে করি সেই মলি মথিতে লাগিল দুরন্ত দুই দৈত্য তাহাতে জন্মিল।
মধু কৈটভ নাম তার দুই মহাবীর সহস্র জোজন উচ্চ তা[হা]র সরীর।
ইশ্বরের নাভিপদ্মে ছিলা প্রজাপতি তাঁহারে মারিতে জায় দুই দুষ্টমতি।
কাতর হইআ পালান দেব প্রজাপতি অনেক করিলা স্তব বুঝাঞা পার্ব্বতি।
তুমি মরে যদি কৃপা কর গ ভবানি তোমার [১০খ প্রসাদে প্রাণরক্ষা পাই আমি।
হোর দেখ দুই দৈত্য দুরন্ত প্রখর ইশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ করহ তৎপর।
নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রভু মারিব অসুরে তবে মোর প্রাণ রয় কহিল তোমারে।
ব্রহ্মার কাতর বানী সুনিঞা পার্ব্বতী ততক্ষণ অন্তর হইলা ভগবতি।
নিদ্রাভঙ্গ হইলা প্রভু জাগিলা অন্তরে জাগিঞা দেখিল তবে দুরন্ত অসুরে।
তবে মহাক্রোধে ধান দেব নারায়ণ অসুরের সনে জুদ্ধ করিল আরম্ভন।
হাথাহাথি বাজে যুদ্ধ ইশ্বর অসুরে ঠেলাঠেলি হাথাহাথি জলের উপরে।
কেহো কাহার সংগ্রাম জিনিতে না পারে বাহুযুদ্ধ করিল অনেক প্রকারে।
দেবমানে যুদ্ধ পাঁচ হাজার বৎসর তথাপি দুই অসুর না হইল কাতর।
পুনঃ পুনঃ ইশ্বরে মারিতে [সেহ] চায় তা দেখিঞা মহামায়া চিন্তিলা উপায়।

মায়া করি অসুরে বোহিলা ভগবতী　　তবে অসুরের মুখ কারিলা শ্রীপতি।
অনেক প্রকারে প্রাণ বধিল তাহার　　তাহার মাংসেতে পৃথিবির হইল সঞ্চার।
এমন অসুরে বধিল সেবিল মায়াতে　　সুন সোমঘোস বির কহিল তোমাকে।
সুনিঞা আশ্চর্য্য বির সোমঘোস　　গোষ্ঠি সমস্ত মনে হইলা সন্তোস।
নিরঞ্জনমঙ্গলে চণ্ডির ইতিহাস　　সোমঘোসে কহিলা মিশ্রি চণ্ডিদাস॥

[২৭৮খ চূড়া বলে সুন অরে পাপ দুরাশয়　　তোর সনে মন মোর সমুচিত নয়।
মন দিঞা সুন বেটা কহি পূর্ব্ব কথা　　তোমার বাপের আমি জানিয়ে সৌর্জ্যতা।
রমনি নগরে ছিল হাড়িদের কাছে　　কর্ম্ম অনুরূপে সর্ব্বকাল ভুকে গিছে।
তালপাতের কুড্যা ছিল পোখড়ের পাড়ে　　ভুঞ্জে ভাত খাথ্য সেই পানি ২৭৮খ]
পিথ্য ভাণ্ডে।
বেত দিঞা কমরে পরিথ ছিঁড়া কানি　　মাথ্যাতে আছিল খাল খাইতে আমানি।
তো সভার ভাগ্য হেতু রাজার কোঙর　　ভেঠিবার তরে গেলা রায় গৌড়েশ্বর।
সেথা হইতে লঞা আল্য ময়নার পতি　　সেনের নফর হঞা ঘুচিল দুর্গতি।
সেসব দুখ অন্ত ইবে গেল দূর　　আমার সাক্ষাতে আসি আজি হইলা সুর।
বনে থাকি আপনাকে কর অহঙ্কার　　এখনি তোমার দর্প হব চুরমার।
নিরঞ্জনমঙ্গল সুনহ সর্ব্বজন　　রচিল ধর্ম্মের দাস সেবি নিরঞ্জন॥

১৬৬ রামায়ণ

রচয়িতা কৃত্তিবাস, মধুকর (?)

পুঁথিসংখ্যা ৪১২। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২৫। আকার ১২"×৩½"। লিপিকাল আ. ২০০ বৎসর আগের। কীটদষ্ট পুঁথি। সুন্দরাকাণ্ড। মধুকরের ভনিতা, এহিমতে সুন্দরাকাণ্ড রচিল মধুকর, সুন্দরার সুন্দর গীত গাইল কবিবর॥ রাগরাগিনী সম্বলিত।

[৭ক ধানসী রাগ॥　অ মোর বীর নাবে রে আরে বীর মা রে হর॥ বড় বড় বীর
আইল পর্ব্বত আকার

[৮ক গুঞ্জরী রাগ॥　কহ কহ হনুমান রে জন আমার

[৮খ সুহই রাগ॥ আমার ভায় রে আরে বির হয়॥ ধ্রু॥ অযুরাম
বোলে যুন পবননন্দন

[১০ক রামকেলি রাগ॥　অ কি হনুমান চল তুমি সিতার উদ্দেসে

[১৫খ সিন্ধুড়া রাগ ॥ ভাল বোলে রে অহে রাম হয় ॥ ধ্রু ॥ বড় বড় বানরে করে হনুকে স্তবন

[২০ক সিন্দুড়া রাগ ॥ অ বোলয়ে রে বার্ত্তা যুন রাম ॥ধ্রু॥ আকাসগমনে জায়ে পবনকোঙর

[২৩খ কেদার রাগ ॥ অ কী অরে সুন্দর রাম হয়ে ॥ পর্ব্বত পাছু করি জায়ে বির হনুমান

[২৫খ শ্রীরাগ ॥ ভাল বোলে রে আরে হ আমার মানি ভাল হয় ॥ধ্রু॥ আপদ না নাহি বিরের সর্ব্বত্রে জয়ে

[২৮খ কানড়া রাগ ॥ ভাইয়া আরে ভাইয়া হয় আমার মাণিক ভাইয়া হয় ॥ মণি মাণিক তথা প্রবাল পাথর

[৩৩ক বহারি রাগ ॥ রে বোলয় রে বার্ত্তা যুন রাম হয় ॥ হেন বোলে রাম হয় ॥ধ্রু॥ রাজার ঘর দেখে জেন ফটিক রতন

[৩৭খ বেলআর রাগ ॥ বলে রে আরে বির হয় ॥ধ্রু॥ জিয়ে জদি সিতা দেবি অবস্থ তাক দেখি

[৩৮ক ভূপালি রাগ ॥ দয়ার রাম ও সে পরম ধন ॥ প্রাণ কি আরে সুন বির হয় ॥ধ্রু॥ কান্দিতে কান্দিতে বির নেহালে চারিভিত

[৪১ক গন্ধার রাগ ॥ রাম ভজ রে ছাড়িআ সব কাম ॥ রাম সে দিতে পারে জিবের মুক্তিধাম ॥ প্রণামহোঁ রামচন্দ্র জগতপ্রধান

[৪২খ রামকেলি রাগ ॥ নানা সব্দে বাদ্য বাজে অতি মনোহর

[৪৩খ কানড়া রাগ ॥ রে রে ভাল হয়ে রে আরে ভাল হয়ে ॥ রাবণ দেখিআ সিতা কাঁপিল অন্তর

[৪৫খ নাচাড়ী ॥ গুঞ্জরি রাগ ॥ সিতা তুমি না হইয় নিদয়া নিষ্ঠুর

[৪৬খ ভাটীয়ালি রাগ ॥ অ কি বোলে বির হয়ে ॥ধ্রু॥ রাবনের বচনে সিতা কোপিল অন্তরে

[৪৮খ গৌরি রাগ ॥ সিতার বচনে কোপিল লঙ্কেশ্বর

[৫৪খ নাচাড়ি ॥ রামকেলি রাগ ॥ সিতাদেবির দুর্গতি করে রাবণের চেড়ি

[৫৬ক নাচাড়ি ॥ অহি রাগ ॥ অহে প্রাণনাথ কেনে মোরে পাসরিলে দয়া

[৫৬খ গুঞ্জরি রাগ ॥ অহে বোল কি আরে বির হয় ॥ ভাল বোলে রে অহে রাম হয় ॥ সিতাকে মারিতে কৈল রাক্ষসি হুড়াহুড়ি

[৫৮খ শ্রীরাগ ॥ আরে গোষাঞি না রে হয় হয় ॥ আমার জীবনবন্ধু রাম হয় ॥ হনুমান বলে রাক্ষসী সব দুরে রহিল

[৬০খ পঠমঞ্জরি রাগ ॥ নাচাড়ি ॥ দির্ঘ ছন্দ ॥ জোড়হস্তে দেবগণে প্রণাম করে সীতা সতী

[৬১খ রামকেলি রাগ ॥ বড়ার ঝিয়ারি তুমি বড়ার বহুহারি

[৬২ক যুই রাগ ॥ অ কি বলে হে অ কি অহে রাম হয় ॥ আমার রাঘব রাম হয় ॥ রামের কল্যাণ জানাইলাঙ লক্ষণের নমস্কার

[৬৭ক পঠমঞ্জরী রাগ ॥ অহে প্রভু মোরে উদ্ধার করিআ

[৬৭খ আহির রাগ ॥ অ কি হনুমান বার্ত্তা কহ বাপু হনুমান ॥ দুর্জ্জয় লঙ্কার গড় কেমতে আইলে বাপু একেশ্বর

[৬৮খ শ্রীরাগ ॥ বোল রে অহে রাম হয় ॥ হনু বোলে আমার পৃষ্টে করহ আরোহন

[৭০ক পঠমঞ্জরী রাগ ॥ নাচাড়ি ॥ কহিব কহিব সীতা হে কহিব শ্রীরাম

[৭০খ যথারাগ নাচাড়ী ॥ জয় রাম বোলে ভাল হয় ॥ শ্রীরাম বোলে ভাল হয় ॥ সিতা বোলে জখন আমার বিভায়ের বেলে

[৭২খ গৌরী রাগ ॥ ভাল রে আরে বীর না রে হয় ॥ পবননন্দন হনু বিক্রমে দুর্জ্জয় ॥ হনুমান বোলে দুখ্খ পাইল

[৭৬ক সুই রাগ ॥ আরে বাছা বাধা সুন পবননন্দন

[৮১খ সিন্ধুড়া রাগ ॥ ভাল হয় বীর রে আরে ভাল হয় ॥ রাক্ষস বলে ব্রাহ্মণ গেল রাজার মধুবন

[৮৬খ যুই রাগ ॥ অ কি আরে বি··· [খণ্ডিত]

[৯৩ক ধানশ্রী রাগ ॥ আরে ভাল হয়ে রে বার্ত্তা সুন বীর হয় ॥··· [খণ্ডিত]

[১০৪ক তথারাগ ॥ হনুমানের সোকে সিতা কান্দিআ অখেমা

[১০৬খ নাচাড়ী ॥ ভাটীয়ালি রাগ ॥ আরে ভাল হয় ॥ সাগর ডেআইতে বির পর্ব্বত নেহালে

১৬৭ গান

রচয়িতা দ্বিজ রামমোহন

পুঁথিসংখ্যা ৪২৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ৭"×৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

(১) সখি গো বংশী বাজিছে বারে বার
রাউল হুইল মন গৃহে রওা ভার।

ভ্রমি বন তিরপিত বহে যারা অনিবার ॥
বাঁশীর মধুর স্বরে সঙ্কেত করিয়া
সঘনে ডাকিছে শ্রীরাধা বলিয়া
চল গৃহ ত্যজি দেহ চরণে সেবিব তার ॥১
একে সে চিকণ কালিয়া বরণ
তাহাতে চর্চ্চিত গুরু মলয়া চন্দন
বিজুরি চমকে কটিতটে পীতবাস
কেউর কঙ্কণ নপূর প্রকাশ
রত্নমালা বৈজয়ন্তী শোভে গলে গুঞ্জাহার ॥২
মঙ্গলা সাঁওলা পালি চন্দ্রাবলি
ভদ্রা আদি যার অন্ত আছে যূথেশ্বরী
দুসারি দাড়াএ তারা চাতকিনী প্রায়
নবীন জলদ হেরি শ্যামরায়
নহিলে কুলটা হবে কুলশীল কোন ছার ॥৩
বাম উদরে শিঙ্গা দক্ষিণে মুরলী
সেব্য করে লীলাম্বুজ বাম হাথে অঙ্গুড়ি
শ্রীমুখচন্দ্রের কথা সুধারসধার
ভক্তচকোর পীয় অনিবার
রামমোহন দ্বিজে চরণ করেছে সার ॥৪

(২) ॥ তাল ঠেকা ॥

শ্রীচরণে দাসী আমি তোম্ব অবলা তোমার
রাখেচ অনেকবার শ্যাম রাখহ এইবার ॥
যে জানে ভজিতে তোরে সে বেঁধেছে প্রেমডোরে
আমি অতি দীনহীন অন্তর আমার ॥১॥
তুমি ত অগতির নাথ সকলি তোমার হাথ
বিপদে না দিহ তারে করহ উদ্ধার ॥২॥
ব্রজে যত গোপগোপী তারে দেখে ভএ কাঁপি
রাধাকলঙ্কিনী নাম ঘোষএ সংসার ॥৩॥

১৬৮ ভণ্ডরামের পদ

রচয়িতা দিগম্বর

পুঁথিসংখ্যা ৪৩০। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩"×৫"। লিপিকাল সন ১১৮৩ সাল। লিপিকর গদাই সাধু, মো. কমলাকান্তপুর।

/১শ্রীশ্রীহরি ॥

পৃথিবীতে ভাঁড় যত তাহা বা কহিব কত
সংসার ভাঁড়ের কথা শুন
দেখিঞা অজ্ঞানজনে প্রণয় করে তার সনে
জানাইতে আপনার গুণ ॥১॥
মিছামিছি করে ঠাট গোলেমালে চণ্ডীপাঠ
ভেক ধড়্যা সাধুর কাছে যায়
নাহি জানে হিতাহিত মিছামিছি করে প্রীত
জানিঞা আপনাকে খায় ॥২॥
উৎপন্ন বুদ্ধি লয় পাঁজে পাঁজ দিঞা কয়
ভরম কর্য়া থাকে দিবানিশি
পূর্ব্ব সভার পাসরিল দেখ্যা শুনে রসিক হৈল
তারে বলি ভণ্ড তপসী ॥৩॥
দেখিঞা আপন করে লোকে রা নাহি কাড়ে
আপনাকে বড় মানে হেন
না জানে প্রেমের তত্ত্ব মিছা করে পরমার্থ
পুরাণ ভারতের মত যেন ॥৪॥
পরমার্থ করিতে যায় কথা বিচে কড়ি খায়
সব মিছা তার অকারণ
তার সঙ্গ করে যেই তার মত হয় সেই
দুই জনার নরকে গমন ॥৫॥
বড় নিঃশ্বাস ছাড়িঞা বৈসে যেন দারুণ ঝড় এসে
হেন ভাড় জনমিবার নয়

সত্তর হইয় মনে না থাক ভাড়ের সনে
এইকথা দিগাম্বরে কয় ॥৬॥
ইতি ভণ্ডরামের পদ ॥

অপর পৃষ্ঠায় লোচনদাসের এই পদটি আছে, আর শুন্যা জাওঁ অ গ সই দণ্ড চারি রেতে, দাদা আমার ঘরে নাঞি ইত্যাদি।

১৬৯ গঙ্গাস্নানযাত্রার ছড়া

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৩৭। অখণ্ডিত, অসমাপ্ত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৫"×৩½"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

শোন সবে একভাবে করি নিবেদন পূর্ণিমাতে গঙ্গাস্নানে করিলাম গমন।
আদিত্যপুরেতে জলপান তিলুটেতে স্নান বরাগ্রামে দুলাল মুখুজ্যা বড় ভাগ্যবান।
তার ঘরে সনলম মহাভারতের গান ... ...
গান শুনে দুইজনে থাকিম সেই রাতি প্রভাতে উঠিঞা মোরা করিলাম গমন।
সাওতাকে পেছু করি ভাবি মনেমনে কে দিবে কতে জলপান জাব কোন গোনে।
স্কাটুন্দীতে জয়মনী জান সর্ব্বজন তা[রি] ঘরে জিঞা মোরা দিলাম দরশন।
জয়মুনি অতি বিধ্যা চিস্তে নারেন কাকুউ পরিচয় দিলম মোরা বটি তোমা ঠাকুর।
পরিচয় পিঞা জয় হল শুদ্ধমতি জলপান দায় গুছে জাব শীঘ্রগতি।
জলপান নিঞা মোরা গেলাম নানা দেশে কোপাগ্রামে জিঞা মোরা করিলাম প্রবেশে।
কোপাগ্রামে নামে শিবরাম বাহুর্জ্যা মহাশয় তার ঘ[র]কে গেলা[ম] মোরা মনে পেঞা ভয় ॥ অসমাপ্ত ॥

১৭০ পদাবলি

রচয়িতা কান্তদাস, দ্বিজ নন্দ

পুঁথিসংখ্যা ৪৩৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×১০"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

(১) শরদচন্দ্রিমা স্বর্ণ ধিক চম্পকের বর্ণ
শণ কুসুম গোরচনা
হরিতাল সে কোন ভার বিকার সে মিত্তিকার
সেকি গোরারূপের তুলনা।

ধিক চন্দ্রকান্তিমণি তার বর্ণ কিসে গণি
ফণিমণি সৌদামিনী আর
এসব প্রপঞ্চ রূপ অপ্রপঞ্চ রসভূপ
তুলনা কি দিব আমি তার।
শুন অগো প্রাণসই জগতে তুলনা কই
তবে সে তুলনা দিব কিসে
সেরূপের তুলনা নাই তার তুলনা তার ঠাই
অমৃত মিস্থাবে কেন বিষে।
এ যত দেখ বর্ণন অন...উদ্দীপন
রূপের বর্ণন কেবা করে
জান না যে সেই গোরা রাধারূপ রঙ্গধরা
দর্শনে ধৈরজ কেবা ধরে।
কেবা তার গুণ গায় গুণের কে অন্ত পায়
কেবা করে রূপ নিরূপণ
রূপ নিরূপিতে নারে গুণ কে কহিতে পারে
ভাবিআ বাওরি হয় মন।
পক্ষ যেন আকাশের কীছুই না পায় ওর
যার যত শক্তি তাহা যায়
এই মত গোরাঙ্গের রূপের কে পায় টের
অকসার কান্তদাসে গায় ॥১॥

(২) অতি চমতকার রূপ নব গৌর রসভূপ
অগো সখি দেখিনুঁ নআনে
নয়ানের শব্দ নাঞী শুধাইব কার ঠাঞী
রূপ কেমন জানিব কেমনে।
বদনে কি রূপ জানে বদন সে বলে কেনে
এই দুখে মন নিত্য কান্দে
বদন নির্ব্বোধ হয় রূপ কি বদনে কয়
নআনে দেখিলাম গোরাচান্দে।

নআান সে গুঙ্গা হয় সেহ রূপানুগা নয়
মন নিত্য একই স্বরূপ
নআনের শব্দ বেদ শব্দ মর্ম্ম নির্ব্বেদ
নির্ব্বেদের পরাৎপর রূপ।
গৌরাঙ্গ রূপের ছটা কিবা সে ছটার ঘটা
সে ছটার ছটা কোথা জাগে
প্রেম অনুরাগ রোগে সেই রোগের মনযোগে
ছটার পিপীএ হই এাগে।
সে ছটার পিপীএ মন তারি প্রাপ্তি প্রেমধন
সেই প্রেমলীলা কেনা জানে
সে দেশে কলঙ্ক নাঞী অকলঙ্ক সেই ঠাঞী
বেদধর্ম্ম নাঞী সেই স্থানে।
স্থন গো মরমি সব বেদধর্ম্মে জনরব
নির্ব্বেদে গোরাঙ্গের স্থিতি
কেনে বাহ্যে রাখ মন গোরাঙ্গ মনের ধন
নিগূঢ় রসে এ প্রেম পিরিতি।
রসময় কান্তি গোরা রসের বাতুলি তোরা
নিগূঢ় রসে এ প্রেমবিলাস
গৌরাঙ্গ জগতে নাঞী প্রেমে বান্ধা কার ঠাঞী
বঞ্চিত দুখিআ কান্তদাস ॥২॥

(১) রাগ বিধি যত মনের ভ্রম কথাতে নাহিখ জনমে প্রেম।
শ্রবণে স্থন্যেছি গোপীকার ভাব এখন কেমনে হইবে লাভ।
সে গোপ গোপীগণ কোথাএ পাই প্রকট নহে যে দেখিতে যাই।
গুরুমুখে অতএব শুন্যেছি জাহা মনেতে বাসনা কর্য্যাছি নেহা।
হরি ভজ হরি পিরিতি লাগি অকপট দিন রজনী জাগি।
হরি না ভজিঅ্যা কর্য্যাছ রাগ ধরমে নষ্ট করমে আগ।
দ্বিজ নন্দ কহে ভাবিআ দেখ নাম গুণে প্রেমে ডুবিআ থাক ॥৩॥

১৭১ গান

রচয়িতা জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কার, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৫২। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১০"×৫"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

বৃন্দাবনবিহারী ভজনে বনআরি জি ॥ ধুয়া ॥
ও বৃষভানুকুমারি প্যারিবস রাসরসকারী জি ॥ পর ধুয়া ॥
নূতন জলধররূপধারী বামে বিরাজিতা কিশোরী গোরী
স্থির বিজরি সাখ্যান্মন্মথ মন্মথ পীতাম্বরী জি ॥১॥
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম অঙ্গ বংশীধারী পদোপর পদো কিবা মাধুরী
আ মরি শিখিপুচ্ছ গুচ্ছ শিরে চূড়াধারী জি ॥২॥
জগত দুর্লভ রাম নারায়ণ স্মরি হর আরাধিত
পদ মুরারি কেমনে হেরি বনওয়ারিলাল ভক্তাশ্রয় বা করি ॥৩॥

শ্যামের পিরিতে এত যন্ত্রণা
তবু শ্যাম লাগি মম আখিঁ মানে না।
মনদুখ আছে যত তাহা বা কহিব কত
ঘরে পরে সদা আমার গঞ্জনা ॥১॥
পিরিতে সুখী কে কোথায়
জেনে বিবরণ কভু মন মজে তায়।
হেরিব না মনে করি না হেরিলে প্রাণে মরি রে
না বুঝে সপেছি প্রাণ রাঙ্গা পায় ॥২॥
মরি গো লোকগঞ্জনায়
পিরিতি করিয়া বুঝি প্রাণ জায়।
লোকলাজ ভয়েতে আমি নাহি পারি ঘরে রহিতে
আমার পিরিতি হইল বিষম দায় ॥৩॥
হা রে কেমন বা ভালবাসা তার
আমি মরিলে শুধায় না সে একবার।
আপন সুখের সুখী হয় পর দুখের দুখি নয়
যদি দেখা হয় বলে কেবা কার ॥৪॥

যা যা ভ্রমরা হেথা এস না
তুমি নারীর বেদনা জাননা।
অবলা অখলা আমি তোমা বিনে নাহি জানি রে
আসি বলে কেন কর বঞ্চনা ॥৫॥

১৭২ কালিপ্রস্তুতের ছড়া

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৫৩। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩½"×২"। রচনা ১২০৪ সাল। সঙ্গে একটি পত্র আছে।

লোধ লাহা লোহার গুঁড়ি অর্কাঙ্গার যবার কুড়ি
গাবের ফল হরিতকী ভৃঙ্গাজ্জুর্ন আমলকী
বাবলা ছাল জাঁটির রস ডালিম সেছে করিবে কষ
ভেলায় করা এক আলি চারিযুগলা উঠবে কালি ॥

১৭৩ আইবড় হটুরাম চক্রবর্ত্তীর খেদ

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৫৫। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩"×৪"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

/৭শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

হটুরাম চক্রবর্ত্তি গেঞেতে পলসাঞী সাটী বৎসর বএক্রম বিয়া হল্য নাঞী।
খেদ করে কেন্দে বলে ছাড়িয়া নিশ্বাস আমি বিধাতার…বুঝি চালায়াছিলাম বাঁশ।
সুতিকাঘরেতে যখন লিখিল কপালে বুঝি চক্ষের মাথা খেএছিল…বেটীর ছেলে।
কানা খোড়া জদি একটা লিখিত দয়া করি আমার সেই হত্য সাত রাজার ধন ইন্দ্রের অপছরি।
মেগের প্রতি জত ভক্তি করে সর্ব্বলোকে, আমি কি তা করিব নাক বল্যেছিলাম তাকে।
কার বা বিশ পচিস বিয়া মলই গেল ছুটো অতেব বলি সে বেটা বিধাতা অজ্ঞ য়াজ নেটো।
আর একটা মহা ক্ষেদে প্রাণ ধরিতে নারি ইচ্ছা করি খেদে…বটী মেরে মরি।
পাট পড়শী বৌরি হয় ভ্রাতৃবধু জারা ছি ছি আইবড় বঠাকুর বল্যে নাম রেখেছে তারা।

ডেঙ্গ বলে কাছ ঘেসে না কেহ না চায় ফিরে, মড়ার মত পড়ে থাকি অনাথমন্দিরে।
আমি বিল্বদলে গঙ্গাজলে পূজিলাম শঙ্কর মনে ছিল মেগে নিব বিয়া হবার বর।
তার কথাতে হবে কেনে উদগেড়ের বিয়া, তার বেটা আইবড় আছে মউর···দিয়া।
আমি দফা দফা সত্তিপিরে সিন্নি দিলাম মেনে বাকী নাই তার জত কারদানী
নিলাম জিনে।
তার পুজিমাত্র আছে কেবল মুখে চাঁপ দাড়ী তার কুদরতি নাঞী সিন্নি
খাবার দাড়ি॥

১৭৪ পদ

রচয়িতা গোপীনাথ

পুঁথিসংখ্যা ৪৬৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩"×৩"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন।

/৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ॥
সখি হে নব নাগর আবার জখন পড়ে মনে
তখন কি করে কুলশীল ধন জনে॥১॥
চূড়ায়ে মালতি মল্লিকা জাতি জুতি
তাহে আকুল অলিকুল মধুপানে রে॥২॥
কি এক বলয়া অতসি কুসুম রে
নায়ান শড়াশরে ভু নয়ানে রে॥৩॥
নয়ান সন্ধানে হানয়ে মদনে
তাহে অম্বিআ রবিস্হৃত চন্দ্রাননে॥৪॥
কানের কুণ্ডল করে ঝলমল
গোপীনাথে রূপ ভনে॥৫॥

১৭৫ সনাতন-গৌরাঙ্গ-সংবাদ

রচয়িতা পরশুরাজ

পুঁথিসংখ্যা ৪৭৩। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×১০"। লিপিকাল ১১৯৭ সাল, তারিখ ৩১ শ্রাবণ।

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ॥
শ্রীরূপের বড় ভাই সোনাতন গোস্বাঞী
পাতসার উজির হইয়াছিল[।]

শ্রীরূপের পত্র পাইআ বন্দি হইতে পালাইঞা
কাসিপুরে গোরাঙ্গ ভেটিলা।
ছেড়া বস্ত্র য়ঙ্গে মলি হাথে নখি মাথে চুলি
নিকটে জাইতে য়ঙ্গ হেলে
দুই গোছা তিন করে এক গোছা দন্তে ধরে
পড়িলা গোরাঙ্গ পদতলে।
দয়াবেষ রূপ দেখি প্রভুর সজল আঁখি
বাহু পসারিঞা কৈল কোলে
সোনাতন করি কোলে কাতরে গোসাঞী বলে
অধমেরে পরর্ষ কি কারনে।
য়স্পরসি পামর দিন দুরাচার মন্দ হিন
নিচ সঙ্গে নিচের বেবহার
এহেন পতিতজনে পরর্ষ প্রভু কি কারনে
জগ্য নহে তোমা পরষিবার।
ভোট কম্বোল দেখি গায় প্রভু পুন পুন চায়
লজ্জিত হইলা সোনাতন
গৌড়িয়ারে ভোট দিআ ছেড়া এক কান্থা লঞা
প্রভুর স্থানে পুন আগোমন।
প্রভু কহে সোনাতন দন্ত কর ষম্বরণ
তোর দন্তে ফাঠে মোর হিয়া
কৃষ্ণের করুণা আছে ভালমন্দ নাঞী বাছে
তোমা পরসি পবিত্র লাগিঞা।
গোরাঙ্গ করূণা করি শ্রীরাধাকৃষ্ণমাধুরী
সিক্ষ্যা করাইলা সোনাতনে
প্রভু কহে রূপ সনে দেখাইব শ্রীবৃন্দাবনে
প্রভু আজ্ঞাঅ করিলা গমন।
ছেড়া কাঁথা নাড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা
পরিধান ছেড়া বহির্ব্যাষ (কভু উপবাষ)
গিঞা গোস্মাঞী সোনাতনে প্রেবেসিলা শ্রীবৃন্দাবন
রূপ সনে হইলা মিলন।

প্রেমঅশ্রু নেত্যে ভরি সোনাতনের পদ ধরি
কান্দে রূপ গদগদ……
গৌরাঙ্গের জত গুণ কহে রূপ সোনাতন
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে
ব্রেজপুরে ঘরে ঘরে মাধুপুরী ভিক্ষ্যা করে
এইরূপে কথেক দিন থাকে।
কথোক দীন তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে রহে পড়ি
ফলমুল করএ ভক্ষ্যন
উচ্যস্বরে আত্মানাদে রাধাকৃষ্ণ বলি কান্দে
এইরূপে গোঙায় সোনাতন।
ছাপর্ন্ন দণ্ড রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণলীলা গানে
এক তিল ব্যেথ্য নাহি জায়
চারি দণ্ড ষুত্যে রহিতে সপনে রাধাকৃষ্ণ কহে
এইরূপে দিবস গোঙায়।
ছাড়ি ষুখ অভিলাষ তরুতলে করে বাস
তুই চারি দিন উপবাষ
কখন বোনের সাক ধান বলে করে পাক
গোস্বাঞী মুখে তোলি দিল তুই এক গ্রাস।
শ্রীপরস্থরাজে গায় ধুলায় সে গড়ি জায়
কণ্টকেতে বিধ্য হয় পায
শ্রীরাধাবল্লবদাস যুগল চরণে আস
কত দিনে হব তার দাসের দাস। ইতি

১৭৬ গান

রচয়িতা লালচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ৪৭৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ৯"×৩"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

আর তোমার সনে কথা কব না হে নাথ ॥ধ্রু॥
কৈয়াঁ কথা কেন ব্রথা বিরস করিব চিত্ত

তুমি হে কপট জন　　কঠিন তোমার মন
ভালর তরে কৈলে পরে হিতে ভাব বিপরীত।
তুমি যে ভ্রমর জাতি　　অশেষ কুসুমে গতি
তেজিয়া মালতি জুতি ধুতুরামহলে রত
কিবা অপবাদ পাইলে　　কেনে রে এমন হল্যো
মধুর পিরিতি কৈল্যো নিমের অধিক তিঁত।
এত কর্য্যা বারে বারে　　বুঝাইতে নারিলাম তারে
কি করিব বল মোরে কাল্যে আর বুজাব কত
লালচন্দে কহে ধনি　　না বুঝিয়া অভিমানী
মানদোষে বিনোদিনী কেনে এমন কর্য্যা ঘাত ॥

১৭৭ বাঙ্গালা মন্ত্র

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৮০। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩½"×৩"। লাল কালিতে লেখা। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

/৭ শ্রীহরিঃ ॥
মনে দীপ নম নেহাই　　মনে বিষ মনেই নাই।
মন চলতে পবন চলে　　মনে বিষ মনেই মরে।
মন হর পবন হর　　মনের বিষ মনেই মর।
কাম নিরঞ্জন ভাই ব্রহ্মা দিলেন বর
তামাকুর পড়া খাতে বিষ মর।
কার আজ্ঞা ব্রহ্মা[র] আজ্ঞা ॥১॥

ডাউকার বৌড়ি ভানি গেল ধান
সরুয়া কাপড়ে লাগি গেল ঘাম।
ঘাম নয় মা মনসার হরল গরল বিষ
কুঞে করি জল।
কার আজ্ঞা মা মনসাদেবির আজ্ঞা ॥২॥
জলে থাকে জলে খায় জলে নাচে জলে রাখে তাল
জা রে কালিকুটি বিষ সর্গ মৎ পাতাল।
ই মন্ত্রে জতি মড়া না কাড়িলি রা
আর মন্ত্র ঝাড়ছে ভীমসরের মা।
ভীমসরের পানি দিব সভাকার গায়
বার বৎসরের মড়া উঠিঞ ডাড়ায়।
লক্ষিন্দর বেড়াঞে দিব কাপড়ের কাণ্ডারী
জেখানে জোড়াছেন হাড় অস্তি খানি খানি
নিজ হস্ত দিঞে মাগো উঠাছে আপনি।
কার আজ্ঞা মা মনসার আজ্ঞা ॥৩॥
পথে জাতে হল ঘা ডানে বাঞে কাড়ে রা
আই নাই ভাই নাই সাক্ষ্যাৎ সোদর নাই
আফুটা ঠাই ঘাঠাতে বিষ নাই।
ওইখানি আসে মুই পছীন ঘা সে
ওইখানি ডাড়ে মইপতি নম খেড়ে
কার আজ্ঞা মা মনসার আজ্ঞা ॥৪॥

১৭৮ বাঙ্গালা মন্ত্র

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৮১। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪"×৪½"। লাল কালিতে লেখা। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

⁄৭ শ্রীদুর্গা ওঁ সিদ্ধিঃ ॥ শরণং

॥ প্রসব মন্ত্র ॥

পিড়াঁর উপরে কাট খড়িতে লিখিয়া বাম হাত্যে কোনে তিন চাপড় দিবে সেই পীড়া প্রসুতি গতায়াতে তিনবার ডেঙ্গাবে দেয়ালে ঠেসাইয়া রাখেয়া নজর করিবে ॥

বন্দ মাতা কামরক্ষা শ্বেত করবীর ফুল
ধুতুরার বিচ পানের সিকুটি তাহে দিবে সমতুল।
আহু লঙ্কায় শ্রীরামের দোহাই হনুমান মহাবীর
কামরক্ষা রাড়ে কালিকা মা হন হন মথ মথ পড়
অমুকার বত্তিষ নাড় ছিড়ে পড় ॥১॥

॥ আত্মসার ॥

অমুকার কেশ বন্দ
ইন্দ্র কপালে বন্দ ব্রহ্মা কানে বন্দ কানেশ্বরী
নাকে বন্দ গরুড় জিহ্বা বন্দ সরস্বতী হৃদয়ে বন্দ পার্ব্বতী
পুর্ঁআ বন্দ পুর্ঁআনাল ধন বন্দ লম্বোদর উরায় বন্দ বিভীষণ
হেটয় বন্দ চকরবতী পায়ে বন্দ বসুমতী।
এক নল দুই সিকল ডানী বলে মো হরস।
বিকল ডানি বলে মো কেশ কেশ
ধর্ম্মজ্ঞানে বন্দ চৌত্রিষ দেশ।
জে করে অমুকার নখে পাস
তার করম ভিটা নাশ।
জে করে অমুকার পাসে ডানি দৃষ্টি
মোসার চষ্টি
কৈ বন্দ মো বন্দ একলম টুটে
ঈশ্বর মহাদেবের পীট পাটে ॥ বুকে ফুঁ ॥২॥

॥ গড়বান্ধা ॥
গড় গড় গড় রাম বিভসেন গড়
লক্ষণ দিলেন বার ।
পবনপুত্র হনু গড়ে উড়ে চৌদ্দ তাল
গরুড়ে জাইল স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ।
পড় গড় পড় পৌষে পাতালে ভেদ ॥
পড় গড় পড় অমুকার অঙ্গ ঘিরে পড় ।
এ গড় জে লঙ্ঘন করে তার কন্দ হয় ছেদ ॥
দোহাই রাজা রামচন্দ্রের ॥৩॥
॥ কেবল রাত্রে ॥
হুঁ হুঁ কালী মেঘ আন্ধারি
কে না মোন
তিন্টি তিন মোন তিউড়ি মনুষ্যের মুণ্ডে দিয়ে পা।
চন্দ্র সূর্য্য দিবাকর জাকে বন্দ
মোর বন্দএ কলম টুটে
ঈশ্বর মহাদেবের পীঠ ফাটে ॥৪॥

॥ পদ্মের উড়ান মন্ত্র ॥
দল চলে বাদল চলে
পানি না চলে পাথর না চলে ।
বাপ বীর ভীমপাথর না পড়ে
মেরি সীস জও বাঁচে গেই বাঁচে বাঁচে ।
মহুয়া তিস দোহাই রাজা রামচন্দ্রের
দোহাই গৌরা পার্ব্বতীর জা জা পাথর ।
লহরে জা বহরে জা জা জা উড্ডি জা ।
হনুমান পহলান বার ধরি সকা
জোয়ান জা জা উড্ডি জা ।
কার আজ্ঞা রাজা রামচন্দ্রের আজ্ঞা ।
গৌরা পার্বতীর আজ্ঞা ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞা ।
জা জা জা উড্ডি জা ॥৩।৫॥

[১খ চন্দ্র সূর্য্য দুটি ভাই কাটা ঘা ফুঁঞেতে উড়াই ।
নাঞি রকত নাঞি পুঁজ কাটা ঘা মু বুজ ।
কাঙরে হত্যে এল্য চণ্ডী বকতে ভ্রুকুট
নাঞী রকত নাঞি পুঁজ কাটা ঘা মু বুজ ।
কার আজ্ঞা কাঙুরের কামাক্ষা চণ্ডীর আজ্ঞা ॥১॥

॥ কিঞ্চ ধূলাপড়া ॥
চন্দ্র সূর্য্য দুই ভাই
চান্দ বলেন কোথায় জাই
কাটা ঘা জোড়াইতে জাই ।
রক্ত মাংস পুঁজ নাঞী ।
হাড়ে এ-কার [কার] আজ্ঞায়
কাঙরের কামাখ্যা হাড়িঝির চণ্ডির আজ্ঞা ॥২॥
গরুকে খ্যেল্যে ঢোঁড়ে
রাখাল্যা দিলে সালাজু চামারে
নাগে বধ এদিগে পর্ব্বত ওদিগে পর্ব্বত
মধ্যেখানে শিয়্যে পানি খা ।
রাখাল্যা ভেয়্যা গরু হল্য নির্ব্বিষ্যি ॥৩ গণ্ডুষ ॥৩॥

গোরক্ষনাথ গোরক্ষনাথ বলে শ্রীমহেশ্চন্দ্র রাজা
একে গেঠ্যৈ বান্ধম চোর সাপ বঘা ।
কার আজ্ঞা কামের কামিখ্যা হাড়িঝির চণ্ডীর আজ্ঞা ॥
স্বারি নোরা মোরা চণ্ডাল ছাড় ॥৫॥

১৭৯ বাঙ্গালা মন্ত্র

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৮৩। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১০½"×৩½"। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

ওঁ কৃষ্ণ স্বহায়।

সর্গের ধন মর্ত্তের মাটি সাপিনিকে লাগিল দাঁৎ কপাটি।

হায় রাম কি হল ঘা মুখে বিষ মল।

ইন্দ্রমাটি সিন্দের চোর নিদ পরেচে আঘোর ঘোর।

নিদ পরেছে গাছের পাতায় নিদ পরেছে হেঁগল মাথায়।

সুয় থাকে বসে যাগে মোর নিদিটি তাকে লাগে।

র গাইনে না কারে রা যো পো জমরারের কালিকা মা।

হারিঝিয়ের আজ্ঞা চণ্ডির পা কুম্ভ কর্ণের স্বয়নে নিদ্রা যায় নিদিটি দেয়া॥

১৮০ বাঙ্গালা মন্ত্র

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৮৪। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪½"×৩½"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন।

৴৭শ্রীদুর্গা

॥ প্রসবমন্ত্র ॥ শিবগায়ত্রী ॥

সোনাক ইন্দ্রী রূপাক ধার ধত্রী মাতা নমস্কার

প্রসাব করণে কো জাগা দেও॥

ওঁ গচ্ছন্তে সর্ব্বদেবানাং ভূত পিশাচ রক্তা মলমূত্র পবোরাণাং যমাঘা ধাত্রী দিতে ওঁ তৎ পুরুষায় ধীরমায় বিদ্মহে। মহাদেবায় ধীমহি তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥

ওঁ সিন্দুর কাহাছে আয়া কোন লেয়ায়া গৌরীসূত গণেশ লেআয়া গণেশনে ক্যা কিয়া মাতা পার্ব্বতী কো দিয়া মাতা পার্ব্বতীনে ক্যা কিয়া মাতা পার্ব্বতীকে মাথে শোহে বিন্দী ফুম্‌ল বসে পাতায় ওঁ বিন্দু মোহয় সকল সংসার॥

তেলে সিন্দুরে একত্র করিয়া মঙ্গলবারে রাখবে কেহুরিয়া পড়িয়া তার মনে দিয়া পরগায় ত্রিলক॥

ওঁ ফঁ উ সর্ব্বজন বশীকরণায় স্বাহা ১১০০০ এগার হাজার জপ ও হোম জব আতব চি.নি ঘৃত মধু কৃষ্ণতিল আম্রকাষ্ঠ যাজ্ঞ ॥

আতব এক গাঠী হলুদ এক সুপারি সনি মঙ্গলবারে রা[ত্রে] শ্মসানে ঝিলে থয়্যা কি কধ্বা (?) বাঁস কাটিয়া আনিয়া শত্রু জেখানে প্রস্রাব করে সেইখানে পাচ আঙ্গুল তাহারে গোঁ পুথিলে তস্য প্রস্রাবাদি বন্ধ হইয়া উদরিপ্রায় মরে তুলিলে বাচে মারণং হনূমতঃ মন্ত্রঃ ওঁ হ্‌ং ২ ফট স্বাহা ॥ ১১০০০ জপ ঐ হোম ॥

গোরখ চলে বিদেশ কো শঙ্কর বচন সুনায়
সাপ চোর ভেটা নাকড়া বাগ চারে
নিফল জায় দোহাই মহাবীরক ॥৩॥
পথে চারি ডেলা চারিদিগে ফেলাইয়া জাইবে গৃহে হাথতালি তিন।

গোরখ চলে বিদেশ কো নয় ব্রহ্মা কো সাৎ
সাপা চোরা বাগ মাহারা তিনো ডারে বান্দ জয় গোরখ কী ৩॥
ঐ ক্রমঃ ॥

দেবী কাটে সুত মহাদেব বুনেন জাল
এ জালে বন্দি করে বনে বাগ ভালুক বিলাল।
হাড় খায় খট মটায় দুগা শেচ্যে পেরেস
শত্তেক দোহাই হরগৌরী জো হামার বন্ধন আইস ॥

একট কুনি ঢুকত দাড় ধর কালীকে ব্রহ্ম চাড়।
পথে থাটুক বনের বাগ জলে কুম্ভীর খালেক সাপ।
দেবীকাজ্ঞাঅ অন্যত্র থাক ॥
ঐ ক্রম ॥

শরীরে বিরাজমান কি করিত্তে পারে।
গুণী হয় মারে বান দাগারের উপরে
ধ্যানে ডাকাইয়া আনি গো তোমারে
বিরাজিত হইয়া থাক আমার অন্তরে।

হরসিদ্ধি গুরুর পা কাণ্ডুরের কাবিকা মা
চণ্ডিকা আজ্ঞা হাড়িঝির পা শীঘ্রি লাগ ও ॥
॥ গায়ে ফুঁ অথবা জল খাওয়া ॥
আলে ডোবে পড়ে পা রক্ষা করিবেন মনসা মা ॥
পোকা মাকড় দুটি ভাই পথ ছাড়ি দ্যাও রমতি ঘরে জাই ॥

প্রসব মন্ত্রঃ ॥
ওয়া মা বস্তে হনুমান মামা বসে নরসিং পিছে অজয় পাল
কালিয়া [ব্রা]হ্মণ বস্তে আসরে বস্তে আজ্ঞা বীর বয়তাল।
চারি বীর মেরে অঙ্গকে সঙ্গ
চারি বীর মেরে অঙ্গকা রক্ষা করে
রক্ষা করে ঘট প্রাণছে রক্ষা করে।
জেছমে মেরো ঘট প্রাণ সওয়ানা মাননো হোক।
বজ্রকী কোঠরি ব্রহ্মা তালা বিষণ কুঁচি
রক্ষা করে দেবদত্ত গোরক্ষনাথ যতী ॥
জলপড়া তিনবার পড়িবে গর্ভবান্ধা ঘুচে।
ডানি যুতে বা হয় আত্মসারশ্চ ॥
রে রে কেস্থুরিয়া তোর বত্তিষ ডাল
তেত্তিষ কোটি ফুল ধরে বারমাস
ত্রোকা মিরে মিরে করি ফোটা।
হামকো দেখকে দেওয়ান দরবারকো লোক
সকল লোক করে হেঠমাথা ॥
ওঁ শ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণায় নমঃ স্বাহা ১১০০০ জপঃ হোমে যবাদি উপরের লিখিত আম্রকাষ্ঠ ॥
১০৮ আহুতি ॥ কুব কুব স্বাহা হ্রীং ॥
১০৮ বিল্বপত্র সঘৃত বটুকভৈরব হোম ॥

দরবারে ভিঙ্কি ভেল ভেলোটি ভেলামুখী লাগ ভেঙ্কী চতুর্মুখী
লাগবী তো ছাড়িব না ছাড়িব তো পাসরবি না
লাগ লাগ লাগ সভাযুড়ে লাগ।

আজিকে সারাদিন বসীল দুপহর বেলা তক থাক।
কার আজ্ঞা কাঙুরের কামিক্ষা কাজ্ঞা চণ্ডিকাজ্ঞা হাড়িঝির পা ॥
শীঘ্র লাগ শীঘ্র লাগ শীঘ্র লাগ ॥

হাথ বারোঁ হাথিআর বারোঁ
ছোট বড় ওস্তাদকো পাও
আমার অঙ্গে না করো ঘাও
তো কালীমাকো মুণ্ড খাও
দোহাই মা কালিকা ॥

অমাবাত্রি রাত্রে স্নান করিয়া আদ্র তৈল হরিদ্রা দিয়া ও সিন্দুর দিয়া স্নান করাইয়া তেমাথা কুলিতে তিনবার পড়িয়া আস্ত্র মারে যদি কিছু কাটিবে না ॥

॥ খোলা মন্ত্রঃ ॥

পাতকাটোঁ পতনি কাটোঁ কাটন ব্রহ্মজ্ঞানি
আপনি খুলি জাবে ধর্ম্মদরি মানি ॥
অগ্নি অগ্নি মহা অগ্নি
তোরে বান্ধি মোনে মোনে
ইছে যদি কাট করিয
দোহাই লাগে গৌরী পার্ব্বতী ॥
জল পড়িয়া চালে তিনবার দিবে ॥
জল বান্দো স্থল বান্ধোঁ বান্ধোঁ জলকী কাই
ছিটকা না পড়ে না ভিজে বুন্দ
খেঁচ বান্ধ হনুমান বীর ॥ বান্নাদি হয় না ॥
হরগোরী মহাদেব শেষ পায়ে পুঁছি নাঞী বিষ।
তিন চাপড় মার ॥
শঙ্কর বেটা কাঞী থুতুড়িতে বিষ নাঞী ॥
নাঙ্গর বেটা অক্রুর মুনি থুতুড়িছে বিষ করি পানি ॥
নাঙ্গর বেটা সূর্য্যমুনি থুতুড়ি ইত্যাদি ॥
উর্দ্ধ ধরে ফটিক বরণ সূর্য্য ভালে বিষের মরণ
কার আজ্ঞা [মহা]দেবের আজ্ঞা ॥

ছান্দ বোলে গেলো ধস্তে মর বিষ তো হাথে পোছে
কার আজ্ঞা মহাদেবকী [আ]জ্ঞা ॥
দেবি জায় পাঁও পড়ি মর বিষ তো ধাঁউড়ি
কার আজ্ঞা মহাদেবকা আজ্ঞা ॥

বান বান কৈল···বান বান বান বালি ধান
বান বান ভাজা বালি বান ।
এ বান কে চালায়া এ বান গুরু চালায়া
গুরুকে আজ্ঞাছে হামি চালাই ।
জেখানে মনে করি সেইখানে বান লাগিব ।
বৃথা জানিনা ।
কার আজ্ঞা মা পার্ব্বতীকে আজ্ঞা ।
দোহাই মা মনসার
শীঘ্র লাগ শীঘ্র লাগ শীঘ্র লাগ ॥
ওঁ কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ ॥ কৃষ্ণ গায়ত্রী

ওঁ নৃসিংহায় নমঃ ॥
॥ নরসিংহ কীলক ॥
নরসিংহ ·. .রসিংহ নরবীর
বীর গরজন্ত মেঘমালা ।
হাট বাঁন্ধোঁ ঘাট বাঁন্ধোঁ বান্ধোঁ চারি দিশা
নরসিংহ লেকে কিল মারোঁ ।
নমো চৌকী নরসিংহ বীরকী তিন তালি বজ্রকে ওয়ারি ॥
ইতি শ্রীনরসিংহ কীলং সংপূর্ণং ॥১॥

॥ হনুমান কীলক
শ্রীরামদূত প্রচণ্ডিতে রাজু পুত্র নন্দনং হং হনুমান দশক ধির···র
গম্ভীর জাওর গোরা হনুবীর ।
·হোওয়ে রাওন হোয় উদন্ততে
কো জাগাওয়ে লছমন বীর গেঞারে হনুমন্ত না হোতে ।

লঙ্কা কোন উদস্ততে আঙ্গি
পহের পচাঙ্গি পহে বোঁ বোঁ বজ্র সলাঙ্গি।
লোহেসার গজগজা লে ঠাড়া ভএঁ
হনুমন্ত বীর আজ না মার বিশ্বাস মার করোঁ নওখণ্ড ॥
ইতি কীল রাম [ি]কঙ্কর। বীজমন্ত্র শ্রীরামদূত প্রচণ্ডিতে ॥
মঙ্গলবারে বক্ষঃ পরিমিত জলে উত্তরাস্যো ভূত্বা ধারত্রয়ং মন্ত্রং জপেৎ সপ্ত মঙ্গলা-
হজপাৎ বাঞ্ছা সিদ্ধিঃ ॥

॥ কাঁকড়া বিছার ঝাড়ুনি যথা ॥
ছকারী ছকিয়ারি ছকীপিঠী কপিলা গাই ত্রিকরীপিঠী বিছী বিয়ায়।
বিছী বিছী ও মোরে রানী তোরে মারে আয়ে পানি
জবনে জাওয়ে মধুকি বাড়ি ত বলে বিথলে উতারি
দোহাই লোনা চামারকি।
দোহাই মহাদেবকি দোহাই মহাবীরকি জো বিছী পীড়ায় ॥১॥

কালীঝাপ নরসিংঝাপ তামাতে ধারণে ডাইনাদির ভয় থাকে না ॥

কাল তুলসির মূল ১খান মরিচ ৩টী ভোগ জিরা ৫টী গঙ্গাজলে বাটিয়া খাওয়াইলে অতি প্রাচিন জর তিন দিনে ভক্ষণে তিন কম্প দিয়া জায় ॥ এবং কাঁটানটিয়ার মূল গঙ্গাজলে বাটিয়া খাইলে হয় ॥
ধবল পানি কেল্যোনি ইন্দ্রকী ঝারি
ব্রহ্মাকী আজ্ঞাছে আগুন হল্য পানি।
ওঁ পানি ওঁ পানি ওঁ পানি ॥

॥ অগ্নিবারা ॥
কিঞ্চ অগ্নি বান্ধো পবন বান্ধো বান্ধো চারি দিশা
হনুমান অগ্নি বান্ধ জোল বান্ধ
সাল বান্ধ কড়াই বান্ধ চুলা বান্ধ ভাটি বান্ধ লোহা বান্ধ।
তেরি শক্তি মোর ভক্তি
দোহাই বীর হনুমানকি ॥

ধুলা কিম্বা জল ছিটা দিবে কিম্বা ফুঁ দিবে ॥
হনুমান আগুন খোল পবন খোল খোল চারি দিশা
হনুমান জোল খোল সানা খোল কড়াই খোল চুলা খোল
হনুমান ভাটি খোল গোহাড় খোল
ভেরে শক্তি মোর ভক্তি
দোহাই বীর হনুমানকী ॥

ধোবিন ধোওয়ে নিওট কাপড়া
গলে পোয়া বান্ধ সাপ খেলায়ে দোজা খোয়ে
মার মার কোড়া বান
কার আজ্ঞা মা মনসার আজ্ঞা ॥
গামছা কোড়াতে ডাকনওয়ালাকে মারিবে ঝাড়িতে হয় না।

ধুলা নাড়োঁ ধুলা চাড়োঁ ধুলা করয় সার
এ ধুলা অমুকার অঙ্গে রক্ত নাঞী আর ॥
রক্ত বন্ধ হয় ॥
উত্তরছে একাই চণ্ডী রক্ত হোয়ে ভুষণ্ডী।
নাঞী রক্ত নাঞী পুঁজ কাটা খায়ে মুখ বুজ।
কার আজ্ঞা কাওরের কামিক্ষাকা আজ্ঞা।
চণ্ডিকা আজ্ঞা হাড়িঝিকা পা
শীঘ্র লাগ শীঘ্র লাগ শীঘ্র লাগ ॥
ধুলাপড়া ॥

॥ কানামন্ত্র ॥
ছুচ নাড়ো ছুঁচ চাড়োঁ ছুঁচ করো সার
এ ছুচ অমুকার অঙ্গে রক্ত নাঞী আর।
কার আজ্ঞা মহাদেবকা আজ্ঞা ॥

১৮১ দোহা

রচয়িতা রূপগোস্বামী, তুলসী, কবীর

পুঁথিসংখ্যা ৪৯৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৩″ × ৪½″। লিপি আ. ২০০ বৎসর আগের। দ্রষ্টব্য শ্রীসুদর্শন, ১৩৫৭, ভাদ্র, বাঙ্গালী বৈষ্ণবের হিন্দী কবিতা, প্রবন্ধ।

৭শ্রীশ্রীরামঃ ॥

॥ শ্রীরূপগোস্বাঁমির দোহা লিক্ষ্যতে ॥

ডহক বহক বহুত ফিরেতেহে ভক্তি না জানে কোই
বিন্দাবনমে ভক্তিদাতা রূপ সোনাতন দোই।
রাগানুগা ভজন করো করো ব্রজ কি রিত
নন্দ নন্দন পাওগে ত করো রূপ সোপ্রিত।
নেহি নেহি এ দো দোহা এহ রসকে ভূপ
জাতি কুল মজ্যাদা খোকে ভজ সোনাতন রূপ ॥১॥
রূপ রসকে সরোবর জান ভজন করো বাস করো কুণ্ড দুই
রাধা কৃষ্ণ ধ্যান করো তো রূপানুগা হোই।
মতি ফাটে মোন মিলে মন ফাটে সোনা হোয়
ওছা ছোছিতি করে আখের সব কুছ খোয়।
রূপ রঘুনাথ কো ভজন বিনে জো জিএ জগত সংসার
আত্মা না মরূত বনায়া জেছে মালাকার।
রূপ না ম্মোঙরে ম্মোঙরে রঘুনাথ
হেন জনার সঙ্গে মোর নাহি সাথ ॥২॥ ১খ]
রূপ রূপ সব কোই কহে মনমে উপজএ রঙ্গ
রূপ না জানকে রূপ কহায় করে ভজনকা ভঙ্গ ॥৩॥
হরিকে ফিরে ন পয়উ ঘর লোভ ফিরে সব দেস
মন লাভ তু কহি উজর ভক্ত উজর কেস।
সাহেব সো সেবক বড়া জানায়া ভগবান
ছমুদ্র বাঁন্ধা রঘুনাথ হৃদ গেঁও হনুমান ॥৪॥

॥ তুলুসিদাসের দোহা লিক্ষ্যতে ॥
তুলুসি সত্য বচন অক্ক অধিনতা পরত্রিয় মায় সমান
এতে পরহর জো না মিলে তুলুসিদাস জবান ॥৫॥
তুলুসি দুদিন হিত অনহিত হো জায়
বধিক বধো মৃগবাহন তে রুধির দেত বাতায় ॥৬॥
তুলুসি সমরথ সোই জব তব আওয়ে কাম
লঙ্কা দিয়ে বিভিসনে বড়া বিপদমে রাম ॥৭॥
কুঞ্জর মুখতে কন গিরো তাতে ন টুটে আহার
সোনে চলে পপেহেরি পরপোসন পরআর ॥৮॥
জেছকো পাওকো পনিহা নাহি নাহি ওছকো গজরাজ ২ক]
বিখি দিতে বিখমাদিত্য আজব গরিবনেওআজ ॥৯॥

অনছে তনথা কাহা গরআই মরনেক সরমে রহনে না পাই।
জো সব লোক জতন করি পালে নেহি নেহি করি বাহির ডালে ॥১০॥
তেল ফুলেল মঙ্গল জেই অঙ্গা আখের জলতাই কাঠকি সঙ্গা।
কহত কবির যুন মোন মেরা আখের অহি গতি হোয়গি তেরা ॥১১॥
জব জোমরাজ কিএ হো পয়ান চুফতি ফিরে কুঠরি কুঠরি
আওয়ে তলবদার ছোড় ছোড় নগরি।
নেই জান মায়া সঙ্গে চলঙ্গি জোরি ধরো কোড়ি কোড়ি
খেনএক বিলম্ব কর জমরাজ সমকন দেহ বগরি বগরি।
কহত কবির ষুন লোক নর এহ মায়া ডুনিঞা বিগরি ॥১২॥

॥ পরিশিষ্ট (ক) ॥

পুঁথিসংখ্যা ৭। চৈতন্যচরিতামৃত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ। লিপিকাল ১১৪৯ সাল, ২৭ বৈশাখ। রচনার তারিখ, সাকে সিন্ধাগ্নিবানেন্দৌ জৈষ্টে বৃন্দাবনান্তরে, সূর্য্যাহ্ন সিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোয়ং সম্পূর্ণতাং গতঃ। ১১২খ]

পুঁথিসংখ্যা ৬০। অঙ্গদের রায়বার। কৃত্তিবাস। লিপিকাল ১২০০ সাল, ২৬আশ্বিন। লিপিকর শ্রীপঞ্চানন আস, সাকিম দৈবকিনন্দনপুর।

পুঁথিসংখ্যা ৭০। উজ্জ্বলের কিরণ। অজ্ঞাত। পুস্তকমিদং শ্রীযুত মদনমোহন অদিকারি, সাং বিরভূম পরগনা মদ্ধে আদিত্যপুর। সাক্ষর শ্রীরামসঙ্কর দাষ চন্দ সাং হাজীপুর পঃ জাহানাবাদ, সন ১১৮৮ সাল, তারিখ ২৩ শ্রাবন। জথা দৃষ্টং তথা লিখীতং লিক্ষকো দোস নাস্তি।

পুঁথিসংখ্যা ৮৩। পুষ্পিকা, নকলকার আস দাসস্য দাসানুদাস ॥ ইতি ॥ পূর্ব্বের লিখিত গ্রন্থ পত্র হৈল জরা, লিখিতে কাঁপএ কর আ[মি] বৃদ্ধ মারা। সকাব্দা আমার জর্ম্ম ১৬৭৮ সকে জর্ম্ম মধুমাসে, ১৭৪৮ সতের সওা য়ষ্ট চল্লিস সকে গ্রন্থ নকলি ফাল্গুনের পঞ্চদস দিবসে। য়ক্ষরের বৃতিক্রমে না করিহ রোস, সব শ্রতাগনের পায় মাগ্যা নিলা দোস। য়তি দিনহিন আমি বড় ভুরাচার, শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপা করি কর মোরে ভবসিন্ধু পার ॥ নকলকার শ্রীপঞ্চানন য়াস দাসস্য ॥ উমের সন ১১৬৩ সালে চৈতত্র মাসে। জর্ম্ম। ১২৩৩ সালের ১৫ ফাল্গুনে সমাপ্ত ॥ ইতি ॥ প্রসঙ্গতঃ পুঁথিসংখ্যা ৪৭ দ্রষ্টব্য।

পুঁথিসংখ্যা ৮৯। সত্যনারায়ণলীলা। রচয়িতা শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১২৭৪ সাল। রচনাকাল ১৩০৩ সাল। লিপিকাল ১৩৪৯ সাল, ২২ চৈত্র। লিপিস্থান শান্তি-নিকেতন। লিপিকর লেখক মহাশয় স্বয়ং। সাং যশাইকাটী। প্রবর্তক উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সাং রামনারায়ণপুর, পং বালিয়াকাথুলিয়া, বসিরহাট, চব্বিশ পরগণা। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৩। আকার ১৩" × ৮½"। আধুনিক কাগজ। লেখক মহাশয় বঙ্গীয় শব্দকোষ ও অন্যান্য গ্রন্থপ্রণেতা। বিষ্ণুর দশ অবতারের স্তব এই পুঁথিখানির বৈশিষ্ট্য। গতানুগতিক গল্পকাহিনী তিনটিই অনুসৃত হইয়াছে, (১) কাশীপুর গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যমোচন, (২) কাঠুরিয়াভবনে ও (৩) বণিগ্‌ভবনে পূজাপ্রচার। দশ অবতার স্তবের নমুনা,

[১২ প্রলয়ে রাখিতে বেদ মীনের আকার বিশ্বের ধারণে আদি কূর্ম্ম অবতার।
দশনাগ্রে সৃষ্টি ধর কোলরূপে হরি ভক্তবশে দুষ্ট নাশে তুমি নরহরি।
বলির ছলনে রূপ বামন ব্রাহ্মণ জামদগ্ন্যরূপে ক্ষত্রকুল বিনাশন।

অভিরাম রামরূপে রাবণ সংহার বলরাম হলধর রোহিণীকুমার।
অহিংসা প্রচারে বুদ্ধ শুদ্ধোদনসুত কল্কিরূপে ম্লেচ্ছনাশ বেদমার্গচ্যুত।
দশ রূপে দুষ্ট নাশ শিষ্টের পালন নানা অবতার কথা গান ভক্তগণ।

শেষ,

সত্যনারায়ণ ব্রত কথার প্রচার ক্রমে এইরূপে হয় ভুবন মাঝার।
চরণে শরণে যাঁর মায়ার বিনাশ স্মরণে যাঁহার নাম মুক্ত ভবপাশ।
অপার সংসাররূপ দুস্তর সাগরে চরণতরণী যাঁর পার করে নরে।
শ্রীহরির পাদপদ্ম হৃৎপদ্মে ধরি সত্যনারায়ণলীলা রচে দ্বিজ হরি॥ ১২]

পুঁথিসংখ্যা ৯২। ব্রাহ্মণ বন্দনা। কানাই দাস। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪। আকার ৯১/৪"×৩১/২"। পাঠক শ্রীশ্রীকান্ত নন্দী, সাং মানকর, সন ১২১১ সাল, তারিখ ২৪ আগন। নমুনা,

[৩খ এমন ব্রাহ্মনপদ সেব সর্ব্বক্ষন ব্রাহ্মনে জে নিন্দা করে অধম দুর্জ্জন।
আমার জতেক দোস না লবে ব্রাহ্মন নফর করিঞা লঞা আইলে এ ভুবন।
কাএস্ত নফর করি আইলে সংসারে ব্রাহ্মনদুয়ারে কেবল নাছের কুকুরে।
[৪ক শ্রীগুরুব্রাহ্মনবৈষ্ণবপদে করি আষ ব্রাহ্মনবন্দনা কিছু কহে কানাই দাষ।
ইতি ব্রাহ্মনবন্দনা সমাপ্ত॥

পুঁথিসংখ্যা ৯৫। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পাতড়া। পত্রসংখ্যা ১(৩)। নমুনা,

[৩খ নহি সত্তরে গুরুজনার ডরে বিলম্বে বাহির হল্যাম,
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিঞা কতেক না যন্ত্রনা দিলাম।
আজিকার দুখ সুখ করি মানো আমার দুখের দুখি,
চণ্ডিদাস কহে বন্ধুর পিরিতি সুনিঞা জগত সুখি।

লছিমা রাজার স্ত্রী পরম সুন্দরি বিদ্যাপতি আস্বাদিল রসের মাধুরি।
একদিন সিবসিংহ বিদ্যাপতি লঞা কহিতে লাগিলা কিছু নৃভৃতে বসিয়া।
রাধা দেখি কৃষ্ণ জদি এখনি আইলা পূর্ব্ব নর্ম্মসখাগনে কহিতে লাগিলা।
এইমত এক মত করিঞা বর্ণন আমারে সুনায় জদি জুড়াক স্রবন।
লছিমারে না দেখিলে না পারি বর্ন্নিতে সমস্ত দিবস গেল ভাবিতে ভাবিতে।
কোন ছলে গোধুলি সময়ে কবিবর প্রবেস করিল গিয়া গহন ভীতর।
সকেলা হইঞা সেই লছিমা সুন্দরি দর্পনে দেখয়ে মুখ আপন মাধুরি।
হেনকালে বিদ্যাপতি বাহিরে দেখিলা ইসত হাসিয়া রামা অভ্যন্তরে গেলা।

মদনে পিড়িত কহি না পাইল দর্সন   নিজ ভাবে কৃষ্ণভাব করিল বর্ণন ।

তথাহি পদং ॥

গোধুলি পেখলুঁ বালা   জব মন্দির বাহির ভেলা ।

থুরি দরসনে আসা না পুরল   বাড়ল মদনজালা ।

অলপ বয়েস বালা   গাঁথনি অপরূপ মালা ।

নব জলধরে বিজুরি রেহা   দন্দ বাড়াইঞা গেলা ।

গোরি কলেবর সোনা   কাজরে উজর সোনা ।

কেসরি জিনি··· ৩খ]

পুঁথিসংখ্যা ১১৯ । গোবিন্দমঙ্গল (প্রহ্লাদ চরিত্র) । কৃষ্ণদাস । লিপিকর শ্রীত্রিপুরাচরণ দাষ মিত্র, পরগনা সমরসাহী, থানা রায়না, চোকী কাইতি, সামিল সেহারা, জেলা বর্দ্ধমান । পঠনার্থ শ্রীসোনাতন কুম্ভকার, জেলা হুগিলি, থানা জাহানাবাদ, চোকী বালি, সামিল মিনিক্কির বেড় । সৌনাতপুরের শ্রীশ্রী৺দেবত্তর জাবতুপায় (?) বসিয়া পুস্তক লেখা গেল ॥ বৃস্পাতিবার বেলা ১॥ দেড় প্রহরের সময় সায় হইল : ॥ ইতি সন ১২৫৭ বার সও সাত্তায় সাল তারিখ ১৪ অগ্রহায়ন ।

পুঁথিসংখ্যা ১৩১ । লিপিকাল সন ১১২০ সাল । লিপিকর স্বরূপ নারায়ণ ঠাকুর । (?) প্রাপ্তিস্থান আকুই-গবপুর (বাঁকুড়া) ।

পুঁথিসংখ্যা ১৪১ । এই পুস্তক শ্রীমতি কৃষ্ণমনি দাসি । সাকিম বহুবাজার, সন ১২০৯ সাল, তারিখ ৬ কার্ত্তিক, কৃষ্ণপক্ষ দশমী, রোজ বৃহস্পতিবার ।

পুঁথিসংখ্যা ১৬১ । স্বাক্ষর শ্রীবৈষ্ণবচরন দাষ, সাং মমরেজপুর, পরগণে সমরসাহী, সরকার মন্দারন, সন ১১৮৩ সাল, পঠনার্থে পুস্তক শ্রীরমাকান্ত কোঙর, সাং ছোটবৈনান, শ্রীবলাই পোতদারের দহলিজে সমাপ্ত হইল । তারিখ ১ মাঘ, রোজ রবিবার, বেলা এক প্রহরের সময় ।

পুঁথিসংখ্যা ১৮৩ । লিপিকাল সন ১২০৪ সাল, ২ মাঘ শুক্রবার, কৃষ্ণপক্ষ । পুস্তক শ্রীসাধুচরন দত্ত, সাকিম রসিকবাজার । তর্পে সাহানামপুর খারিজি । জিলা বিরভোম ।

পুঁথিসংখ্যা ১৯০ । ধর্ম্মমঙ্গল । রূপরাম । ভনিতা, অনাদ্যমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়, জারে কৃপা করিল ঠাকুর চান্দরায় । লিপিকাল শক ১৬৪২ । ধর্ম্মদাসের ভনিতাও আছে ।

পুঁথিসংখ্যা ২১০ । জগন্নাথ বন্দনা । দয়ারাম । লিপিকাল সন ১২০৭ সাল, তারিখ ১৩

রোজ। ভনিতা, দ্বিজ দয়ারাম কহে ক্ষীরগ্রামে বাস, হরিধ্বনি করিলে হয় পাপের বিনাস।

পুঁথিসংখ্যা ২২৮। গান। মহিম। লিপি ১৩০১ সাল। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২৫। আকার ৯"×৫½" খাতা। ৫০টি গান আছে। ভনিতা, মহিম বলে মা মা বলে উঠবো কোলে শোন রসনা, ভবে মা বিনে আর কেউ নাই আমার, করবো মায়ের উপাসনা।

পুঁথিসংখ্যা ২৬৭ (ঙ)। জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কারের পত্র। শেষাংশ উদ্ধৃত হইল। পুঁথিটির উল্টাপিঠে সর্পবন্দের ছক আছে।

এইক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনে বনয়ারি বিলোকনে বিপিনবিহারী গোলোকগামী
মহাশয়রা জাঁর পুত্র তাঁকে পূর্ব্বে এক পত্র কবিতায় লিখ্যেছিলাম আমি।
তাহাতেই অনুরাগী হয়্যা রামনাল আরোজেগী দ্বারা এক আজ্ঞাপত্রী দিয়া
বারসও তিন সালে আজ্ঞা করি রা[ম]নালে বনয়ারি নামার্থ জিজ্ঞাসিয়া।
তাহাতে নবনবার্থ স্তনাইতে সে বাক্যার্থ অনেক বিচার হইয়া পরে
হৃষ্ট তুষ্ট হইয়া কৃপা প্রকাশিয়া অনুকম্পা স্বাদর করিয়াছিলেন মোরে।
যুগল চট্টরাজ আদি রামজয়াচার্য্যাবধি বিজ্ঞাতা প্রাচীন আমলা সব
পরের জত বৃত্যান্ত পত্রীয় নহে একান্ত সময় পাইলে নিবেদিব।
তাৎকালীন এক কবিতা উভয় নাম সম্বলিতা পৃষ্ঠে লিখি সর্পবন্ধ নাম
পূর্ব্ব পরিচয় হেতু লিখিতেছি গুণসেতু বিচারি জানিবেন গুণগ্রাম।
মাঘস্য চতুর্ব্বিংশতি ঘস্রে অর্দ্ধোদয় তিথি বার সও তেতাল্লিষ বৎসরে
নিবাস নান্নুর গ্রাম শ্রীজগদ্দুর্লভ নাম নিবেদয়ে এ ন্যায়ালঙ্কারে।

পুঁথিসংখ্যা ২৬৮। ছাড়পত্র বা পারমিট (*permit*)। বিবরণের জন্য দিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানার মুখপত্র *The Indian Archives, vol. I, no. 3, (July 1947), p 250* দ্রষ্টব্য। প্রাপ্তিস্থান শান্তিনিকেতনের সন্নিহিত তালতোড় গ্রাম।

পুঁথিংখ্যা ২৮২। জ্যোতিষের পাতড়া। বিজোটন খোনার বচন। জলচর বনচর না করি সঙ্গ, ভেড়া দেখিঞা যুবতির ভঙ্গ। কাঁখড়া কলসে করে টানাটানি, তুলা মচ্ছে নাঃ পীয়ে পানি। দিগস্থূল। একে স্তকে পচ্ছিমে বাধে, উত্তরে মঙ্গ[ল] বুধ রোধে, সোম সনিশ্চর পুর্ব্বে বাধে, একা বৃহস্পতি দক্ষীনে রোধে। নক্ষত্র দিগষুল। উত্তরে হস্তা দক্ষিনে শ্রবনা, পুর্ব্বে যস্বিনি না করি গমনা, পচ্ছিমে জাইতে রহিনি রোসে, শ্রীহরিসংঙ্কর বাহুড়ে না আইসে ॥ ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ২৯৪। লক্ষ্মণের শক্তিশেল (নাটক)। শ্রীনাথ কবিভূষণ। জীবিতকাল

ঊনবিংশ শতক। নিবাস বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার ছোটবৈনান গ্রামে। ইঁহার বংশধর এখনও বর্ত্তমান। নাটকটি এককালে দক্ষিণ বর্দ্ধমান অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। আমরা ইহার খণ্ডিত অংশমাত্র উদ্ধার করিতে পারিয়াছি। পত্র ৩৯, খাতার আকার ৮½×৭"। রচনার নমুনা,

রাবণ। মনমোহিনি।...আমায় আর সামান্য মোহিনী মোহকরী মায়ায় মুগ্ধ করে নিত্যধনে বঞ্চিত করো না। জীবনেশ্বরি, জীবনধন বহু যত্নের ধন সত্য বটে, আমি ত অযতনে পরিত্যাগ করি না। জীবন রক্ষার আর ত উপায় নাই। দেখ দেখি বিধুমুখি যখন সীতা, সীতা শিলীমুখী লঙ্কাভিমুখী হয়েছেন তখনই রক্ষকুলকণ্টক কর্ত্তন করেছেন। তখনই ত জীবন গিয়েছে। তবে সেই যত্নের ধন জীবনধন সযতনে রামচরণে অর্পণ করাই কর্ত্তব্য। এতে বাধা দিও না। প্রিয়সি, প্রিয়জনের প্রিয় কার্য্যের প্রতি প্রতিকূলতা করো না। করে ধরি আর আমায় কিছু বলো না। আমি কোন দোষের দোষী নই। ইত্যাদি।

গানের নমুনা,
যদি জীবন যায় হে দীনের দীনবন্ধু দারুণ বাণে,
কেমনে রয় হে দয়াময় নাম তব ত্রিভুবনে।
ত্রিগুণে ত্রিতাপ হর গুণময় গুণাকর
তোমায় শরণ করেন হর সময় কাল হরণে।
তোমাতে সকলি বিধি বিধিরে দিয়েছেন বিধি
এ কেমন অবিধি বিধি এ বিধি অধীনে।
তোমাতে সকলি হয় সৃজন পালন লয়
কৃপণতা কৃপাময় করো না করুণাদানে॥

পুঁথিসংখ্যা ৩১৮। গঙ্গাবন্দনা, পদ। গোসাঞি বলভদ্র। লিপি ১২৫৮। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫। আকার ৭"×৫"। ভনিতা, গোসাঞি বলভদ্রে ভনে কিঞ্চিৎ সাহস মনে কৃষ্ণের...ইত্যাদি। কীটদষ্ট।

পুঁথিসংখ্যা ৩৩৫। তথাহি-র পর, বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহদিতৌ। গৌড়-দয়ে পুষ্পবন্তো চিত্রৌসন্দৌ তমোনুদৌ॥২॥অশ্চার্থ্য॥১খ] [২ক না শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দো প্রভুং বন্দে॥ কিংমশৃব্ব্য॥ নাম্বয়্য মাধুয্য বেহার অবা [খণ্ডিত] মাশ্রিত॥ সহোদিতো॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং নিত্যানন্দৌ একত্র য়েকশহ উদঅ হইয়াছেন॥ শে কো [খণ্ডিত] কারর্ণবে: অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে: সকলজনকার্য্যে: কল্পপস্তেজ্রার্য্যে: সপ্তম বৈভব: শুভ-মন্ত্রাধিকার॥ চতুর্দ্দশ ভুবনান্তরে: ভুলোকেন্তে: ধরনিক্ষেত্রে: জম্বদিপে: মনুষ্যরূপে:

ভাগবতবর্ণ্যে ত্রিভুবনহর্ষে : পুরন্দরমিশ্রে : বিপ্রকুলসাশ্রে ॥ শচিমন্দিরে : সুরধনীতিরে : নবদ্বিপ গ্রামে : বিশ্বম্ভরনামে : বিশ্বরূপ ধামে : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে। গোউ[ড়]মণ্ডলে শ্রীউ[দ]য়াচলে : দি[জ]রাজকুলে : সূর্য্যচন্দ দোহেঁ উদিত ॥ না দিবাকরো নীসাকর তির্য্যাবন্নে রবিচন্দ্র ॥ নিশাগতে : দিবাআরম্ভে ॥ পুস্পবন্তো ॥ দ্বাপরযুগে : শ্রীরাধাকৃষ্ণ : রাশাদি বেহার। পূর্ন্নচন্দ উদিতে : অথে পুষ্প বিকশিতে : ভাবরাশাদি : বেহার ॥ কলিদিবা আগতে : গগনমণ্ডলে : পুর্ব্ব শৈলে : অরুনছটা : দিপ্তমানো : দিবারাতো ॥ এমন শমএ : পুস্পপ্রফল্ল : নাম্বা পর : নিত্যানিলাপুস্প ॥ না উজচন্দো : কুশম শুগন্ধো ৷ তৎরবি উদয়ে : পদ্মঁপ্রফল্ল শুগন্দো ॥ কৃষ্ণ ২ক] লিলাগতে : শুক্লাপক্ষারম্ভে ॥ শুক্লগৌর ক্রমেন : শুক্লত্তিশা ॥ গৌরপ্রফুল্লতা : নবদিপনগরে : লাবন্যরূপ কল্পবৃক্ষে : নবধাভক্তি মুলে : প্রেমাঙ্গ প্রফুর্ল্য ॥ চিতোকথনং ॥ অত্যাশ্চর্য্য : চতুদশলোক : চমৎকার ৷ সক্ষৌ কিং ॥ না সুখদ : সর্ব্ব জিবাদিসু দাঅক ॥ আর সর্ব্বহিতকারক ॥ তমনুদো ॥ কিং ॥ যগমাআ আঙ্গানাদি : তমনাশাঅচ : আর যুগধর্ম্ম : সংকির্ত্তনাদি : সপ্রেমভক্তি : প্রকাসয়েৎ ॥ আর এ ব্রর্ম্মাণ্ডে কিরর্নাক দিপ্ত্যা ॥ তথাহি ॥ যদদ্বৈতং ব্রহ্মঁপ্রনীসদি : তদপশ্য তনুভা য়যাত্যা অন্তর্জ্জামি পুরুশ : ইতি সোহস্যা : সবিভব ॥ সড়ৈস্বর্য্য : পুন্ময় ইহ ভগবান শশ্বয়মং : ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণার্জ্জগতি : পরতর্ত্ত পরমিহ ॥৩॥ য়দ্বৈতং ব্রহ্মোঁপ্রনীসদি ॥ কথনং ॥ য়াগত পালনহেতুনা য়দ্বিতি অব্রহ্মঁস য়েক ব্রহ্মঁ জোহোঁ ব্রহ্মঁ পালকহেতু ॥ যার মহিমা উপনীসদে বেদয়াগম পুরানে ননীস্তয় যথা ॥ অপিচ জ্ঞানকর্ম্মপাসকানাং ॥ তদপশ্য কিং ॥ আদি অপুরুশ জার তর্ত্ত ব্রহ্মাদি বিষ্ণু এবং সর্ব্ব দেবগনের অগোচর হএন [খণ্ডিত] ন হেতু সেই আদি পুরস তা হঅ ॥ আর শ্রর্ব্বদেবে পশ্যতা করেন ॥ যথা অনুভাকথনং [খণ্ডিত] ২খ] [৩ (?)ক চোদ্দ টিকা (?)] ব্যতিরেক ব্রহ্মঁ জাহা বিনে আর দ্বিতিঅ ব্রহ্মঁ নাস্তিও ॥ এমন জে অদিতিঅ ব্রহ্মঁ বেদাগমপুরানে ত[খণ্ডিত]দি সর্ব্বসাস্ত্রে বেদঅগ্রে বেদশীরোমনি মিমাংসা করিয়াছেন ॥ জার জ্ঞান ভাবনাতে গম্য করে[খণ্ডিত]বল যোতিমঅ ব্রহ্মঁ বিতিরেক আর কেহ হঅ না ॥ এমন জে ব্রহ্ম প্রদার্থ যার প্রভা হৈতে অনন্ত কোটি ব্রর্ম্মাণ্ডের বৈভব॥কি না ঐশ্বর্য্য হএন তিহো এই শ্রীকিষ্ণচৈতন্যের অঙ্গপ্রভাদিপ্ত কিরণ জে তা হয়েন। আত্মা অন্তর্য্যামি পুরুশ ইতি ॥ কথনং ॥ ন জেঁহো পরমাত্মা তেহেঁ সর্ব্ব অন্তর্যামি পুরশ ॥ যার নীরূপন করিঞাছেন সংক্ষাজোগাদি সাস্ত্রে সনকাদি মুনিন্দ যোগেন্দ সকল এবং ধ্যান যোগোমন্তে গম্য করিআছেন ॥ স্বয়শ্যাং কিং ॥ হৃদিপদ্মেঁ কমলাশনে সৎ চিৎ আনন্দ পুরুশ ॥ সবিভব ॥ কিং ॥ এমন জে সৎ চীৎ আনন্দ পুরুষ ॥ তেহো স্থাবর জঙ্গম কিটপতঙ্গাদি জলচর স্থলচর সর্ব্বভূতে নিবাস করেন ॥ এমন জে আত্মারম তিহোঁ এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের অংশের বৈভব রূপ ঐশ্বয্য তা হন ॥ শাড়ৈশোর্য্যৈ পুন্নয় ॥ কি ॥ শাড়িকৃষ্ণ

চৈতন্যচন্দ্র তার তদেক আত্যা ॥ শ্রীবলরাম ॥ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র ৩ক] [৩খ শ্রীঅদ্বৈতাদি-
চন্দ্র ॥ শ্রীগদাধর পণ্ডিত ॥ শ্রীবাশুদেব ঘোশ ॥ শ্রীবাস পণ্ডিতং ॥ স্ব স্ব অংশং ॥ কি ॥
জিহোঁ ছয় ঐশ্বর্য্যে পুর্ন তিহোঁ এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং ভগবান ॥ সর্ব্ব অবতার
সিরোমানি ॥ এই প্রিথিবিতে মনুষ্যরূপে অবতির্ণ হইলেন ॥ ন চৌতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ ॥ কথনং ॥
...এই যগৎ সংসারে পরম ইস্বর তা হন ॥ ইহা হৈতে উৎকর্শি বস্তু আর
নাঞি ॥ তথাহি ॥ অনপ্রিত চরিং চিরাৎ করুনা আবর্তির্ণ্য কলৌ ॥ শমর্পয়তু
মর্ন্নোতো জলরসাং স্বাভক্তিশ্রিঅং ॥ হরিঃ পুরট শুন্দর দুতি কদম্ব সান্দীর্পতঃ সদাহৃদয়
কন্দরে যফর ভব সচিনন্দন ॥২॥...কদাকশ্চিনকালে যেসব প্রেম ভক্তি চরিত্র এমন [খণ্ডিত]
মভক্তি ॥ নৈঞা চিরকালের প্রেমভক্তি জেবে সমর্পন তা করিলেন। করুনা অবতির্ণ
কলৌ ॥ কিং [খণ্ডিত] করুনাতে কৃপাবতির্নৌ তা হএন কলিজুগে সর্ব্ব জিবে সমর্পন তা
করিলেন। স[খণ্ডিত] ৩খ] [৪ক সকল জিবে সমতা ভাব তা করেন ॥মর্ন্নতৌ জলরসাং ॥
কিং ॥ মন্নোতোজ্জল জে রশ ॥ সে কেমন ॥ সর্ব্ব উৎকর্শ সর্ব্বা আকর্শন। মহামদক
মহারাজন ॥ শ্রীনন্দনন্দনের জে সুর্দ্ধমাধুর্য্য জে সে মহার্জল রূপদিপ্তায়মান ॥ জে রূপে
মন্মথের মনকে মথন করেন ॥ এমন জে উজ্জল রশরাজ শৃঙ্গার তার আশ্রয় হইআছেন
শ্রীরাধিকাজিউ ॥ অতএব আহলাদিনী সক্তিরূপ জে আত্মরস তাহা শ্রীকৃষ্ণকে
আস্বাদন করান ॥ অতএব তাকে উজ্জল রশ কহি ॥ সেই রশেতে শ্রীরাধিকা
নিত্যস্নান করেন ॥ লাবন্যামৃত ॥ তারুন্যামৃত ॥ কারুর্ন্যামৃত ॥ আর পঞ্চগুন ॥
পঞ্চবান খেপন করেন ॥ সব্দ ১ ॥ গন্ধ ২ ॥ রূপ ৩ ॥ রস ৪ ॥ স্পর্শ ৫ ॥ বানপঞ্চ কিং ॥
স্তম্ভন ॥ উন্মাদ ॥ মোহন ॥ সোশন ॥ উচ্চাটন ॥৫॥ এই পঞ্চবানে মহা আকর্শন
হৈয়া দুহু অনুরাগে নিত্যমাধর্য্য আস্বাদন করেন ॥ রূপমাধুর্য্য ॥ গুনমাধুর্য্য। নিলা-
মাধুর্য্য। বিলাসমাধুর্য্য ॥ ইহাকে শুর্দ্ধমাধুর্য্য কহি ॥ ইহাকে শুর্দ্ধ পরকিআ কহি ॥ আর
গোলোকের প্রে[খণ্ডিত]শ্রীব্রজেন্দকুমার ব্রজের সহ নিত্য করেন ॥ বেহার ব্যেবহার ॥ এমন
জে প্রেমভক্তি ॥ নিত্যনীলাঅ আদি অপ্রেমামৃতো ॥ জার অনন্ত কোটি ব্রহ্মারুদ্রাদি নারদ
শুক শনকাদির দুল্লভ ॥ জাহাতে আপনে চমৎকার হয়েন এমন জে শ্রীমতি রাধিকার প্রেম
প্রনমহিমা আরভদিঅ। তত প্রেম তৎস্বরূপ এই তীন বাঞ্চা লৈঞা ৪ক] [৪খ [খণ্ডিত]
হইআ। শ্রীচৈতন্যনাম ধারন করিঞা ॥ হরিধ্বনী হুঙ্কার করিঞা আর সর্ব্বজিবে চেতন
করিআ চিরকা[খণ্ডিত] আদিঅ উজ্জলরশ। শা ভক্তি প্রেম বিতারন জে তা করিলেন ॥
শাভক্তিশ্রিঅং ॥ কিং ॥ না কলি ঘোর তমচ্ছর্ন্ন জিবে করুনা কর্য্যা ॥ উত্তমা সর্ব্বজিবে
গোলোক ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য নামলিলা গুনচরিত্র সংকির্ত্তনাদি ॥ সর্ব্বপ্রকারে শমর্পনতা
করিলেন ॥ শের্ব্বতের অগোচর ॥ অষ্টাদশ সিদ্ধি। আর চতুর্বিধা ভক্তি। আর জে

কর্ম্মজ্ঞান যোগসম্বন্ধ মিশ্রিতা ভক্তি এ শকল সাধনের অপ্রাপ্তি। সে পরম গোপনীয় গুহ্যাতিগুহ্য ॥ হরি ॥ কিং ॥ হরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র তেঁহো হরি সিংহ অবতির্ণ ॥ কোথা ॥ নবদ্বিপে উদঅগীরি সিখরকন্দরে। হরি বিরসিংহ কেশরিবৎ গর্জ্জন ॥ হরিধ্বনী ॥ সিংহনাদ ॥ বিরশিংহ চুড়ামনী ॥ শ্রীকৃষ্ণ ॥ বিক্রম চতুর্ব্বিধ প্রকার। মুদ্ধবির দআবির ধর্ম্মবির কৃপাবির ॥৪॥ পাশণ্ডদলন কারন নীজ প্রেম ভক্তিদান দীনহিনের পরিত্তান॥ দারিদ্রখণ্ডন আর নীজ ধর্ম্মস্থাপন বির সর্জ্জা অস্তসাস্ত ॥ পতর্কা শ্রীমতভাগবত ॥ নিশান মৃদঙ্গ করতাল ধ্বজা তিলক মালা নোহসিল ॥ মোহরছার। আগুআন শ্রীঅদৈতচন্দ্র সেনাপতি শি নিত্যানন্দচন্দ্র ॥ সেনা শ্রীবাসাদি পারিসদ ॥ ৪থ]

পুঁথিসংখ্যা ৩৮০। রামায়ণ। কবিচন্দ্র। ভনিতা, রচিলেন কবিচন্দ্র রাঘবকির্ত্তন, নায়েকে করিবে দয়া কৌষল্যানন্দন।

পুঁথিসংখ্যা ৩৮১। তুলসীচরিত্র। দ্বিজ ভগীরথ। লিপিকাল ১১৯০ সাল। ভনিতা, স্থন স্থন ওরে ভাই মন দেহ ইথে, তুলসির মাহাত্য কহে দ্বিজ ভগিরথে।

পুঁথিসংখ্যা ৩৮৬। গঙ্গাবন্দনা। দ্বিজ নিধিরাম। সঅক্ষর শ্রীবুধারাম দেবসর্ম্মনঃ। পঠনার্থ শ্রীমহেসচন্দ্র দেবসর্ম্মণঃ, সাং গোপালপুর, পরগনে সমরসাহি, সোন ১২৩২ সাল। দ্রষ্টব্য বর্ত্তমান পুঁথিসংখ্যা ৪৪৫ ও ক ১৫৮৮, ১৪৯৩। ভনিতা, ভনে দ্বিজ নিধিরাম পুরহ মোনের কাম জেন তারিনি বলিতে প্রান জায়।

পুঁথিসংখ্যা ৩৮৮। দাতাকর্ণ। কবিচন্দ্র। লিপিকর শ্রীগরিবদাষ মণ্ডল। লিপিকাল…। পঠনার্থ শ্রীনারায়ন মণ্ডল। ইহার দক্ষিনা কাগজ যুদ্ধ ।/১০ সাড়ে পাচ পোন কৌড়ি।

পুঁথিসংখ্যা ৪০৩। যোগাদ্যার বন্দনা। দ্বিজ বাঞ্ছারাম। লিখিতং শ্রীনবিন মালিক, সাং লউগ্রাম। পাঠক শ্রীমুচিরাম কোটাল, সাষুড়ে। সাং লাউগ্রাম। ইতি তারিখ ১১ বৈসেখ, রোজ রবিবার, বেলা দু পহর ক[া]লে হই এ কবিতে।

পুঁথিসংখ্যা ৪০৮। কালীমোহন ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক বিমুরি হইতে সংগৃহীত। সংরক্ষক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক পুঁথিবিভাগে উপহৃত। ইভা বসু পুঁথিখানিকে চারিখণ্ডে নকল সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

পুঁথিসংখ্যা ৪১৮। রামায়ণে খুদুরামের ভনিতা, কিত্তিবাস পণ্ডিৎ কি কবিত্ব মনহর, খুদুরাম (?) রচিল দেবের পাঞা বর।

পুঁথিসংখ্যা ৪৩১। সত্যনারায়ণ পাঁচালী। শিবরাম রাজ। ভনিতা, জননী দুহিতা দুহেঁ কান্দিয়া ব্যাকুলী, সিবরাম রাজে বলে সত্যপিরের পাচালি।

পুঁথিসংখ্যা ৪৪২। গঙ্গাবন্দনা। দ্বিজ কবিরাম। লিপিকাল ১২১৫ সাল। ভনিতা, ভনে দ্বিজ কবিরামে পুরহ মোনের কামে এই নিবেদন তুয়া পায়, জেন মরনের কালে রাসি গঙ্গার সলিলে বসি ভবানি বলিতে প্রাণ জায়।

পুঁথিসংখ্যা ৪৫৮। কোন তিন তিন মন্দ। নমুনা, কোন তিন তিন মন্দ ভাই কোন তিন তিন মন্দ, বাদলভাঙ্গা হাট বাজুভাঙ্গা খাট বুড়া মেয়্যার ঠাট, এই তিন তিন মন্দ ইত্যাদি। তথৈব গড়্যার ঘাটের জিঞা বিহানহাগা মেয়্যা ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৪৬২। কলিকালের ছড়া। কবিচন্দ্র। আরম্ভ, আগে স্নান করিতেন পূজা করিতেন মাথায় জবার ফুল, এখন হরিমন্দির কাষ্ঠমালা বৈষ্ণব ঠাকুর। ভনিতা, দেখিআ হইলাম স্তব্ধ ইকি বিপরিৎ, কবিচন্দ্র কহে এই কলিকালের রিৎ ॥

পুঁথিসংখ্যা ৪৭১। দোহা। সনাতন, কবীর। পুতি পড়কে থুতি ভেয় মালা জপ জপ শের, করোয়া ডয়োয়া ডায় শোনাতন ঘুচাও মনকী ফের ॥ কেয়া কহো কবির কবির, আগে পুছ আপ স্বরির, তব কহোগে দাশ কবির ॥ ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৪৭৫। গণেশবন্দনা। দ্বিজ বদন মিশ্রী। ভনিতা, ভনে দিজ বদন মিশ্রী শ্রীগুরুচরণ স্মরনে উদ্ধার করহ এই সমনের ডর ॥

পুঁথিসংখ্যা ৪৭৭। বাড়ীর জাতিনির্ণয়। আরম্ভ, দীর্ঘপ্রস্ত হাথে মাপিঞা করিঞ এক, বামে পুরিঞা তাহা দেখ। বসুতে হরিলে থাকে যে, বাড়ীর জাতি হয় সে ॥ ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৪৯০। প্রশস্তিপত্র। কুঞ্জরাম চক্রবর্ত্তী। আ. ১৭৫ বৎসর আগের। খণ্ডিত। পত্র ১। আকার ১২½"×২½"। আরম্ভ, গোয়ালপাড়া নিবাসী শ্রীকুঞ্জরাম চক্রবর্ত্তি সদাসয় ইত্যাদি। [১ম ঘাতু কি কব তোমার কুল, ভিত্যা কৈল আধামুল। শ্রীধর সমান ছিল ডাক বিধি কুলে হৈল বাম ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৪৯২। আগমনী গান। অজ্ঞাত। আরম্ভ, বারে বারে বল রানি গৌরি আনিবারে, জানতো জামাতার গুন অশেষ প্রকারে। ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৪৯৪। গান। রামানন্দ ঘোষ (?)। আরম্ভ, ভয় করি মা তোরে বলি থাকতে নারি ভাঙ্গা ঘরে। আর ঘরের দেল ফেলে জে রে ছটা মুসিক ঢুকে ঘরে ॥ ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৪৯৯। অশৌচ ব্যবস্থা। আ. ১৭৫ বৎসর আগের। খণ্ডিত। পত্র ২। আকার ১৩½"×৩"। আরম্ভ, জন্ম মরনে সগোত্রে সংপুর্ণাশৌচ হয়। ব্রাহ্মনের দসম দিবস ক্ষেত্রিয় বার দিবস বস্তার পঞ্চদস দিবস ॥ শুদ্রের একমাস সমানাসৌচ হয় ॥ ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৫০০। লিপিকর শ্রীরাধাকৃষ্ণ সিংহ। সাং তপষপুর। সণ ১১৭৫ এগার সও পচর্ত্তরি সাল গত পুনশ্চ ১১৭৬ সাল হইল চৈত্র হইতে সণ সদয়ে কেয়ে নাঞী তাং ৫ চৈত্র যো উন্নশ্রী (?)।

ভূমিকা পৃষ্ঠা *১৭। কবি কর্ণের জীবিতকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে।

ভূমিকা *২০ পৃষ্ঠার ১২ সংখ্যক পাদটীকা। সত্যনারায়ণ সম্পর্কে ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়কে লিখিত ইংরেজী পত্রাবলী হইতে সঙ্কলন,

মহারাষ্ট্রে সত্যনারায়ণ পূজা বহুল প্রচলিত। এখানে সত্যনারায়ণের বিশেষ কোনো মূর্তি নাই; নিত্যপূজাও হয় না। সত্যনারায়ণ বিষ্ণুমূর্তিরই প্রকারভেদ বলিয়া পূজিত। ইহা কাম্যপূজা। বিশেষ কামনায় মানত করিয়া কামনা পূর্ণ হইলে পূজা করা বিধি। কোনো কোনো স্থানে আবার সাময়িকভাবেও পূজা হইয়া থাকে। বোম্বাইএ কলের এবং অন্যান্য স্থানের শ্রমিকগণ সমবেতভাবে জাঁকজমকে ও সোৎসাহে পূজা করিয়া থাকেন। পূজা-কথা নামে সংস্কৃত বই ছাপা আছে। এবং মহারাষ্ট্রে সর্বত্র ইহা পাওয়া যায়। সত্যনারায়ণের ধারায় সত্যবিনায়কের পূজাও এখানে প্রবর্তিত হইয়াছে। সত্যনারায়ণের এক মারাঠি রূপ আছে, তাহার নাম সঙ্গীতসত্যনারায়ণ। ইহার কথা অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মারাঠি সঙ্গীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্বিশেষে সকলেই এখানে সত্যনারায়ণের পূজা করিয়া থাকেন। (লিখিত ১-৪-১৯৫১, জি. এইচ. খারে, অবেক্ষক, ভারত ইতিহাস সংশোধক মণ্ডল, পুণা)।

পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে পি. কে. গোড়ে ৬-৪-১৯৫১ তারিখে লিখিত পত্রে জানাইতেছেন, সত্যনারায়ণ পূজা ও কথা সম্পর্কিত গ্রন্থের সংস্কৃত সংস্করণ, গুজরাটী প্রিন্টিং প্রেস, সাসুন বিল্ডিং, এলফিনস্টোন সার্কেল, ফোর্ট, বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মারাঠি সংস্করণও পাওয়া যায়।

কর্ণাটকে সত্যনারায়ণ বিশেষ জনপ্রিয় দেবতা। এখানে সত্যনারায়ণের আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে মোট গল্পকাহিনী আছে পাঁচটি। ব্রতের কর্তা ও শ্রোতার পুণ্যফল প্রাপ্তির কাহিনী এই গল্পগুলিতে বিবৃত হইয়াছে। সত্যনারায়ণের একটি পট রাখিয়া তাহার সম্মুখে একটি কলস স্থাপন করিতে হয়। তাহার উপরে দিতে হয় একটি নারিকেল। ইহাই পূজার প্রথম বিধি।

কানাড়ী ভাষায় সত্যনারায়ণ পূজা-কথা নামক বই, নামসেবী বুক ডেপো, গান্ধী চক, ধারোয়ার হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পূজা মহারাষ্ট্রে বহুল প্রচলিত। সুতরাং অনুমান হয়, কর্ণাটকে এবং দক্ষিণ ভারতে মারাঠা বিশেষতঃ পেশোয়া শাসনের সময়ে সত্যনারায়ণ পূজার প্রচলন হইয়া থাকিবে। এখানেও ইহা কাম্যপূজা; বিশেষ করিয়া সনাতনীরা সত্যনারায়ণকে দেবোত্তম শ্রীহরিরই লৌকিক রূপ বলিয়া মনে করেন।

(লিখিত ১০-৪-১৯৫১, আর. এস্. পঞ্চমুখী এম্-এ, অধ্যক্ষ, কানাড়া রিসার্চ ইন্সটিটুট্, ধারোয়ার)।

ভূমিকা ৯২২ পৃষ্ঠা। পুঁথিসংখ্যা (৭৮) ভবানীদাস ঘোষের রাধাকৃষ্ণ-বিলাসের পুঁথির বিষয়বস্তু হইতেছে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড।

॥ পরিশিষ্ট (খ) ॥

॥ তপনমোহন-সংগ্রহ ॥

(নব আবিষ্কৃত কবিকুল ও কবিকৃতি)

১ পঞ্চাননমঙ্গল

রচয়িতা দ্বিজ রঘুনন্দন

পুঁথিসংখ্যা ১, ৫৭, ৬৯, ৯৮, ১৫৯, ১৯০, ২১৬। পরিচয়,

(১) দ্বিজ রঘুনন্দন বলে শুন পঞ্চানন নায়েকের তরে প্রভু করহ কল্যাণ।

(২) শ্রীরঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের পায় হরি হরি বল সভে জাগরণ হইল সায়।

বিপ্রবর্গে মহাপ্রভু না ছাড়িবে দয়া জমিদারবর্গে দিবে চরণের ছায়া।

ষোলআনাবর্গে রক্ষ রায় গুণমণি নাএকেরে ধনপুত্র বাড়াবে আপনি।

অবশেষে গাএনে বাএনে মাগি বর হাতে দিবে তালমান গলায় মধুর স্বর। ইতি

লিখিতং শ্রীরামকান্ত পণ্ডিতং, সাকিম খুরুট,[1] ২৫ অগ্রাণ, শুক্রবার, ১ পর বেলা, তিথি ত্রয়োদশী। ইতি সন ১২০২ (?) সাল।

২ শীতলামঙ্গল

রচয়িতা দ্বিজ হরিদেব

পুঁথিসংখ্যা ২, ৭, ৯, ১০, ১৯২। ৭ সংখ্যক পুঁথির নাম শীতলার সারি গান। পরিচয়,

(১) শীতলা চরণ তলে দ্বিজ হরিদেব বলে রাখিবেন পদছায়া দিয়া।

[1] বর্তমান হাওড়া সহরের মধ্যবর্তী অংশ খুরুট নামে পরিচিত।

৩ রায়মঙ্গল

রচয়িতা দ্বিজ হরিদেব, বলরাম

পুঁথিসংখ্যা ৪৫, ৫১, ৫৫, ৭২। পরিচয়,

(১) রায়ের মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব গায়।

(২) হরিদেব বলে রক্ষ্য দক্ষিণ ঈশ্বরে।

(৩) শিশুবুদ্ধি কী বলিব আর।

(৪) দ্বিজ হরিদেব ভনে রায়ের মঙ্গল গ্রামবর্গে কর কৃপা সিবকবৎসল।

(৫) হরিদেব বলে রক্ষ্য ভৈরবনন্দন।

(৬) কৃপা কৈলা হরের নন্দন।

(৭) হরিদেব বলে রায় তুমি সভে সখা সন্ধ্যাকালে পথমধ্যে তুমি দিলে দেখা।

(৮) সবান্ধবে রাখিবে কল্যাণে।

(৯) হরিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম বলরাম জঠরধারিণী মাতা ভাগ্যবতী নাম।

(১০) হরিদেব বিরচিল মধুর ভারতী রামকৃষ্ণে রক্ষ তবে ঝোড়হাটে[২] বসতি।

(১১) শ্রীবিদ্যাধরের পুত্র ঝোড়হাটে বসতি।

(১২) হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ।

(১৩) শ্রীবিদ্যাধরসুত শাস্ত্রহীন মূর্খ হত হরিদেব কৈল বিজ্ঞাপন।

(১৪) বাণ বেদ ঋতু চন্দ্র শক পরিমিত এই শকে হরিদেব সমাপিল গীত।

বাণ = ৫, বেদ = ৪, ঋতু = ৬, চন্দ্র = ১; সর্ব্বএকুনে ১৬৪৫ + ৭৮ = ১৭২৩ খৃষ্টাব্দ। কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথির লিপিসমাপ্তির তারিখ ১১২৯-৩২ সাল।

বলরামের ভনিতা,

(১৫) রায়ের চরণ সার ইহা বিনে নাঞি আর দ্বিজ বলরাম সুরচন।

৪ ধর্ম্মমঙ্গল

রচয়িতা যাদব পণ্ডিত (জাদুনাথ, যদুনাথ)

পুঁথিসংখ্যা ৩৩, ৪০, ১০৯। পটমঞ্জরী ইত্যাদি রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। পরিচয়,

(১) বন্দিআ পণ্ডিত রাম জাদুনাথ গায় ভক্ত সেবকে ধর্ম্ম হও বরদায়।

(২) কহে ধর্ম্মদাসের নন্দন।

২ হাওড়া জেলার গঙ্গাতীরস্থ রাজগঞ্জের সন্নিহিত।

(৩) প্রভুর কৃপার ফলে মদনা শভু ক্ষিতিতলে যাদব পণ্ডিতে ভনে।
(৪) বন্দিয়া পণ্ডিত রায় যাতুনাথ ভনে খেলারামে ধর্ম্মরাজ রাখিবে কল্যাণে।
(৫) রামাঞি সয়ঙ্গ নিরঞ্জন
বন্দিয়া তাহার পায় শ্রীজাতুনাথ গায় পার কর লইনু শরণ।
(৬) ধর্ম্মে[র] মঙ্গল গান জাতু ধর্ম্মদাস হস্তিনাএ পূজা রাজা করিল প্রকাশ।
(৭) দামোদর পতি পিতা দোমেস্তে[৩] আলয়, পুণ্যবান বিনোদনাথ তাহার তনয়।
হতমূর্খ যতুনাথ তাহার সন্ততি সংখেপে রচিলাম প্রভুর মঙ্গল ভারতী।
শক্তি পূ···ঙ্গল জাহা আনয়নে শুনিয়া নাএকে প্রীতি রাখিবে কল্যাণে।
ঢাক শঙ্খ বাত্ত কর জয় দেহ নারী মঙ্গল [স]মাপ্ত হইল সভে বল হরি।
নিবেদিল জতুনাথ ধর্ম্মপদ চিত সমাপ্ত হইল প্রভুর বারো দিনের গীত।
ইতি ধর্ম্মমঙ্গল সমাপ্ত। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং। ভ্রমস্তাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ সন ১১৪৭ সাল, তাং ২২ বৈশাখ। সখা বুড়া······সয়ঙ্কর শ্রীবিজয় ব······
(৮) ধর্ম্মের মঙ্গল শ্রীজাতুনাথ গান ভক্তিভাবে শুন সভে দ্বাদশ পুরাণ।
(৯) ধর্ম্মদাসের সুত ধর্ম্মপদে অনুগত লইতন মঙ্গল সুরচনে।
(১০) নিবেদিল জাতুনাথ আগমপ্রকাশ।
(১১) কহে জাদব বন্দিয়া রামাঞি।

৫ শিবায়ন

রচয়িতা বিনয়লক্ষ্মণ

পুঁথিসংখ্যা ৩৭, ৪৬, ৬১। পরিচয়,
(১) বিনয়লক্ষ্মণ বলে সেবিআ শঙ্কর বর দেখ্যা মেনকার জলিল অন্তর।
(২) অভয়া লইআ কিছু শুনিব কাহিনী রচিল লক্ষ্মণদেব সেবিআ ভবানী।
(৩) বিনয়লক্ষ্মণ বলেন শিবের চরণে শিব বই ঠাকুর নাঞি সয়াল ভুবনে।
(৪) কেশবের চরণেতে বিনয়লক্ষ্মণ গায়।
(৫) বিনয়লক্ষ্মণ বলেন মহাদেবের বরে পুষ্পগ্রামে[৪] ঘর রচে জাহ্নবীর তীরে।

৩ বর্ত্তমান ডোমজুড়। হাওড়া-আমতা রেল লাইনে অবস্থিত।
৪ জানা যায় নাই। বর্ত্তমানে ফুলগাঁ বা এই ধরণের কিছু হইতে পারে।

৬ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

রচয়িতা দ্বিজ চণ্ডী

পুঁথিসংখ্যা ১১২। পরিচয়

(১) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল থুইল পাঁচালির নাম।

(২) রচেন শ্রীচণ্ডি দ্বিজ কৃষ্ণগুণগান নৃপতি ছত্রসিংহের[৫] করিবে কল্যাণ।

(৩) রচেন শ্রীচণ্ডি দ্বিজ বেতায়[৬] নিবাস তব পাদপদ্মে প্রভু মোরে কর দাস।

৭ লক্ষ্মীমঙ্গল

রচয়িতা দ্বিজ নরোত্তম

পুঁথিসংখ্যা ৪৪। পরিচয়

(১) দ্বিজ নরত্তম কহে কপালের লেখা আদ্দাসে (?) মাএর সঙ্গে থাঁটরায়[৭] দেখা।

(২) দ্বিজ নরত্তম গান কপালের লেখা কাত্তিক মাসে পুর্ণমায় থাঁটরায় দেখা।

(৩) দ্বিজ নরত্তম গান ভাবিয়া ভবানী খাটরায় দিলে দেখা হইয়া ব্রহ্মাণী।

(৪) লক্ষ্মীর মঙ্গল দ্বিজ নরত্তমে গায়।

(৫) দ্বিজ নরত্তম গান অনন্তরামপুরে[৮] ঘর পুত্র ত্রিপুরাদাস পৌত্র বিশ্ব[।]ধর।

৫ মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে গড়বেতা অঞ্চলে মঙ্গলাপাতা নামক স্থানে রাজা ছত্রসিংহের রাজধানী ছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে তিনি স্বাধীন রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও মঙ্গলাপাতায় বাস করেন। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের নিকট ভাতা পাইতেন। বর্ত্তমানে পান কি না জানা যায় নাই। রাজা ছত্রসিংহ বিশেষ ধার্ম্মিক ছিলেন এবং বিদ্যার সমাদর করিতেন। অনেক পণ্ডিতকে তিনি সাহায্য দিতেন।

৬ বর্ত্তমানের গড়বেতা পূর্ব্বে বেতা নামেই পরিচিত ছিল। বেতাতে রাজা ছত্রসিংহের পূর্ব্ব পুরুষ গড় নির্ম্মাণ করায় নাম গড়বেতা হইয়াছে। স্থানীয় লোক এখনও বেতা বলিয়া থাকে। ইহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। বর্দ্ধমান সাহিত্যসভায় রক্ষিত মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের বেলটে পুঁথির (সংখ্যা ৫) দিগ্‌বন্দনায় আছে, বেতার কুণ্ডরেশ্বরে বন্দি কুতুহলে [৩খ], বেতার বন্দিব জয় জয় সর্ব্বমঙ্গলা [৪ক]; এবং রামদাস আদকের মুদ্রিত গ্রন্থে পাই. বেতের গড়ে বন্দিলাম রঙ্কিণীবিশালা। কুণ্ডরেশ্বর শিব বলিয়া শুনিয়াছি। বলা বাহুল্য সর্ব্বমঙ্গলা ও রঙ্কিণীবিশালা অভিন্ন এবং বোধহয় বাশুলীর নামান্তর। রূপরাম বর্ণিত বেতাতে "বেতাই" চণ্ডী বা বাশুলী হইতে পারেন। যাহাই হউক, এখন আমরা বেতায় দ্বিজ চণ্ডী পাইতেছি। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের হদিশও মিলিতেছে। বাশুলীও রহিয়াছেন। সুতরাং আমরা এইদিকে চণ্ডীদাস-রসিকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি।

৭ বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম অংশে খাতড়া থানা। এখানে সুপুর রাজবংশের এক শাখা রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের বংশধর অদ্যাপি খাতড়ায় আছেন। ইহা বাঁকুড়ার অন্তর্গত।

৮ হাওড়া জেলার গাববেড়িয়া থানার নিকট একটি গ্রাম।

সন ১২০২ সাল। লিখিতং শ্রীরামকান্তনাথ পণ্ডিতং। গ্রাম খুরুট। ২ মাঘ, তিথি চতুর্থী, সোমবার ১ পর।

৮ লক্ষ্মীচরিত্র

রচয়িতা তুলরাম খাঁ

পুঁথিসংখ্যা ৬৫, ৬৬। পরিচয়,

(১) তুলরাম খা বলে প্রভূ ভক্তি করি লক্ষ্মীচরিত্র সাঙ্গ হইল বল হরি হরি। সন ১২১৩ সালের লিপীকৃত পুঁথি।

৯ রায়মঙ্গল

রচয়িতা দয়ালদাস

পুঁথিসংখ্যা ৯৯। পরিচয়,

(১) ঘোড়া মলো আমাদের হলো সর্ব্বনাশ রায়ে[র] পদ ভাবি কহে শ্রীদয়ালদাস।

(২) কবিতা দয়াল বলে রায়ের মঙ্গল ব্রাহ্মণ বান্ধিয়া রাখে তার এই ফল।

(৩) কহেন দয়াল কবি ভাবি পঞ্চানন।

১০ শিবায়ন

রচয়িতা কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৪১, ৯১। পরিচয়,

(১) কে দেখিবে কে শুনিবে কে বুনিবে খন্ড আমি কভু জানি নাঞি ভিক্ষা বই অন্ত:

সকলে বল গুণ করিতে হৈল্য ছিষ্টি কৃষ্ণ ভনে নাএকেরে কর কৃপাদি[ি]ষ্ট।

(২) কৃষ্ণদাস বিরচিত হরের মঙ্গল প্রেমধারি হরপদ চিন্তিয়া কমল।

১১

রচয়িতা সুবুদ্ধিরাম

পুঁথিসংখ্যা ৯০। পরিচয়,

(১) সুবুদ্ধিরামেতে ভনে ভাবিআ ভবানী বন্দনা হইল সাএ বাজ রস বেণী।

(২) সুবুদ্ধিরামেতে ভনে নমি দুর্গার চরণে শ্রীহরিপ্রসাদে ইহা গাই।

১২ রামায়ণ

রচয়িতা কেশব মিত্র

পুঁথিসংখ্যা ১৬২। পরিচয়,

(১) কেশব মিত্র রচে গীত অদ্ভুত বাণী দুই ছাওআলের তরে এতেক সাত্তনি।

(২) কেশব মিত্র রচিল গীত অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।

১৩ মানিকপীরের গান

রচয়িতা জয়রদ্দি (জইদি), নোশর শহীদ

পুঁথিসংখ্যা ৪৭, ৪৮। পরিচয়,

(১) গরীব জয়রদ্দি গায় মানিকের বরে, যেই শোনে ভনে মানিক দুয়া কর তারে।

(২) গরীব জইদি গায়।

(৩) গাইব মানিকের গুণ হৃদয় ভাবিয়া নোসর সহিদে ভনে দয়া কর সিয়া।

১৪ [পীরের] কালাম

রচয়িতা হৃ[দ]য়রাম

পুঁথিসংখ্যা ৪৯। পরিচয়,

(১) একিদা নাবুর মনে যে জন কালাম শুনে
পরিপূর্ণ তার মনস্কাম
দিলে হয়া খোসালিত হিন্দুরে সপিলে গীত
কালাম রচিল হৃ[দ]য়রাম।

১৫ সত্যপীরপাঁচালী

রচয়িতা বল্লভদাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৪। পরিচয়,

(১) কালিকাচরণ মনে মনে জপে রামা কহেন বল্লভদাস পার কর উমা।

(২) কহেন বল্লভদাস হাজার সেলাম নাএকের পরিপূর্ণ কর মনস্কাম।

(৩) সত্যপীরের চরণে বল্লভদাস গায় হাজার সেলাম মোর রহুক তুয়া পায়।

১৬ লক্ষ্মীর (?) ব্রতকথা

রচয়িতা প্রাণবল্লভ

পুঁথিসংখ্যা ১০৬। পরিচয়,

(১) ব্রহ্মশাপে মুক্ত হইল দেব মঘবান বাণ ইন্দ্র শোলো শশী ইহাতে প্রমাণ।
প্রাণবল্লভ ভনে সেবি নারায়ণী প্রণাম করহ সভে দিয়া জয়ধ্বনি।
ইতি ব্রতকথা সম্পূর্ণ। সন ১১৩৭ সাল। সাং পাচপাড়া[৯]।

১৭ পঞ্চাননমঙ্গল

রচয়িতা দ্বিজ দুর্গারাম

পুঁথিসংখ্যা ১০০। কেবল বন্দনা অংশ পাওয়া গিয়াছে। অতিজীর্ণ ও কীটদষ্ট পুঁথি। পরিচয়,

(১) ভ্রম স্থানে স্থান প্রসিদ্ধ বৈনান[১০] স্থান দশঘরা[১১]......
আছি কামারহাটি[১২] মুণ্ডুক্সিঅ (?) দিষ্টি......
ভাবি রাত্র দিনে দুর্গারাম ভনে আপদ পালাবে হরি বল সর্ব্বজন।
সঙলুকের[১৩] বাকুড় রাএর বন্দিনু চরণ, দামুদর নদীতে [যারে] দিলেন দরশন।

৯ ইহা শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের পশ্চিমে ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত।

১০ বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত। বর্ত্তমানে ছোটবৈনান নামে পরিচিত। এখানে পঞ্চানন্দের পাট এখনও বিখ্যাত। গভর্ণমেণ্ট-সংগ্রহ (এশিয়াটিক সোসাইটি) পুঁথিসংখ্যা ৫৬৮৫, মনোহরদাসের পঞ্চানন-মঙ্গল। তাহাতে পঞ্চানন ঠাকুরের বন্দনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, প্রভুর আপন বাটি বইনান-কামারহাটি তেজি আইস আমার আসরে, আসর করিএ ঘটে মন-দেহ গীতনাটে পূজা লহ কৃপা অনুসারে। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম. খণ্ড (সেন) পৃ ৭৯২ ও ৩-৭-১৯৪৭ তারিখে সফরের মল্লিখিত প্রতিবেদন)। এই গ্রামে বাদশাহী সড়কের ধারে প্রায় এক মাইল ব্যাপী একটি দীঘি রাজা ছত্রসিংহের নামে কীর্ত্তিত আছে। ইহার নাম ছাতা দীঘি।

১১ হুগলী জেলার তারকেশ্বরের নিকট বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেল লাইনের একটি স্টেশন। ইহা বর্ত্তমানেও বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম।

১২ বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত ছোটবৈনানের নিকটবর্ত্তী। পঞ্চানন সেখানে বাগদী পণ্ডিত কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন। রূপরাম চক্রবর্ত্তীর দিগ্ বন্দনাতেও কামারহাটির পঞ্চানন্দের উল্লেখ আছে। সন্তান কামনায় "পঞ্চাননের দুয়ার ধরিতে" এখনও সেখানে অসংখ্য পূজার্থিনীর ভিঁড় হয়। কামনা সিদ্ধ হইলে পুত্রসন্তানের দ্বাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পর পুত্রের মাথার পবিত্র (নাপিতের স্পর্শ বিবর্জ্জিত) চুল ও পায়ের মন্ত্রপূত লোহার "ডাঁড়্কো" নামাইয়া, তৎসহযোগে "ডাঁএে-বাঁএে" জোড়া পাঁঠা দিয়া, জোড়া ঢাক বাজাইয়া ধুমধামে "মানসিক" শোধ করিয়া আসিতে হয় "বাবার মাড়ো"-তে সপরিবারে গিয়া।

১৩ হুগলী জেলার তারকেশ্বরের নিকট দামোদরতীরে অবস্থিত।

১৮ বন্দনাপালা (ঈশ্বরীমঙ্গল ?)

রচয়িতা রূপরাম, দ্বিজ গঙ্গারাম

পুঁথিসংখ্যা ১২। পরিচয়,

(১) মউরভট্টের পদ মনে ভাবি অবিরথ শ্রীযুৎ রূপরাম গান।

(২) বিষম ধর্ম্মের মায়া কহনে না যায় ঈশ্বরীমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়।

(৩) দ্বিজ গঙ্গারাম গায় রাজবল্লভীর পায় হরি হরি বলো গো বন্দনা হই[ল] সায়।

১৯ গৌরীমঙ্গল

রচয়িতা কবিচন্দ্র মিশ্র

পুঁথিসংখ্যা ৫২, ৫৬, ৭৬, ১০২। পরিচয়,

(১) কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরীমঙ্গল, শুনে আপদ খণ্ডে পাই কৃষ্ণফল ॥ নাটরাগ ॥

(২) কবিচন্দ্র মিশ্র ভনে চিন্তিআ চণ্ডীর চরণে।

২০ পঞ্চাননমঙ্গল

রচয়িতা শঙ্কর

পুঁথিসংখ্যা ২১৮। পরিচয়,

(১) পঞ্চানন্দের পদ সেবি শঙ্করেতে কয় হরি হরি বল সবে হগ পাপক্ষয়।

২১ লক্ষ্মীচরিত্র

রচয়িতা গুণরাজ খান (শিবানন্দ কর ?)

পুঁথিসংখ্যা ১১। পরিচয়,

(১) হরির চরণেতে করিল নমস্কার লক্ষ্মীর চরিত্র এই করিল প্রচার।
গুণরাজ খান প্রণমিঞা হরিহর পাঁচালি প্রবন্ধে কহে শুন সর্ব্ব নর।

ইহা ছাড়া দ্বিজ মোহন, শ্রীকবি সন্ধান, দ্বিজ আত্মারাম, বীরেশ্বর, নবাই-এর গৌরাঙ্গ পদাবলি; বড়ু শ্রীধরের একাদশী পাঁচালী; দ্বিজ নরচন্দ্র, কমলাকান্ত, রামকান্ত, পদ্ম, মগন, রামজী, গোপীনাথ প্রভৃতির গান; দ্বিজ ছকু, দ্বিজ পাঁচুর রামলীলা গান; ধর্ম্মদাসের ও অজ্ঞাতের সুরিক্ষা পালা (ক, খ, গ); মানিকপীরের গান, শতনাম, গান, সত্যপীরপাঁচালী, কৃষ্ণজন্মপালা, সম্পূর্ণ জন্মাষ্টমীপালা; দ্বিজ রঘুনাথের গণেশবন্দনা;

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দ্বিজ আত্মারামের ভনিতা; দ্বিজ গোলোকচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গিরিসংবাদ; হাতের অঙ্গুষ্ঠচরিত্র; ১১৩৯ সালের ও অন্যান্য পত্র; ধর্ম্মের ধ্যান; কুট্টিমিতার বিবরণ; হিন্দু ও মুসলমানী নানাপ্রকার মন্ত্র; দয়ালের সারদামঙ্গল(?); হিসাব; ফয়সালা পত্র; সানুবাদ সন্ধ্যাবিধি; নক্ষত্র জরাবলি; জরাসুরের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল; শঙ্কর, বল্লভ বা শ্রীকবিবল্লভের শীতলামঙ্গল; বাসুঘোষ, কানাঞী, মুকুন্দ, শিবরামদাস, শঙ্কর প্রভৃতির গৌরাঙ্গ পদাবলি; রাম-প্রসাদের গান; কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল; রূপরামের ১১৭০ সালের সম্পূর্ণ পুঁথি; মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল; রামেশ্বরের শিবায়ন; মহামুদ্গার পালা; শ্রীকবিশেখরের বা বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গল; বৈদ্য ধর্ম্মদাসের সুরিক্ষার পালা; বৈদ্যকের পাতড়া; কবিচন্দ্রের রামায়ণ; অযোধ্যারামের গুরুদক্ষিণা, কৃত্তিবাসের যোগাদ্যার বন্দনা.; লক্ষ্মণের রামায়ণ; শঙ্কর আচার্য্যের সত্যপীরপাঁচালী; লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল; কৃত্তিবাসের রামায়ণ; কাশীরামের মহাভারত; রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ পাঁচালী; বাণীকণ্ঠের মোহমোচন; বিশ্বম্ভরদাসের জগন্নাথমঙ্গল; দ্বিজ হরিদাসের অষ্টোত্তর শতনাম; গোবিন্দদাসের নিগমসার; নরোত্তমের প্রার্থনার পদ, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা; শ্রীকবিবল্লভ ও দৈবকীনন্দনের শীতলামঙ্গল; নিধিরামের গঙ্গাবন্দনা; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, নরহরি প্রভৃতির পদাবলি; চৌতিশা স্তব ইত্যাদি মিলিয়াছে।

॥ পরিশিষ্ট (গ) ॥

১৩১১ বঙ্গাব্দ: *Catalogue Of the Marathi, Gujarati, Bengali, Assamese, Oriya, Pushtu and Sindhi Manuscripts In the Library Of the British Museum By J. F. Blumhardt, M. A, (1905)*। ইহাতে মোট ২২খানি বাঙ্গালা পুঁথির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। মোট পুঁথিসংখ্যা ৪০। (বাঙ্গালা পুঁথির সংখ্যা ২-৩, ৫-১৬, ১৮-২০, ৩৫-৩৯)।

১৩২০ বঙ্গাব্দ: বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা (সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী, সং ৪৩) মুন্সী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত। ইহাতে ৪৩৪ হইতে ৬০০ সংখ্যক পুঁথির বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে।[১]

১ এই গ্রন্থের ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের লিখিত "নিবেদন" অংশটি বাঙ্গালা পুঁথির ইতিহাসে ও বাঙ্গালা পুঁথিতে ধৃত বাঙ্গালার লৌকিক কাহিনীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনায় সমধিক সমৃদ্ধ।

১৩২১ বঙ্গাব্দ: বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা (ঐ সং ৪৩) মুন্‌শী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত। ইহাতে ১-৪৩৩খানি পুঁথির বিবরণ আছে।

১৩২৬ বঙ্গাব্দ: বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা (ঐ সং ৪৩) বীরভূম রতন লাইব্রেরীতে সংগৃহীত পুঁথি হইতে শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। ইহাতে ২০১খানি পুঁথির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

১৩৩০ বঙ্গাব্দ: বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা (ঐ সং ৪৩) শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সঙ্কলিত ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। ইহাতে পরিষদে রক্ষিত ১০০খানি পুঁথির পরিচয় আছে।

১৩৩০ বঙ্গাব্দ: *Catalogue Of the Bengali and Assamese Manuscripts In the Library of the India office By the late James Fuller Blumhardt, M. A, 1924*। ইহাতে ২৭খানি বাঙ্গালা পুঁথির পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে রোমান বর্ণানুক্রমে *Index of Person's Names* এবং *Index of Works* মুদ্রিত হইয়াছে।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দ: *Descriptive Catalogue Of Bengali Manuscripts, vol. 1, By Basantaranjan Ray Vidvadvallabh And Basantakumar Chatterjee, M A, Published by the University of Calcutta, 1926*। ইহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত রামায়ণের পুঁথি ৪১৯ (২৮৬+১৩৩) খানির পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতেও গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের *Index* আছে।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দ: বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা (ঐ সং ৪৩) শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। ইহাতে পরিষদে রক্ষিত ১০১-২০০ অর্থাৎ মোট ১০০খানি পুঁথির বিবরণ আছে।[২]

১৩৩৪ বঙ্গাব্দ: *The Descriptive Catalogue Of Bengali Manuscripts, vol II (Padavali and Biographies of Caitanya Deva) By Basanta Ranjan Roy Vidvadvallabha, Manindra Mohan Bose, M.A. and Basanta Kumar Chatterjee, M.A., Published by the University of Calcutta, 1928*। এই খণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত

২ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতানুসারী "প্রাচীন পুথির বানান" সম্পর্কীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আলোচনা (ভূমিকা পৃ ১০-১৩) বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

নিম্নোক্ত সংখ্যক পুঁথির বিবরণ দেওয়া আছে ; পদাবলি পুঁথি ২৮৭-৩৫৩, চৈতন্য-চরিতামৃত ৩৫৪-৪৬৯, চৈতন্যভাগবত ৪৭০-৫০১, চৈতন্যমঙ্গল (লোচন) ৫০২-৫৪৭, চৈতন্য-মঙ্গল (জয়ানন্দ) ৫৪৪-৫৫৬। শেষের দুই পৃষ্ঠায় *Appendix*-এ এই গ্রন্থে অন্তর্লিখিত পদাবলি ও চৈতন্যজীবনী-পুঁথির ক্রমিকসংখ্যা আছে।[৩]

১৩৩৭ বঙ্গাব্দ : *The Descriptive Catalogue Of Bengali Manuscripts, vol. III By Manindra Mohan Bose, M.A, 1930*। এই খণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩৯খানি মহাভারত-পুঁথির পরিচয় আছে।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দ : বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা (সং ৪৩), শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। ইহাতে পরিষৎ পুঁথিশালায় সংগৃহীত ২০১-৪০০ সংখ্যক অর্থাৎ মোট ২০০ পুঁথির বিবরণ আছে। এই খণ্ডের শেষে বর্ণানুক্রমে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নির্ঘণ্ট একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।[৪]

১৩৪৭ বঙ্গাব্দ : *A General Catalogue of Bengali Manuscripts in the Library of The University of Calcutta, vol. 1, Edited by Manindramohan Bose, M. A, 1940*। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ২১১১ খানি পুঁথির তালিকা পাশাপাশি নিম্নোক্ত ছয় কলমে মুদ্রিত হইয়াছে ; ক্রমিক নম্বর, গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, পত্রসংখ্যা, লিপিকাল, মন্তব্য। দ্বিতীয় কলম হইতে ষষ্ঠ কলম পর্য্যন্ত প্রতি কলম ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় মুদ্রিত।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দ : *A Descriptive Catalogue Of the Vernacular Manuscripts In the Collections Of The Royal Asiatic Society of Bengal By MM. Haraprasad Shastri ; Revised and Edited by Jogendra Nath Gupta, vol. IX, Bengali Manuscripts, Calcutta, 1941.* গ্রন্থশেষে *Index 1, Titles* এবং *Index II, Authors* আছে। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৩৬৭খানি বাঙ্গালা পুঁথির পরিচয় আছে। ইহা ছাড়া হিন্দী, ওড়িয়া, মারাঠী ও গুজরাটী ইত্যাদি ভাষার কতকগুলি পুঁথির বিবরণ আছে।[৫]

৩ এই গ্রন্থে ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের লিখিত "*Introduction*" পুঁথিসংগ্রহের ইতিহাসরূপে চিত্তাকর্ষক রচনা।

৪ বাঙ্গালা পুঁথি সম্পর্কে নানা দিকের আলোচনায় শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লিখিত "ভূমিকা"টি মূল্যবান।

৫ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত ইংরেজী ভূমিকায় উদ্ধৃত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মূল অভিভাষণ (সা-প-প, ১৩২১, ১ম সংখ্যা, পৃ ২১-৪৭) ও তাহার শেষাংশ (পৃ ৪৬-৪৭) বিশেষভাবে প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

১৩৫১ বঙ্গাব্দ: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথির বিবরণ, প্রথম ভাগ, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সঙ্কলিত। ইহাতে পরিষদে রক্ষিত রামায়ণ ও মহাভারতের পুঁথির সম্পূর্ণ এবং ভাগবতের পুঁথির আংশিক তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে।

১৩৫২ বঙ্গাব্দ: শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাঙ্গালা পুথির তালিকা (শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থমালা ২), প্রথম খণ্ড, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম্-এ, তত্ত্বরত্নাকর সঙ্কলিত। ইহাতে শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ৪৮০খানি বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার ক্রম এইরূপ: সংখ্যা, গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, পত্রসংখ্যা, লিপিকাল, লিপিকারক, প্রদাতা। পরিশিষ্ট ক-এ বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থ-সূচী, খ-এ গ্রন্থকার-সূচী, গ-এ পুঁথিবিবরণী-পঞ্জী[৬] সঙ্কলিত হইয়াছে। ভূমিকা, গৌহাটিতে ১৩৫২ বঙ্গাব্দে লিখিত।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত চব্বিশ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির তালিকা-সমন্বয় (*Catalogus Catalogorum*) প্রস্তুত করিতেছেন বলিয়া শুনিয়াছি। জার্মাণ পণ্ডিত *Aufrecht*-এর আদর্শে তাঁহার গ্রন্থ সঙ্কলিত হইতেছে। অদ্যাবধি ইহার কোনো অংশ প্রকাশিত হয় নাই।

৬ মৎসঙ্কলিত এই অংশ (পরিশিষ্ট (গ)) তাহারই সংক্ষিপ্তসার।

॥ নির্ঘণ্ট ॥

॥ গ্রন্থনাম (ক) ॥

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৩৪	কপিলামঙ্গল	কবিচন্দ্র	৩৪	১২৫২ সাল	
১৬০	ঐ	ঐ	১৬	১২২৪ সাল	
৬৫	কবিরাজী পাতড়া*				৪২
১৭৪	ঐ	অজ্ঞাত	১৩		
১৮৭	ঐ	ঐ	২৫		
২৯২	ঐ	ঐ	৯		
৩৩৬	ঐ	ঐ	৩		
৪৬৪	ঐ	ঐ	১২		
২৮৭	কবিরাজী ও হেকিমী পাতড়া	ঐ	১		
২০৬	কবিরাজী ফর্দ্দ	ঐ	১৬		
২২২	ঐ	ঐ	২৪	১২৭৫ সাল	
৪৮৫	কর্জ্জপত্র	গয়ারাম ভূই	১	১২৩৫ সাল	
২৯৩	ঐ	কাশীনাথ ঘোষ	১		
৪৬২	কলিকালের ছড়া	কবিচন্দ্র	১		
৪৪	কালিকাবন্দনা*				২৭
২৫৮	কালিকামঙ্গল *				১৩৬
১৩৪	ঐ	ভারতচন্দ্র	১৩		
১৩৫	ঐ	ঐ	২১		
১৩৬	ঐ	ঐ	১৮		
৪৫৩	কালিপ্রস্তুতের ছড়া *				১৯০
৩৮৩	কুম্ভকর্ণের রায়বার ও অন্যান্য	কৃত্তিবাস	৩৭		
১৫৫	কৃষ্ণকর্ণামৃত	যদুনন্দন	৩৩		
২৬৫	কৃষ্ণচরিত্র*				১৪০
৩২৬	কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	রঘুপণ্ডিত ভাগবত আচার্য্য	২১		
১১১	ঐ	ঐ	৬		
৫৫	কৃষ্ণের উৎসব	দ্বিজ দামোদর	১	১২২৯ সাল	
৪৫৮	কোন তিন তিন মন্দ	অজ্ঞাত	১		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১২১	খোট্টা অঙ্গদের রায়বার*				৬৬
৩৮৯	গঙ্গাবন্দনা	ঐ	৪		
৪৪২	ঐ	দ্বিজ কবিরাম	১	১২১৫ সাল	
৩৮৬	ঐ	দ্বিজ নিধিরাম	৪	১২৩২ সাল	
৪৪৫	ঐ	ঐ	১	১১৮৭ সাল	
২৭০	ঐ*				১৪৬
১৬২	গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী	দুর্গাপ্রসাদ	২৬		
৪৩৭	গঙ্গাস্নানযাত্রার ছড়া*				১৮৬
২৬১	গজেন্দ্রমোক্ষণ*				১৩৮
৪৭৫	গণেশবন্দনা	দ্বিজ বদন মিশ্রী	১		
৯১	ঐ	অজ্ঞাত	৩		
১২৪	গাঁজা ও তামাকুর গান*				৬৯
১৪২	গান*				৮৭
৪৫২	ঐ*				১৮৯
৪২৬	ঐ*				১৮৩
২৬৬	ঐ*				১৪১
২৮৫	ঐ*				১৫৪
২৮৬	ঐ	তারিণীচরণ	২		
২২৮	ঐ	মহিম	২৫	১৩০১ সাল	
৪৭৮	ঐ*				১৯৪
৩৮	গানের পাতড়া*				২৩
১০৩	গুরুদক্ষিণা	দ্বিজ শঙ্কর	৬	১১৮৫ সাল	
৩১৩	ঐ	শঙ্কর	৪		
১৪১	ঐ	শঙ্কর আচার্য্য	১১	১২০৯ সাল	
৪৭২	গোধনউৎসব	অজ্ঞাত	১		
৫২	গোবিন্দচরিত্র	যদুনাথদাস	৯		
৭১	ঐ	ঐ	১৪		
৭৩	গোবিন্দবিজয়	গুণরাজখান	৯	১১৮৪ সাল	

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৬৩	গোবিন্দমঙ্গল	কৃষ্ণদাস	৩		
১১৯	ঐ	ঐ	৮		
৩৩১	ঐ	ঐ	৪		
২৪	ঐ*				১৪
১৯৬	ঐ*				১০৭
৩২১	ঐ	দ্বিজ কবিচন্দ্র	৩		
২৫৬	গোবিন্দলীলামৃত	যদুনন্দনদাস	২		
২৯৬	ঐ	যদুনাথদাস	২২		
১৪	গোর্খ-বিজয়	ভীমসেনরায় (দ্রষ্টব্য মৎসম্পাদিত গোর্খ-বিজয়, ১৩৫৬)			
৪৫৯	গোষ্ঠবাৎসল্য পদ	অজ্ঞাত	১	১২১১ সাল	
১০৭	গৌরাঙ্গ পদ*				৬৪
২০২	গৌরীমঙ্গল*				১১৫
৯৫	চণ্ডীদাসের পাতড়া	অজ্ঞাত	১		
৪	চণ্ডীমঙ্গল	মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ	৪৭	১২১২ সাল	
১৩৩	ঐ	ঐ	১৭৬		
১৬৩	ঐ	ঐ	১৪৬		
১৬৮	ঐ	ঐ	৩১		
১৬৯	ঐ	ঐ	৮৪		
১৭০	ঐ	ঐ	৩২		
১৭১	ঐ	ঐ	৭৪		
১৭২	ঐ	ঐ	৮৮		
২৪৮	চাটুপুষ্পাঞ্জলি*				১৩২
৩৩৯	চাণক্যশ্লোক (সানুবাদ)	অজ্ঞাত	৫		
৭	চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্য)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	১১০	১১৪৯ সাল	
১১	ঐ (আদি, মধ্য, অন্ত্য)	ঐ	৩০৮		
১৮	ঐ (মধ্য)	ঐ	১৬৫		
৪০	ঐ (অন্ত্য)	ঐ	৩৯		
১৭৭	ঐ (আদি, মধ্য)	ঐ	১১	১২৩৯ সাল	

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৮৬	চৈতন্যচরিতামৃত (আদি, মধ্য, অন্ত্য)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	৩৫৭		
২৩০	ঐ (আদি)	ঐ	১৬		
২৪০	ঐ (অন্ত্য)	ঐ	৬১		
২৪১	ঐ (আদি, অন্ত্য)	ঐ	৩৬		
৩০২	ঐ (অন্ত্য)	ঐ	৮		
৩৩০	ঐ (মধ্য)	ঐ	৩		
৩৯২	ঐ (মধ্য, অন্ত্য)	ঐ	৪৩		
৩৯৩	ঐ (মধ্য)	ঐ	১৪		
৪০৪	ঐ (মধ্য)	ঐ	১১		
৫৬	চৈতন্যতত্ত্বসার*				৩৭
১৫	চৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	বৃন্দাবনদাস	৮০	১০১৩ সাল	
২৫৫	ঐ (আদি)	ঐ	৬৭		
৩৫৯	ঐ (আদি)	ঐ	১০০		
৩৬০	ঐ (মধ্য)	ঐ	১৭২		
৩৬১	ঐ (অন্ত্য)	ঐ	১২২		
২১	চৈতন্যমঙ্গল (সন্ন্যাসখণ্ড)	লোচনদাস	৩০	১১৮৫ সাল	
৪৮	ঐ	ঐ	১৩		
৭৫	ঐ (আদিখণ্ড)	ঐ	২৮	১২৪১ সাল	
৮৭	ঐ (মধ্য)	ঐ	৩১	১১৮৪ সাল	
১৮৩	ঐ (অন্ত্য)	ঐ	২৪	১২০৪ সাল	
২২৫	ঐ	ঐ	২		
৩৪৮	ঐ	ঐ	৬		
২৬৮	ছাড়পত্র	রামলোচন সরকার	১		
১৩৯	জগৎমঙ্গল	গদাধরদাস	৬২	১২৬৬ সাল	
১৫৪	ঐ	ঐ	৪		
২১০	জগন্নাথবন্দনা	দ্বিজ দয়ারাম	১	১২০৭ সাল	
৭৬	ঐ	ঐ	২	১১৮১ সাল	
২১৩	ঐ	ঐ	২		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৫০	জন্মযাত্রা পদ *				৩০
১৫৭	জন্মাষ্টমীব্রতকথা *				৯১
৩০৩	ঐ	ঐ	৫		
৪৪৬	জমির চৌহুদ্দি	ঐ	১		
২৮২	জ্যোতিষের পাতড়া	ঐ	৩		
২২৬	ঐ	ঐ	১		
২৯১	টোটকা ঔষধের পাতড়া	ঐ	১	১২৪০ সাল	
৩৮১	তুলসীমাহাত্ম্য	দ্বিজ ভগীরথ	২		
১১০	দণ্ডটীকা	অজ্ঞাত	২		
১০০	ঐ *				৫৭
৪৫০	দরখাস্ত (নদীয়ার জজ সাহেবকে লিখিত)		১		
১২২	দশদশা উন্মাদপ্রকরণ	অজ্ঞাত	১		
৩০৮	দাতাকর্ণপালা	ঐ	৩		
৩৭৭	ঐ	কবিচন্দ্র	১		
৩৮৮	ঐ	ঐ	১১		
৪৩৬	ঐ	ঐ	৪	১২০২ সাল	
৩৩৩	ঐ	ঐ	৪		
৪০৫	ঐ	ঐ	১		
৫১	দুর্লভসার	লোচনদাস	১০	১১৬৭ সাল	
৯৪	দেবীর শঙ্খপরা *				৫০
১২৩	"দেহতত্ত্ব" *				৬৭
৪৭১	দোহা	কবীর	১		
৪৯৬	ঐ *				২০৬
৩০০	ঐ *				১৫৮
২৮৯	দ্বাদশগোপাল-বর্ণ-বস্ত্র-সেবাবাস *				১৫৫
১১৫	দ্বাদশপাট	অজ্ঞাত	২		
৩৬৮	দ্বিজ চণ্ডীদাসবিষয়ক পাতড়া *				১৭১
১৩১	ধর্ম্মমঙ্গল *				৮৫
১৯৩	ঐ *				১০২

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
২৩৪	ধর্ম্মমঙ্গল	ধর্ম্মদাস	১		
১৯০	ঐ	রূপরাম	১৭৮	১৬৪২ শক	
১৯১	ঐ*				৯৯
২০৫	ঐ	রূপরাম, ধর্ম্মদাস	২		
১৯২	ঐ*				৯৯
৪৯	"নয়ান বেনের বিপরীত বিহার"	অজ্ঞাত	১		
২৪৭	নামসঙ্কীর্ত্তন	নরোত্তম	১		
৩৪১	নারদসংবাদ	অজ্ঞাত	১০		
৮১	ঐ	কৃষ্ণদাস	৬		
১৩৮	ঐ	ঐ	৬		
১৮০	ঐ	ঐ	২৪	১২৩৭ সাল	
৪২৩	ঐ	ঐ	২৩	১২২৬ সাল	
২২	নিগম গ্রন্থ (বৈষ্ণবামৃত)*				১৩
৪০৮	নিরঞ্জন পুরাণ*				১৭৭
১৮৮	নিরঞ্জনমঙ্গল*				৯৬
১৮৯	ঐ*				৮
২০১	নৌকাখণ্ড	অজ্ঞাত	১০	১২০৩ সাল	
১০২	ঐ*				৫৯
২০৩	ঐ*				১১৬
২০৮	পত্র	বদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১		
২৪৯	ঐ	রামপ্রসাদ ঘোষ	১		
২৭৯	ঐ	রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর	১	১২৬১ সাল	
২৮০	ঐ	কৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা (হেতমপুররাজ)	১	১২৪৩ হিজিরা	
৩৯৭	ঐ	উমেশচন্দ্র সাধখাঁ	২	১২০৩ সাল	
৪২৯	ঐ	শ্রীনাথ দেবশর্ম্মণ	১	১২৬৫ সাল	
৩৭৩	ঐ	শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	১২৩৫ সাল	
৪৩৯	ঐ	মীর খয়রাত আলী	১	১২১৪ সাল	
৪৪৩	ঐ	গোপালচন্দ্র ঘোষ	১	১২১৫ সাল	

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৪৪৪	পত্র	রামহরি চট্ট	১	১২১৫ সাল	
৪৫১	ঐ	তারিণীচরণ শর্ম্মা	১		
৪৬৩	ঐ	গদাধর দেবশর্ম্মণ	১		
৪৭০	ঐ	রামকানাই গণ	১	১২১৫ সাল	
৪৭৪	ঐ	গৌরদাস (?)	৪		
৪৭৬	ঐ	শম্ভুচন্দ্র দেবশর্ম্মণ	১	১২২৩ সাল	
৪৫৪	ঐ	গোলোক সৌ প্রভৃতি	১	১২১৭ সাল	
২২৭	ঐ	হরিভজন দাস	১	১২৩৬ সাল	
৪৮৬	ঐ	রাধানাথ দেবশর্ম্মণ	১	১২২৪ সাল	
৪৮৭	ঐ	কালীগুরু দেবশর্ম্মণ	১		
৪৮৮	ঐ	নবদ্বীপচন্দ্র দেবশর্ম্মা	১		
৪৯৩	ঐ	নীলকণ্ঠ দেবশর্ম্মা, গোলাম ছবদর মিঞা	১		
৪৯৪	ঐ	রামানন্দ দাস	১		
৪৯৮	ঐ	রামনারায়ণ শর্ম্মা	১		
৩০১	ঐ	মনমোহিনী দাসী	১		
৪৩২	ঐ	নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	১	১৮১৮ খৃ	
১২৮	পদাবলি*				৬৬
১১৩	ঐ*				৭৫
১৯৪	ঐ*				১০২
১৯৮	ঐ*				১১০
২০৪	ঐ*				১১৯
২১৫	ঐ*				১২১
২১৬	ঐ*				১২১
২১৭	ঐ*				১২১
২১৮	ঐ*				১২২
২১৯	ঐ*				১২২
২২০	ঐ*				১২৩
২২১	ঐ*				১২৩

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৩৫০	পাতড়া	অজ্ঞাত	১৪		
৩৫৬	ঐ	কাশীরাম	২		
৩৬৯	ঐ	অজ্ঞাত	৫		
৩৮৫	ঐ	লোচনদাস	৬		
৩৯১	ঐ	অজ্ঞাত	৫		
৪১৩	ঐ	অজ্ঞাত	৩		
৪৯১	ঐ	কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম	১		
৪৯০	প্রশস্তিপত্র	কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তী	১		
২৪৪	প্রসাদচরিত্র	কবিচন্দ্র (কবিদেব)	৩	১১৯৬ সাল	
৩৫৭	ঐ	ঐ	৫		
৩০৪	ঐ	কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৩		
৩২৮	ঐ	কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (শঙ্কর)	১০		
৩২২	ঐ	কৃষ্ণদাস	৫		
৩৩৮	প্রহ্লাদচরিত্র	কবিচন্দ্র	৮		
৩৮২	ঐ	কৃষ্ণদাস	৬		
২	প্রাকৃতপৈঙ্গল	অজ্ঞাত	১১		
১২৫	প্রাচীন গদ্য (দিনলিপি)*				৭০
৯৭	প্রার্থনার পদ *				৫৪
২৪২	ঐ*				১৩২
২৬২	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	নরোত্তমদাস	৮	১১৫৯ সাল	
৩০৬	ঐ	ঐ	৯		
৫০০	ঐ	ঐ	৭	১১৭৫ সাল	
৩১৫	বস্তুতত্ত্বসার*				১৫৯
১২৬	বাঙ্গালা মন্ত্র *				৭১
২২৩	ঐ *				১২৩
২১১	ঐ *				১১৯
২৭৬	ঐ *				১৫০
৪৮৪	ঐ *				১৯৯
২৭৮	ঐ *				১৫২

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৪৮৩	বাঙ্গালা মন্ত্র*				১৯৯
৪৮১	ঐ *				১৯৬
৩৬৪	ঐ	অজ্ঞাত	১		
২০৯	ঐ	ঐ	১		
৪৮০	ঐ *				১৯৪
৪৮৯	ঐ	ঐ	১		
৩৯	বাজানা *				২৫
৪৭৭	বাড়ির জাতি নির্ণয়	ঐ	১		
১২৭	বানের কবিতা*				৭২
৩৬৩	বিজয়পাণ্ডব কথা*				১৬৯
১০১	বৃন্দাবনপটল *				৫৮
৮৮	বৃন্দাবনপরিক্রমা *				৫২
৪৬	বৃন্দাবনলীলাস্থান বর্ণন *				২৮
১৭৫	বৈদ্যক *				৯২
১১২	বৈষ্ণব কড়চা	অজ্ঞাত	১		
২১২	ঐ	ঐ	১		
৩৪৩	ঐ	ঐ	২		
৩৪৫	ঐ	ঐ	২		
৪০০	বৈষ্ণব কবিতা *				১৭৬
৯৩	বৈষ্ণববন্দনা	দৈবকীনন্দন	১	১২০৪ সাল	
৪৫	ঐ	ঐ	৩		
৮৩	ঐ	ঐ	৬		
৩৬৭	ঐ	অজ্ঞাত	১০		
৬৯	বৈষ্ণবমঙ্গল *				৪৫
৫৭	বৈষ্ণবামৃত *				৩৮
১৭৮	ঐ	নরোত্তমদাস	৪	১১৯১ সাল	
৯২	ব্রাহ্মণবন্দনা	কানাইদাস	৪	১২১১ সাল	
১৩৭	ভক্তিউদ্দীপন *				৮৬
১৭৯	ঐ	নরোত্তমদাস	৪		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
২৩	ভক্তিচিন্তামণি	বৃন্দাবনদাস	১২	১১৮৬ সাল	
৩৭০	ভজনরত্ন*				১৭২
৪৩০	ভগুরামের পদ *				১৮৫
৩৮৭	ভাগবতামৃত	কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৪০		
২১৪	ঐ	ঐ	১		
২৬৪	ভারত সংহিতা	দ্বিজ অভিরাম	২		
৩৫	ঐ*				২২
৪৬৫	ভাব	অজ্ঞাত	১		
১০৮	মঙ্গলারতি *				৬৪
৩৪৬	মঞ্জরীনির্ণয়	অজ্ঞাত	২		
৭৭	মণিহরণ	গুণরাজখান	৮	১১৮৬ সাল	
৫৮	মনঃশিক্ষা*				৩৯
২৫০	ঐ *				১৩৩
৫১	মনসামঙ্গল *				৩১
১৮১	ঐ (ভাসান) *				৯৩
৮৬	মনুষ্যতত্ত্বসারাবলী *				৫১
৮	মহাভারত (আদি)	কাশীরামদাস	৫		
৩০	ঐ (ভীষ্ম, বন)	ঐ	৩৬	১২২৪ সাল	
৬২	ঐ (আদি)	ঐ	১৭		
১৩২	ঐ (বিরাট)	ঐ	৬৫	১২৭৫ সাল	
১৪৩	ঐ (ঐ)	ঐ	৫২		
১৫৬	ঐ (দ্রোণ, কর্ণ)	ঐ	৯		
১১৭	ঐ (বন, ভীষ্ম)	ঐ	৬০		
১৪৮	ঐ (শান্তি)*				৮৮
১৬৪	ঐ (আদি)	কাশীরামদাস	১১১		
১৬৬	ঐ (বিরাট)	ঐ	৬৮		
৪৬৮	ঐ	ঐ	১		
১৭৩	ঐ (ঐ)	ঐ	১		
৪৫৬	ঐ (ঐ)	ঐ	৩৮		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১০৫	মহাভারত (আদি)	কাশীরামদাস	১		
৩১১	ঐ (বন)	ঐ	১৪		
২১৩	ঐ (আদি)	ঐ	২		
৪৫৭	ঐ	ঐ	৩		
২৫৯	ঐ (সভা)	ঐ	৫৪		
৪৬০	ঐ (বিরাট)	ঐ	৩৬		
৩৫৫	ঐ (আদি)	ঐ	১৮		
৩৭১	ঐ	ঐ	৯		
৩৭৪	ঐ (বন)	ঐ	৭৪		
২৬০	ঐ (উদ্যোগ)	ঐ	১০		
৩৮৪	ঐ (সভা)	ঐ	৩৪		
৪০৬	ঐ	ঐ	৫		
৪০৯	ঐ (ভীষ্ম)	ঐ	৯		
৪১৪	ঐ (বন)	ঐ	১২		
৪২০	ঐ	ঐ	১৫		
৪২৪	ঐ	ঐ	১৪		
৪৬৯	ঐ (সভা)	ঐ	১৬		
৪৪৯	ঐ	ঐ	৪		
৪৭৯	ঐ	ঐ	৪		
৩৭	ঐ (উদ্যোগ)	ঐ	৬		
১৪০	ঐ (শান্তি)	বসু কৃষ্ণানন্দ	১		
১৬৭	ঐ (শান্তি)	ঐ	৩০		
৩৭৮	ঐ (?)	কবিচন্দ্র	১		
৪৯৭	ঐ (আদি)	কাশীরামদাস	১৬		
৪০৭	ঐ	ঐ	২		
৩৫৪	ঐ (বিরাট)	ঐ	৫		
৯	ঐ*				
২৯৯	ঐ (বিরাট)	সাবল	২০		
৩৬২	ঐ (কর্ণ)	কাশীরামদাস	১৭	১১৬২ সাল	

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৩১৪	মহাভারত (দ্রোণ)	কাশীরামদাস	২৪		
৪৬৭	ঐ (বিরাট)	ঐ	১০		
১৪৫	মহামায়ার শঙ্খপরা	অজ্ঞাত	১		
১৫৬	মহামুদ্গর*				৯০
৩১৬	মানুষের প্রণালীতত্ত্ব*				১৬০
৩৭২	মুসলমানী পাতড়া*				১৭৩
৪১	যোগাভার বন্দনা*				২৬
২০৭	ঐ	অজ্ঞাত	১		
২৮৪	ঐ	ঐ	২		
৪০৩	ঐ	দ্বিজ বাঞ্ছারাম	৩		
৪৩৩	রসকদম্ব	কবিবল্লভ	৩		
৩০৯	ঐ	যদুনন্দনদাস	১২		
৩১০	ঐ	ঐ	৬০		
২৪৫	ঐ	কবিবল্লভ	৩০		
২৫৩	রসপুরকারিকা*				১৩৫
৯৮	রসাল দর্পণ*				৫৫
৩০৫	রাগময়ীকণা	অজ্ঞাত	২৪		
৪২৮	রাগানুগাবোধক জিজ্ঞাসাপত্র	ঐ	৩		
১	রাজাবলি	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	২		
৭৮	রাধাকৃষ্ণবিলাস*				৪৫
১২	রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব	যদুনন্দন	১১৪	১২১৪ সাল	
৪০২	ঐ	ঐ	২৭		
৩১৯	ঐ	ঐ	৬৫		
১৯	রাধার কলঙ্কভঞ্জন*				১২
৩১	রাধারসকারিকা*				২০
১০৯	ঐ	কৃষ্ণদাস	১	১১৮৫ সাল	
১৩	রাধিকামঙ্গল	ঐ	২২	১২১১ সাল	
৩৫৩	ঐ	ঐ	৭	১০৬৪ সাল	
৪৯৫	ঐ	ঐ	৬		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৩৭৬	রাধিকামঙ্গল	কৃষ্ণদাস	১	১২৫৩ সাল	
৩	রামকাণ্ড*				১
৩১২	রামচরিত্র*				১৫৮
২৭১	রামবন্দনা	মুকুন্দরাম	১	১১৮৩ সাল	
৩৮০	রামায়ণ (রাঘবকীর্ত্তন)	কবিচন্দ্র	২		
৪১১	ঐ (উত্তরা)	ঐ	৬		
৪২১	ঐ	ঐ	৭		
৪১৮	ঐ	ধুতুরাম	১		
১০	ঐ (উত্তরা)	কৃত্তিবাস	১৪৭		
৪৪৮	ঐ (ঐ)	ঐ	৩		
২৮	ঐ (আদি, লঙ্কা, উত্তরা)	ঐ	৩৬		
৬৬	ঐ (উত্তরা)	ঐ	১০		
১৪৭	ঐ (লঙ্কা)	ঐ	৮		
১৪৯	ঐ (সীতাপরীক্ষা)	ঐ, কবিচন্দ্র	৮		
১৬৫	ঐ (উত্তরা)	ঐ	৪১		
২৩২	ঐ	ঐ	৭		
৩২৯	ঐ	ঐ	৫		
৩৫২	ঐ (লঙ্কা, আদি)	ঐ	২		
৩৯০	ঐ	ঐ	২		
৩৯৪	ঐ	ঐ	২		
৩৯৫	ঐ (সুন্দরা)*				১৭৪
৪০১	ঐ	ঐ	৫		
৪১২	ঐ*				১৮১
৪ ৫	ঐ	ঐ	২০		
৪১৬	ঐ	ঐ	৪		
৪১৭	ঐ	ঐ	২		
৪২২	ঐ (উত্তরা)	ঐ	৫		
৪৪৭	ঐ (লঙ্কা)	ঐ	৫	১১২১ সাল	
৪৩৫	ঐ (ঐ)	ঐ	১৭		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৭৬	রামায়ণ (অযোধ্যা, অরণ্য, সুন্দরা, কিষ্কিন্ধ্যা)	কৃত্তিবাস	৯১	১২৫০-৫৫ সাল	
২৯৭	রাসপঞ্চাধ্যায় (ভাগবতসন্দর্ভ)*				১৫৬
২৯৪	লক্ষ্মণের শক্তিশেল	শ্রীনাথ কবিভূষণ	৪০		
৩০৭	লক্ষ্মীচরিত	অজ্ঞাত	৫		
৩৫১	শনিচরিত্র*				১৬৮
২৬৩	শিবপুরাণ*				১৩৮
১৫৮	শিবরাত্র ব্রতকথা*				৯১
২৮৮	শিবায়ন	দ্বিজ রামেশ্বর	৬		
৩৭৫	শীতলামঙ্গল	দ্বিজ নিত্যানন্দ	৮		
২৭২	শোচক, পাতড়া, রাধিকাবন্দনা*				১৪৬
৩২৫	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোদয়*				১৬৩
১৮২	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	গুণরাজখান	৮		
৫৯	শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী*				৪০
৯০	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	দ্বিজ কবিচন্দ্র	৮	১২৫২ সাল	
৯৭	ঐ নৌকাখণ্ড*				১০৯
১৪৪	ঐ	দ্বিজ মাধব	১৯		
১৫১	ঐ	শঙ্কর	৮		
১৯৫	শ্রীকৃষ্ণলীলা*				১০৬
১৬১	শ্রীকৃষ্ণের গেড়ুখেলা	কবিচন্দ্র	১০	১১৮৩ সাল	
১১৬	শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টক	সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য	১		
২৭৭	শ্রীঠাকুর সকলের পাট*				১৫১
১২৯	শ্রীধর্ম্মপুরাণ*				৭৬
১৩০	ঐ*				৮২
২৩৫	শ্রীরূপমঞ্জরীর পদ	অজ্ঞাত	৩		
১৫৩	সঙ্গীত	রামজী দাস	১		
৬	সত্যদেবপাঁচালী*				৪
২৫	ঐ*				১৫
৪৩	ঐ*				২৭

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৮৪	স্বরূপবর্ণন	কৃষ্ণদাস শিষ্য	১১		
২০	স্মরণমঙ্গল*				১২
১০৪	স্মরণীয় টীকা*				৬০
১৭	স্যাখণ্ড*				৯
৩২	হংসদূত*				২১
৩৬	ঐ*				২৩
৩৯৯	ঐ	নরসিংহদাস	২৯	১১৮৮ সাল	
৪৮২	হকিকত পত্র	শ্যামানন্দময়ী দেবী		১২৩৬ সাল	
২৫১	হরিনাম কবজ*				১৩৪
	সপ্তবার কথন*				১৩৪
৩১৭	হরিনামামৃতদীপিকা*				১৬০
৮৪	হরিনামার্থ*				৪৯
১০৬	হাটপত্তন*				৬৩
২৫৪	হাটবন্দনা	বলরামদাস	১	১২৪৮ সাল	
৪১০	হিসাব	অজ্ঞাত	১		
৪১৯	ঐ	গদাধরদাস	১	১২৩৫ সাল	
৪২৭	ঐ	শ্রীপীর বক্স	১	১১৭৫ সাল	
৪৪০	ঐ	অজ্ঞাত	১		
৪৪১	ঐ	কাত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৩	১২৬০ সাল	
২৩৯	হেকিমী পুঁথি*				[illegible]

॥ গ্রন্থকারনাম (খ) ॥

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভূমিকা *৪	২৪	শফর	সর্ব্বত্র 'সফর' হইবে
ঐ *৬	২৮	ডোমপণ্ডিত	পঁড়িৎ
ঐ *৭	৪,৬	মুন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ	বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্র
ঐ *৯	১২	লিপি	লিপি-
ঐ *১৫	শীর্ষক	ভুমিকা	ভূমিকা
ঐ *২২	পাদটীকা ১	পুঁথির	পুথির
১৪	২৫	১১	২৪
২৯	৩	পুঁথসংখ্যা	পুঁথিসংখ্যা
৫২	২৬	পপ্র সংখ্যা	পত্রসংখ্যা
৫৩	১১	সঙ্খপরা	শঙ্খপরা
৬১	২০	চম্পকনাম	চম্পক [কলিকা] নাম †
১৪০	৪	তমোগুণ	তমোগুণ
১৪০	১০	কৃষ্ণচরিত্র (?)	রঘুনাথদাসের মুক্তাচরিত্রের অনুবাদ †
১৫৮	১৮	রামচরিত্র	শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অংশ †
১৬৭	৬	সহয়	সহয
২১৪	১৬	য়দ্বিতি অব্রহ্ম´	য়দ্বিতিঅ ব্রহ্ম´
২৩৩	৩	ঐ	অজ্ঞাত
২৩৬	৪	ঐ	অজ্ঞাত
২৪৪	২৯	ঐ	কবিচন্দ্র
২৪৫	২, ২৫	কৃষ্ণদাস, ৪৫	কবিচন্দ্র, ৪১৫
২৪৮	২১	পুথি	পুঁথি
২৪৯	২০	৩৮	৩৫৮
২৫২	৩০	দ্বিজ	দ্বিজ

† চিহ্নিত সংশোধন তিনটি ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় জানাইয়াছেন।

১৭ সংখ্যক পুঁথির প্রতিলিপি, পৃ ৯

জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কারের হস্তাক্ষর

—পরিশিষ্ট(ক)-এ ২৬৭(ঙ) সংখ্যক পুঁথির অংশবিশেষ, পৃ ২১২

১২৯ সংখ্যক পুঁথির আদর্শ, পৃ ৭৬

১৮৮ সংখ্যক পুঁথির [৪থ] ভনিতা দ্রষ্টব্য, পৃ ৯৬